

প্রথম প্রকাশ  
অক্টব্র তৃতীয়া, ১৩৬৭

প্রকাশিকা  
তমুত্রী দেবী  
সাকচী, জামসেদপুর

মুদ্রক  
শ্রীরামপ্রসাদ নাগ  
সারদা প্রিন্টার্স  
১৪এ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন  
কলিকাতা-১২

## উৎসর্গ

দণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের

পূত স্মৃতির উদ্দেশ্যে



## সূচী

### ভূমিকা

v—xxx

#### আদিকাণ্ড ১—১৬ পৃঃ

রামায়ণের সূচনা ১ পৃঃ, ঋতুশৃঙ্গ উপাখ্যান ৬ পৃঃ, দশরথের পুত্রোৎপত্তি বৃত্ত ৪ পৃঃ, রামের জন্ম ৬ পৃঃ, দশরথের আনন্দ ৮ পৃঃ, রামের বাল্যলীলা ৬ পৃঃ, তাড়কা রাক্ষসী বধ ২ পৃঃ, অহল্যা উপাখ্যান ১০ পৃঃ, রামের বিবাহ ১১ পৃঃ, রামসীতার বিবাহবাসর ১৩ পৃঃ, রামসীতার বিদায় ১৪ পৃঃ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ ১৫ পৃঃ, অযোধ্যায় রামের আগমন ১৬ পৃঃ, বরবধুবরণ ৬ পৃঃ।

#### অযোধ্যাকাণ্ড ১৭—৪১ পৃঃ

রামের অভিষেকের আয়োজন ১৭ পৃঃ, মহারার মন্ত্রণা ৬ পৃঃ, কৈকই-র বরপ্রার্থনা ১৮ পৃঃ, বিমাতার মুখে পিতার আদেশশ্রবণ ১৯ পৃঃ, লক্ষ্মণের বিক্রম ৬ পৃঃ, কৈশল্যার বিলাপ ২০ পৃঃ, সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামের বনগমন ২১ পৃঃ, মুনিদের আশ্রমে রামের রাজিবাস ও রত্নাকর দম্ভার কথা ২৫ পৃঃ, অন্ধমুনির পুত্রবধ ২৮ পৃঃ, মুনিপত্নীর শোক ৬ পৃঃ, দশরথের প্রতি অন্ধমুনির অভিশাপ ২৯ পৃঃ, ভরতের দেশাগমন ৩০ পৃঃ, কোশল্যার ক্রন্দন ৩২ পৃঃ, রামের উদ্দেশ্যে ভরতের বনগমন ৬ পৃঃ, রাম ও ভরতের সাক্ষাৎ ৩৭ পৃঃ, ভরতের অহরোধ ৩৯ পৃঃ, রামের পাত্ৰকাসহ ভরতের প্রত্যাবর্তন ৪০ পৃঃ।

#### আরণ্যাকাণ্ড ৪২—৪৯ পৃঃ

রামের দণ্ডকবনগমন ও রাক্ষসবধ ৪২ পৃঃ, স্থপ্ননথার নাসাকর্ণ ছেদন ৪৩ পৃঃ, স্বর্ণ মৃগবধ ৪৪ পৃঃ, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ৪৫ পৃঃ, রামের বিলাপ ৪৬ পৃঃ, সীতা অন্বেষণ ৪৭ পৃঃ।

#### কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৫০—৭২ পৃঃ

শিবের উত্থান ৫০ পৃঃ, উত্থানে লক্ষ্মণের প্রবেশ ৫১ পৃঃ, রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ ৫২ পৃঃ, শিবরামের যুদ্ধ ৫৪ পৃঃ, লক্ষ্মণের সংজ্ঞালভ ৫৭ পৃঃ, রাম ও লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ ৫৮ পৃঃ, হনুমানের প্রার্থনা ৬০ পৃঃ, হনুমানের অঙ্গীকার ৬১ পৃঃ, হনুমানের নারায়ণদর্শন ৬০ পৃঃ, হনুমানকে রামের পরিচয় দান ৬১ পৃঃ, হনুমানের দোষ ৬২ পৃঃ, রাম ও স্ত্রীবেদের মিত্রতা ৬২ পৃঃ, বালী স্ত্রীবেদের যুদ্ধ ৬৩ পৃঃ, স্ত্রীবেদের অভিযোগ ৬৫ পৃঃ, বালীবধ ৬৬ পৃঃ, বানরদের ক্রন্দন ৬৮ পৃঃ, তুরার শোক ৬৯ পৃঃ, স্ত্রীবেদের বাক্যে রামের প্রতীক্ষা ৭০ পৃঃ, স্ত্রীবেদের চরপ্রেরণ ৭১ পৃঃ।



হুন্দের কাণ্ড ৭৩-২৪ পৃঃ

সীতার্ষেণে বানরদের দক্ষিণযাত্রা ৭৩ পৃঃ, হুন্মানের লঙ্কাপুরে আগমন ঐ, সীতার সন্ধান লাভ ৭৭ পৃঃ, হুন্মানের সীতাদর্শন ঐ, সীতার বিলাপ ৭৮ পৃঃ, রামের অঙ্গুরীদর্শন ৭৯ পৃঃ, হুন্মানের লঙ্কাদাহন ঐ, হুন্মানের প্রত্যাবর্তন ৮১ পৃঃ, রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ ঐ, রাম-বিভীষণ মৈত্রী ৮২ পৃঃ, বিভীষণের প্রতিজ্ঞা ৮৩ পৃঃ, সাগরবন্ধন ৮৫ পৃঃ, রাবণের জাঙ্ঘালদর্শন ৮৬ পৃঃ, জাঙ্ঘাল ভাঙ্গা ঐ, জাঙ্ঘালে শিবলিঙ্গ স্থাপন ৮৭ পৃঃ, শিবের প্রতি রাবণের অহুযোগ ৮৮ পৃঃ, সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্য ৮৯ পৃঃ, হুন্মানের কোপ ৯০ পৃঃ, হুন্মানের দর্পচূর্ণ ৯১ পৃঃ, রামের লঙ্কাযাত্রা ৯২ পৃঃ, রামের লঙ্কাপ্রবেশ ঐ, সীতা-সরমা সংবাদ ৯৩ পৃঃ, বানরসেনার লঙ্কাপ্রবেশ ৯৪ পৃঃ ।

লঙ্কাকাণ্ড ৯৫—১২৭ পৃঃ

রাবণসভায় অঙ্গদ ৯৫ পৃঃ, রাক্ষসগণের ত্রাস ৯৭ পৃঃ, অঙ্গদ রায়বার ৯৮ পৃঃ, অঙ্গদের বার্তা-আনয়ন ১০৪ পৃঃ, রামলক্ষ্মণের নাগপাশবন্ধন ১০৫ পৃঃ, সীতার ক্রন্দন ১০৬ পৃঃ, পাশমোচন ঐ, ছয় বীরের সম্মেলন ১০৭ পৃঃ, মাতাপিতার নিকট বিদায়গ্রহণ ১০৯ পৃঃ, দেবাস্তকের পতন ১১০ পৃঃ, ত্রিশিরার পতন ১১১ পৃঃ, অতিকার যুদ্ধযাত্রা ১১৩ পৃঃ, অতিকার সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধ ১১৪ পৃঃ, অতিকার কবচদান ১১৬ পৃঃ, অতিকার পতন ১১৮ পৃঃ, অতিকার ভক্তি ১ ১৯ পৃঃ, অতিকার মৃত্যুতে রাবণের শোক ১২০ পৃঃ, কুস্তকর্ণের রায়বার ১২১ পৃঃ, কুস্তকর্ণের পতন ১২৪ পৃঃ, বিশ্ববর্ষণে রামাদির মৃত্যু ১২৫ পৃঃ, মকরাঙ্কের মৃত্যু ১২৬ পৃঃ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা ঐ, সর্পবিশ্ববর্ষণ ১২৭ পৃঃ, গরুড়কর্তৃক পাশমোচন ১২৮ পৃঃ, মায়াসীতা বধ ১২৯ পৃঃ, মায়াসীতার মৃত্যুতে রামের শোক ১৩০ পৃঃ, সীতাদর্শনে রামের আনন্দ ১৩১ পৃঃ, নিকুন্তিলা যজ্ঞ ১৩২ পৃঃ, ইন্দ্রজিৎ বধ ঐ, মন্দোদরীর পুষ্যশোক ১৩৩ পৃঃ, বীরবাহুর যুদ্ধ ১৩৪ পৃঃ, স্রবাহুর যুদ্ধ ১৩৭ পৃঃ, তরণীর সমরসজ্জা ১৩৯ পৃঃ, মাতার নিকট বিদায়গ্রহণ ১৪০ পৃঃ, অঙ্গদ ও তরণীর যুদ্ধ ১৪১ পৃঃ, লক্ষ্মণ ও তরণীর যুদ্ধ ১৪২ পৃঃ, লক্ষ্মণের পতনে রামের বিলাপ ১৪৩ পৃঃ, রাম ও তরণীর যুদ্ধ ১৪৪ পৃঃ, তরণীবধ ১৪৫ পৃঃ, তরণীর পূর্বকথা ১৪৭ পৃঃ, অরণি উপাখ্যান ১৪৮ পৃঃ, অরণির যুদ্ধযাত্রা ১৪৯ পৃঃ, অরণির পরাক্রম ১৫১ পৃঃ, রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ ১৫২ পৃঃ, অরণির রামস্তব ১৫৩ পৃঃ, অরণির পরিচয়দান ১৫৪ পৃঃ, মহীরাবণের উপাখ্যান ১৫৭ পৃঃ, মহীরাবণবধ ১৫৯ পৃঃ, রাবণের যুদ্ধযাত্রা ১৬১ পৃঃ, রাবণের ক্রোধ ১৬২ পৃঃ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ১৬৩ পৃঃ, লক্ষ্মণের পতন ১৬৫ পৃঃ, রামের বিলাপ ১৬৬ পৃঃ, ঔষধসন্ধান হুন্মানের যাত্রা ১৬৭ পৃঃ, কালনেমিবধ ঐ, হুন্মানের ঔষধসন্ধান ১৬৯ পৃঃ, বাটুলের আঘাতে হুন্মানের পতন ১৭০ পৃঃ, স্থমিত্রার বচনশ্রবণে হুন্মানের আনন্দ ১৭২ পৃঃ, লক্ষ্মণের জীবনলাভ ঐ, রাবণের পুনর্বীর যুদ্ধযাত্রা ১৭৩ পৃঃ, রামচন্দ্রের দেবীস্তব ১৭৪ পৃঃ,

মারাবাণের সাহায্যে রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন ১৭৫ পৃঃ, রাবণবধ ১৭৬ পৃঃ,  
 রাবণের মৃত্যুতে রাণীদের শোক ১৭৭ পৃঃ, মন্দোদরীর জন্মন ১৭৮ পৃঃ,  
 মন্দোদরীর রামদর্শন ১৭৯ পৃঃ, মন্দোদরীর পরিচয়দান ১৮০ পৃঃ, রাবণের  
 শেষকৃত্য ঐ, রাম ও সীতার সাক্ষাৎ ১৮২ পৃঃ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ১৮৩ পৃঃ,  
 ব্রহ্মাকর্তৃক রামের স্বরূপবর্ণন ১৮৪ পৃঃ, দশরথের উপদেশ ১৮৫ পৃঃ, ইন্দ্রের  
 বরদান ১৮৬ পৃঃ, রাম-সীতার পুষ্পবাসর ১৮৭ পৃঃ, অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ঐ,  
 গোহাকে সংবাদদান ১৮৮ পৃঃ, অযোধ্যায় প্রজাদের আনন্দ ১৮৯ পৃঃ, ভরতের  
 প্রত্যাগমন ১৯০ পৃঃ, রাম ও ভরতের মিলন ঐ, কৈকেয়ীর শোচনা ১৯১ পৃঃ,  
 হুম্মানের দর্পচূর্ণ ঐ, রামের সিংহাসন লাভ ১৯২ পৃঃ, লক্ষ্মণের কুচ্ছ্রসাধন  
 ১৯৪ পৃঃ, স্বজনমিলন ১৯৬ পৃঃ, অযোধ্যায় আনন্দোৎসব ১৯৭ পৃঃ,

সংশোধন ১৯৯ পৃঃ

প্রচলিত ২য় ভাগ প্রচলিত শব্দাবলী ২০০—২০৪ পৃঃ



## বিষ্ণুপুরী রামায়ণ

**সূচনা**—আমাদের সমস্ত অভিব্যক্তির চূড়ান্তনিদর্শন “রাম”—আমাদের কল্পনা এখনও ভালোমন্দ প্রতিটি ক্ষেত্রে শেষ সীমা নির্ধারণের সময় ‘রাম’ শব্দটিতে এসে থমকে দাঁড়ায়। এই ছোট্ট উদাহরণটিই প্রমাণ করে আমাদের জীবনে রামায়ণের প্রভাব কত ব্যাপক, কত গভীর।

ভারতবর্ষের শাস্ত্র জীবনধারায় রামায়ণের মতো মহাভারতের প্রভাবও কম নয়। ভারতবাসীর জীবনে তারা পুণ্যসলিলা ভাগীরথী ও সমুদ্রতৃষ্ণ তুষারমৌলি হিমালয়ের মতোই পবিত্রতা ও সত্যাসত্যবোধের দ্বারা অদ্বাদ্বীভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের অন্তরাত্ম এই দুখানি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে যে অথও জীবন-সত্যকে প্রকাশ করতে পেরেছে এমন আর কোথাও পারেনি। তাই বিশ্বকবি বলেছেন এরা ‘চিরকালের ইতিহাস’। ‘ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যাহর্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।’ অবশ্য দুটি মহাকাব্যে একই রূপ প্রকাশ পায়নি, দুটি গ্রন্থের আবেদন স্বতন্ত্র। মহাভারত “সজীব বিশ্ববিজ্ঞান” আর রামায়ণ “গৃহাশ্রমের কাব্য”—রবীন্দ্র-প্রদত্ত এই দুটি সংজ্ঞার মধ্যেই আমরা মহাকাব্য দুটির স্বাতন্ত্র্য ও ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। কিন্তু দুটি গ্রন্থের প্রতিতুলনায় দেখা যাবে, মহাভারতের রণরঙ্গমুখর রাজসিক ঐশ্বর্যলীলায় ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাস লুকিয়ে থাকলেও ভারতের ভাবাদর্শটি রামায়ণের বিভিন্ন কৌণিক বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে বর্গচ্ছটা বিস্তার করেছে অনেক বেশি।

রামায়ণে আমরা আদর্শ পারিবারিক জীবনের পরিচয় পাই। পিতার প্রতি পুত্রের বশুতা, ভাইয়ের জ্ঞাত ভাইয়ের আত্মত্যাগ, দাম্পত্য প্রেম, পাতিব্রত, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য, বন্ধুপ্রীতি, প্রভুভক্তি প্রতিটি মানবিক সম্পর্কের চরমোৎকর্ষ রামায়ণে রয়েছে। রাম-রাবণের প্রচণ্ড যুদ্ধ কিংবা তার রূপকার্থক তাৎপর্যের দিকে না তাকিয়েও রামায়ণ রসান্বাদনে আমাদের মন কোথাও প্রতিহত হয় না। মহাভারতের চরিত্র কিংবা ঘটনার ঘনঘটার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনের যোগ বেশি নেই, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিপরায়ণতা, অজ্ঞানের বীরত্ব, ভীমের অমাহুযী জিবাংসা, কর্ণের দানশীলতা, গান্ধারীর ধর্মবোধ, দুর্ধোনের ক্রুরতা, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, সর্বোপরি ভারতযুদ্ধনিয়ন্তা কৃষ্ণের নিকাম কর্মের তাৎপর্য যেন আমাদের বুদ্ধিকে অতিক্রম করে হৃদয় স্পর্শ করে না। আমরা জ্ঞান্বে জানি, মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু মনে জানি, রাম আমাদের আদর্শ, রামায়ণ আমাদের সংসারের আদর্শ। যুগে যুগে রাম-কাহিনীর বহু বিবর্তন সত্ত্বেও এই আদর্শের জন্মই রামায়ণের জনপ্রিয়তা কোনদিন নষ্ট হয় নি।

রামায়ণের রচয়িতা মহাকবি বান্দীকি আমাদের শাস্ত্র অমুসারে আদি কবি। অগ্ন্যাজ্ঞা বাবতীয় পুরাণ সাহিত্য ব্যাসদেব-নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও রামায়ণ ব্যাস-সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। বেদ সঙ্কলক ব্যাসদেব-নামের আড়ালে বহু কবির নাম হারিয়ে গেলেও রামায়ণের কবি প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। মহর্ষি বান্দীকি পিতৃহৃত্তে রামকথার ঐতিহ্য লাভ করতে পারেন। মহত্তম মানবের চরিত্র-চিত্রণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই রামায়ণের জন্ম।

বাংলাদেশে রামায়ণ-চর্চার শুরু অনেক আগে থেকেই। \* অবশ্য তারও জাগে সংস্কৃত ভাষায় রাম-কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন কাব্য নাটক লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে আরো অগ্ন্যাজ্ঞা রামায়ণ—অধ্যাত্ম, অদ্ভুত, যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনার শুরু কৃত্তিবাস থেকে। তখন থেকে রামায়ণ বাঙালীর ঘরের জিনিষ হয়ে উঠেছে। কত কবি যে কতভাবে রামকথাকে বর্ণনা করেছেন, তার সীমাসংখ্যা নেই। অবশ্য সবাইকে ছাপিয়ে আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন কৃত্তিবাস। বান্দীকির কাব্যকে বাঙালিয়ানাব রসে জারিয়ে নিয়ে তিনি রামায়ণে পরিবেশন করেছেন গার্হস্থ্য জীবনের নিখুঁত আদর্শ। নীড়-বিলাসী বাঙালী আর কোন গ্রন্থ পড়ে বুঝি এমন তৃপ্তি পায়নি। তাই সর্বত্রই দেখা যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমাদর। অবশ্য একটু সচেতন হলে দেখা যাবে কৃত্তিবাসের পববর্তী-কালে আরো কয়েকজন স্বল্পখ্যাত কবি রামায়ণ রচনা করেছেন, তবে মুদ্রণ-অভাবে তাঁদের কেউ-বা হারিয়ে গেছেন চির-অন্ধকারে, কেউ-বা পড়ে আছেন আমাদের উদাসীন অত্মমনস্কতার আড়ালে, আবার কেউ-বা নাম বদলে আশ্রয় নিয়েছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণের ছায়াতলে। তার ফলে, আমরা যে কবির নামও শুনি নি হয়তো তাঁর লেখা পদগুলি পড়ে চলেছি, আর যে-কৃত্তিবাসের নামে সেই সব পদ চলে আসছে, সেগুলি তিনি কোন দিনই রচনা করেন নি।

আমাদের আলোচ্য রামায়ণটির রচয়িতা শঙ্কর কবিচন্দ্রের ভাগ্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বহল প্রচলিত ও বিপুল জনপ্রিয় ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’খানি যে তাঁরই রচনা—এটুকু জানা থাকলেও মূল গ্রন্থটির সঙ্গে অনেকেরই কোন পরিচয় নেই। তাঁর যা কিছু কৃতিত্ব, যা কিছু গৌরব, সবই অধুনা প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে, তাঁর আসল গ্রন্থখানি, প্রায় বিশ্বস্তির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। সেই বিশ্বস্তির অন্ধকার থেকে একটিমাত্র পুঁথি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন কবির দৌহিত্র-বংশীয় পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টা না থাকলে কালের কবল থেকে বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অখণ্ডিত পুঁথিখানি উদ্ধার করা যেত কিনা সন্দেহ। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বাসনা ছিল—পুঁথিটি মুদ্রিত করে জনসমক্ষে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করা। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তিনি কবিচন্দ্রের লেখা ভাগবতের পালাগুলিকে একত্র করে “ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দ-মঙ্গল” প্রকাশ করেন। ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’ প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর অপূর্ণই থেকে

যায়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, মহতী বাসনার বিলম্ব নেই, একদিন না একদিন তা পূর্ণ হয়ই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্রজয় শ্রীমুকুন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশিবানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁদের সমস্ত রক্ষিত রামায়ণ পুঁথিখানি অল্পগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের এবং জনসমক্ষে প্রকাশের অল্পমতি দিয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া বিষ্ণুপুরী রামায়ণ প্রকাশ আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মধ্যযুগের সাক্ষ্য প্রমাণ জড়ো করলে আমরা দেখতে পাব শঙ্কর কবিচন্দ্র একজন জনপ্রিয় কবি ছিলেন। যে কোন পুঁথিশালায় রক্ষিত পুঁথির এ-টি বৃহৎ অংশই কবিচন্দ্রের। এর রচিত দাতাকর্ণ, অঙ্গদ রায়বার, দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি পালার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। অথচ তাঁর লেখা পাঁচটি বড়ো গ্রন্থের কোনটাই কোন পুঁথিশালায় সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় না। তাই শঙ্কর কবিচন্দ্রকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ সুযোগ নেই। তাঁর কবিত্বের পরিচয়ও রয়ে গেছে সকলের অগোচরে। আমরা কবির বাসস্থান পাহুয়া থেকে মাখনলাল মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত এবং শ্রিকানাইলাল মুখোপাধ্যায়-সংরক্ষিত কবিচন্দ্রের বিভিন্ন পুঁথি থেকে তাঁর মোটামুটি পরিচয় জানতে পেরেছি।

কবিত্বশক্তির বিচারে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে প্রথম শ্রেণীর কবিদের পাশে স্থান দিতে অনেকেই হয়তো ইতস্ততঃ করবেন। আধুনিককালের নিরিখে মধ্যযুগীয় কবিদের বিচার করাও বোধহয় সঙ্গত হবে না, সে যুগে একটা প্রচলিত ধারার অতীতনেই কবির দায়িত্ব শেষ হত। শঙ্কর কবিচন্দ্র নতুন কোন রীতি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন নি বটে, তবে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেছেন পুরানো পাত্রে নতুন পানীয় বিতরণ করার, তাই তাঁর কাব্যের পালাগুলোর মধ্যেও সে যুগের মানুষ নবীন প্রাণের স্পর্শ অনুভব করেছিল এবং সেইখানেই কবির সার্থকতা। তাঁর পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে তিনটি হলো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং দুটি লৌকিক মঙ্গলকাব্য। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত—তিনখানি সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদ আর কোন বাঙালী কবি করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। এই তিনখানি অনুবাদের মধ্যেই শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে। তাঁর অপর দুখানি গ্রন্থ শিবমঙ্গল ও অনাদিমঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গে শিবকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনার বোধহয় তিনিই প্রথম পথিকৃৎ। তাঁর অনাদিমঙ্গলেও কিছু কিছু অভিনবত্বের পরিচয় আছে।

শঙ্কর কবিচন্দ্র রামায়ণ রচনা করেন বিষ্ণুপুরাধিপতি মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে। তাঁর রামায়ণখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ নয় বলে ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’ নামে আখ্যাত হয়। রামায়ণ অনুবাদকদের মধ্যে আমাদের কবি হয়তো বরংকনিষ্ঠ, কিন্তু বাস্তবিক ও অধ্যাত্ম রামায়ণের সংমিশ্রণে রচিত ছয় কাণ্ডে সম্পূর্ণ এই রামায়ণটি স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ।

**কবিপরিচিতি**—শঙ্কর কবিচন্দ্রকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। এমন কি কবিচন্দ্র আলোচনার পুরোধা পণ্ডিত মাখনলাল

মুখোপাধ্যায়ও সর্বত্র সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারেননি। তার প্রধান কারণ, বাংলাদেশে কবিচন্দ্র নাম বা উপাধির বহুল ব্যবহার। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাড়াও আরো কোন কোন সমালোচক শব্দর কবিচন্দ্রকে চৈতন্য পরিকর চৌবট্ট মহাস্তের অন্ততম সাধক বলে অহুমান করেছেন। বস্তুত কবিচন্দ্র এর অনেক পববর্তী কালের লোক। তাঁর কাব্যরচনাকাল আলোচনায় তা পরিষ্কৃত হবে।

তাঁর কাব্যের ভণিতা অহুসারে জানা যায় যে, তাঁর নিবাস ছিল মল্লভূমি লেগোর দক্ষিণে পাছয়া গ্রামে।

“মল্লভূমি পাছায় বসতি।”

কিংবা, “লেগোর দক্ষিণে ঘর পাছায় বসতি।”

তাঁর পিতামহ ও পিতামহীর নাম নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ও গঙ্গাদেবী। মাতামহ গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়। পিতা “অশেষ গুণের ধাম” মণিরাম বা মুনিরাম। জননীর নাম চম্পাবতী। কবিজ্ঞার নাম তাঁর কাব্যে আমরা পাইনি। মাখনবাবু বংশপঞ্জী থেকে তাঁর নাম জানিয়েছেন লীলা দেবী। কবির দুই পুত্রের কথা তাঁর কাব্যের বহু জায়গায় পাওয়া যায়—

“বিনাশিয়া বিয়পুঞ্জ প্রভু রক্ষা কর কুঞ্জে

লক্ষণে হইবে বরদায়।”

জ্যেষ্ঠপুত্র কুঞ্জবিহারীবও সম্ভবতঃ একটু আধটু লেখার হাত ছিল। তাঁর ভণিতায় অদ্ভুত রামায়ণের পুঁথি আমরা পেয়েছি।

“কবিচন্দ্রের স্তুতি দ্বিজ কুঞ্জে রস গায়।

অদ্ভুতে শ্রীরামলীলা এত দূরে সায়॥”

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডটি বোধহয় কবিচন্দ্র লেখেননি। কুঞ্জবিহারী-রচিত অদ্ভুত রামায়ণকে আমরা বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে পাবলাম না। কেন না উত্তরকাণ্ডের শব্দে তার কোন সংশ্রব নেই।

শব্দর কবিচন্দ্র তাঁর রামায়ণ ও মহাভারতে গায়ন দ্বিজ বসুদেবের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন—

“কবিচন্দ্রের বসুদেব প্রথম গায়ন।

শব্দর রচিল পোখা গানের কারণ॥” (রামায়ণ)

কিংবা, “কহে কবি শব্দর বসুদেব প্রাণ মোর

আপনি বলাবে মুখে বাণী।” (মহাভারত)

বসুদেব গায়ন নিজের পাঁচালী রচনা করতেন। তাঁর লেখা ‘ঐকাদশী পাঁচালী’র পুঁথি পাওয়া যায়।

শব্দর কবিচন্দ্র মল্লরাজসভার সম্মান লাভ করেন। মল্লরাজ গোপালসিংহ তাঁকে আঠাশ বিঘা জমি ও বীরবোলি ভূষণ দিয়ে সভাকবিপদে বরণ করে নিয়ে তাঁকে মহাভারত অহুবাধের আদেশ দেন। শব্দর বৈদ্যাসকি মহাভারতের সারাহুবাধ রচনা করেন।

কবির সম্বন্ধ—শব্দর কবিচক্রের জীবৎকাল নিয়েও মতানৈক্যের অভাব নেই। একদল তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে চান—চৈতন্যপরিকরদের সমসাময়িকরূপ, আরেক দল তাঁকে গোপালসিংহের সমসাময়িক বলেই কর্তব্য শেষ করেন। একথা ঠিক যে গোপালসিংহের রাজত্বকালে কবি জীবিত ছিলেন, তবু খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, শব্দর কবিচক্রের জীবনের পরিধি চারজন মল্লরাজার রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। কবির শিবমঙ্গলে বীরসিংহের নাম, অনাদিমঙ্গল ও রামায়ণে রঘুনাথসিংহের নাম এবং মহাভারতে গোপালসিংহের নাম পাওয়া যায়। বীরসিংহের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৬৫২ থেকে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। আবার কবির সর্বশেষ গ্রন্থ মহাভারত লেখা হয়েছে ১৭৩৮ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গোপালসিংহের রাজত্বকালে। ১৬৮২ থেকে ১৭৩৮ পর্যন্ত ৫৬ বছরের ব্যবধান। কুড়ি বছর বয়সে কাব্যরচনা শুরু করে পরবর্তী আরো ষাট বছর রচনা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। মল্লভূমির আর কোন কবির নামের সঙ্গে কবিচক্র উপাধির সম্বন্ধ আমরা পাইনি। বাংলায় বর্গী আক্রমণের ( ১৭৪৫ ) আগেই সম্ভবতঃ কবির মৃত্যু হয়। তাঁর লেখা মদনমোহন বন্দনায় বর্গীবিভাদনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।

বর্তমান কাব্যরচনাকাল—রামায়ণ এবং অনাদিমঙ্গল দুটিতেই রঘুনাথসিংহের উল্লেখ রয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি দ্বিতীয় রঘুনাথ, কাবণ প্রথম রঘুনাথের সঙ্গে কবির অন্ততম পৃষ্ঠপোষক গোপালসিংহের যোগ টানা যায় না। দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহ বেশিদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। আনুমানিক ১৭০২ মতান্তরে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে রঘুনাথসিংহ সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য বিধর্মীর হাতে তুলে দিতে উত্তত হলে বিষ্ণুক প্রজারা তাঁকে হত্যা করেন। আবার কারো কারো মতে ভ্রাতা গোপালসিংহই তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন।

বংশপত্রানুসারে গোপালসিংহ রাজ্য লাভ করেন ১৭১২ সালে। সরকারী কাগজপত্র থেকে জানা যায়, ১৭৩০ থেকে ১৭৪৫ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল। শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৭২০ থেকেই গোপালের রাজত্ব শুরু হয়। মাধনবাবু রাজবংশের কুশীনা মা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, রঘুনাথের রাজত্বকাল মাত্র দু বছর (১৭০২-৪) এবং গোপালের রাজত্বকাল ১৭০৪ থেকে ১৭৪৭ পর্যন্ত। কিন্তু এইসব কাগজপত্রের মূল্য কতখানি? আমরা জানি চেতুয়া বরদার যুদ্ধে রঘুনাথসিংহ বর্ধমানরাজকে সাহায্য করেছিলেন এবং গোপালসিংহ তাঁর শত্রুতা করেন। তাই কীর্তিচক্র রায় বর্ধমানের সিংহাসনলাভ করেই তাঁর পিতামহের শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। দুই রাজা পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন কিন্তু তৃতীয় জন অর্থাৎ গোপালসিংহ যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হন ও উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি হয়। এই ঘটনা কীর্তিচক্রের রাজ্যপ্রাপ্তির (১৭০৩) অল্পদিন পরেই ঘটে। অর্থাৎ ধরে নিতে পারি ১৭০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। এবং তা যদি



হয়, তাহলে নিশ্চয় সে সময় রঘুনাথসিংহ সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। না হলে বর্ধমানরাজ দুর্দিনের বন্ধু রঘুনাথের রাজ্য আক্রমণ করবেন কেন, তাই নিশ্চিত কোর্ন প্রমাণ না পেলেও আমরা ধরে নিতে পারি যে, রঘুনাথসিংহ অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকেই কয়েক বছর রাজত্ব করেছিলেন।

রঘুনাথসিংহের নাম থেকে কবির রামায়ণ রচনার একটা মোটামুটি সময় আমরা পেতে পারি। তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথমের রামায়ণ রচনা করেন।

রঘুনাথসিংহের সঙ্গে শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রত্যক্ষ কোন যোগ ছিল কিনা জোব দিয়ে বলা যায় না। অনাদিমঙ্গলে কবি বলেছেন—

“রাজা রঘুনাথ ভুবনে বিখ্যাত নিবাস তাহার দেশে।”

এবং রামায়ণেও একবার মাত্র রাজ্যে জয়প্রার্থনা কবেছেন—

“রঘুনাথ সিংহের জয় কব রঘুপতি।”

**কবিনাম ও উপাধি সমস্তু**— শঙ্কর কবিচন্দ্রের নিজস্ব সাহিত্যকীর্তিকে খুঁজে বার করতে গেলে তাঁর নাম বা উপাধির কিছু আলোচনা আবশ্যক। বাংলা দেশে শঙ্কর এবং কবিচন্দ্র ভণিতায় বহু পাঁচালী কাব্য পাওয়া যায়। কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্র আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এই সহজ কথাটা সব জায়গায় প্রমাণিত হলে কোন গুণগোল থাকে না, কিন্তু অসুবিধে এই যে, কবি ইচ্ছেমতো তাঁর নাম বা উপাধি ব্যবহার করেছেন। এজন্য অনেকেই ধবে নিয়েছেন, শঙ্কর এবং কবিচন্দ্র দুজন পৃথক ব্যক্তি। শিবরতন মিত্র মনে কবেছিলেন, এঁরা দুই বন্ধু, মাঝে মাঝে একসঙ্গে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু দুই বন্ধু হলে দুজনেরই গ্রামের নাম পিতার নাম ও পুত্রদেব নাম এক হতে পারে না। আলোচনায় সুবিধের জন্য আমরা প্রথমে শঙ্কর নামা কবিদের আলোচনা সেরে নিতে চাই। বাংলাদেশে প্রায় জন পঁচিশেক শঙ্কর নামীয় কবির পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা প্রায় সকলেই অষ্টাদশ শতকের স্বল্পখ্যাত কবি। সুখের বিষয় এই যে, এঁদের মধ্যে মাত্র তিন চাবজন ছাড়া আর কাবো সঙ্গেই শঙ্কর কবিচন্দ্রের মিশে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। এঁরা হচ্ছেন শীতলামঙ্গল-রচয়িতা শঙ্কর দে, লক্ষ্মীর পাঁচালী-রচয়িতা বা গায়ক শঙ্কর কিশোর, গুরুদক্ষিণা-রচয়িতা শঙ্কর ব্রাহ্মণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ-রচয়িতা রামশঙ্কর। এঁরা ছাড়া আবার যে সব শঙ্কর নামা কবি আছেন অপ্রয়োজনবোধে তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম না। ‘গৌরীমঙ্গল’ের কবি শঙ্করকিশোর কবিচন্দ্র মিশ্রের কথা কবিচন্দ্র প্রসঙ্গে বলা যাবে। আপাততঃ শঙ্কর প্রসঙ্গে আসা যাক।

পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় মনে করেছিলেন, শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রথম রচনা একটি সংক্ষিপ্ত শীতলামঙ্গল। এই পুঁথিটি তিনি চূয়াডাঙ্গার পাঁচালী-গায়কদের কাছ থেকে পান। পুঁথিটিতে কয়েকটি শঙ্কর ভণিতা দেখে তিনি ধারণা করেন, এটি নিশ্চয় শঙ্কর কবিচন্দ্রের বাল্যকালের রচনা, তখনো তিনি কবিচন্দ্র উপাধি পাননি বলেই শুধু শঙ্কর নামে লিখেছেন। পুঁথিটি পাহাড়ার রামকৃষ্ণ পাঠাগার থেকে ছাপাও হয়। এবং পরবর্তীকালে বিনা দ্বিধায় এটিকে

শঙ্কর কবিচন্দ্রের ‘শীতলামঙ্গল’ বলে সাহিত্যালোচকরা মনে নিয়েছেন। আমরা মুদ্রিত পুঁথিখানি পরীক্ষা করে দেখেছি, তাতে এটিকে শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা বলে গ্রহণ করতে বাধে। এটি কলাইকুণ্ডার কবি শঙ্কর দে রচিত শীতলামঙ্গলের একটি পালামাত্র। বাংলা ১১৪৪ সালে শঙ্কর দে শীতলামঙ্গল লিখেছিলেন। তাঁর ভণিতায় অধিকাংশ স্থলে একটি বিশেষ ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়—

“কাতর শঙ্কর বলে ঝড় বুট্টি মহীতলে শীতলা সদয় সেই দিনে।”  
কিংবা, “মনে না করিহ ভয় কাতর শঙ্কর কয় শীতলা করিব পরিদ্রাণ।”  
মুদ্রিত শীতলামঙ্গলেও কবির ‘কাতর শঙ্কর’ বলার প্রবণতা বেশি।

“কাতর শঙ্কর কয় শীতলার মায়া” (পৃ: ৭)

“কাতর শঙ্কর ভাবে” (পৃ: ১৫)

“কাতর শঙ্কর ইহা ভবে” (পৃ: ১১) ইত্যাদি।

শঙ্কর কবিচন্দ্র কোথাও নিজেকে ‘কাতর শঙ্কর’ বলে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের চোখে পড়ে নি। স্বতরাং এই দুই শঙ্করকে আমরা স্বতন্ত্র কবি বলেই মনে করি।

এবার আসা যাক শঙ্কর কিস্কর প্রসঙ্গে। মাখনবাবু কিস্কর-রচিত ‘লক্ষ্মীর পাঁচালী’কে শঙ্কর কবিচন্দ্রের বাল্যরচনা বলেই মনে করেন। কিন্তু আসলে এই পাঁচালীটির রচয়িতার নাম শঙ্কর নয় কিস্কর। ক্ষেপুতের কবি কৃষ্ণকিস্করের সঙ্গেও এঁকে বোধহয় এক করে দেখা যায় না। কারণ ইনি নিজেকে কোথাও কৃষ্ণকিস্কর বলেন নি। ইনি ভণিতায় শুধু বলেছেন—

“রচিল কিস্কর গীত গাইল শঙ্কর।”

কিংবা, ‘রচিল কিস্কর গীত লিখিল শঙ্কর।’

এতে মনে হয় কবি কিস্করের গায়ক ও লেখক ছিলেন শঙ্কর। এই কবিব সঙ্গে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

‘গুরুদক্ষিণা’র কবি শঙ্কর ব্রাহ্মণকেও মাখনবাবু শঙ্কর কবিচন্দ্র মনে কবেছেন এবং তাঁর ভ্রান্তির কারণও আছে। মল্লভূমে গুরুদক্ষিণার পুঁথি প্রচুর পাওয়া যায়। এই পুঁথিটি কবিচন্দ্রের যে কোন ভাগবতীয় পালার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু শঙ্কর ব্রাহ্মণ পরিষ্কারভাবে ভণিতায় জানিয়েছেন—তাঁর নিবাস কুলচণ্ডায়, স্বংরাং পাণ্ডুয়াবালী শঙ্করের সঙ্গে তাঁকে এক করে ফেলা উচিত নয়। শঙ্কর ব্রাহ্মণ আর কোন পালার রচনা করেছিলেন কিনা জানি না, তবে তাঁর ‘গুরুদক্ষিণা’টি শঙ্কর কবিচন্দ্রের নামে ‘ভাগবতায়ত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গলে’ ছাপা হয়ে গেছে।

চতুর্থজন রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শঙ্কর কবিচন্দ্রের মতো রামশঙ্করও অধ্যাত্ম রামায়ণ লিখেছেন বলে কেউ কেউ দুটি রামায়ণের পুঁথিকে এক করে দেখেছেন। রামশঙ্করকে কেউ কেউ সাগরদস্যর ভবানীশঙ্করের সঙ্গে মিশিয়ে

ফেলেছেন। বাই হোক ভবিষ্যৎ রামশঙ্কর লিখেছেন “বন্ধিয়া জ্ঞানকীনাথ শ্রীশঙ্কর গায়।” তাই তাঁকে নিয়ে গুণগোল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু কবি নিজেই জাতি অপনোদন করে দিয়েছেন “সেই পথে শ্রীরামশঙ্কর দ্বিজ গান” এই বলে। রামশঙ্করের রামায়ণ শুদ্ধ হয়েছে, হরগৌরীর কথাবার্তার, কবিচন্দ্র শুদ্ধ করেছেন বাঙ্গালীক প্রসঙ্গ থেকে, স্তত্রাং কিছুটা নাম সাদৃশ্য থাকলেও দুজনকে চিনে নেওয়া মোটেই দুষ্কর নয়।

‘কবিচন্দ্র’ উপাধিটি মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের খুব প্রিয়, উড়িয়া কবিদের প্রাধান্য ছিল কবিস্বর্ষ উপাধি গ্রহণে। মধ্যযুগে প্রায়ই কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা বা জমিদারেরা কবিদের একটি করে উপাধিতে ভূষিত করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে উপাধি শূন্যগত হত না, বসন-ভূষণ-ভূমিসহযোগে পরম কামনার ধন হয়ে উঠত। কবিরা কখনো কখনো নিজে নিজেই উপাধি বা ছদ্মনাম গ্রহণ কবতেন। তাই কবীন্দ্র, কবিরাজ, কবিরঞ্জন, কবিরঞ্জন, কবিকঙ্কণ, কবিরত্ন, কবি-ভূষণ বা কবিচন্দ্রের কোনদিন অভাব ঘটেনি বাংলাদেশে। এঁরা সকলেই যে কবি তা নয় তবু ‘নল রাজার ছদ্মবেশী’ দেবতাদের মতো সাহিত্যসভায় জাঁকিয়ে বসে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাতো এঁরা কেউ কম বান নি। এঁদের মধ্যে, বলা বাহুল্য, কবিচন্দ্র উপাধিটি সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ‘কবিচন্দ্র’দের মোটামুটি একটা তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল।

১. কবিচন্দ্র—পদ্মাবলী ( সংস্কৃত শ্লোক )
২. যদুনাথ কবিচন্দ্র—নিত্যানন্দ শাখাভূক্ত
৩. রামদাস কবিচন্দ্র—চৈতন্য শাখাভূক্ত
৪. বনমালী কবিচন্দ্র—অষ্টম শাখাভূক্ত
৫. কবিচন্দ্র ভট্ট—চৈতন্য শাখাভূক্ত
৬. কবিচন্দ্র ঠাকুর—গদাধর প্রভুর পরিবার
৭. চন্দ্রশেখর কবিচন্দ্র অথবা ‘পণ্ডিত শেখর’, এঁর লেখা স্তম্ভরকাণ্ড বলে কেদার নাথ মণ্ডল-সম্পাদিত কৃতিবাসী রামায়ণে ( মেদিনীপুর ) সংযুক্ত হয়েছে।
৮. শঙ্করকঙ্কর কবিচন্দ্র মিশ্র—গৌরীমঙ্গল বা চণ্ডীর চরিত ( বিশ্বভারতী )
৯. কবিচন্দ্র মিশ্র—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ‘বাছলি’ রচয়িতা
১০. কবিচন্দ্র মিশ্র—একাদশীর পাঁচালী বা নারদীয় পুরাণ রচয়িতা
১১. মুকুন্দ কবিচন্দ্র—বাগুলী মঙ্গলের কবি
১২. অঘোষ্যারাম কবিচন্দ্র—গঙ্গা বন্দনা
১৩. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র—শিবায়ন রচয়িতা
১৪. কবিচন্দ্র চক্রবর্তী—ষটক চক্রবর্তীসহ কবীন্দ্র চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গলে এঁর নাম আছে। হয়তো কবীন্দ্র ও কবিচন্দ্র একই ব্যক্তি এবং তাঁর নাম মধুসূদন।
১৫. নিধি কবিচন্দ্র—কালিকামঙ্গলের ভণিতায় এঁর নাম পাওয়া যায়।

অধিকাচরণ গুপ্ত ১৮৭৯ সালের এডুকেশন গেজেটে কবিচন্দ্রের কালিকা-মঙ্গল প্রকাশের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

১৬. নিধিরাম কবিচন্দ্র—ধর্মমঙ্গলের কবি, নিধি ও নিধিরাম একই ব্যক্তি কিনা জানি না।
১৭. দ্বিজ কবিচন্দ্র - শাজাদা রায়ের বংশধর, 'জগতী মঙ্গল'-এর কবি
১৮. রামজীবন বিদ্যাতৃষণ কবিচন্দ্র—মনসামঙ্গল রচয়িতা
১৯. কবিচন্দ্র কৃষ্ণরাম—কমলামঙ্গল ( এই উপাধিটিলিপিপ্রমাদও হতে পারে )
২০. কবিচন্দ্র—চৌর পঞ্চাশিকার কবি
২১. কবিচন্দ্র দাস—রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা, কৃষ্ণকালী, মুক্তাচাষ
২২. কবিচন্দ্র—বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত ভাগবতের অন্ততম কবি।
২৩. কবিচন্দ্র দাস—'গোরক্ষবিজয়' রচয়িতা বা গায়ক
২৪. মানিক কবিচন্দ্র—দণ্ডীপর্ব
২৫. দ্বিজ গঙ্গাধর কবিচন্দ্র—'জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথা'র কবি
২৬. বৈষ্ণ কবিচন্দ্র—গীত-গোবিন্দের অহুবাদক কুচবিহারের কবি
২৭. প্রাণদাস কবিচন্দ্র—গোপিকার বঙ্গহরণ
২৮. শঙ্কর কবিচন্দ্র—মল্লরাজ সভাকবি ও পূর্বোক্ত পাঁচটি কাব্যরচয়িতা।  
এঁরা ছাড়াও আরো কবিচন্দ্রের নাম বিয়ল নয়। যথা—
২৯. কবিচন্দ্র পণ্ডিত—যশোরের বাকুইথালি নিবাসী মৌখিক কবিতার স্রষ্টা
৩০. কবিচন্দ্র—শ্রীমানন্দ-শিষ্য রদিকানন্দের বাল্যশিক্ষক
৩১. কবিচন্দ্র—রূপরামের গুরু পিতার নাম
৩২. গোবিন্দ কবিচন্দ্র—দ্বিজ রামদেবের পিতার নাম ইত্যাদি।

কলিকালের ছড়া এবং বারোমাস্তা রচয়িতা কবিচন্দ্র একজন না দুজন তা জানা যায় না। সুতরাং এতগুলি কবিচন্দ্র নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডিদাস সমস্তা বা সঙ্কয় সমস্তার মতো কবিচন্দ্রও এক সমস্তা। অবশ্য শঙ্কর কবিচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় বলে তাকে চিনে নিতে আমাদের খুব অসুবিধে হয় না। অত্যাধিক কবিচন্দ্রেরা তাঁর মতো জনপ্রিয় ও শক্তিদর কবি ছিলেন না। চৈতন্য পরিকর পাঁচ ছজন কবিচন্দ্র ছিলেন সাধক। মাখনবাবু এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁদের সঙ্গে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে এক করে ফেলেছিলেন। আবার মুহূন্দরামের দাদার সঙ্গে তাঁকে এক করে ফেলা হয়েছিল দাতাকর্ণ পালার বিচারের সময়। অনেকেই দাতাকর্ণের কবি হিসেবে নাম করেছেন অযোধ্যারাম কিংবা নিধিরামের অথচ সেটি আমাদের শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা। শঙ্কর কবিচন্দ্র-ভবিষ্য দাতাকর্ণ পালার প্রচুর পুঁথি পাওয়া যায়।

মাখনবাবু আর একজন কবিকেও কবি শঙ্করের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি হলেন কবিচন্দ্র দাস। রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা, মুক্তাচাষ, কৃষ্ণকালী এই কবিচন্দ্র

দাসের রচনা। আমাদের শব্দর নিজেই দ্বিধা ছাড়া কোথাও দাঁস বলে পরিচয় দেননি, অথচ ঐ পালাগুলি স্থান পেয়েছে শব্দর কবিচন্দ্রের ‘ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গলে’। যেমন কবিচন্দ্র মিশ্রের ‘একাদশী পাঁচালী’র পুঁথিতে আমরা শব্দর কবিচন্দ্রের ভণিতাও পেয়েছি।

**কবিচন্দ্রের রচনা**—শব্দর কবিচন্দ্রের প্রধান রচনাগুলির দিকে এবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। আমরা তাঁর সমস্ত রচনার সন্ধান এখনো পাইনি, কোনদিন পাওয়া যাবে কিনা তাই বা কে জানে? মধ্যযুগে তাঁর মতো বিপুল সংখ্যক কাব্য এবং পালা আর কোন কবি রচনা করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। তাঁর একার দানেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুষ্টিলাভ করেছে। অবশ্য এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। কিন্তু শব্দর কবিচন্দ্র ছিলেন প্রাচীন ভক্তিদ্বারার সর্বশেষ কবি। একাধিক মঙ্গলকাব্য রচয়িতারূপে সপ্তদশ শতকের কৃষ্ণরামের নাম শোনা যায় বটে কিন্তু তাঁর সকল কাব্যই তেমন বৃহৎ নয়। সেদিক দিয়ে শব্দর কবিচন্দ্র তিনখানি প্রধান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কবিচন্দ্র ঠিক কতগুলি পালা রচনা করেছিলেন আমরা জানি না, তবে একখানি ‘হরিশ্চন্দ্র পালা’র পুঁথিতে দেখা যায়—

তিন শয় ষাটি পালা আনন্দিত মনে।

কবিচন্দ্র চক্রবর্তী করিল রচনে ॥ (শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল-সংগৃহীত পুঁথি)

‘পালা’ কথাটি সন্দেহজনক। আমরা যে পাঁচটি বড়ো গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি সেগুলো কি প্রথমে পালা-আকারেই লেখা হয়েছিল, না সেগুলো ছাড়াও পালার সংখ্যা তিনশ ষাট? আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের যে সম্পূর্ণ পুঁথি পেয়েছি, তাতে দেখা যাবে, সেগুলি মোটেই পালার আকারে লেখা নয়, কাণ্ড এবং পর্ব ভাগ করে লেখা। অবশ্য তাদের কোন কোন অংশের স্বতন্ত্র পুঁথিও পাওয়া যায়, যেমন শিবরামের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ভরতের দেশাগমন, কুন্তীর বাণভিক্ষা, সাবিত্রী আখ্যান ইত্যাদি। এখন যে রচনাগুলি শব্দর কবিচন্দ্রের বলে দাবি করা হয়, আমরা সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দিচ্ছি।

১ **শিবমঙ্গল**—বীরসিংহ রাজার আমলে লেখা শব্দর কবিচন্দ্রের সর্বপ্রথম রচনা। এটাই সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে প্রথম শিবমঙ্গল কাব্য। কবি লৌকিক শিবকথাকে একত্রে গ্রথিত করে মঙ্গলকাব্যের রূপ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে শিবকে পাওয়া গেছে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডে, বিষ্ণুপতির মহেশবাণী ও নাচাড়ি শিবপদে।

কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গলের অথও পুঁথি পাওয়া যায়নি। তবে খণ্ডিত কয়েকটি পালা বিভিন্ন সংগ্রহ-শালায় আছে। যেমন, মছধরা পালা (সম্পূর্ণ, ব. সা. প. ৪১২) হরগৌরী সংবাদ (খণ্ডিত, ক. বি. ২২৮৬)। গৌরীমঙ্গল (খণ্ডিত, বিশ্বভারতী ২০২), মহামায়ার শম্পপরা (খণ্ডিত, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম বিষয় সংখ্যা ৫৬৭, ক্রমিক সংখ্যা ৩) ও মালকপালা (খণ্ডিত, রাধকলাল মুখোপাধ্যায়-

সংগৃহীত)। মুখোপাধ্যায় মহাশয় হুগলীর আর্যপুত্র গ্রামনিবাসী পরাধীনতার মালের কাছে একটি অখণ্ডিত পুঁথি দেখেছিলেন। কিন্তু পুঁথিটি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি বলে এই পালাগুলির অঙ্কলিপি করে এনেছিলেন—মালক পালা, কুরল উদ্ধার, চাষপালা, কার্তিকজয়, মহর্ধরা, শঙ্খপরা প্রভৃতি। তাই মনে হয় কবি বেশ বড়ো আকারেই শিবমঙ্গল রচনা করেছিলেন। সমগ্র কাব্যটি পাওয়া গেলে কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গলের স্বার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব হত।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ডঃ স্কুমার সেন শঙ্কর কবিচন্দ্রকে শিবমঙ্গলের কবিরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এর কারণ সম্ভবতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত ‘মহর্ধরা’ পালার কয়েকটি স্থানে কবিচন্দ্রের বদলে কবিকল্প উপাধির ব্যবহার। কিন্তু ছন্দাঙ্কুরোধে এরকম ব্যবহার আমরা অপর কবির পুঁথিতেও দেখেছি। এবং শিবমঙ্গলেরই অল্প পুঁথিতে ‘লেগোর দক্ষিণে ঘর পাঁচায় বসতি’ দেখে সব সংশয়ের নিরসন ঘটেছে।

২. অনাদিমঙ্গল—আমাদের মতে কবিচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ অনাদিমঙ্গল। কবি নিজেও এই গ্রন্থে তাঁর শিবমঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে ধর্ম ও শিব অভিন্ন। কাজেই লাউসেন কাহিনী প্রাধান্যলাভ করলেও এ কাব্য শিবমঙ্গল থেকে খুব দূরবর্তী নয়। শিবমঙ্গলের মতো অনাদিমঙ্গলেরও সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত পুঁথিগুলি হলো—জাগরণ ও পশ্চিমোদয় (ব. সা. প. ২২৪৬) আত্ম চেকুর, ইছাইবধ ও নয়নীপালা তিনটি স্বতন্ত্র পুঁথি, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল-সংগৃহীত) এবং নয়নী পালার কয়েকটি পত্র (মাখনলাল মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত)। এই খণ্ডিত পুঁথিগুলি থেকে বোঝা যায়, কবিচন্দ্র বেশ বড়ো আকারেই ‘অনাদিমঙ্গল’ লিখেছিলেন। লাউসেন-কাহিনীতে নৃতনহনা থাকলেও দুটি অজানা বিষয় এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। একটি হল গোড়েশ্বরের নাম, আর একটি নয়নী-ধূসদন্তের অভিনব কাহিনী।

৩. রামায়ণ—কবিচন্দ্রের তৃতীয় গ্রন্থ। অনাদিমঙ্গলের মতো এটিও রাজা রঘুনাথের সমসাময়িক কালে রচিত। বাঙ্গালী ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে ছয় কাণ্ডে সমাপ্ত এই রামায়ণখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ‘বিকুপূরী রামায়ণ’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই রামায়ণটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের সমাপ্তি। অথচ বোঝা যায় না, কবি উত্তরকাণ্ড লিখতে চাননি কেন? সময়ের দিক থেকে তিনি আরো অনেকদিন বেঁচেছিলেন।

৪. ভাগবতভাস্কর শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল—শঙ্কর কবিচন্দ্রের একমাত্র মৃত্তিত গ্রন্থ, যদিও গ্রন্থটি কবির স্বার্থ পরিচয় বহন করে না। পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ভাগবতের সম্পূর্ণ পুঁথি না পেয়ে বিভিন্ন পালার পুঁথি ভাগবতের স্বাক্ষরসারে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণকথার রূপ দেবার চেষ্টা করেন। তিনি

যেমন মূল রচনার সার্জন্য করেছেন, তেমনি অদ্ভুত কবির রচনাংশও ভাগবতায়ুতে উদ্ধৃত হয়েছে। তবুও কবিচক্রের কাব্যপ্রকাশে মাখনবাবুর এই উক্ত্য প্রশংসনীয়।

কবিচক্রের ভাগবতীয় পালাগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রহ্লাদ (বা প্রশাদ) চরিত্র, ঐশ্বর্যচরিত্র, জড়ভরত, কলঙ্কভঞ্জন, নন্দবিধায় প্রভৃতি পালার প্রচুর পুঁথি পাওয়া যায়। মুদ্রিত ভাগবতটিই যদি কবির গ্রন্থের প্রকৃত রূপ হয়, তা হলে স্বীকার করতেই হবে, তিনি সম্পূর্ণ ভাগবত অহুবাদ না করে নির্বাচিত অংশসমূহের অহুবাদ করেন এবং রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা রচনার সময় অহুসরণ করেন বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণলীলা কাহিনীকে। যতদিন না ভাগবতায়ুতের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিতর্কের শেষ হবে না। মাখনবাবুও যে সব পালা সংগ্রহ করতে পারেন নি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাগবতায়ুতে স্থান পায়নি, এমন কয়েকটি পালার সন্ধান আমরা পেয়েছি। যেমন, গজেন্দ্রমোক্ষণ, নরকবর্ণন, মহাভারতের পালা ও গোপিকামোহন।

কবিচক্রের ভাগবতায়ুত রচনাকালের স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নেই। কেউ কেউ মনে করেন, দুর্জনসিংহের রাজত্বকালে মদনমোহন মন্দির স্থাপনের সময় এ কাব্য লেখা হয়। আবার কারো কারো মতে কবিচক্র মদনমোহন বন্দনা লেখেন মদনমোহনের রথ নিমাণের সময়। আমাদের অহুমান, কবিচক্রের ভাগবত তাঁর রামায়ণ ও মহাভারত রচনার মধ্যবর্তী সময়ে গোপালসিংহের রাজ্যাক্কেই লেখা। কৃষ্ণলীলার বর্ণনায় কবির খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দেখেই গোপালসিংহ তাঁকে সভাকবির মর্যাদা দিয়ে মহাভারত রচনার আদেশ দেন।

৫. মহাভারত—শব্দর কবিচক্রের সর্বশেষ রচনা। মল্লরাজ গোপালসিংহের আদেশে কবিচক্র মহাভারতের মতো বিশাল গ্রন্থের দুর্লভ অহুবাদের কাজে হাত দেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, পূর্বসূরিদের মতো তাঁর মহাভারতও হয়তো অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাই স্বাসস্তব সংক্ষেপে তিনি সংস্কৃত মহাভারতের সারাঅুবাদ করেন। গ্রন্থ শেষ করার আগ্রহে তিনি বহু জনপ্রিয় আখ্যান বর্জন করেছেন, এমন কি বাংলা দেশে মহাভারত অহুবাদের প্রচলিত ধারা ত্যাগ করে অশ্বমেধ পর্বে অহুসরণ করেছেন ব্যাসদেবকে—জৈমিনিকে নয়। সম্ভবতঃ তিনিই মধ্যযুগের একমাত্র কবি যিনি মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের অহুবাদে জৈমিনিকে স্মরণ করেন নি। স্ত্রধের বিষয়, মহাভারতের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে।

রামায়ণ ও ভাগবতের মতো কবির মহাভারতেরও কয়েকটি পালা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, যেমন দাতাকর্ণের পালা। উনিশ শতকে অনেকেই ‘শিশুবোধকে’র মাধ্যমে দাতাকর্ণ পালার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এরপরই নাম করা যায়, কুন্তীর বাণভিক্ষা ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদির। তবে ভারত-সাবিজী সমেত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের অহুবাদক হিসেবে তাঁর নাম স্মরণীয়। মূল মহাভারতের সারাঅুবাদ বলেও তাঁর গ্রন্থটি অভিনিবেশের দাবি রাখে।

অদ্ভুত রচনা—উপরিউক্ত পাঁচখানি গ্রন্থ ছাড়াও কবিচক্র কয়েকটি ক্ষুদ্র

আখ্যান বা পালা রচনা করেন, যেমন—‘কপিলায়ঙ্গল’, ‘জীবিতবাহন উপাখ্যাম’, ‘মশার কবিতা’, ‘কাপাসের পালা’, ‘মদনমোহন বন্দনা’, ‘রাজবল্লবীর বন্দনা’ ইত্যাদি।

**রামায়ণ সমীক্ষা**—রামায়ণকাহিনীর সত্যতা এবং ঐতিহাসিকতা নিয়ে এ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ভারতীয় সাহিত্যে রামবিষয়ক নানা কাহিনী পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় রামকাহিনীর সত্যতা-বিচার কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকের মতে, রামায়ণ কাহিনী সত্য নয়, নিছক রূপকমাত্র। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মহাকবি বাণ্মীকি রামকাহিনীর ক্ষীণসূত্রে ধরেই এই অমর কাব্যটি রচনা করেন। আমাদের অল্পমান, দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। রামকাহিনীতে কোন সত্য ঘটনার বীজ লুকিয়ে না থাকলে এত রূপান্তর চোখে পড়ত না। বাণ্মীকি রামায়ণের সূচনাতেও এর ইঙ্গিত আছে। বাণ্মীকির প্রপ্নে দেবর্ষি নারদ সর্বগুণাধিত নরপতি রামের কথা বলেছিলেন। সেই বর্ণনা অল্পপুঙ্খবর্জিত রামায়ণ-কাহিনীর হৃদরূপ এবং সেটিই বাণ্মীকির মনে রামায়ণ রচনার প্রেরণা যোগায়। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবি রামচন্দ্রের মহানু আলেখ্য রচনা করেন। সেই আলেখ্যের আড়ালে বাস্তব রাম হারিয়ে গেলেন চিরকালের জন্তে—বেঁচে রইল শুধু তাঁর কোমল-কঠোরে গড়া রূপের অতীত অপরূপ ভাবমূর্তি অনন্তকালের সম্পদ হয়ে।

মহাভারতের বিরাট সী যুদ্ধলীলার পশ্চাতে যে একটি পারিবারিক ভ্রাতৃবিরোধের ইতিহাস লুকিয়ে আছে, সে কথা অস্ত্রান্ত গ্রন্থের সাক্ষ্যে আভাসিত হলেও রামায়ণের ঘটনা সম্পর্কে সে-কথা বলা চলে না। রামায়ণে বানর ও রাক্ষসদের বিবরণ আছে। এই অমানব জাতি দুটিই রামকাহিনীকে আলৌকিক ও অবিশ্বাস্য করে তুলেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রামকাহিনীর মধ্যে সত্যের আভাসমাত্র নেই। আধুনিক যুগে বানর ও রাক্ষসদের অনার্য সমাজের প্রতিভূ বলা হয়েছে কিন্তু মহাকবির কাব্যে বানররা তাদের স্বভাবধর্ম বিস্মৃত হয় নি।

রামায়ণে আমরা তিনটি কাহিনীর চূষক লক্ষ্য করি—প্রথমতঃ, মাহুঘের গল্প বা রামকাহিনী, ঘটনাস্থল অযোধ্যা বা পূর্বভারত। দ্বিতীয়তঃ, বানরের গল্প বা বানী-সুগ্রীবের দ্বন্দ্ব, ঘটনাস্থল কিষ্কিন্ধ্যা বা মধ্য ভারতের বনাঞ্চল। তৃতীয়তঃ, রাক্ষসদের গল্প বা রাবণের কাহিনী, ঘটনাস্থল লঙ্কা বা দক্ষিণ ভারত। রামায়ণে এই তিনটি কাহিনীকে একটি ঘটনাসূত্রে গাঁথা হয়েছে, সেটি হল “সীতাহরণ”—রাক্ষসগণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটি। রামায়ণ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথমে এই তিনটি কাহিনী স্বতন্ত্র ছিল। বৌদ্ধজাতকে যে রামকাহিনীর চূষক আছে তাতে রাবণ, বানর বা সীতাহরণ প্রসঙ্গ নেই। দক্ষিণ ভারতে, লেখা জৈন রামায়ণে আবার রাবণ ও বানরদেহের প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং ঐয়নও ধারণা করা যেতে পারে যে, বাণ্মীকি তিনটি লোককথাকে একত্রে গ্রন্থিত করে একটি কাব্যরূপ



দিয়েছিলেন। তিনটি কাহিনীর প্রধান বোগস্বত্র ছিল সীতাহরণ, সীতাষেধণ ও সীতাউদ্ধার। মহাকবি বাণ্মীকির শিল্প-কৌশল ও রচনা-পারিপাট্যে প্রায় বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলি রামকাহিনীর সঙ্গে মিশে রামায়ণ মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে।

রামায়ণ এবং রামকাহিনীর প্রাচীনত্ব নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রামায়ণের আগে রামকথা প্রচলিত ছিল। ‘রাম না হতে রামায়ণ’ প্রবাদটা নিছক কল্পনা। তিনটার-নিংসের মতে রামায়ণ লেখার বহু আগে থেকেই বীরগাথারূপে রামকাহিনী গাওয়া হত। কুশ ও লবের মতো পথগায়ক চারণেরা গাথা গেয়ে বেড়াতেন। বাণ্মীকি এই লোকগাথা থেকেই উপকরণ সংগ্রহ করেন। এ পর্যন্ত ষতদূর জানা গেছে, রামকথার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া গেছে মহাভারত আর দশরথজাতকে। বেদে রামের উল্লেখ নেই, তবে রামায়ণের কয়েকটি চরিত্রের নাম বেদে আছে যেমন দশরথ, জনক, সীতা, অশ্বপতি, ইক্ষাকু প্রভৃতি। কিন্তু এঁদের মধ্যে কোন যোগ ছিল না। সীতা জনক-তনয়া নন, দশরথকে অশ্বপতির জামাতা বলা হয় নি। তাই রামায়ণেও যে এঁরা অপরিবর্তিতভাবে এসেছেন, তা বলা চলে না। কেউ কেউ মনে করেন ড স্বকুমার সেন) বেদের ভদ্র, ভদ্রা ও অগ্নি রামায়ণে হয়েছেন লক্ষ্মণ, সীতা ও রাম। আবার কাব্যে কাব্যে মতে বৈদিক ইন্দ্রই রাম ও অর্জুন চরিত্রের উৎস। এগুলো সবই অহুমানসাপেক্ষ ও সাদৃশ্ববাচক। কিন্তু সীতা সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। বেদে সীতা হচ্ছে হলবেথা, কৃষিশ্রী, রামায়ণকে কৃষিসভ্যতা প্রসারের রূপকরূপে দেখলে এ ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাকবি বাণ্মীকি যদি রামায়ণকে রূপক হিসেবে রচনা কবে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয় বৈদিক কৃষিদেবী হলবেথা সীতাকে মনে রেখেছিলেন। রামায়ণকে যারা রূপক বলেন, সীতা নামটিই তাঁদের বক্তব্যের দৃঢ় ভিত্তি।

রামায়ণের রচনাকাল নিয়েও বিতর্কেব শেষ হয়নি। আমাদের চিরাচরিত ধারণা অহুযায়ী দুটি মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণ পূর্ববর্তী। অবতাব হিসেবে রাম কৃষ্ণের পূর্বে আবির্ভূত হন। কিন্তু ইদানীং কালে অনেকেই এই প্রচলিত সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে পারছেন না, কাব্য মহাকাব্যে আকাষে যে রামায়ণ আমাদের হাতে এসে পৌছেছে, তাকে মহাভারতের চেয়ে প্রাচীনতর বলে মনে হয় না। মহাভারতে রামকথা যে রকম প্রাধান্য লাভ করেছে, বাণ্মীকি সে রকম ভারতকথাকে রামায়ণে স্থান দেননি, তবু সংশয়ের ছায়া ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠছে। পণ্ডিত জ্যাকবি, রামায়ণকেই পূর্ববর্তী বলে মনে করেন, কারণ রামায়ণের ভাষা প্রাক বুদ্ধযুগের এবং রামায়ণের প্রভাবেই মহাভারত ‘এপিক’ রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে বিশেষ যুক্তি দেখাতে পারেন নি। প্রাথমিক বিচারে রামায়ণকে প্রথম মনে হলেও কয়েকটি আভ্যন্তরীণ বিচার এই সরল সিদ্ধান্তে বাধা দেয়। হৃৎকিন্দ পরিহারভাবে বলেছেন, “there was a Bharat epic before there was a Ramayana.” তিনি আরো মনে করেন, গৃহস্বত্রের পূর্বে কোন

মহাকাব্যই প্রসিক্ষিত করেনি এবং যুজ্জ্বল্যের মধ্যে মহাভারতই প্রথম স্থান লাভ করেছে। অতএব মহাভারত রামায়ণের পূর্ববর্তী। তাঁর মতে, রামের গল্প পাণ্ডবদের গল্পের চেয়ে প্রাচীন কিন্তু মহাভারত বাণ্মীকির কাব্যের চেয়ে প্রাচীন, অর্থাৎ রামের গল্প পুরনো হলেও মহাভারত আগে লেখা হয়। ভিনটারনিংস্ রামকথার প্রাচীনত্ব স্বীকার করেও মহাভারতকে পূর্ববর্তী মনে করেন। তিনি আরো মনে করেন, রামায়ণের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড লেখা হয়েছে আগে। বাল ও উত্তরকাণ্ড যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু পরে। মহাভারত বিপুল আয়তন নিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করার আগেই রামায়ণ মহাকাব্যরূপে পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু আমরা একটু আগেই বলেছি, বেদে অশ্বপতি, কেকয় এবং জনকের উল্লেখ আছে। এঁরা আবার অজুন-তনয় অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ এবং জনমেজয় প্রভৃতি পরীক্ষিতের চারপুত্রের পরে আবির্ভূত হন। তা যদি হয় তাহলে আমরা পাণ্ডবকাহিনীকে রামকাহিনীর পরবর্তী বলি কোন যুক্তিতে? অনেকে মনে করেন, রামায়ণে অশ্বপতি এবং জনক প্রসঙ্গ যেখানে আছে সে অংশটি পরবর্তী সংযোজন, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে কোন অংশকে আমরা প্রাচীন বা নবীন বলে চালাতে পারি না। বিশেষতঃ রামায়ণের অবোধ্যাকাণ্ডেও জনমেজয়ের উল্লেখ আছে, যে অংশকে ভিনটারনিংস প্রাচীন বলেই মনে করেন সেই অংশে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে, আমরা সে আলোচনায় যাব না। ডঃ সুকুমার সেন 'রামকথার প্রাক ইতিহাস' আলোচনায় দেখিয়েছেন সারা বিশ্বের লোককথার সঙ্গেই রামকথার কোন না কোন মিল আছে। তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অত্যাশ্চর্য্য দেশের সংস্কৃতি ও জীবনধারার মিশ্রণ ঘটেছিল। অতি প্রাচীনকালে এই মিশ্রণ বা সমন্বয় কোথায় কিভাবে হয়েছিল বলতে পারি না, তবু একই গল্প যে বাণ্মীকিকে রামায়ণ এবং হোমারকে ইলিয়াড রচনায় উদ্ভূত করেনি, একথাও কেউ বলতে পারবেন না। এখানে উত্তমর্গ-অধমর্গের প্রশ্নই ওঠে না। দুটি মাহুষের জীবনে যেমন সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকে, এখানেও তাই হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ মনে করা যেতে পারে সম্প্রতি প্রকাশিত রামায়ণ বিতর্কের কথা। স্মার্টা সুনীতিকুমার দেখেছিলেন লঙ্কাধিপতি রাবণের মতো দশমুণ্ড বিশ হাতওয়ালা দানবের অস্তিত্ব ভারতীয় পুরাণে নেই। তাহলে রাবণের উৎস কি, কবি হঠাৎ তাকে দশাননরূপে আঁকলেন কেন? তাঁর কল্পনাতে এই রূপ এলো কোথা থেকে? খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। রাবণের মতো দানব তিনি পেয়েছিলেন গ্রীক পুরাণে। সেখানে Briareus প্রভৃতি পঞ্চাশ মাথা আর একশ হাতওয়ালা আধা মাহুষ আর আধা দানবের কথা আছে। গ্রীক পুরাণের হাইড্রাকেও তুলে যাওয়া উচিত নয়। রাবণের মতো তারও মাথা কেটে ফেললে তখনই নতুন মাথা গজিয়ে উঠত। কেন এই সাদৃশ্য? কোন বিতর্কে না গিয়ে আমাদের মনে স্বল্প মহাকাব্যগুলো যখন রূপ নিতে শুরু করে তখন সবদেশের পুরাণ এবং লোককথাই তাতে এসে আশ্রয় নেয়।

মহাভারতে বেশি হলেও রামায়ণে এ মিশ্রণ ঘটেছে। হয়তো এভাবেই ভার্জিলের ইনিডে পড়েছে মহাভারতের স্থম্পট প্রভাব।

বাল্মীকি রামায়ণ খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে কাব্যরূপ লাভ করে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। কারো কারো মতে বাল্মীকির আগে রামায়ণ রচনার চেষ্টা করেন শতপথ ব্রাহ্মণ ও মহাভারতোক্ত পৌরাণিক ঋষি চ্যবন। সম্ভবতঃ তিনিই সর্ব প্রথম রামকাহিনীকে লোককথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র কাব্যরূপদানে প্রয়াসী হন। আচার্য্য সুনীতিকুমারের মতে, ভৃগুবাংনয় ঋষি চ্যবন বাল্মীকির পূর্বপুরুষ এবং তপশ্চাকালে তাঁর বাল্মীকিত্বপে পরিণত হওয়ার অলৌকিক কাহিনীটি বাল্মীকির কবিখ্যাতির সঙ্গে স্থন্দরভাবে মিশে গেছে (রামায়ণের উৎস সন্ধান : আনন্দবাজার পত্রিকা ১.১.১৯৭৬)। মহাভারতে চ্যবনকে ভৃগুপুত্র ভার্গব বলা হয়েছে অপরদিকে বাল্মীকিও নানা স্থানে ভৃগুপুত্র আখ্যা লাভ করেছেন। এখন চ্যবন ও বাল্মীকি স্বতন্ত্র ব্যক্তি না একজন ? ডঃ ভবতোষ দত্ত মনে করেন, ভৃগুবাংশে বাল্মীকাক্ষাদিত হওয়ার কিংবদন্তী থাকায় প্রত্যেকেই বাল্মীকি নামে পরিচিত হতেন (রম্যা রামায়ণী কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩)। না হলে বাল্মীকি যুদ্ধকাণ্ডের শেষে কেন লিখবেন “আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকি কৃতম্” অর্থাৎ “পুরাকালে ঋষি বাল্মীকি এই আদিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন” (রাজশেখর বসুর অল্পবাদ)। স্বয়ং গ্রন্থ রচনা করে বাল্মীকি একথা লিখলেন কেন ? এ পংক্তি কি পরবর্তী সংযোজন, না, মহাকবি বাল্মীকি স্বয়ং করেছেন আর এক বাল্মীকিকে যিনি রামকথার স্মৃতিপাত করেন ? এ সমস্তার সমাধান সহজ নয়। এই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, উত্তরকাণ্ড ও বালকাণ্ডের প্রথমার্শ বাল্মীকির নিজের লেখা কিনা। রামায়ণের প্রধান ঘটনাগুলোর সঙ্গে বাল্মীকির কিছুমাত্র যোগ প্রথমে ছিল না। রামের জন্ম থেকে রাজ্যলাভ পর্যন্ত ঘটনা তিনি নারদের মুখে শুনেছেন। এই ঘটনাই লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর আসে উত্তরকাণ্ডের কথা। সেখানে বাল্মীকি সশরীরে বর্তমান এবং ঘটনাও চলে এসেছে অতীত থেকে বর্তমানে। বাল্মীকির আশ্রমে সীতার অবস্থান, তাঁর পুত্রদের রামাণ্ড শিক্ষা উত্তরকাণ্ডের প্রধান ঘটনা। এই দুটো ঘটনাকে মূল কাহিনীর সঙ্গে মেলানো কঠিন। ধারণা হতে পারে বাল্মীকি আসলে শুধুমাত্র উত্তরকাণ্ডেরই দর্শক—বাকি অংশের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না, সেই হেতু পূর্বাগর ঘটনার পারস্পরিক রক্ষিত হয়নি। অধ্যাত্ম রামায়ণে দে জন্মেই বাল্মীকিকে অরণ্যকাণ্ডে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

আমরা চিরকাল জেনে এসেছি, ‘সপ্তকাণ্ড রামায়ণ’—কিন্তু সাম্প্রতিক কালের পণ্ডিতেরা মনে করছেন, মূল রামায়ণের কাণ্ডসংখ্যা ছটি এবং সেগুলিও সর্বাংশে বাল্মীকির রচনা নয়। সমগ্র উত্তরকাণ্ড এবং বালকাণ্ডের চারটি সর্গ পরে সংযোজিত হয়েছে। এই দুই অংশের ভাষা ও রচনারীতিও স্বতন্ত্র। উত্তরকাণ্ডকে পরবর্তী এবং স্বতন্ত্র বলার পক্ষে হেতু কম নেই। যেমন—

১. অনেকে মনে করেন, মহাকবি বাম্পীকি নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের কথা লিখেছিলেন। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত রামচন্দ্র অশেষ ধর্মশীল একজন মানুষ, কিন্তু প্রথম ও শেষ কাণ্ডে তিনি বিষ্ণুর অবতার, হুতরাং এই দুই কাণ্ডে অনেকাংশে প্রকৃষ্টি।

২. নারদ বর্ণিত রামোপাখ্যানে, যা বাম্পীকি বালকাণ্ডে সন্নিবেশ করেছেন, তাতেও উত্তরকাণ্ডের কোন ঘটনা নেই। সীতার বনবাস, পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথাও নারদ বলেন নি।

৩. এই দুই কাণ্ডে নানা রকম আখ্যান উপাখ্যান থাকায় মূল ঘটনা প্রবাহ প্রায়ই ব্যাহত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ডে আখ্যান-উপাখ্যানের প্রাধান্য নেই।

৪. অরণ্য কাণ্ড পড়ে মনে হয়, লক্ষ্মণের তখনও বিবাহ হয়নি। কারণ রামচন্দ্র স্পর্শনথাকে অবিবাহিত লক্ষ্মণের কাছে যেতে বলছেন। কিন্তু বালকাণ্ডে রামাদি চার ভ্রাতার একসঙ্গে বিবাহের কথা আছে। রামায়ণে এর পরে আর কোথাও অপর তিন ভ্রাতার পত্নীদের কথা বলা হয়নি! রাজশেখর বহু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—“ভরতের সঙ্গে কৌশল্যা, হুমিত্রা, কৈকেয়ী চিত্রকূটে গিয়েছিলেন, তাঁরা কি উর্মিলাকে নিয়ে যাননি (বা. রামা ভূমিকা)।

৫. প্রথম কাণ্ডে বর্ণিত কোন ঘটনা সম্বন্ধেই অপর কাণ্ডগুলিতে আর উল্লেখ নেই।

৬. উত্তরকাণ্ডে রামকাহিনীর চেয়েও রাক্ষস ও কপিদের বংশকাহিনীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মহাভাবতে যেমন ‘হরিবংশ’, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে তেমনি রক্ষোবংশ।

৭. রামের জন্ম থেকে রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত লেখা ফ্র্যাশব্যাক পদ্ধতিতে। কাব্যের শুরুতে বাম্পীকির শিশু লব-কুশ রামায়ণ শোনাচ্ছেন—এ অংশ যদি বা বিশ্বাসযোগ্য, লঙ্কাকাণ্ডের পর সীতাকাহিনী যোগ করে তাতে বাম্পীকির মুখ্য ভূমিকাগ্রহণ যেন কেমন খাপছাড়া ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিপূর্বে বাম্পীকি তো একবারও রামকাহিনীতে অনুপ্রবেশ করেননি? অধ্যাত্ম রামায়ণে এই ক্রটি সংশোধনের জন্তে বনবাসের সময় রাম ও বাম্পীকির সাক্ষাৎকার এবং বাম্পীকির পূর্বজীবনের কথা বলা হয়েছে।

৮. প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উত্তরকাণ্ডের উল্লেখ নেই। মহাভারতের রামোপাখ্যান বা দশরথজাতকের রামকাহিনীর সঙ্গে রামায়ণের বত পার্থক্যই থাকুক না কেন, সেখানেও রাম সীতার সিংহাসনারোহণে গল্প শেষ হয়েছে। অথবা যে দু-তিনটি স্রোকে রামকাহিনীর উল্লেখ করেছেন, তাতেও তিনি উত্তরকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন বোধ হয় না। অনেকের মতে, অধ্যাত্ম রামায়ণেও উত্তরকাণ্ড পরে সংযোজিত হয়। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে-রামের সীতাবর্জন প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও শেষে রামসীতার মিলন বর্ণনা করা হয়েছে। ভবভূতির উত্তররামচরিতেও

তাই। ভট্টর 'রাবণবধ' ও কুমারদাসের 'জানকীহরণে'ও উত্তরকাণ্ডের কোন আখ্যান স্থান পায়নি। ডঃ স্কুয়ার' সেন মনে করেন, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড লেখা হয়েছে কালিদাসের রঘুবংশ রচনার পরে। দুটি রচনার মধ্যে শুধু সাদৃশ্যই নয়, কে অধমণ্য তাও বোঝা যায় (রাম কথার প্রাক ইতিহাস পৃ: ৫৮-৬০)।

২. বহির্ভারতীয় রামকাহিনীতে উত্তরকাণ্ড পাওয়া যায় না। 'কাকাবিন' (যবদ্বীপ), 'রামকিয়েন', (শ্রাম), 'হিকায়ং সেরিরাম' (মালয়), 'রামলগীন' (বর্মী) প্রভৃতি কোন রামায়ণে সীতাবর্জন বা সীতার পাতাল প্রবেশের কথা নেই। তিস্তাতীয় বা চৈনিক রামায়ণেও উত্তরকাণ্ডের কাহিনী নেই। অবশ্য যবদ্বীপে স্বতন্ত্র উত্তরকাণ্ড পাওয়া যায়। হিমাশুভ্রুষণ সরকার বহির্ভারতীয় রামায়ণগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "যবদ্বীপীয় রামায়ণগুলির মূল উৎস খ্রীষ্টাব্দের প্রথম যুগেই খুঁজিতে হইবে। যবদ্বীপের রামায়ণ পদ্মপুরাণের কাহিনীর মতোই রাম-সীতার মিলনে পর্যবসিত হইয়াছে। অধিকন্তু যবদ্বীপীয় উত্তরকাণ্ডটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। সংস্কৃত বালকাণ্ডটি যবদ্বীপীয় সংস্করণে প্রায় অল্পপস্থিত। এই সমস্ত বিষয় একত্র বিচার করিলে ইহা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে যবদ্বীপীয় রামায়ণের মূল উৎস এমন এক গ্রন্থ ছিল যাহাতে উত্তরকাণ্ড এবং বালকাণ্ড ছিল না এবং উহা রাম-সীতার মিলনানুষ্ঠানের ভিত্তি দিয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।" (দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য পৃ: ২৪২)।

ইদানিংকালে অনেকে উত্তরকাণ্ডকে পরবর্তী বলে মেনে নিলেও একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায়নি। 'উত্তরকাণ্ডের' 'উত্তর' নামটিও সন্দেহজনক। 'উত্তর' মানেই তো পরবর্তী। বাগ্মীকি হঠাৎ এ নামটি দিতে গেলেন কেন? উত্তরকাণ্ড যদি বাগ্মীকির রচনা না হয় তবে কে এর রচয়িতা? বাগ্মীকির কত পরে এই কাণ্ডটি রামায়ণে যুক্ত হয়েছে? রবীন্দ্রনাথের মতে "কৃত্রিম রামচন্দ্র একদিন গৃহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে, শূত্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিত্রের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র স্বখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহন্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন সমাজের প্রতি কর্তব্যের অল্পরোধে তাঁহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনীসৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্থজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শ চরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচার রক্ষার অল্পকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, রামায়ণে উত্তরকাণ্ড যুক্ত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের সময়, সমাজ রক্ষকেরা নিজেদের দ্বাৰ্ধে এই কাণ্ড যোগ করে। রাজশেখর বহু

একে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করেননি, বলেন, “বাল্মীকির কাল যাই হক, এ কথা নিশ্চিত যে মূল গ্রন্থে যিনি সীতার নির্বাণন প্রভৃতি জুড়ে দিয়েছেন তিনিও অতি প্রাচীন এবং তাঁর কবিত্বও সামান্য নয়। তিনি মূল রামায়ণ improve করবারই চেষ্টা করেছেন, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেননি, তাঁর রচনা বাল্মীকির রচনার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে সমস্তই এখন বাল্মীকির নামে চলে।” আবার এর বিপরীত দিকও আছে এবং সেখানেও যুক্তির অভাব নেই। অধ্যাপক জাহ্নবীরুমাংর চক্রবর্তী মনে করেন, “উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রক্ষাবংশের আদি ইতিহাস ও কপিবংশের পূর্ব বৃত্তান্ত অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রামায়ণকে আদি-মধ্য-অন্তসম্বন্ধিত মহাকাব্য বলা চলিত না। এক হিসাবে উত্তরকাণ্ড সমস্ত রামায়ণে উপোদ্ঘাত; ইহা না থাকিলে অনেক জিজ্ঞাসা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। রাবণ এত দুৰ্ধৰ কেন, তাহার উত্তর উত্তরকাণ্ড। উত্তরকাণ্ডের বিবরণ দ্বারাই রাবণ-বিজয় রামচন্দ্রের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত। মনে হয়, পূর্ব ব্যক্ত রামায়ণে উত্তরকাণ্ড রচনাই বাল্মীকির প্রধান কৃতিত্ব।” আধুনিক সমালোচক বুদ্ধদেব বহুও উত্তরকাণ্ডের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন, অবশ্য ভিন্ন যুক্তিতে। তিনি মনে করেন, “উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রামায়ণ এত বড়ো কাব্যই হতো না। লঙ্কায় অগ্নিপূরীক্ষার পর সীতা লক্ষ্মীমায়ের মতো রামের কোলে বসে পুষ্পকে চড়ে অযোধ্যায় এলেন, আর তারপর ঘরকন্না করে বাকি জীবন সুখে কাটালেন—এই যদি রামায়ণের শেষ হতো, তাহলে কি সমগ্র ভারতীয় জীবনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রামায়ণের প্রভাব এমন ব্যাপক, এমন গভীর হতে পারতো, বাল্মীকি যদি উত্তরকাণ্ড না লিখে থাকেন, তবে সেইটুকুই বাল্মীকিই তিনি ন্যূন। উত্তরকাণ্ড যে কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন বাল্মীকিপ্রতিম নিশ্চয়ই বস্তুতঃ, রামায়ণকে অমর কাব্যে পরিণত করলেন তিনিই। যে-সীতার জন্ম এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এমন সুদীর্ঘ ও সুতীব্র উত্তম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হলো, ছাড়তে হলো! স্বেচ্ছায়, এই কথাটাই তো রামায়ণের অন্তঃসার।”

বলা বাহুল্য প্রাচীন কাব্যবিচারের রীতি একে বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মহাকবি ঠিক কোথায় এসে থেমেছিলেন বলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও। তবু সেই প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ধারণায় ‘সপ্তকাণ্ড রামায়ণ’ বাসা বেঁধে আছে। অথচ প্রাদেশিক অনুবাদে ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, কেউ কেউ উত্তরকাণ্ড অনুসরণ করেন নি। যেমন, তুলসীদাসী রামায়ণ, মাধবকন্দলীর রামায়ণ ও শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ। এঁরা তিনজনেই মধ্যযুগের কবি এবং সময়ের দিক থেকে তুলসীদাসের রামচরিতমানস সবচেয়ে প্রাচীন। এই তিনজন কবির রামায়ণে উত্তরকাণ্ড বর্জনের পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? এঁরা কি বিদ্যোগাস্তক বা করুণ রসাত্মক বলে উত্তরকাণ্ড বর্জন করেছিলেন, না, উত্তরকাণ্ড সঘনো এঁদের মনে সংশয় জন্মেছিল, কে জানে? তবে শঙ্কর কবিচন্দ্র সম্পর্কে একথা বলা চলে না।

তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি এবং তখন রামায়ণের সপ্তকাণ্ড নিয়ে কেউ সংশয় প্রকাশ করেন নি। শঙ্করের পূর্ববর্তী কবি কৃত্তিবাস উত্তরকাণ্ড রচনায় কৃত্তিকের পরিচয়ই দিয়েছেন। স্তত্রাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, শঙ্কর কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শে নিজের কাব্য রচনা করতে চান নি। পাছে তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্য হারায়, তাই তিনি বাংলা দেশে প্রায়-অপরিচিত রামায়ণের ভিন্ন আদর্শটিকেই গ্রহণ করেছেন। সেই আদর্শ 'ভারত'-রামায়ণের আদর্শ, নারদ-কথিত রামায়ণের আদর্শ। আর একটি গ্রন্থের সাহায্য তিনি নিয়েছেন, সেটি হল তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'। লব কুশের বিবৃত রামায়ণ গানই 'কবিচন্দ্রের রামায়ণ', তাই রাম-সীতার সিংহাসনারোহণেই কাব্যের পরিদমাপ্তি।

**আলোচ্য রামায়ণ**—শঙ্কর কবিচন্দ্র রামায়ণ রচনার সময় বহু সংস্কৃত রামায়ণ এবং ভাষা রামায়ণ ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন কারণ সময়ের দিক থেকে তিনি মধ্যযুগের একেবারে শেষ পর্বের কবি। মহাভারত রচনাকালে তাঁকে রাজাদেশের কথা শ্রবণ রেখেই মূলানুগ অম্ববাদ করতে হয়েছিল, কিন্তু রামায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর অন্তরের অম্বপ্রেরণাই ছিল মুখ্য, স্তত্রাং তিনি অবলীলায় বাঙ্গালীর মাথায় রাখতে অধ্যাত্মের নারায়ণ-রামে পরিণত করে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবুক ভক্ত কবি মনটিও আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের অম্বমান কবিচন্দ্র স্বেচ্ছায় তাঁর পুরোবর্তী কবি কৃত্তিবাসকে অম্বসরণ না করে একটি স্বতন্ত্র রামায়ণ রচনার প্রেরণা অম্বভব করেছিলেন এবং সেজন্যই বাঙ্গালীকি, অধ্যাত্ম প্রভৃতি সংস্কৃত রামায়ণ ছাড়াও মহাভারতের রামকাহিনী, পুবাণের রামকথা এবং তুলসীদাসের রামচরিত মানস ও ভাগবত প্রভৃতি থেকে উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। বাঙ্গালীকিকে অম্বসরণ করে রামকথা বলতে শুরু করেও তিনি যে রামের সিংহাসনারোহণের পরই রামায়ণ শেষ করেছেন, এটিও তার অন্ততম কারণ হতে পারে। মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে বিষ্ণুপুরী রামায়ণ হয়তো খানিকটা ভারসাম্য হারিয়েছে, তবে তাতে রসাতান ঘটিনি।

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাবে বাঙ্গালীকি রামায়ণের সঙ্গে বিষ্ণুপুরী রামায়ণের সাদৃশ্য খুব বেশি। কবিচন্দ্র যে তাঁর রামায়ণের মূল কাঠামোটি বাঙ্গালীকির গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি সমস্ত আদিকাণ্ডটিকে বাঙ্গালীকির অবিকল সংক্ষিপ্ত অম্ববাদ বলেও অত্যাক্তি হয় না। এই কাণ্ডের শুধু একটি জায়গায় কবি অধ্যাত্ম রামায়ণের অম্বসরণ কবেছেন, সেই অংশটি হল 'রাম-ধীবর সংবাদ'। তারপর অধোধ্যাকাণ্ডে বাঙ্গালীকির পূর্ব জীবনের কথা কবি যোগ করে দিয়েছেন। এটি তিনি নিয়েছেন অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে। অম্বজ্ঞ বাঙ্গালীকির অম্বসরণ অব্যাহত। অরণ্যকাণ্ড অতি সংক্ষিপ্ত ও মূলানুগ। নতন আছে সীতাহরণের সময় রাম লঙ্কণের সঙ্গে মাছরাঙা পাখি ও মণ্ডকের সাক্ষাৎ এবং ইতর প্রাণীর রামভক্তি। কিকিয়া কাণ্ড থেকেই কবি কল্পনার জগতে বিচরণ করেছেন, তবে বাঙ্গালীকি-রামায়ণের কাহিনী থেকে খুব দূরে সরে যান নি।

বান্ধীকি-রামায়ণের আখ্যানগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, কবিচন্দ্র প্রধানতঃ রামকাহিনীটিকে রামায়ণ থেকে বেছে নিয়েছেন এবং বর্জন করেছেন অশ্বাশ্ব উপাখ্যানগুলিকে, যেমন—বিশ্বামিত্রের বংশবৃত্তান্ত, গঙ্গা উপাখ্যান, সগর রাজার উপাখ্যান ইত্যাদি। সেজন্য প্রথমথেকেই তাঁর রামায়ণ তীব্র একমুখী এবং সংক্ষিপ্ত। অবশ্য অরণ্যকাণ্ডের পর থেকে কবি তাঁর বান্ধীকিনিষ্ঠা বা কাব্যের সংক্ষিপ্তিকরণ বজায় রাখতে পারেন নি। লঙ্কাকাণ্ডের অধিকাংশই তাঁর নিজস্ব কল্পনা। মনে হয় কবি অশ্বাশ্ব উপাখ্যান রচনার সময় বান্ধীকিকে অঙ্গসরণ না করে অশ্বাশ্ব গ্রন্থ থেকে রামকথা সংগ্রহ করে কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। বান্ধীকির প্রতি তাঁর নিষ্ঠা থাকলেও রচনা-ভঙ্গীতে তিনি মহাকবির গাভীর ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে পারেন নি। লক্ষণ যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠেন—

“হনিষ্ঠে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয়্যাসক্তমানসম্।

কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম ॥” (অযোধ্যা ২১।১০)

তখন কবিচন্দ্র লেখেন—

“লক্ষণ বলেন প্রভু নিবেদি চরণে।

যুবতীর বশ বৃদ্ধ রাজার বচনে ॥

মূর্ছাপন্ন হয় বাপা রয়্যাছে যাবত।

এইকালে অযোধ্যায় করহ রাজত্ব ॥”

কিংবা, রাজ্যং গংধনং সাধো পীতমণ্ডাং স্তম্ভামিব।

নিরাশ্বাত্তমং শূত্রং ভরতো নাতিপংক্ততে ॥” (অযোধ্যা ৩৬।১২)

এর অনুবাদে কবি লিখেছেন—

“কৈকই বলেন আমার রাজ্যে নাই কাজ।

দ্রব্যহীন রাজ্যে রাজা আই মা কি লাজ ॥”

এভাবে দেখা যাবে কবি বান্ধীকির কাহিনীমাত্র অঙ্গসরণ করেছেন। অবলম্ব্য অশ্বাশ্ব গ্রন্থ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য, রামকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা। এখানে রাম বিষ্ণুর অবতার এবং রামরূপে জন্মগ্রহণ করেও তিনি আত্মবিশ্বৃত নন। রাম সর্বজ্ঞ এবং সর্বকর্মের নিয়ামক। রামকে এভাবে অঙ্কন করার জন্য কাব্য রস কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তৎপরিবর্তে যুক্ত হয়েছে ভক্তি। শত্রু-মিত্র সকলেই এখানে রামভক্ত এবং মনে মনে রামের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত থাকার সংঘাতমূলক তীব্রতাগুলি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়েছে। অধ্যাত্মমতে শিব ভূর্গার কথোপকথনে রাম-কথা ব্যক্ত হয়েছে। কাহিনী মোটামুটি বান্ধীকি-রামায়ণেরই মতো। শুধু দেখা যায়—বান্ধীকির পূর্বজীবনের কথা, অহল্যার পাষাণী রূপ, এবং ছায়া-সীতার কথা অধ্যাত্মের অন্তর্ভুক্ত করেছে। লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের মঙ্গল কালনেমি প্রদত্ত এবং রাবণের মৃত্যু ঘটনাতেও অধ্যাত্ম কিছু বৈচিত্র্য এনেছে, তবে তার পরিমাণ সামান্যই। কবিচন্দ্র অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সবই গ্রহণ



করেছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে সগর রাজার উপাখ্যান, বিশ্বামিত্র আখ্যান, গন্ধা-কাহিনী প্রভৃতি স্থান পায়নি। কবিচন্দ্রও তাঁর গ্রন্থে এ সব অংশ বর্জন করে অধ্যাত্মের প্রতি আত্মগতাই দেখিয়েছেন। তবে বাঙ্গালীকি রামায়ণের নাটকীয়তা ও গ্রন্থচর্চনা কবি বর্জন করতে পারেন নি। বিষ্ণুপুরী রামায়ণে রাম পূর্বত্রয় নারায়ণ এবং শত্রু-মিত্র পশু-পাখী সকলই রামভক্ত ঠিকই, কিন্তু রামচন্দ্র নিজের আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন নন। তিনি বাঙ্গালীকি-রামায়ণের মতো অধ্যাত্ম রামায়ণেরও ভাবাহুবাধ করেছেন। যেমন দেখা যাচ্ছে,  
গৌতম অহল্যাকে বলছেন—

“ছুটে ঙ্গ তিষ্ঠ দুর্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম।

নিরাহারা দিব্যরাত্রাং তপঃ পরমমাস্বিতা।

আতপানিলবর্ষাদি-সহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরম্।

ধ্যায়ন্তী রাম রামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতম্।” ( আদি ৫।২৬-২৮ )

কবিচন্দ্র সংক্ষেপে লিখেছেন—“পাষণ হইয়া থাক আমার আশ্রমে” এবং ‘হাজার বছর রহ : শীত তাত বৃষ্টি সহ : তোমারে তরিবেন আশ্রা রাম’ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের সঙ্গে বিষ্ণুপুরী রামায়ণের কোন যোগ নেই, নেই অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গেও। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত তিনটি রামায়ণই বাঙ্গালীকি-রামায়ণের পরবর্তী।

কবিচন্দ্র অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও রামকাহিনী সংগ্রহ করেছেন এ কথা বলেছি। মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের নবমস্কন্ধে রামকথা আছে। এবং কবিচন্দ্রের রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের রামকাহিনীর সাদৃশ্যই যেন বেশি। রামসীতার সিংহাসনারোহণে কাহিনী শেষ হওয়া ছাড়াও মহাভারতে রয়েছে অঙ্গদের দৌত্য—কবিচন্দ্রের রামায়ণে যেটি খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভাগবতের নবম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে আছে উত্তর-কাণ্ডের ঘটনা। লক্ষ্মণীয়, কবিচন্দ্র তাঁর রামায়ণে ঐ স্কন্ধের কেবল দশম অধ্যায়ই গ্রহণ করেছেন। শিবপুরাণের একটি ঘটনাও কবিচন্দ্রের রামায়ণে লক্ষ্য করা যায়। ঘটনাটি হল—সাগরে সেতু নির্মাণ শুরু করে নল প্রতিদিন যেটুকু অগ্রদর হতো, রাতে রাক্ষসরা এসে তা ভেঙ্গে দিত। তখন সেতুর ওপর শিব-বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। রাক্ষসরা এসে শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে আর সেতু ভাঙতে পারে না। কবিচন্দ্র এ ঘটনাটিকে তাঁর রামায়ণে স্থান দিয়েছেন। রামের দেবীপূজার কথা আছে কালিকাপুরাণ ও দেবী ভাগবতে। কবিচন্দ্রও রামকে দিয়ে দেবীপূজা করিয়েছেন।

নিজের কাব্যখানিতে নূতনত্ব দানের আশ্রয়ে কবিচন্দ্র ভাষা রামায়ণগুলির দিকেও লক্ষ্য করেছেন এবং ভুলসীদাসের রামচরিতমানসের ভক্তিরস তাঁর কাব্যে রসধন হয়ে উঠেছে। এইভাবেই কবিচন্দ্র ভুলসীদাসের কাছে আরো একটি কারণে ঋণী। অঙ্গদ রায়বারের অরমধুর উপাখ্যানটি তিনি ভুলসীদাসের কাব্য থেকেই সংগ্রহ করেছেন মনে হয়। বাঙ্গালীকি অঙ্গদেয় দৌত্যের কথা বলেন নি, কিন্তু বাংলা

রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে অতি সংক্ষেপে অঙ্গদ রায়বার বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃষ্ট না হলে বলা যায়, কৃত্তিবাসই বাংলাদেশে এই রচনার স্রষ্টাপাত করেন। পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসী রামায়ণে অঙ্গদ-রায়বারের যে ব্যাপকতা দেখা যায়, সেটি এই কবিচন্দ্রেরই রচনা। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে ব্যাপকতা অল্পপস্থিত। অঙ্গদ রায়বারের অল্পকরণে 'কুন্ডকর্ণের রায়বার', 'বিভীষণের রায়বার', 'স্বপ্ননথার রায়বার', 'কালনেমির রায়বার', ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। কবিচন্দ্র স্বয়ং অঙ্গদ রায়বার এবং কুন্ডকর্ণের রায়বার রচনা করেন। তুলসীদাসের সঙ্গে কবির অঙ্গদ রায়বারের বেশ মিল দেখা যায়। তুলসী দাস লিখেছেন—

“বালি বিয়ল জস ভাজহু জানী।

হতউ ন তোহি অধম অভিমানী ॥

কহু রাবন রাবন জগ কেতে।

মৈ নিজ শ্রবণ স্নেহে স্নহু জেতে ॥

বলিহি জিতন একু গয়উ পতাল।

রাখা বাধি সিস্ননুহ হয়সালা ॥

খেলহি বালক মারহি জাঈ।

দয়া লাগি বলি দীনুহ ছোড়াঈ ॥

এক বহোরি সহসভুজ দেখা।

ধাই ধরা জিমি জন্তবিসেখা ॥

কৌতুক লাগি ভবন লেই আবা।

সো পুলস্তি মুনি জাই ছোড়াবা ॥

এক কহত মোহি সকুচ অতি রহা বালি কী কাঁথ।

তিনহ মহ রাবন তৈ কবন সত্য বদহি তজ্জি মাখ ॥ (রামচরিত মানস, স. দ্বাদশশ্লোক)

কবিচন্দ্র লিখেছেন বাংলায়—

“কোন বাপ তোর জিগ্যাছিল তিনলোকে।

কোন বাপ কোথা গেল বল দেখি মে কে ॥...

কোন বাপ জন্ম হৈল জন্মদগ্নি (?) তেজে।

কোন বাপকে মোর বাপ বাঙ্ক্যাছিল লেজে ॥ (ত্রঃ পৃঃ ৯৮)

অগ্ন্যাগ্ন বাঙালী কবির রায়বার লিখেছেন হিন্দীতে বা হিন্দী বাংলা মেশানো এক জগাখিচুড়ি ভাষায়। ফকিররাম, খোসাল শর্মা প্রমুখ রায়বার কবিদের রচনায় তার পরিচয় মেলে। খোসাল শর্মাকে কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী বলে মেনে নেওয়া শক্ত। অষ্টাদশ শতকের শেষে (১৭৮২-৮৩) ঐ নামে এক লিপিকারেরও সন্ধান পাওয়া যায়। মল্লভূমির পুঁথির লিপিকালগুলি সতর্কতার সঙ্গে বিচার্য।

বিষ্ণুপুরী রামায়ণের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আখ্যান শিবরামের যুদ্ধ। বিজ লক্ষণ ভণিতায়ও শিবরামের যুদ্ধ পাওয়া যায়। ইনি যদি কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী না হন, তা হলে ধরে নিতে হবে, কবিচন্দ্রই এই কাহিনীর স্রষ্টা। আররা শব্দের এক

পুত্রের নামও লক্ষ্য পেয়েছি। কবিচন্দ্রের রামায়ণের শিব-রামের দ্বন্দ্ব আমাদের মনে দক্ষিণ ভারতীয় রামায়ণের হরিহর দ্বন্দ্বের কাহিনী স্মরণ করায়। তাঁর কাব্যে আরো দেখা যায়, শিবের কণ্ঠস্থিত ছয়রাগ রামাহুচর। শত্রুসঙ্গে ভজন করে তারা রামের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে ও শিবসঙ্গে মিলিত হয়েছে।

লঙ্কাকাণ্ডে কবিচন্দ্র সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। অঙ্গদ-রায়বার ছাড়াও এতে আছে বিভীষণপুত্র তরঙ্গী ও অরণির যুদ্ধ, মহীরাবণ ও অহীরাবণ বধ, সীতা ও সরস্বার সাক্ষাৎকার এবং রামসীতার পুণ্যবাসর। তরঙ্গী ও মহীরাবণের কথা কুন্তিবাসী রামায়ণেও আছে, তবে কবিচন্দ্রের রামায়ণে এই সব অপ্রধান আখ্যান বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

**কুন্তিবাস ও কবিচন্দ্র**—কুন্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে বিষ্ণুপুরী রামায়ণের সাদৃশ্য আছে কিনা মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা দেশে যে কয়েকটি রামায়ণ জনপ্রিয় হয়েছিল, তার মধ্যে এই দুটি রামায়ণের স্থান উল্লেখযোগ্য। কুন্তিবাস অসাধারণ জনপ্রিয় কবি হলেও ঝাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলে একদা বিষ্ণুপুরী রামায়ণের বিপুল সমাদর ছিল। এখনও ঐ অঞ্চলের ছোট বড়ো বিষ্ণুপুরী রামায়ণখানি অল্পস্বত হয় (ড্রঃ Chhau Dance of Purulia—A. Bhattacharjee)। অবশ্য কুন্তিবাসী রামায়ণেব মূলরূপ এখন আর পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও পরবর্তীকালে সংশোধিত এই দুটির রূপের মধ্যেও রয়েছে স্ব-বিরোধ। তাঁর রামায়ণ পড়ে মনে হয়, তিনি ‘ক্ল্যাশব্যাক’ পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। ভারতবর্ষে গল্পের মালা-রচনার কারিগরিতে বিভিন্ন উপাখ্যান মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এর জন্ত প্রয়োজন পিছনের দিকে ফিরে তাকানোর। মূল মহাভারত বা রামায়ণ এই পদ্ধতিতেই রচিত। কিন্তু কুন্তিবাসী রামায়ণের কাহিনীগ্রন্থন হয়েছে পারস্পর্য অহুসরণে। তাই তাঁর রামায়ণে রামের পূর্বপুরুষ থেকেই কাহিনীর সূচনা।

কুন্তিবাসী রামায়ণ বাঙালী সংসারের চিত্রকণ। সুখে দুঃখে, মাগ্না-মমতায়, কর্তব্য ও কর্মে বাঙালী জীবনেরই এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। তাঁর রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণ কর্তব্যপরায়ণ বাঙালী। সীতা পতিব্রতা বাঙালী বধু। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা যেন বাংলাদেশেরই একটি সমৃদ্ধ নগরী।

শঙ্কর কবিচন্দ্রের বিষ্ণুপুরী রামায়ণও জনপ্রিয় হয়েছিল এবং মজার কথা এই যে, কুন্তিবাসী রামায়ণের যে সব অংশ সমধিক জনপ্রিয়, তার অনেকগুলিই শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা। বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অনেক কাহিনী জীবৎ পরিমার্জিত করে সম্পাদকরা কুন্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গীভূত করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অঙ্গদ-রায়বার, তরঙ্গীর যুদ্ধ, ভয়ত কর্তৃক হনুমানকে বাঁটুল নিক্ষেপ ইত্যাদি। মহীরাবণ প্রলম্বটি দুই রামায়ণেই আছে, কাজেই সেটি কুন্তিবাসের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। কেউ কেউ অভিযত প্রকাশ করেছেন যে, কুন্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড রচনা করেন নি। এটি অল্প কবির রচনা। এর জন্ত উপযুক্ত প্রমাণের প্রয়োজন। কিন্তু ঐ লঙ্কাকাণ্ডে যে কবিচন্দ্রের বহু রচনা যুক্ত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রচলিত কুন্তিবাসী রামায়ণ কিছুটা সাকানো-গোছানো, গ্রাম্যতাবর্ণিত ও

পরিমার্জিত। কুশলী শিল্পীর সুনির্বাচিত ভাষাস্বত্রে কাব্যমালিকা গ্রথিত। আর কবিচন্দ্রের কাব্যকুসুম সত্তা আহরিত, তাঁর ভাষায় মধ্যযুগীয় অপেলবতা, কিন্তু ছন্দে সহজ কলতান। এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই বিষ্ণুপুরী রামায়ণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

**কবিচন্দ্রের কাব্যবিচার**—শঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্য বিচারের ভার আমরা পাঠকদের রসবোধের ওপরেই ছেড়ে দিতে চাই। সমগ্র কাব্যটি পাঠ করে তাঁরা এর রসাস্বাদ গ্রহণ করুন। আধুনিক যুগের মানুষের মনে মধ্যযুগীয় কাব্য তেমন আবেদনের সৃষ্টি করতে পারে না, না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন পুঁথিশালায় কবিচন্দ্রের পুঁথির প্রাচুর্য দেখে সহজেই বলা যায়, গত শতকে কবি পাঠক-মনের কতো কাছাকাছি ছিলেন।

অতিরিক্ত সংক্ষেপীকরণের জ্ঞাত কবি কাব্যের চরিত্রগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নি। ভক্তবৎসল রাম অবনতমুখী সীতা, অহুগত ভক্তবৃন্দ এবং ভক্ত হনুমান প্রথাগত কিন্তু রক্ষস-চরিত্র অঙ্কনে কবি নূতনত্ব এনেছেন। অন্তরে যারা রামভক্ত বাইরে তারাই শত্রুভাবে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং রামের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে। এই পরিকল্পনায় সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস পেলেও রাক্ষস চরিত্রগুলি উন্নত হয়েছে। কোন বিস্তৃতির দিকে কবি যাননি, তবে সেই অভাব কিছুটা পূরণ করেছেন বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া উপমা প্রয়োগ করে। ‘অঙ্গদ-রায়বারে’ কবি বলেছেন—

‘কি কাজ আঁকড়ি যদি হাতে ফুল পাই।

সেবকে হইলে কার্য আপনি না যাই।’

“রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।

গৃহিণী পাপে গৃহ নষ্ট, লক্ষ্মী উড়িয়া যায়।

শিষ্ট পাপে গুরু মজে নারীর পাপে পতি।

তোর পাপে মজে বেটা লঙ্কার বসতি।”

কোন কোন বর্ণনায় কাহিনী নিটোল রসরূপ লাভ করেছে। সরমা সীতাকে সেতু বন্ধনের সংবাদ দিলে সীতা মনের আনন্দে অশোকফুলের মালা গাঁথতে বসেন রামকে পরাবেন বলে। আকাশে মেঘ দেখে তাঁর রামের কথা মনে পড়ে।

‘যখন বসিয়া থাকি অশোকের বনে

আকাশেতে মেঘ দেখি রাম পড়ে মনে ॥

নীল মেঘে বিজুরি সঘন গরজন।

আমি বলি আইল মোর কমললোচন ॥”

**বিবাহ বাসরে রাম-সীতার বর্ণনা**—

‘হাসিয়া বসিল রাম কনক আসনে।

জানকী বসিল বামে সৌদামিনী ঘনে ॥

নবমেঘ কোলে যেন [ বিজুলির খেলা ]।

( কৃষ্ণবর্ণ ) পাত্রে পূর্ণ যেন পদ্মমালা ॥”

এ রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, আমরা তা থেকে বিরত হলাম। তার লেখা ছোট ছোট পালাও একটা জনপ্রিয়তা ও রাজসন্মান লাভ করেছিল। সেখা আজও লোক ভুলে যাননি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিচক্রকে মধ্যযুগের বাংলার মানস-সংস্কৃতির ও চিন্তাধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরূপে চিহ্নিত করেছেন ( সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে পৃঃ ১০৮ )।

পুঁথি ১. আদর্শ পুঁথি, আদি—লঙ্কাকাণ্ড পত্রসংখ্যা ১৮১ পুঁথির আকার ১৫"×৫" পংক্তি ৮-১০। দুর্ভাগ্য তুলট কাগজে লেখা, দুই ধরণের হস্তলিপি দেখা যায়, প্রথম লিপি জড়ানো, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। লিপিকাল ১২০৮ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ। লিপিকারের নাম নেই।

অত্যান্ত পুঁথি

- |    |                   |                       |          |         |
|----|-------------------|-----------------------|----------|---------|
| ২. | অযোধ্যাকাণ্ড      | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | পুঁথি নং | ৩২      |
| ৩. | "                 | "                     | "        | নং ৪২   |
| ৪. | লঙ্কাকাণ্ড        | "                     | "        | নং ১৬৩  |
| ৫. | কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড | "                     | "        | নং ৭৩   |
| ৬. | "                 | বিশ্বভারতী            | "        | নং ১২৬৮ |
| ৭. | উত্তরকাণ্ড        | "                     | "        | নং ৪১১  |

এছাড়া রামায়ণের কোন কোন পালার পুঁথি বাংলা দেশের বিভিন্ন পুঁথিশালায় পাওয়া যায়। তার মধ্যে অঙ্গদ-রায়বাবের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। উপরোক্ত ২-৬ সংখ্যক পুঁথির কোনটিই সম্পূর্ণ নয় এবং কবিচক্রের নামাঙ্কিত হলেও অত্যান্ত কবির নামের মিশ্রণ ঘটেছে ( উত্তর ও অযোধ্যা )। এজন্য এসব পুঁথি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। ৬ সংখ্যক পুঁথির প্রথম দশটি পত্রের সঙ্গে শেষের দুটি পত্রের কাহিনীগত মিল নেই, তবুও পুঁথিটি উল্লেখযোগ্য। ৭ সংখ্যক পুঁথিটি উত্তরকাণ্ড নামে অভিহিত হলেও এটি কাশীরামদাসের মহাভারতের এবং কবিচক্রের লঙ্কাকাণ্ডের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কবিচক্রের নামে 'সীতার বালির পিণ্ড' মুদ্রিত হলেও আদর্শ পুঁথিতে না থাকায় আমরা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করি নি।

আলোচ্য রামায়ণটি গ্রন্থাকারে প্রকাশে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ছিল শ্রীযুক্ত রমাপদ চৌধুরীর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের বইপত্র ব্যবহারের অহুমতি দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল পুঁথির দু একটি পাঠ নির্ণয়ে সহায়তা করেছেন। প্রফঃ সংশোধনে সহযোগিতা করেছেন শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী। সারদা প্রিন্টার্সের শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ নাগ অনেক অস্ববিধার মধ্যেও মূল্য কার্য পরিচালনা করেছেন। এঁদের সকলের প্রতিই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

—জিজ্ঞাসা মেম





# বিষ্ণুপুরী রামায়ণ

## আদিকাণ্ড

### রামায়ণের সূচনা

তমসার তীরেতে বান্ধীকি তপোধন । কহে নানা কাব্যকথা সঙ্গে শিষ্যগণ ॥  
হেনকালে আলা তথা ব্রহ্মার নন্দন । নারদে প্রণাম করি দিলা পাণ্ডাসন ॥  
নাবদে কহেন মুনি ভাবি অবিরত । ইহলোকে কেবা আছে সর্বগুণাঙ্গিত ॥  
ধর্মশীল সত্যবাদী সদাচারবান । সর্বজীবে সমভাব বদান্ত বিদ্বান ॥  
কাল পূর্ণ হয় তার যেবা করে কক্ষা । বাহুবলে ত্রিলোক করিতে পারে রক্ষা ॥  
নারদ বলে এত গুণ দেবের কোথা আছে । ভবিষ্য পড়িল মনে কহি তব কাছে ॥  
ইক্ষ্বাকু কুলেতে রাম সর্বগুণাকর । জন্মিতে আছয়ে ষাটি সহস্র বৎসর ॥  
বাম অবতার কহেন ব্রহ্মাব কোঙর । ভবিষ্য বান্ধীকি সব কহে মুনিবর ॥  
নারদ বিদায় হইয়া গেলা স্থানান্তরে । শিষ্য সঙ্গে মুনি গেলা স্নান করিবারে ॥  
তমসাব তীরে দেখে বক-বকী সঙ্গ । রভস কৌতুক রসে করে নানা বঙ্গ ॥  
দাক্ষণ নিষাদ বকে বাণেতে মারিল । বান্ধীকি অনেক ভংসি নিষাদে শাপিল ॥

ম। নিষাদ প্রতিষ্ঠাং অমগমঃ শাস্বতী সমাঃ ।

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাংদেকমবধী কাম-মোহিতম্ ॥

শিষ্য ভরদ্বাজ কহে বান্ধীকি মুনিরে । চারিটি চবণ বঠে শ্লোক হতে পাবে ॥  
স্নান কর্যা আশ্রমে আইলা গুণনিধি । দৈবযোগে বান্ধীকির ভবে আলায় নিধি ॥  
পাণ্ডাসন দিয়া মুনি পড়িলেন শ্লোক । মুখে কি বেবাল্যমোর নাই বুঝে লোক ॥  
নিধি কহে বান্ধীকিরে ক্রৌঞ্চবধ কথা । অপূর্ব হইল শ্লোক দুই কব বাথা ॥  
নাবদের মুখে তুমি যে কৈলে শ্রবণ । বামলীল বর্ণ বল্যা করিলা গমন ॥  
নাবদের উপদেশ বর্ণ বামলীলা । গুণিতে শ্রবণ স্থখ দ্রব হয় শিলা ॥  
বানায়ণ গ্রন্থ কর্যা ধৈর্যা আশ্বাদিল । রাম পুত্র লব কুশে গান শিখাইল ॥  
অশ্বমেধ যজ্ঞ রামের অবসান দিনে । সাত কাণ্ড গায়াইল ভাই দুই জনে ॥  
আদিকাণ্ডে চিত্রকথা কবিচন্দ্রে গায় । শ্রবণ যে করে সর্ব যজ্ঞ ফল পায় ॥

### অষ্টমোহুদ্য উপাখ্যান

বীণা কান্ধে গায় গীত ভাই দুইজন । শ্রীরামের জন্মকথা শুনি দিয়া মন ॥  
অষোধ্যায় দশরথ নামে হল রাজা । ইন্দ্রের সমান পুরী পালে স্বত প্রজা ॥



অপুত্রক সেই রাজা পুত্রের কারণে । বশিষ্ঠে কহেন আর যত মহিগণে ॥  
 হুম্ব্র কহেন কথা শুন হে রাজন । সনৎকুমার কহিয়াছেন ভবিষ্যকথন ॥  
 কণ্ঠপের পুত্র বঠে বিভাণ্ডক মুনি । তন্ত্র পুত্র ঋগ্যশুদ্র যোগসিদ্ধ জ্ঞানী ॥  
 ঋগ্যশুদ্র মুনি আনি কর তার পূজা । যত বর চাহ তাহা পাইবে মহারাজা ॥  
 ঋগ্যশুদ্র পূর্বকথা অপূর্ব বড় শুনি । যেবা যত বর চাহ তত দিবেক মুনি ॥  
 অঙ্গনাম দেশে আছে লোমপাদ রাজা । তার দেশে অনাবৃষ্টি দুঃখ পায় প্রজা ॥  
 পাত্র মিত্র লইয়া যুক্তি করে সর্বক্ষণ । কোন যুক্তি আমার রাজ্যে হবেক বরিষণ ॥  
 পাত্র মিত্র বলে রাজা শুন সাবধানে । এক যুক্তি বলি যদি লয় তব মনে ॥  
 ঋগ্যশুদ্র নাম মুনির থাকে তপোবনে । বিভাণ্ডক পুত্র সেই সর্ব লোকে জানে ॥  
 ঋগ্যশুদ্র জন্ম হইল হরিণী উদবে । তই শুদ্র শোভে তার মাথার উপরে ॥  
 এই সে কাবণে তার ঋগ্যশুদ্র নাম । তাহা দরশনে রাজা সকল নিদ্রকাম ॥  
 মন্ত্রণা কবিয়া তারে আনহ সত্তর । তবে সে হইব বৃষ্টি রাজ্যোতে তোমাব ॥  
 ই কথা শুনিয়া বাজা বলে সভাকারে । বিভাণ্ডকের পুত্র আনিব কেমত প্রকারে ॥  
 বিভাণ্ডকের শাপে কার নাহিক নিস্তার । শাপে পুড়িবেক রাজ্য হব ভাবখাব ॥  
 সর্বনাশ করিবেক দিয়া ব্রহ্মশাপ । ব্রহ্মশাপে মন্দ হবেক ইহ বড় তাপ ॥  
 একে অনাবৃষ্টি হইয়াছে মোর রাজ্যে । তাহাতে বিভাণ্ডক শাপে লোক পাছে মজে ॥  
 বাপে পোয়ে বনে তারা থাকে সর্বক্ষণ । তাহার সমুখ মোর হবেক কোনজন ॥  
 ভস্ম করিবেক ধ্যানে সকল জনে । বিষম সাহস এই বিষম কাবণে ॥  
 পাত্রে সহিত যুক্তি করিল অশেষ । কোন মতে ঋগ্যশুদ্র আনি নিঃ দেশে ॥  
 এমতে মন্ত্রণা কর চিন্তিয়া উপায় । যেন মতে ঋগ্যশুদ্র আসেন এথায় ॥  
 সৰ্বথা মানিব তারে শুন মহাশয় । মোর এই সভা কথা জানিহ নিশ্চয় ॥  
 বিভাণ্ডক তপ করে তমসার কূলে । সর্বদিন থাকে মুনি তমসার ভূলে ॥  
 স্তম্ভ অস্ত্র গেলে যখন প্রবেশে রজনী । হেনবেলা ঘরে আইসে বিভাণ্ডক মুনি ॥  
 বেলা অবসান করি মুনি প্রবেশে ঘর । সর্বদিন ঋগ্যশুদ্র থাকে একেশ্বর ॥  
 এক যুক্তি বলি যদি লয় তোমার মন । সোনার নৌকাতে রাজ্য করহ সাজন ॥  
 দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু স্বগন্ধি কস্তুরী । বাছিয়া কণ্ঠা আন রাজা পরম স্তম্ভরী ॥  
 শৃঙ্গারের রস মুনি কিছুই না জানে । কোতুকে আসিব মুনি কণ্ঠা সভা মনে ॥  
 মন্ত্রীর মন্ত্রণা শুনি লোক সব হাসে । এইমতে ঋগ্যশুদ্র আনিতে পারিব দেশে ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রাম পদ সার । এভাবে শমন ডর এ ভব সংসার ॥  
 পাত্র মিত্রের কথা শুনিয়া রাজার পীরিতি । ঋগ্যশুদ্র আনিতে তবে দিল অমুমতি ॥

সোনার নৌকা মিষ্টান্ন মোদক থরেথর । অমৃত সমান সন্দেশ তুলিল বিস্তর ॥  
 স্বরঙ্গ নারেন্দ্র দিল আর চিনির পানা । গুব ক নারিকেল দিল অপর কত নানা ॥  
 দধি ছন্ধ ঘৃত দিল কলসী কলসী । তিন শত কণ্ঠা দিল পরম রূপসী ॥  
 চলিল কণ্ঠা সব পরিয়া অলঙ্কার । আছুক মনুজ্য মন মোহে দেবতার ॥  
 মুনিগণ মোহ যায় দেখা কণ্ঠার রূপ । নদ-নদী বাহিয়া যায় পরম কোতুক ॥  
 এইরূপে গেলসতে সেই মুনির দেশে । বিভাগের পুরী গেল বেলি অবশেষে ॥  
 বিভাগুক দেখা কণ্ঠা সতে লাগে ডর । লুকাইয়া রয় তারা বনের ভিতর ॥  
 বনে লুকাইয়াছিল চারি প্রহর রাতি । প্রাতঃকালে কণ্ঠা সতে করিল যুক্তি ॥  
 বিভাগুক মুনি গেল তপ করিবারে । আরবার নৌকা গেল সেইখান ভিতরে ॥  
 ঋগ্যজুসম্বন্ধে সব কণ্ঠা নাচে রঙ্গে । নয়ান কটাক্ষ দিয়া নাচে নানা ভঙ্গে ॥  
 দেখিয়া মুনির পুত্র কণ্ঠা পানে চান । কামে অচেতন হয় হরিল গেষ্মান ॥  
 বার বৎসরের শিশু মুনির কুমার । প্রথম যৌবন তার বুদ্ধিতে অপার ॥  
 বুঝিতে নাহিক পারে স্বীসভার কলা । ভাঙাইতে নাই পাবে পাতে নানা ছলা ॥  
 কণ্ঠা সব বলে তুমি কাহার নন্দন । একেখর বনে থাক কোন প্রয়োজন ॥  
 রূপে গুণে তোমারে দেখি যে অল্পপাম । কোন কুলে জন্ম তোমার কহ কিবা নাম ॥  
 ঋগ্যজুসম্বন্ধে বলে তবে শুন কণ্ঠাগণ । বিভাগুক মুনি সেই কণ্ঠপ নন্দন ॥  
 ঋগ্যজুসম্বন্ধে নাম আমার তাহার তনয় । বাপে পোয়ে বনে থাকি কারে নাই ভয় ॥  
 প্রাতঃকালে যান বাপ তপ করিবারে । সন্ধ্যাকাল হইলে বাপ আইসেন ঘরে ॥  
 মনুজ্যের সঞ্চার নাই আমার তপোবনে । কথাবাতা কহিতে না পাই কার সনে ॥  
 আমার আশ্রমে আজি ভাগ্যে পুণ্যে পাই । অতিথের সেবা করি আমরা ইহা চাই ॥  
 ঋগ্যজুসম্বন্ধে কথা শুনিয়া কণ্ঠা সব হাসে । পরম কোতুকে সতে গেল তার পাশে ॥  
 কণ্ঠা সব ঋগ্যজুসম্বন্ধে দিল আলিঙ্গন । কামে অচেতন হইল মুনির নন্দন ॥  
 স্বী সন্তাষণ মুনি কভু নাই জানে । স্বর্গপুরী যাই যেন হেন ভাবে মনে ॥  
 সর্বাঙ্গ দেখায় তারা পরম কোতুকে । বৃকের উপর ছই স্তন মুনি তাহা দেখে ॥  
 স্ববর্ণে নিমিত্ত যেন কুচের গঠন । কোতুকেতে হাত দেই মুনির নন্দন ॥  
 ছই স্তন মুনির পুত্র ধরে ছই হাতে । স্বর্গবাস হয় যেন লয় মুনির চিতে ॥  
 নানাবর্ণের সন্দেশ খায় নানাবর্ণের নাড়ু । চিনির পানা খায়াইল পুরি স্বর্গ গাড়ু ॥  
 রতি রঙ্গ আদি করে মুনির নন্দন । মৃপান কর্যা মত্ত ঘৃণিত লোচন ॥  
 কণ্ঠা সব বলে যত খাইলে সন্দেশ । ইহার অধিক পাবে চল মোদের দেশ ॥  
 অমরাবতী শুনিয়াছ ইচ্ছের নগরী । সেইমত মোদের দেশ যেন স্বর্গপুরী ॥  
 নানা উপহার আদি করা বভোজন । আমার দেশে চল যাই মুনির নন্দন ॥

মুনির পুত্র বলে যদি ইহার অধিক পাঠ । আমা লইয়া চল সভে সেই দেশে যাই ॥  
 যাবদ আমার বাপ না আইসে ঘর । তাবদ আমারে লইয়া চলহ সত্বর ॥  
 আমার বাপ দেখিলে পড়িব প্রমাদ । তাবদ যাইতে নারিব কার্য হবেক বাদ ॥  
 ঋগ্‌শৃঙ্গের কথা শুনিয়া কত্যা সব হাসে । নৌকায় চাপহ ঝাঁট চল আমার দেশে ॥  
 ঋগ্‌শৃঙ্গ চলিল হরিশ সর্বজন । অনাবৃষ্টি ছিল দেশে হইল বরিষণ ॥  
 হেনকালে বিভাগুক আইল আপন ঘর । পুত্র না দেখিয়া মুনি হইল কাতর ॥  
 বিকল হইয়া মুনি ভাবে মনে মনে । লোমপাদ লইল পুত্র ধ্যান করিয়া জানে ।  
 কুপিল বিভাগু মুনি অগ্নি হেন জ্বলে । লোমপাদের দেশে শাপিতে জুত চলে ॥  
 সঁসার অসার সব ধ্যানে সকল জানে । কথো দূরে গিয়া মুনি ক্ষেমা দিল মনে ॥  
 লোমপাদ ঋগ্‌শৃঙ্গে আনিল কাননে । দূরে ছিল ঋগ্‌শৃঙ্গ হইল মিলনে ॥  
 শান্তা নামে কত্যা ঋগ্‌শৃঙ্গে বিভা দিল । কত্যা দিয়া লোমপাদ আনন্দে রহিল ॥  
 ঋগ্‌শৃঙ্গ বিবাহ কথা এত দূরে সায় । বাঙ্গালীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ॥

### দশরথের পুত্রোষ্টি যজ্ঞ

ভারপর পূর্বকথা করহ শ্রবণ । স্তম্ভ সারথি কহে শুনহ রাজন ॥  
 সেই ঋগ্‌শৃঙ্গ আন শুন মোর কথা । তোমার বালক বর হবেক সর্বথা ॥  
 স্তম্ভের কথায় বশিষ্ঠ আজ্ঞা দিল । শুনিয়া ত দশরথ আনন্দ হইল ॥  
 ঋগ্‌শৃঙ্গ আনিবারে দশরথ যায় । সমস্ত সমেত রাজা হইল বিদায় ॥  
 বথে চড়ি যায় রাজা পরম হরিষে । উত্তরিল গিয়া তবে লোমপাদের দেশে ॥  
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিলেক পূজা । কি কারণে আগমন কহ মহারাজা ॥  
 দশরথ বলে সব কহিব বিশেষ । ঋগ্‌শৃঙ্গ দেহ মোরে লম্বা যাই দেশ ॥  
 লোমপাদ বলেন যেমত আজ্ঞা হয় । ঋগ্‌শৃঙ্গ দিলাম লয়া যাচ মহাশয় ॥  
 তিন দিন ছিল রাজা পরম আদরে । ঋগ্‌শৃঙ্গ লয়া আলা অযোধ্যানগরে ॥  
 দেশে এত্যা ঋগ্‌শৃঙ্গের করিল পুরস্কার । পুত্রবব মাগে রাজা করি পরিহার ॥  
 ঋগ্‌শৃঙ্গ বলে রাজা শুন মহাশয় । পুত্র হইবেক তব না করিহ ভয় ॥  
 অন্ধমুনির শাপ কভু না হবেক আন । জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমার হব দেব ভগবান ॥  
 অশ্বমেধ যজ্ঞ কর সকল বেদের সার । চারি পুত্র হবেক বিষ্ণুর অবতার ॥  
 পাত্র মিত্র আনে রাজা বশিষ্ঠ পুরোহিত । অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব শাস্ত্রের বিহিত ॥  
 সরযুর তীরে কুণ্ড করহ নির্মাণ । সকল কার্য কর গিয়া হয়্যা সাবধান ॥  
 স্তম্ভ বৈ আমার প্রধান পাত্র নাহি আর । আমার যতেক কাজ বশিষ্ঠের ভার ॥  
 হেন শুনি স্তম্ভ কহেন বশিষ্ঠেরে । কত দ্রব্য চাহে রাজা বলহ আমারে ॥

বশিষ্ঠ বলেন শুন স্মমন্ত সারথি । যত দ্রব্য বলি তাহা আন শীঘ্রগতি ॥  
 যব ধাত্ত গোধূম আতপ তণুল । দধি দুগ্ধ লহ আর পূজনের ফল ॥  
 মধুতে পুরহ গিয়া দীঘি সরোবর । আমি যত বলি তাহা আন দ্রুতপর ॥  
 পর্বত প্রমাণ চাহি তিল রাশি রাশি । তিরাশি লক্ষ চাহিয়ে যে যুতের কলসী ॥  
 একদিনে চাহি অশ্ব বিরাশি অযুত । আটাশি লক্ষ অশ্ব আনি করহ মজুত ॥  
 তিন কোটি ক্ষেপ চাহি শ্রীফলের কাঠে । এই সব দ্রব্য আন যজ্ঞের নিকটে ॥  
 দশ যোজন পর্যন্ত যজ্ঞের আয়োজন । বিচিত্র কুণ্ড করহ অযুত গঠন ॥  
 তিন কোশ পর্যন্ত কুণ্ড দেখিতে সুকর । তিন কোশ পর্যন্ত কুণ্ড আড়ে পরিসর ॥  
 ছয় যোজন করিলেক যজ্ঞের মেখলা । দশ যোজন উপরে বান্ধিল যজ্ঞশালা ॥  
 দধি দুগ্ধ যুতে পুর দীঘি সরোবর । যজ্ঞভাগ লইতে আসিবেন দেব পুরন্দর ॥  
 যজ্ঞ দেখিতে আসিবেন পৃথিবীর রাজা । আর যত আসিবেন লোক জন প্রজা ।  
 সভাকার আগ্রাস ঘর করিল রচন । নির্মাণ করিল স্থান অপূর্ব গঠন ॥  
 তেনকালে রাজ্যাবে তবে বলে মনিগণ । যজ্ঞস্থান হইল তোমার অপূর্ব গঠন ॥  
 শুনিয়া মনির কথা রাজা হরষিত । রাজা সব আনিতে দূত পাঠাল ত্বরিত ॥  
 দেশে দেশে গেল দূত লয়া নিমন্তণ । শুনিয়া দূতের মুখে আইলা রাজগণ ॥  
 মিথিলাব রাজা আইলা জনক মহাশয় । সাক্ষ মহাবাজ আইলা রাজরাজ কাশী ॥  
 নেপালের রাজা আইল আর মহাবল । রাজগিরির রাজা আইল সৈন্য সকল ॥  
 অঙ্গদেশের রাজা আইল লোমপাদ নাম । বিহার দেশের রাজা আইল যেন কালঘম ॥  
 বিজয়নগরের [রাজা] নগরস্থান কর্ণাট । চারি বাজোর রাজা আইল লিখননা যায় ঠাট ॥  
 অষ্টপ্রহর সকল রাজা থাকে রাজ্যব পাশে । নানা দেশের রাজা আইলা যেন ॥

যেথা আছে ॥

হেলঙ্গ তেলঙ্গ দেশ গান্ধাব কলঙ্গ । আঠাইশ লক্ষ রাজা আইল দেখিতে অনঙ্গ ॥  
 সিঙলি সিদ্ধুর দেশ দক্ষিণের অবি । লক্ষ লক্ষ রাজা আইল অযোধ্যানগরী ॥  
 পঁচাশি লক্ষ রাজা উত্তরে থাকিয়া আইসে । সতরি লক্ষ রাজা আইল থাকিয়া ॥

বঙ্গদেশে ॥

যত যত রাজা আইসে ভারত ভিতর । রাজ চক্রবর্তী রাজা সভার উপর ॥  
 এত সব রাজা আইল রাজ্যের প্রতাপে । দশরথের নামেতে সকল রাজা কাপে ॥  
 পৃথিবীতে রাজা সহস্র কোটি অযুত । যাটি কোটি রাজা আসিয়া হইল মজুত ॥  
 সকল বাজগণ আইল দশরথের নিকটে । দশরথের যজ্ঞেতে সকল রাজা পাটে ॥  
 লক্ষ লক্ষ মনিগণ বশিষ্ঠাদি করি । যজ্ঞ করিতে মনিগণ বসিল সারি সারি ॥  
 ঋগ্যজুশ মুনি তখন অপ লয়া হাতে । যজ্ঞে আহুতি দেয় মুনি শ্রীফলের পাতে ॥

দশরথ কোশল্যা আইল যজ্ঞস্থানে । জোড় হাতে পুত্র কাম্য করে দুইজনে ॥  
 আচম্ভিতে দৈববাণী শুনি চমৎকার । বিষ্ণু জন্ম লভিবেন রাবণ সংহার ॥  
 হেনকালে রাজা কহে শুন মনিগণ । দক্ষিণ আঁগি দক্ষিণ অঙ্গ নাচিছে সঘন ॥  
 হেনকালে রাজারে কহেন মনিগণ । শুনিয়া [ত] হরষিত হইলা রাজন ॥  
 আত্মকাণ্ডে রামের জন্ম অপব কথন । বান্ধীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র কন ॥

### রামের জন্ম

শাত কাণ্ডের ভিতরে প্রধান আত্মকাণ্ড । সাবধানে শুন লোক অমৃতের ভাণ্ড ॥  
 শুনিলে সকল হয় হৃৎখ বিমোচন । ত্রিভুবন জিনিয়া ত বেড়ায় রাবণ ॥  
 স্বর্গবাসে রহিতে না পারে দেবগণ । রাবণের ভয়েতে পালায় সর্বজন ॥  
 এথা দশরথ রাজা আছে যজ্ঞস্থানে । বিধির নির্বন্ধ পুত্র হইব যেমনে ॥  
 যাব ভয়ে লক্ষ্মী কাঁপে কুবের পালায় । বিধাতা করহ তার বধের উপায় ॥  
 দেবগণে জিনিব বর মাগ্যাছে রাবণ । মাতৃঘের হাতে তার হঠব মরণ ॥  
 বিরিকি বিষম জাত্মা ক্রোধে কবে ধ্যান । দেবতার প্রাণ রক্ষা কর ভগবান ॥  
 তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আন । তুমি তপ তুমি যোগ ব্রহ্ম গেয়ান ॥  
 নদ-নদী-পর্বত অখিল তোমার গায় । পৃথিবীর জল যেন সাগরে মিলায় ॥  
 পুরুষোত্তম তুমি পুরুষ প্রধান । তোমা বিনে পুরুষ বলিতে নারে আন ॥  
 আগম পুরাণ বেদ সকল যেবা জানে । সেহ তোমার চরণ না পায় যে দেখানে ॥  
 তোমার চরণে যেবা লয়ত সঙলণ । মুক্তিপদ দেহ তারে দেব নাবাণ ॥  
 তোমার মহিমা গুণ কে জানে বিশেষ । দৈত্য মারিয়া প্রভু করিলা নিঃশেষ ॥  
 তুমি সে সকল জান তোমা জানে কোন জনে । ব্রহ্মাহেশ্বর তোমায় নাপায় ধিয়ানে ॥  
 অন্তর্যামিনী প্রভু দেব ভগবান । তোমার চরণ বই গতি নাহি আন ॥  
 বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু হইল গোসাই । তোমার মায়া দেখি প্রভু বড় ভয় পাই ॥  
 কার শক্তি তব গুণ বর্ণিবাবে পারি । দেবগণে রক্ষা কর দেব শ্রীহরি ॥  
 তোমা বিনে দেবগণের গতি নাহি আন । তুমি রক্ষা করিলে হয় দেবের পরিজ্ঞান ॥  
 তিন লোক নষ্ট কবে রাজা দশানন । আপনার সৃষ্টিতে প্রভু কেন না দেয় মন ॥  
 ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজা হইল ছুরন্ত । তিন লোক জিনিলেক মহাবলবন্ত ॥  
 বর দিয়া অভয় কর দেব নারায়ণ । দেবতার স্তুতি শুনি কহেন জনার্দন ॥  
 কি কারণে দেবগণ করহ স্তবন । কোন ভয় পাইয়া আইলে দেবগণ ॥  
 তুমি ভয় দূর কর দেব নারায়ণ । নহেত প্রমাদ বড় ঠেকিল দেবগণ ॥  
 রাজ্যের প্রভাত নাহি সূর্যের নাহি গতি । দশ হাজার বৎসর আজি অন্ধকার রাতি ॥

কুবের ধন সম্বরিল বড় পায়্যা ভয় । সাগরের ঢেউ এখন মন্দ মন্দ বয় ॥  
 বরুণের ঘুচিল এখন জলের প্রবল । অগ্নি চিস্তিত হইল নহেত উজ্জল ॥  
 দেবতা গন্ধর্ব যত স্বর্গ বিজ্ঞাধরী । নৃত্যগীত ছাড়িয়া তেজিল স্বর্গপুরী ॥  
 নারদ ছাড়িল বীণা জপ ছাড়িল মুনি । এতেক প্রমাদ প্রভু কহু নাই শুনি ॥  
 বসন্ত শরদ নিদাঘ বরিষণ ঋতু । সকল ছাড়িল প্রভু গুন তার হেতু ॥  
 পৌলস্তের পুত্র বিশ্বশ্রবার নন্দন । রাক্ষসীর গভে জন্ম রাজা দশানন ॥  
 ব্রহ্মার বরে রাবণ হইল দুর্জয় । তিন লোক জিনিলেক কারে নাই ভয় ॥  
 দেবগণ সঙ্গে ব্রহ্মা বহু স্তব করে । বর মাগ বলি প্রভু কহে বিধাতারে ॥  
 বিধি বলে দশরথের প্রভু হয় তোক । রাবণে মারিয়া রক্ষা কর তিন লোক ॥  
 দেবগণের মুখে শুনি রাবণের কথা । স্বীকার করিল প্রভু দশরথ পিতা ॥  
 বর দিয়া রুমচন্দ্র হল্য অস্ত্রধান । দেব সঙ্গে ব্রহ্মা [তবে] গেল যজ্ঞস্থান ॥  
 ঋগ্যজু যজ্ঞ করি করে বেদগান । কুণ্ড হতে উঠে পুরুষ অনল সমান ॥  
 দশরথে পায়স দেহ ঋগ্যজু বলে । ইহা লয়। কি করিব কোন দ্রব্য দিলে ॥  
 রাজার তিন জায়ায় থায়ায় হব চারি তোক । এত বল্যা অস্ত্রধান গেল ব্রহ্মলোক ॥  
 ঋগ্যজু মহামুনি হইয়া হরষ । দশরথের হাথে দিল। যজ্ঞের পায়স ॥  
 কোণল্যারে দশরথ দিল অর্পণানি । অর্ধেক কেকৈয়ে দিল। নৃপচূড়ামণি ॥  
 দৌতে অংশাংশি করি স্তমিত্রারে দিল । ভক্ষণ করিতে সর্বে গর্ভবতী হল্য ॥  
 যজ্ঞশালে স্বর্গ বস্ত্রে ভুষে মুনিগণে । আশীবাদ করি সর্বে গেল। যথাস্থানে ॥  
 পুষ্পশয্যায় তার। করিল শয়ন । কপো। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিল। তিন জন ॥  
 স্বপ্নেতে তিন জন দেখিল। শ্রীহরি । শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালাধারী ॥  
 দ্বাদশ শ্রীমত তত্ত্ব কমললোচন । একাবস্তা তিন গর্ভে হইল। চারি জন ॥  
 বাজার আগে স্বপ্ন কতেন তিনরাণী । এই স্বপ্ন দেখিলাম গুন গুণমণি ॥  
 স্বপ্ন শুনিয়া রাজায় লাগে চমৎকাব । এতদিনে সূর্যবংশ হইল উদ্ধার ॥  
 কথোদিনে জানাজানি হইল। বিদিত । শুনিয়া দশরথ রাজ। পরম পৌরিত ॥  
 দিনে দিনে হয় মূর্তি প্রাণীর আকৃতি । স্থখে ত আলো করে তিনজনৈব জুতি ।  
 শুনিয়া রাজার হইল হরষ অন্তরে । নৃত্যগীত আনন্দিত অযোধ্যা নগবে ॥  
 চন্দ্রের কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে । অষ্টমাস গত হইল জানে সর্বজনে ॥  
 দশমাস গর্ভ হইল সম্পূর্ণ তিন রাণী । প্রসব বেদন। দুখ কহু নাহি জানি ॥  
 চৈত্র শুক্লা নবমীতে কোশল্যা প্রসবিল । পুনর্বস্তু নক্ষত্র পঞ্চগ্রহ উচ্চ ছিল ॥  
 ধিরল যজ্ঞের ফল জন্মিলেন রাম । নীলোৎপল দল যেন সর্বগুণদাম ॥

পীত বাস চতুর্ভূজ বনমালাধারী । শঙ্খচক্র গদাপদ্ম রূপের মাধুরী ॥  
 দুন্দুভি বাজয়ে স্বর্গে জয়-জয়কার । কৌশল্যা সমুখে দেখা করিল নমস্কার ॥  
 আমার জঠরে জন্ম লোকে বিডম্বন । চরাচর যত দেখি তোমার স্বজন ॥  
 মা বলি আমারে প্রভু যদি কর দয়া । আমারে না বাঁধে যেন প্রভু তব মায়্যা ॥  
 প্রভু কহে তোমরা দোহে তপ কর্যাছিলে । আমার সমান পুত্র বর মাগ্যা নিলে ॥  
 রাবণ বধের তরে বিধির প্রার্থনা । সকল পূর্ণ [ হউক ] মনেব বাসনা ॥  
 এত বলি দ্বিভূজ হইলা নারায়ণ । হইয়া প্রাকৃত শিশু করেন রোদন ॥  
 অধ্যাত্ম রামলীলা গাইল শংকর । চতুর্ভূগের ফল পায় শুনে যেই মব ॥

### দশরথের আনন্দ

পুত্র হল্য রাজা শুনি : ধায়া নৃপ চূড়ামনি : আসে বাজা বশিষ্ঠের সাপে ।  
 পুত্র দুর্বাদল শ্রাম : নয়নে দেখিয়া বাম · রূপ দেখা লাগিল কান্দিতে ॥  
 ঋগ্যশুক্র ঘৃচাইল শোক ।  
 বেদ মিথ্যা কভু নয় : বশিষ্ঠেরে রাজা কয় . তোমার রূপায় হল মোর তোক ॥  
 আনন্দ অযোধ্যা মাঝে : মুদঙ্গ মন্দিরা বাজে : অন্তঃপুরে সভাকার স্নান ॥  
 নাচে অযোধ্যার প্রজা · স্নেহে ভাসে মহারাজা : বৃদ্ধকালে দেখা পুত্র মৃগ ॥  
 ডাকিয়া পণ্ডিতগণে : জিজ্ঞাসিয়া গুরুস্থানে : জাতকর্ম করে কুলোচিত ।  
 ব্রাহ্মণে দিলেন দান : ধেনু ধরা কোষ ঘান : হর্ষযুত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ॥  
 বারাদনা নাচে গায় : নানা বস্ত্র ধন পায় · বন্দী মাগধে ধন দিল ।  
 রাজার হইল বেটা : ধাইল যুবতী ঘটা : রাম রূপ দেখা জুড়াইল ॥  
 পুত্রোৎসব নৃপতির : বিলায় তৈল মীন ক্ষীর : দিবানিশি বাজয়ে বাজনা ।  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় : যে ঘর ভবনে যায় · আশিস কর্যা যতেক অঙ্গন ॥

### রামের বাল্যলীলা

শুভদিনে কৈকই তনয় প্রসবিল । যুগল যমক পুত্র স্মমিত্রার হল্য ॥  
 বশিষ্ঠ রাজ্যব বলে দুর্বাদল শ্রাম । লোকের সঙ্গতে রমণ গ্রিহার নাম বাম ॥  
 ভবণ করিব ভার ইহার নাম ভরথ । শক্র মার্যা শক্রঘন ভরথে অমুরত ॥  
 এই স্মমিত্রার পুত্র সর্ব স্নলক্ষণ । রামে অমুরত ইহার নাম যে লক্ষণ ॥  
 চারি পুত্র বাড়ে রাজার অন্তঃপুর মাঝে । গুরু পক্ষের চন্দ্র যেন গগনে বিরাজে ॥  
 দুটি ভাই ধরাধরি হামাগুড়ি যায় । ধরিয়া বাপের গলা দশন দেখায় ॥  
 কৌশল্যা পরায়ে দিল চরণে নৃপুর । আঙ্গিনার মাঝে ধায় ডাকে স্মধুর ॥

অলঙ্কারে চার ভাই কত শোভা পায় । মায়ের কোল ছাড়িয়া আকিনায় ধায় ॥  
 ব্রহ্মা আদি দেব ধ্যানে না পাইল যারে । মা বলিয়া রামচন্দ্র ডাকেন কোশল্যারে ॥  
 দীক্ষা করাইল মুনি চারি সহোদরে । বিজ্ঞা পড়াইল মুনি পঞ্চম বৎসরে ॥  
 বনে যেয়া চারি ভাই মারয়ে হরিণী । তাড়াইয়া সভাই ধরে শশক প্রবিনী ॥  
 দিনে দিনে চারি ভাই হয় বলবন্ত । রামের অসীম তেজ কেবা পায় সন্ত ॥  
 বাল্যলীলা আধ্যাত্মিকে গাইল শংকর । বিশ্বামিত্র আগমন শুন তাবপর ॥

### তাড়কা রাক্ষসী বধ

পলায় পড়িয়া রাজা দিল পাণ্ডাসন । কি ভাগ্য আমার দেশে তব আগমন ॥  
 বিশ্বামিত্র বলে রাজা আশীর্বাদ লহ । রাক্ষস বধের তরে রাম লক্ষণ দেহ ॥  
 বশিষ্ঠেরে ধলে রাজা হল সর্বনাশ । রাম দিলে মরিব না দিলে কুল নাশ ॥  
 বশিষ্ঠ বলে রামে দিলে না হব অকার্য । অশ্রুযুত বিজ্ঞা রামে দিব মুনিবর্ধ ॥  
 বিশ্বামিত্রে দিল রাম লক্ষণে 'আনিয়া' । আশীর্বাদ করা যায় রবুনাথে লয়া ॥  
 কোশল্যা স্মিত্রা হুঁহে বুক নাহি বাঁধে । মুনির ডরে ফুকরিয়া কেহ নাই কান্দে ॥  
 অযোধ্যার লোক যে ধরিতে নারে ছাতি । মুনি সঙ্গে বনে প্রবেশিলা রঘুপতি ॥  
 জ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞা দিল মুনি মহাশয় । ক্ষুৎপিপাসা না থাকিব যুদ্ধে হব জয় ॥  
 বিজ্ঞা পায় প্রণমিল মুনির চরণে । অনঙ্গ আশ্রমে প্রবেশিল তিনজন ॥  
 এই বনে শিবের কোপে পুড়িল মদন । অনঙ্গ হইল দেব ইহার কারণ ॥  
 সেই বনে তিনজনে নিশা গুণ্ডাইল । প্রভাতে চড়িয়া নৌকায় নদী পার হল্য ॥  
 মলয়জ বনে যায় কহে ব্রহ্ম ঋষি । এই বনে বসে রাম তাড়কা রাক্ষসী ॥  
 বিশ্বামিত্র বলে কব ব্রাহ্মণের হিত । তাড়কাবে রামচন্দ্র মারহ তুরিত ॥  
 পিতামাতা কয়্যাছিল আসিবাব কালে । [ তাড়কা ] আসিব ধায়া বামচন্দ্র বলে ॥  
 ভয় দূর কর প্রভু আগে চল তুমি । তাড়কারে এক বাণে বিনাশিব আমি ॥  
 এত বলি দিল রাম ধনুকে টঙ্কার । বনজন্তু পলায় পাইয়া চমৎকার ॥  
 দারুণ ধনুক শর গগন ভেদিন । বনে এক শব্দে শব্দ সহস্র হইল ॥  
 শব্দ শুনা স্তব্ধ হয়্যা তাড়কা রাক্ষসী । বাহ পশারিয়া ধায় ভয়ে কাঁপে ঋষি ॥  
 রাক্ষসী ধাইয়া আসে গিলিতে লক্ষণে । রামচন্দ্র মারে তারে অর্ধ চন্দ্র বাণে ॥  
 তাড়কা মারিল স্বর্গে ডাকে জয় জয় । বাণশিক্ষা করায় রামে দেবরাজ কয় ॥  
 তাড়কা মাঝিয়া রাম কৈল উপগার । নিরবধি চিন্তা করি কল্যাণ তোমার ॥  
 ব্রহ্ম অশ্রু রুদ্র অশ্রু অশ্রু ছিল যত । মুনির আজ্ঞায় হল্য রামে অম্লগত ॥  
 স্মরণে পাইবে রণে কহে প্রভু রামে । প্রণাম করিয়া বাণ গেল নিজ ধামে ॥  
 তারপর যাতে বনে রামচন্দ্র কয় । পর্বত নিকটে বন কাহার অশ্রুশ্রয় ॥  
 এই বনে বলিকে ছলিল নারায়ণ । এইখানে যজ্ঞ নষ্ট করে দেবগণ ॥



রাম কহে যজ্ঞের আরম্ভ কর তুমি । রাক্ষসেরে বিনাশ করিয়া দিব আমি ॥  
 মুনি সন্ধে আশ্রা যজ্ঞ করিতে লাগিল । যজ্ঞ ধুম গন্ধ পায়্যা রাক্ষস ধাইল ॥  
 মারীচ স্বেচ্ছা ধায় অহুচর সাথে । যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে ধাইল বাউ পথে ॥  
 মাঝীচে বায়ব অঙ্গ রামচন্দ্র মারে । শত যোজন উড্যা পড়ে সমুদ্রের তীরে ॥  
 যুধা হয়্যা মারীচ পড়ে সাগরের নীরে । রাবণ দেখিয়া তারে লয়্যা গেল ঘরে ॥  
 অগ্নি অঙ্গ এড়ে রাম পুবিয়া সন্ধান । একবাণে স্বেচ্ছা লইল পরাণ ॥  
 বাউ অঙ্গে রাক্ষসের সেনা মরে যত । রাক্ষস মরিল বিশ্বামিত্র আনন্দিত ॥  
 জয় জয় রামজয় ডাকে মুনিগণ । বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সাক্ষ কবিচন্দ্র কন ॥

### অহল্যা উপাখ্যান

প্রণাম করিয়া রাম কহে মুনিবরে । আজ্ঞা পালো যাউ মোবা আপনার পুবে ॥  
 হরধন্য দেখাইব জনকের ঘরে । তবে দুটি ভাউ যাবে অযোধ্যানগরে ॥  
 জনকের যজ্ঞ স্থলে মুনি সর্ব্বে যান । নানা বন এড়াইলা সন্ধে প্রভু বাম ॥  
 গৌতমের আশ্রম দেখি শ্রীরাম শুধায় । পাষণে নিশান দেখি যুবতীর প্রায় ॥  
 বিশ্বামিত্র মুনি বলে শুন অহে রাম । অহল্যা গৌতম নারী হয়্যাছে পাষণ ॥  
 অহল্যা ব্রহ্মার কন্যা গৌতমেরে দিল । অহল্যার কপে ইন্দ্র মোহ বড় পাল্য ॥  
 চলে দিগা পড়ে গুরু করিয়া মুনিরে । গৌতমের কপ ধব্যা অহল্যাবে হবে ॥  
 অহল্যার সন্ধে রতি সম্ভোগ করিল । বাহির হইয়া যাতে গৌতম দেখিল ॥  
 মমাত্মমে কি কবিলি মম কপে আসি । সত্য কথা না কহিলে কবিব ভ্রমবাশি ॥  
 গৌতমেব পায় পড্যা কহে শচীপতি । তব জায়া হবিলাম কিবা তব গতি ॥  
 তবে পাপ চুরাচার মুনি কহে তারে । ত্রিভুবনে হেন কর্ম কেবা কোথা কবে ॥  
 মোব মত হয়্যা মোর রমণী হরিলি । নরকগামিনী হবি ভাল গুরুদক্ষিণা দিলি ॥  
 সহস্র যোনি অঙ্গে হোক মুনিবর শাপে । অহল্যাবে শাপে মুনি থরহর কাপে ॥  
 ইন্দ্র সন্ধে ভৃঙ্গ রতি ভয় নাউ লো যমে । পাষণ হইয়া থাক আমার আশ্রমে ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র করে সংক্ষেপে বর্ণন । শুনিলে রামের লীলা পাপ বিমোচন ॥

অহল্যা গৌতমেব পায় . ধর্যা গডাগাড় যায় ; স্বেচ্ছায় না ভজি ইন্দ্রে আমি ।  
 যোগেতে সকল জ্ঞান . তবে শাপ দেঅ কেন . কিবা দোষ মোরে ছাড় তুমি ॥  
 মনে দেখি প্রভু ভাব : আমি আর কোথা যাব : প্রাণপতি তুমি মোর ভ্রম ।  
 যুবতীর পতি গুরু : শুন বাহ্যকল্পতক : পোষণ পালন শাস্তি কর্তা ॥  
 স্নানরী রমণী যাব . যদি জাতি যায় তার : কুলটারে ছাড়িতে না পারে ।  
 তেজি লাজ কুল ভয় : জায়া যদি তুষ্ট হয় : তথাপি তাহারে রাখে ঘরে ॥

দুষ্টা নহে বটে সতী : তার রীত জানে পতি : রূপা কর্যা কহে গুণধাম ।  
 হাজার বছর রহ : শীত তাত বৃষ্টি সহ : তোমায়ে তারিবেন আশ্রা রাম ॥  
 এত কয়্যা মুনি যায় : দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় : মল্লভূম পেয়ায় বসতি ।  
 প্রভু দুর্বাদল শ্রাম : মোরে না হইঅ বাম : পরকালে যেন হয় গতি ॥

বঘুনাথ পাষণ পরণ করে পায় । পাপে মুক্ত হইয়া হইল পূর্ব কায় ।  
 সান্নজ সহিত রাম ধনুর্বাণধারী । অহল্যা মোহিত হল্য রামরূপ হেরি ॥  
 অহল্যা বলেন প্রভু বিধি ছিল বাম । পদরজে উদ্ধার করিলে মোরে রাম ॥  
 যার পদ পদ্ম রজে গঙ্গা হল পূতা । শিব শত্রু সনকাদি পূত হয় ধাতা ॥  
 ভাগ্যের নাহিক ওর পূর্বে পুণ্য ছিল । দুর্বাদল শ্রাম রাম নয়নে দেখিল ॥  
 চারি বেদ কহিতে না পারে যার সীমা । যুবতী হইয়া আমি কি কব মহিমা ॥  
 কোণায় জনম লভি রূপা কর্যামোকে । তোমার চরণ রজে মন যেন থাকে ॥  
 বামের চরণে পড়্য কৈল বহু স্তুতি । অহল্যারে আশ্বাস করিল রঘুপতি ॥  
 পাষণ তরিয়া গেল লোকের বিস্ময় । গৌতমে পাইল পুন কবিচন্দ্র কয় ॥

### রামের বিবাহ

অহল্যা তারিয়া রাম গঙ্গা পারি হতে । ধীবব কহেন রামে কর্যা জোড় হাতে ॥  
 কাণ্ডারী বলেন শুন রাজীবলোচন । মোর নৌকায় পার হয় যত মুনিগণ ॥  
 সান্নাতে দেখিলাম তব চরণের ধলা । পাষণ মাঝষী তন্তু হইল অহল্যা ॥  
 নায়্যা বলে রামচন্দ্র কহি তব কাছে । পায়ের ধলা পালে তরী তর্যা যায় পাছে ॥  
 মোদের জীবিকা কেবল নৌকার উপায় । পদবজ পালে তরী তর্যা পাছে যায় ॥  
 এতেক শুনিয়া হাসে যত মুনিগণ । রামের চরণ ছুটি ধুয়ান লক্ষণ ॥  
 মুনি সঙ্গে নৌকায় রাম লক্ষণ পশ্চাত । নায়্যা বলে অপরাধ ক্ষম রঘুনাথ ॥  
 হাস্য হাস্য রাম তার করিল কল্যাণ । গঙ্গা পার হয়্যা আলা মিথিলায় রাম ॥  
 বিশ্বামিত্র আলা দেশে শুনি জনক বাজা । পুরোধা সহিত আস্তা রাজা করে পূজা ॥  
 দুভাবে দেখিয়া রাজা মুনিরে শুধায় । কাহার তনয় ছুটি চন্দ্র সর্ষের প্রায় ॥  
 দশবথের পুত্র রাম জনকে কহিল । মোর সঙ্গে হরদত্ত দেখিতে আটল ॥  
 গৌতমের পুত্র শতানন্দ রামেব তব পাল্য । বিশ্বামিত্রে বলেমায়ের কোন দশা হল্য ॥  
 মুনি বলে শতানন্দ দূর কর বেথা । রামের পদরজে মুক্ত হল্য তোর মাতা ॥  
 অহল্যার পুত্র সন্ত্য আর্দ্র দৃষ্টে চায় । যাছাড খাটয় পড়ে শ্রীবামের পায় ॥  
 এই পায়ের ধলায় মা মুক্ত হয়্যা গেল । আমার অনেক অগ্ন্য চক্ষেতে দেখিল ॥  
 সার্বক জীবন মোর সার্বক জীবন । নয়নে দেখিলাম ছুটি অভয় চরণ ॥

ধনুক দেখিতে আন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ । রামের জ্যেষ্ঠক গুণ জনকেরে কন ॥  
 এই রাম দয়ানিধি নিজ বাহু বলে । রাক্ষসেরে বিনাশ করিল। যজ্ঞস্থলে ॥  
 রামের পরিচয় পায়্যা হুষ্ট হলা। রাজা । মূনির সহিত দুটি ভায়ের করে পূজা ॥  
 জনকেরে শতানন্দ কহে মূনির তত্ত্ব । শুন রাজা বিশ্বামিত্রের কহিব মহত্ত্ব ॥  
 এই বিশ্বামিত্রে দেখ গাধির তনয় । তপস্রাতে ব্রহ্মঋষি হলা। মহাশয় ॥  
 মূনি বলে আন্য রাম ধনুক দেখিতে । শুনিয়া জনক রাজা কহে জোড় হাতে ॥  
 প্রতিজ্ঞা কর্যাছি ধনু যেজন ভাস্কিব । সেই মহাবীর সীতা বিবাহ করিব ॥  
 দেবাসুর ধনুকেতে চড়া দিতে নারে । অজয় শিবের ধনু কি করিব নরে ॥  
 এই ধনু ধর্যা শিব দেবে কৈল জয় । দক্ষযজ্ঞে নিজ ভাগ পাল্য মহাশয় ॥  
 সেই ধনু আমারে দিলেন ত্রিলোচন । শ্রীরামে দেখায় ধনু বিশ্বামিত্র কন ॥  
 রাজা কহে রামরূপ লাগিল মরমে । চড়া দিতে পারেন যদি সীতা দিব রামে ॥  
 রাজার আজ্ঞায় পাঁচ হাজার মহাবীরবর্গে । শকটে তুলিয়া ধনু লয়। আসে সর্পে  
 রাজ অভ্যন্তরে [ আর ] নগরে ঘোষণা । ধনুক ভাস্কিব রাম ধায় সর্বজন ॥  
 যত মূনি যত রাজা সর্বে হল জড় । ধনুক ভাস্কিব রাম সভা হল বড় ॥  
 ঝরকা উপরে সীতা শ্রীরামে দেখিয়া । সখিগণ সঙ্গে দেখে জুড়াইল হিয়া ॥  
 সীতা বলে হেন ভাগ্য আমার হইব । কঠিন হরের ধনু কেমনে ভাস্কিব ॥  
 রাম কহে মহারাজা আজ্ঞা কর তুমি । শিবের কামুক তুল্যা চড়া দিব আমি ॥  
 বিশ্বামিত্র বলে রাম কি আর স্বধাঅ । বাম হাতে তুলিয়া ধনুকে চড়া দেখ ॥  
 ধনুক ভাস্কিতে রাম বাস্কিল কমর । পৃথিবীকে কহে লক্ষ্মণ আরোপিয়া কব ॥  
 অনন্ত কূর্ণের সঙ্গে হয় সাবধান । শিবের ধনুক টাঙা ভাঙেন প্রভু রাম ॥  
 পৃথিবী ভয়েতে পাছে যায় রসাতল । সাবধান হয় সর্পে অষ্ট কলাচল ॥  
 কেহ বলে কথা শুন দেপি বড় বুক । কেহ বলে এই মেনে ভাস্কিবেক ধনুক ॥  
 মূনিবর্গে প্রণমিয়া ধনু যায়। তোলে । রামের জয় জয় বল্যা বিপ্রবর্গে বলে ॥  
 ধনুক ধরিয়া রাম দিলেক টঙ্কার । শব্দে দশদিগ পূর্ণ বিশ্বয় সভার ॥  
 রামরূপে আপনি সে দেব ভগবান । টানিতে হরের ধনু হল তিন খান ॥  
 শব্দ শুনি যত লোক মুর্ছিত হইল । নাগলোক বলে পারা ব্রহ্মাণ্ড ভাস্কিল ॥  
 পাতাল পশিল প্রভুর ধনুভঙ্গ ধ্বনি । কুণ্ডলী হইল যত বড় বড় ফণী ॥  
 শ্রীরামের জয় বল্যা স্বর্গলোকে কয় । ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কভু মিথ্যা নয় ॥  
 দাসীর সঙ্গে সীতা রামের পাশে আল । শ্রীরামের গলে সীতা স্বর্ণমালা দিল ॥  
 বিশ্বামিত্র বলে শুন ঋষি মহাশয় । দশরথ নৃপতির পুত্র চারি হয় ॥  
 কুশধ্বজের দুই কণা তোমার আছে ছয় । চারি ভায়ে চারি কণা দেহ মহাশয়

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাজ্য স্বেচ্ছা করিয়া । অযোধ্যানগরে দূত দিল পাঠাইয়া ॥  
 রামের বিবাহ কথা নুপতি শুনিল । রথ রথী ঘোড়াহাতি পদাতি সাজিল ॥  
 ব্যালিশ বাজনা বাজে মিথিলায় চলে । রামের জননী সব চতুরঙ্গ দলে ॥  
 বশিষ্ঠাদি মুনিবর্গে কবি আগুয়ান । দশরথপুত্র সঙ্গে করিল পয়ান ॥  
 স্নমস্ত সহিত রাজ্য মিথিলায় গেল । বিশ্বামিত্রে প্রণমিয়া রামে কোলে নিল ॥  
 জনক সম্ভাষ করে পরম সাদরে । কৌশল্যাদি লয়্য। গেল নিজ অন্তঃপুরে ॥  
 জনকের দুই কন্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণে । কুশল্যভৈব দুই কন্যা ভরথ শরুঘনে ॥  
 শুভ লগ্নে বিভ। কৈল ভাই চারিজন। । মিথিলা নগরে বাজে ব্যালিশ বাজনা ॥  
 বব-কন্যায় জলধার। দিয়া লয়া যায় । বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিঃ প্রদ গায় ॥

### রাম-সীতার বিবাহবাসর

বাসগৃহে প্রবেশ কবিল বধুপতি । রামেরে আসন দেই যতেক যুবতী ॥  
 হাসিয়া বসিল। রাম কনক আসনে । জানকী বসিল। বামে সৌদামিনী ঘনে ॥  
 নব মেঘ কোলে যেন [বিজুলিব খেলা ।। [ কৃষ্ণবর্ণ ] পাত্রে পূর্ণ যেন পদ্মমাল।  
 দোহাকার রূপ হেবি কহে সখিগণে । পাদপদ্ম বস্ত্র দিয়া করহ বারণে ॥  
 মধু লোভে কিবে অলি সবোজ সন্মমে । পাছে আসি দংশে রাম তোমার চবণে ॥  
 একথা শুনিয়া হাসেন জনক-নন্দিনী । অভিপ্রায় বুঝিয়া কহেন বধুমণি ॥  
 নিজ নিজ বিষয়ে সভার মন আছে । পদ্মমুখী ছাড়ি কেবা কোথাকারে গেছে ॥  
 সবোজ নিন্দিয়া মুখ তোমা সভাকাব । মধু লোভে যাবে অলি অগ্ৰথা কি তার ।  
 বামেব বসনে হাসে যত নারীগণে । জানকী আনন্দে ভাসে স্ত্রী নারায়ণে ॥  
 অগুরু চন্দন চুয়া কস্তুরী আতব । বাম-সীতা অঙ্গে দেই হরিষ অন্তব ॥  
 মল্লিকা মালতী জাতী স্পক কেশব । মাল গী মাধবী কুন্দ আব নাগেশ্বব ॥  
 শেফালিকা পারুল শিরিষ সন্ধ্যামণি । নান। পুষ্পে গাঁথো ছাব যতেক বয়সী ॥  
 হার গাঁথি ছু হাকার গলে সতে দিল । ফাঁকর হইলা সতে মদনে মাতিল ॥  
 অবশ হইয়া কেহ পড়ে কার গায় । কেহ কেহ সন্মমেতে বাম মুখ চায় ॥  
 কেহ বলে মন চুরি কৈল যেই জন । কেহ বলে এই সখি পুরুষ রতন ॥  
 আজ্ঞানুলম্বিত বাহু করিকর জিনি । কট'ক্ষেতে সভাকার মন নিল হানি ॥  
 সিংহ মধ্য জিনি মধ্য দেশেব গঠন । বাম বস্ত্র জিনি জঙ্ঘা অতি স্তমোভন ॥  
 জবা পুষ্প জিনিয়া স্নন্দর পদতল । নখেতে বিহরে চন্দ্র করে ঝলমল ॥  
 দূর্বাকাস্ত জিনিয়া রূপ অধিক উজ্জল । অতি স্তমোভিত কদম্বি বদন মণ্ডল ॥  
 কামধেনু জিনি ভুজবন্ধী হেব সখি । কোকনদ জিনিয়া শোভয়ে দুটি আখি ॥

এমন স্বন্দর রূপ কতু নাই শুনি । কোন বিধি গড়িয়াছে রসময় জানি ॥  
 পরস্পর এই কথা কহিতে কহিতে । পাশা লয়া বলে সতে খেল রঘুনাথে ॥  
 জানকীর সঙ্গে পাশা খেল দয়াল রাম । আমা সভার হয় তবে পূর্ণ মনস্কাম ॥  
 খেলিবার কথা শুনি হাসে রঘুপতি । যদি হারেন জানকী তবে কি হব সঙ্কতি ॥  
 হারিলে হবেন দাসী কহে নারীগণে । লজ্জিত হইলা রাম শুনিয়া বচনে ॥  
 রাম বলেন শুন সখি করি নিবেদন । প্রতিজ্ঞা করিলে ভাল খেলিব এখন ॥  
 হাসিয়া খেলিতে পাশা দিল যত নারী । জানকীর সঙ্গে রাম খেলেন পাশাসাবি ॥  
 মধ্যস্থ হইল সব নারীর সমাজ । প্রথমে ফেলিলা দান বগুবলরাজ ॥  
 তারপর জনকনন্দিনী ফেলে দান । সখিগণ বলে এবার হারিবেন রাম ॥  
 যুবতীর মন্তণাতে হারিলেন রাম । সতে বলে আমাদের পূর্ণ মনস্কাম ॥  
 পুনর্বীর খেল পাশা কহে রঘুপতি । হাসিয়া কৌতুকে কয় যতেক যুবতী ॥  
 প্রথমে হাবিলে রাম কিবা পুন কহ । হারিলেন হাতে লিখি সীতা আগে দেহ ॥  
 সখীর মুখের ভাব শুনিয়া সনাতন । বাসগৃহের উপযুক্ত এসব কথন ।  
 এই সব কৌতুকেতে রাত্রি হল শেষ । প্রদীপের জ্যোতি মন্দ বাত্রি হল শেষ ॥  
 মন্দ মন্দ পদ্মের সৌভব বয়্যা যায় । ডাকে তাম্রচূড় পক্ষ বুকিয়া বিদায় ॥  
 রামলালা কবিচন্দ্র হৃদয়েতে দেখি । বাসর রচিল মনে হয়্যা বড় সুখী ॥

### রাম-সীতার বিদায়

প্রভাত হইল দেখি কাতরে কয় যত সখী : নিমিসেক পোহাল বজ্রনী ।  
 দিবাকর পরকাশে : বাম যাবে নিজ দেশে : সঙ্গে লয়া জনক-নন্দিনী ॥  
 বলে সতে কর জুড়ি : রাম-সীতার পায়ে পড়ি : মনে রাখ্য করি নিবেদন ।  
 পূর্ণ হল মনস্কাম : দেখিলাম সীতাবাম : ভালে ভাল ছিল যে লিগন ॥  
 নিন্দিয়া কহিছে সখী : উদিত ভাস্করে দেগি : তোব সঙ্গে কিবা ছিল বাদ ।  
 মনের আনন্দ ছিল : সেহ মোদের দূরে গেল : স্থগ সিন্ধুয় পাড়িলি প্রমাদ ॥  
 স্বভাবে কহেন রাম : পূর্ণ হবে মনস্কাম : না ভাবিহ যতেক স্বন্দরী ।  
 তোমাদিগে ছাড়া নই : সত্য সত্য এই কই : হৃদয়েতে দেখ সতে হেরি ॥  
 কোটরা পুরিয়া ছেনা : মিথ্যায়া চিনির পানা : রামে দিল ভোজন করিতে ।  
 ভোজন করিলা রাম : প্রভু দূর্বাদল শ্রাম : সখিগণ সীতা লয়া সাথে ॥  
 স্বর্ণ ঝারি পুরি বারি : মুখ প্রক্ষালন করি : থাইলেন তাম্বুল কর্পূর ।  
 পুত্রবধূ লয়া রঙ্গে : বিদায় রাজার সঙ্গে : দশরথ চলে নিজ পুর ॥  
 সর্বলোক হরি বলে : সীতা বসে রাম-কোলে : কনকের সিঁথি শোভে মাথে ।

মণি মুক্তার ঝাঁপ : শোভে প্রবালের সারি : নানা চিরু পুরটের সাথে ॥  
 উর্মিলা লক্ষ্মণের আগে : মাণ্ডবী ভরথের ভাগে : জনক কৃষ্ণরাজ পায় শোক ।  
 শ্রিতিকীর্তি বিদায় হল : শত্রুঘনের আগে কৈল : কান্দিয়া আকুল সর্বলোক ॥  
 চারি ভায়ের চারিজায়া : কেবল দেবীর কায়্য : সোনার প্রতিমা মূর্তিমান ।  
 বাণ হল পরিপাটি : তোলপাড় করে মাটি : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গান ॥

### পরশুরামের দর্পচূর্ণ

বার কোশে রাখ্যা রাজায় গেল নিকেতনে । রামে লয়া দশরথ চলে মূনি সনে ॥  
 মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরাম বীর ছিল । ধনুভঙ্গ শব্দ শুন্যা বেগেতে ধাইল ॥  
 থর থর করে অঙ্গ হয় দাক্ষণ কোপ । মোড়া দিয়া মুচড়িয়া খাড়ে বাক্ষে গোঁপ ॥  
 ক্ষত্রিয় দলন টাঙ্গী আরোপিয়া কাক্ষে । কামুক ধরিয়া বীর হরা কচ বাক্ষে ।  
 যথা রাম গেলা তথা গোটা চারি লাকে । অনল সমান প্রাস বহে নাসা কূপে ॥  
 পবনশ্রমে দেখিয়া সভার হল ভয় । প্রমাদ পড়িল বড় পরম্পদ কয় ॥  
 ঝাড়েঝোড়ে আড়েয়োড়ে গল্লর কন্দরে । লুকাইল কত শত পরশুরামের ডরে ॥  
 অর্ঘ্য দিয়া দশরথ প্রণমিয়া পায় । পদাঘাত পিঠে মার্যা ঠেলা পেলে তায় ॥  
 বিপাক ভাবিল বড় রাজা দশরথ । পুনঃ পুনঃ পায়ে ধর্যা করে দণ্ডবত ॥  
 কোপ কর্যা রামচন্দ্রে কহে পবনশ্রবাম । তোমার বীরত্ব জানা রাম তোর নাম ॥  
 জীর্ণ ধনু ভাঙ্গ্যা তোর এতেক বড়াই । তোর দর্প চূর্ণ আজি হবে মোর ঠাঞি ॥  
 শ্রীরাম তোমার দাস দশরথ বলে । যত পায় ধরে তত উকাট্যা পেলে ॥  
 তা দেখিয়া কোপে কাঁপ্যা কহেন লক্ষ্মণ । শুন দ্বিজ তোমাতে আমাতে আজি রণ ॥  
 দুর্জন দমন মুখি বান্ধি পরিকর । বিধিবিধি নতুবা বুক পাত্যা নে শর ॥  
 পরশুরাম বলে বেটা শুনরে অজ্ঞান । বিশ্বকর্মা দুই ধনু করিল নির্মাণ ॥  
 হর হরি সহ দুই ধনুক ধরিল । হরধনু হত্যে বিষুধনু বড় হল্য ॥  
 হরধনু ভাঙ্গিয়া তোমার এত অহঙ্কার । বিষুধনু ভাঙ্গ তেজ জানিব তোমার ॥  
 রাজা বলে কণ্ঠপেরে দিয়া বসুমতী । মহেন্দ্র পর্বতে থাক রাখিলে গিরাতি ॥  
 কার্তিকেয়ের যুদ্ধে তুমি কৈলে পরাজয় । ক্ষেত্রি মের্যা মোর পূর্বে কর্যাছ অভয় ॥  
 এক চড়ে গণেশের ভাঙ্গ ছিলে দাঁত । পুত্র হতে ভাল তোমায় বাসে ভূতনাথ ॥  
 শুনহে ব্রাহ্মণ ঠাকুর রামচন্দ্র কয় । তোমায় আমায় যুদ্ধ সমুচিত নয় ॥  
 এক গুণ শরাসন ক্ষত্রিয় সকল । নবগুণ যজ্ঞহস্ত ব্রাহ্মণের বল ॥  
 ভৃগু বলে মুখে বেদ পিঠে ধনুতীর । শাপে শরে বিনাশিতে পারি রঘুবীর ॥  
 কাতবীর্য অজুঁন রাজা মহাবীর ছিল । চায়্যা দেখ এই তীক্ষ্ণ কুঠারে কাটিল ॥

দ্বাদশ সূর্যের তেজ ধরয়ে কুঠার । একুশ বার কৈলাম আমি ক্ষত্রিয় সংহার ॥  
 ভাঙ্গিল হরের ধনু বিক্ষুব্ধ নে । ভৃগু বলে জই আমি মোরে জিনে কে ॥  
 কোপে ধনু পেলে দিল রামের উপর । বাম হাতে অবহেলে ধরে রঘুবর ॥  
 হাতে বাণ দিতে তেজ হরে রঘুপতি । কোন পথ রুদ্ধ তোমার করিব সশ্রুতি ॥  
 চাপ বহিবার তেজ নাহিক তাহার । পরশুরাম স্তব কর্যা করে নমস্কার ॥  
 ত্রেতাযুগ জন্মিব আমি দশরথের ঘরে । চক্রতীর্থে কথা কহিয়াছিলে মোরে ॥  
 সার্থক জীবন মোর সার্থক জীবন । নয়নে দেখিলাম দুটি অভয় চরণ ॥  
 বুঝিতে নারিলাম মায়া আমারে বধিলে । বীরত্ব আছিল মোর তেজ হর্যা নিলে ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় রামের চরিত । রামের চরিত লীলা শুনিতে অমৃত ॥

### অযোধ্যায় রামের আগমন

বাঁ হাতে ধনুক ধরে : স্বর্গপথ রুদ্ধ করে : দেব দেব প্রভু রঘুনাথে ।  
 প্রভু দুর্বাদল শ্রামে : প্রণাম করিল রামে : রাম গেলা মহেন্দ্র পর্বতে ॥  
 সভার ঘুচিল ভয় : সর্বে ডাকে রাম জয় : বিশ্বামিত্র আশীর্বাদ বলে ।  
 সর্বে আশ্রা জড় হল : রামের বিপদ গেল : দশরথ বামে করে কোলে ॥  
 বাঘ গুনিবারে পায় : অযোধ্যানিবাসী ধায় : দ্বারে দ্বারে রূপি মৃত্যুফল (?) ।  
 অমরাবতীর আভা : কি কব অযোধ্যার শোভা : নগরে চহরে বনমালা ॥  
 জানকী রামের কোলে : সাধু সাধু সর্বে বলে . সীতা রূপে পুরী কবে আলা ।  
 দেখা রামসীতার মুখ : সভার ঘুচিল দুখ : ঝলমল সৌদামিনীর মালা ॥  
 বাম বিভা কর্যা আল : কন্ঠাটি সেজ্যাছে ভাল : রসিক। যুবতী সর্বে কয় ।  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে : শ্রীরামের পদতলে : নায়কের রাম কর জয় ॥

### বর বধু বরণ

কৌশল্যা স্মিত্রা কৈকেই নৃপতির দারা । পুত্রবধু লয়া গেল দিয়া জলধারা ॥  
 মঙ্গল হলহলি নৃত্যগীত যে প্রাঙ্গণে । চারি ভাই প্রবেশিলা যে যার ভবনে ॥  
 বশিষ্ঠ প্রভৃতি আর বন্ধু রাজাবর্গে । দধি মিষ্টান্ন রাজা খায়াইল সর্বে ॥  
 পায়স পিষ্টক নানা বিবিধ ব্যঞ্জন । মহাসুখে চারি ভাই করিলা ভোজন ॥  
 বিশ্বামিত্র আদি মুনি জন রাজাবর্গে । বিদায় হয়্যা যে যার ভবনে গেল সর্বে ॥  
 নাট নান্দী রুচি হল পায়্যা নানা ধন । চারি ভাই রসাবেশে করিল শয়ন ॥  
 জানকী হইল বড় রামের প্রেয়সী । মধুর বচনে প্রাণ হতো গরিয়সী ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া রাজা সমাঝে বসিল । রামলক্ষ্মণ চারি পুত্রে ডাকিয়া আনিল ॥  
 রাজা বলে ভরথের মাতুল যুধাজিৎ । নিতে আলা ভরথের রামে কহ হিত ॥  
 বুঝিয়া বাপের মতি রাম দিল সায় । প্রণমিয়া রথে চাপ্যা ভরথ বীর যায় ॥  
 আধ্যাত্মিকে রামলীলা কবিচন্দ্র গায় । ঘেজন শরণ করে নাই যম দায় ॥

### আত্মিকাণ্ড সমাপ্ত

## অশোভ্যাকাণ্ড রামের অভিষেকের আয়োজন

অপূর্ব রামের লীলা শুন সর্বজন । রামে রাজ্য করিতে ভূপের গেল মন ॥  
অভিষেকের দ্রব্য যত ছত্র দণ্ড আদি । প্রস্তুত করিল রাজা যে লিখিত বিধি ॥  
আনন্দের সীমা নাই অযোধ্যা নগরে । মঙ্গল বাজনা বাজে প্রতি ঘরে ঘরে ॥  
কৌশল্যা দেবীর চিত্তে আনন্দ হইল । রামের কল্যাণে পূজে দেবতা সকল ॥  
ভরথের ধাত্রী কুঁজী ভাবে মনে মনে । কৌশল্যার দাসী প্রতি জিজ্ঞাসে কারণে ॥  
কৌশল্যার দাসী বলে রাম হবেন রাজা । দয়ার ঠাকুর রামে অহুগত প্রজা ॥  
এত শুনি গেল দাসী কৈকইর ঘর । রামের অপূর্ব লীলা গাইল গংকর ॥

### মহুরার মন্ত্রণা

শয়ন করিয়া স্তূখে কৈকই যে আছে । হেন কালে মহুরা গেল তার কাছে ॥  
পাপিনী দুর্ভাগা শুয়। কোন স্তূখে আছ । লাক্ষ্মী হইল বড় বুখা তুমি বাঁচ ॥  
কোন দুঃখ পায়। তুমি মোরে কটু বল । শুন রাণী রামচন্দ্র দেশে রাজা হল ॥  
এত শুনি কৈকইর আনন্দ অপার । দাসীরে বকশিশ দেন যত অলঙ্কার ॥  
দাসী বলে অলঙ্কার কেন দিলি মোরে । রাজা হবে রামচন্দ্র কহিলি আমারে ॥  
অলঙ্কার ফেল্যা বলে শুন রাজরাণী । ভরথে করহ রাজা রাখ মোর বাণী ॥  
এতেক শুনিয়া রাণী বলয়ে বচন । হেন বোল আর না বলিহ কদাচন ॥  
কৈকই বলেন দাসী বলিগো তোমায়ে । রামের উ সব কথা না বলিহ মোরে ॥  
কৈকই বলেন দাসী কহি তব ঠাঞি । শ্রীরাম ভরথে মোর ভেদ বুদ্ধি নাঞি ॥  
মাতামহ বাসে পুত্র ভরথ রহিল । রামের রাজত্ব স্থখ দেখিতে না পাল্য ॥  
লক্ষ্মণ সমেত রাম কোলে বস্তু ছিল । দণ্ড দুই হয় নয় এই উঠ্যা গেল ॥  
দাসী বলে তব আজ্ঞা না লঙ্ঘ্য রাজন । সতীনের পুত্র হব রাজ্যের ভাজন ॥  
তেমন পুত্র নহে রাম কহি তোর কাছে । আগে আমি বন্দি রাম মায় বন্দে পাছে ॥  
শুদবধি ভক্তি তোমায় কহি গো নিকটে । যদবধি নহে রাজা অযোধ্যার পাটে ॥  
রাম রাজা হলে পুত্রে নারিবি বাঁচাতে । ভরথ মরিব তোর লক্ষ্মণের হাতে ॥  
আপনি কুঠার মালি আপনার পায় । অহঙ্কার ভরে ডিঙ্গা ফুটালি দরায় ॥  
সুধাসম রামলীলা কবিচন্দ্র কয় । যেজন শোনিলে তার নাহি যম ভয় ॥



## কৈকই-র বর প্রার্থনা

প্রাণের প্রেমসী তুমি আশ্রয় করি কোলে । দাসীর বুঝিয়া ভাব রাজরাণী বলে ॥  
 [ধন্য দাসী বলি তোরে নাঞি] দেখি পথ ; কেমন প্রকারে রাজ্য করিব ভরথ ॥  
 শুন রাণী দেবাসুর যুদ্ধে রাজ্য গেল। । সম্বরে মারিয়া রাজ্য পুরন্দরে দিলা ॥  
 ধন্য টাণ্ডা অঙ্গুলেতে হইল বেদনা । প্রাণ সংশয় রাজ্যের পাইল সংঘণা ॥  
 মহৌষধে ভাল তুমি করিলে রাজ্যারে । ভুট্ট হুয়া বরদায় রাজ্য দিল তোরে ॥  
 ভূপতির ঠাঞি কিছু বর মাগা লহ । চোদ্দ বৎসর বনবাস রামচন্দ্রে দেহ ॥  
 আর বরে তরথেরে দেহ রাজধানী । রাজ্য আঞ্জাকারী তোমার শুন নিতম্বিনী ॥  
 এত বাক্য হল্য যদি মন্তরার মুণ্ডে । অলঙ্কার পরিহরি গুয়া থাকে ভুণ্ডে ॥  
 তারপর গেল রাজ্য কৈকইর পাশে । কৈকইয়ে বিরূপা দেখ্য দশরথ ভাষে ॥  
 রাজ্য বলে রাণী তুমি পড়্য কি কারণে । কৈকই বলেন বর মাগি তোমা স্থানে ॥  
 রাজ্য বলে বব দিব ইথে নাই আন । উঠ্য বস্ত্র চন্দ্রমুখী জুড়াক পরাণ ॥  
 নিবেদন চরণে করিব পাছে আমি । মহারাজ্য মোর আগে সত্য কর তুমি ॥  
 নারীবশ কেবল হইল দশরথ । আপনি আপনার কৈল মরণের পথ ॥  
 রাম বিনে তোমা হতে প্রিয় কেহ নাঞি । বব মাগ সত্যে বন্দী হল্যাম তব ঠাঞি ॥  
 রাণী বলে চন্দ্র সূর্য দোঁহে হুয়া সাথি । বর দিয়া প্রতিশ্রুত পাছে হয় দুখী ॥  
 পূর্বে তুমি বরদায় দিয়াছ আপনে । চোদ্দ বৎসরের তরে রাম জাকু বনে ॥  
 অযোধ্যায় ভরথের অভিবিক্ত । রাম জটা বাকল পর্য্য পুরী হোকু ত্যক্ত ॥  
 কৈকইয়ের কথা শুনা শোকে রাজ্য আর্ত । রাম রাম বল্য কান্দে নাই জ্ঞানমাত্র ॥  
 আপনা নাশিতে কেন আলাম তোর ঘরে । পাপিনী রাক্ষসী ছুটুকি বনিলি মোরে ॥  
 রঘুনাথ প্রাণধন কেবল আমার । কোন অপরাধ রাম করিল তোমার ॥  
 রাম রাম বলি দশরথ রাজ্য কান্দে । উঠিল শোকের সিঁদ্ধি বুক নাই বাঁধে ॥  
 রাণী বলে সত্যের সমান ধর্ম নাই । আপনি পরম জ্ঞানী কহি তব ঠাই ॥  
 শিবী রাজ্য দিল অঙ্গ ঘুবুর কারণে । আপনি সকল জ্ঞান গুণ্যাহ পুরাণে ॥  
 অনর্ক নামেতে রাজ্য সূর্য বংশে ছিল । দ্বিজে দুটি চক্ষু দিয়া বৈকুণ্ঠেরে গেল ॥  
 বর দিয়া কান্দ তুমি কাপুরুষের মত । পাগল হলে প্রাণনাথ জ্ঞান হল্য হত ॥  
 দাতার কথা মোরে তুমি বুঝাও আর কি । প্রাণ চাহ চক্ষু চাহ বল যদি দ্বি ॥  
 মরণ লিখিল বিধি মোরে হল্য বাম । কি বল্য বলিব বাছা বনে যাহ রাম ॥  
 ধন ধরা প্রজা প্রাণ ছত্র দণ্ড নেহ । দস্তে তৃণ ধর্য্য বলি রামচন্দ্রে দেহ ।  
 নবম স্বর্গের কথা অমৃত সমান । শুনিলে রামের লীলা বিদরে পরাণ ॥

### বিমাতার মুখে পিতার আদেশ শ্রবণ

রাণী বলে মোর বাক্য মিথ্যা যদি হয় । নারীবধ দিব আমি কহিলাম নিশ্চয় ॥  
 দশরথ বলে শুন স্নমস্ত সারথি । রঘুনাথে ডাক্যো তুমি আন শীঘ্রগতি ॥  
 ইঙ্গিত বুঝিয়া বেগে চলিল সারথি । রামচন্দ্রে ডাক্যো আনে লক্ষ্মণ সঙ্গতি ॥  
 পড়্যো আছে দশরথ মরণের পথ । বাপের চরণে রাম হল্যো দণ্ডবত ॥  
 কৈকইয়ের পদে দৌড়ে করিল্যো প্রণতি । বামে দেখি মুদি আঁখি কহে বিপরীতি ॥  
 দশরথ বলে আমার রাম আলে পারা । বলিতে না পারে বাক্য চক্ষে বহে ধারা ॥  
 পিতাব দুর্গতি দেখি রামে হল্যো ভয় । জোড় হাথ কর্যা প্রভু কৈকইয়েরে কয় ॥  
 জিজ্ঞাসিলে সদা কান্দে না কহে বচনে । কহ মা বাপার দশা এমন হল কেনে ॥  
 ভরথ শত্রুঘনের বা কুচ্ছিত সমাচার । সেইজগ্য শোক প্রায় হয়্যাছে রাজার ॥  
 পিতা যে পবন গুরু দেব নারায়ণ । আজ্ঞা পালে বিষ খাই অগ্নির সঙ্গরণ ॥  
 কৈকই বলেন বাম বাক্য ধর মোর । পুত্র যদি বঠ রাম পিতারে উদ্ধার ॥  
 মোর ঠাঞি সত্যে বন্দী হল তব পিতা । ইহাতে তোমার ভক্তি জানিব যোগ্যতা ॥  
 ভরথ হইল রাজা কাব মুখ চাহ । চোন্দ বৎসরের তবে বনবাস যাহ ॥  
 শুনি কৈকইয়ের কথা রামচন্দ্র হাসে । পুত্র আত্মা কর রাজা যাই বনবাসে ॥  
 রঘুনাথ বলে রাজা হবেক ভরথ ভাই । ধন ধরা প্রজা দিব ভরথের ঠাই ॥  
 লোক দিয়া সত্তরে ভরথে আনাঅ সতা । রাজা কর্যা ভাই সঙ্গে কয়্যা যাব কথা ॥  
 বৃদ্ধ জনক জননী ভরথে সমর্পিব । ভাগ্য বড় ভরথ রাজা লোচনে দেখিব ॥  
 কৈকইরে প্রিয় বাক্য রাম কন যত । মধুর বাক্য শুণ্যো রাজার জ্ঞান হল্যো কথ ॥  
 রাম পানে চাইতে লোচনে পড়ে লো । অজ্ঞান হইল পুন পায়্যা মায়া মো ॥  
 জনক জননী ব পদে করিয়া প্রণতি । লক্ষ্মণের সাথে বাসে গেলা রঘুপতি ॥  
 শ্রীকবি শঙ্কর গান রামের চরিত । নবম স্বন্ধের কথা শুনিতে অমৃত ॥

### লক্ষ্মণের বিক্রম

কৌশল্যা রামের মা গৌরীপূজা করে । হেনকালে গেলা রাম মায়ের গোচরে ॥  
 মায়েরে প্রণাম করি । রহে ক্রুতাঙ্গলি । ঠাকুর লক্ষ্মণের প্রাণ করিছে বিকুলি ॥  
 কৌশল্যা বলেন রাম জিয়া থাক তুমি । তোমার কল্যাণে গৌরীপূজা করি আমি ॥  
 অযোধ্যায় বাছা রাম কালি হবে রাজা । শিশুকাল হতে তোমায় অনুগত প্রজা ॥  
 তোমার রাজত্ব আমি লোচনে দেখিব । অনেক দিনের সাধ রাজার মা হব ॥  
 রামচন্দ্র বলে মা ছাড় সকল আশ । নিবেদিয়ে বাপা মোরে দিল বনবাস ॥  
 আমার কপালে মা রাজত্ব লেখা নাঞি । তিনজনের দুঃখ ভালে লিখিল গোসাঞি ॥

তুমি জানকী আর তাই লক্ষণের । তিনজনে পালে কষ্ট বিধি দিল ফের ॥  
 কৈকই মায়ের বাক্যে রাজা হল বন্দী । মছরা মজ্ঞা কর্যা কয়্যা দিল সন্ধি ॥  
 ভরথ হইল রাজা কৈলাম তোমারে । বনবাস যাই চোদ্দ বৎসরের তরে ॥  
 রামমুখে শুনি বাণী বজ্র যেন পড়ে । কদলী ভাঙ্গিল যেন নিদাক্ষণ ঝড়ে ॥  
 ধায়্যা গিয়া রামচন্দ্র মায়ে করে কোলে । লক্ষণ পড়িয়া কান্দে রাম-পদতলে ।  
 রামমুখ হেরিয়া কৌশল্যা রাণী কান্দে ॥ তা দেখি লক্ষণ বীর বুক নাঞি বান্ধে ॥  
 যতেক করিলাম ইচ্ছা মিথ্যা হল্য সব । তপস্তা বিফলে গেল বৃথা অহুভব ॥  
 অষ্টাদশ বৎসরের বাছা হলে তুমি । বৃকের উপর কর্যা আজ্য রাধি আমি ॥  
 তোমায় বনে পাঠাইয়া কি বলিয়া রব । চক্ষের আয়ড় হলে পরাণে মরিব ॥  
 সাত পাঁচ নাই তুমি লোচনের তারা । তিলে শত যুগ বাসি সদা করি হারা ।  
 মা বলিয়া কোলে চড় অরে বাছা রাম । মায়ে ছাড্যা কোথা যাবে দুর্বাদল শ্রাম ॥  
 কৌশল্যা বলেন রাম বনে যাবে কেনে । অযোধ্যায় থাক রাম আমার বচনে ॥  
 অজ্ঞান কুমতি ছুষ্ট মূর্থ তোর বাপ । জীবনে নাহিক কাজ মোরে দেই তাপ ॥  
 লক্ষণ [ বলেন ] প্রভু নিবেদি চরণে । যুবতীর বশ বৃদ্ধ রাজার বচনে ॥  
 মূর্ছাপন্ন হয়্যা বাপা রয়্যাছে যাবদ । এইকালে অযোধ্যায় করহ রাজত্ব ॥  
 ছত্র দণ্ড লহ প্রভু বৈশ রাজপাটে । তোমার রূপার ফলে মোরে কেবা আঁটে ॥  
 রাজ্য হয়্যা বস্ত্র পাটে ভোগ কর পুরী । আক্ষে পালে সমস্তে ভরথে আমি মারি ॥  
 কৌশল্যা বলেন রাম কমললোচন । হিত পথ্য সত্য কহে প্রাণের লক্ষণ ॥  
 সপত্নী মায়ের বোলে বনে যাতে চাঅ । বনবাসে যাঅ যদি মায়ের মাথা খাঅ ॥  
 মায়ের বচনে ইন্দ্র করিলেক রাজ্য । ভ্রাতৃবধ কর্যা ইন্দ্রের কি হল্য অকার্য ॥  
 আমার বচন ঠেলি যদি তুমি যাবে । মাতৃহত্যার ফল তুমি ঘোরতর পাবে ॥  
 এতেক বলিয়া রাণী মুখ হেরি কান্দে । রামের বিয়োগে সদা বুক নাই বান্ধে ॥  
 রাম বলেন জননী গো শুন মোর কথা । পিতৃআজ্ঞায় পরশুরাম কাটিল মায়ের মাথা ॥  
 আমি মেনে পিতার আজ্ঞা লজ্জিতে নারিব । যে বল সে বল মা আমি বনে যাব ॥  
 পিতার আজ্ঞায় যত সগরের বংশ । সমুদ্র খনন কর্যা ব্রহ্মশাপে ধ্বংস ॥  
 অহুমতি দেঅ মাগো করি নিবেদন । বন না যাইতে পাল্যে তেজিব জীবন ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র গান রামের পুরাণ । রামের চরিত্রলীলা অমৃত সমান ।

### কৌশল্যার বিলাপ

রামচন্দ্রে করি কোলে : কৌশল্যা কান্দিয়া বলে : মোরে ছাড্যা যাবে বনবাসে ।  
 ঋণের আয়ড় হল্যো : পরিহরি যদি গেলে : প্রাণ দিব তোমার হাইবাসে ॥

শুন বাহ্যকল্পতরু : মায়ের সমান নাই গুরু : আমা হতে বড় নহে পিতা ।  
 গর্ভধারণ পোষণেতে : বড় নহে আমা হতে : তে কারণে গরীয়সী মাতা ॥  
 হায় হায় মরি মরি : প্রাণ কি ধরিতে পারি : হলাম আমি কৈকইর বশ ।  
 গর্ব করি মোর আগে : ইহা মোর চিন্তে লাগে : কহিবেক বচন কর্কশ ॥  
 তুমি যাবে বনবাসে : তারে রাজা ভালবাসে : তাহাতে হবেক রাজার মা ।  
 মন্তরা পরম হুঁষ্টা : দাসী তার ঘোরে রুষ্টা : কোন দিন গলায় দিব পা ॥  
 মা পিতা হতে গুরু বর্ষ : কে তোমাতে বলে খাট : চরণে করিয়ে নিবেদন ।  
 যুবতীর গুরু ভর্তা : গতি জীবনের কর্তা : স্বামীর বাক্য করিবে লঙ্ঘন ॥  
 ভরথের দোষ কি : শুন গো রাজার ঝি : রূপা করি রাজ্য দিল বাপ ।  
 বব পাল্য স্বামীর ঠাণ্ডি : কৈকইর দোষ নাণ্ডি : বৃথা তুমি তারে কর তাপ ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : শ্রীরাম মাভুষ নয় : পূর্ণ ব্রহ্ম দেব নারায়ণ ।  
 রাবণ বধের তরে : জন্মিলা রাজার ঘরে : অংশাঅংশে ভাই চারিজন ॥

### সীতা ও লক্ষ্মণদ্বয় রামের বনগমন

সীতাদেবী নানা দেব পূজা কবে ঘরে । প্রিয় সখীসঙ্গে রামের রাজত্বের তরে ॥  
 হেনকালে রামচন্দ্র গেলা সীতার পাশ । স্নানমুখ দেখ্যা সীতায় লাগিল ত্রাস ॥  
 শ্রীবাম বলেন সীতা থাক মায়ের ঠাণ্ডি । পালিতে বাপের সত্য বনবাসে যাই ॥  
 বনবাস হতে আমি না আসি যাবত । ভরথ শক্রঘনে সীতা দেখে পুত্রবত ॥  
 কৌশল্যা কৈকই মায়ে ভেদ না করিহ । দিবানিশি সমতায় প্রশংসা করিহ ॥  
 জানকী বলেন নাথ রহিতে নারিব । তোমার সঙ্গে অহে বাম বনে আমি যাব ॥  
 রাম বলে বনবাসে যাইতে নারিবে । বনেব যত্না নানা বহু কষ্ট পাবে ॥  
 এ অঙ্গে কেমন কর্যা বাকল পরিবে ॥ তিক্ত কটু ফলমূল কেমনে খাইবে ॥  
 তৃণপত্রের শয্যায় শুইবে কেমনে । চোদ্দ বৎসর যে থাকিতে হবে বনে ॥  
 জানকী বলেন প্রভু তুমি নাথ যাব । কিবা ঘরে বনচরে হুঃখ নাই তার ॥  
 তোমা ছাড়া একদণ্ড আমি নাই জিব । দেখিতে না পাবে আর পরাণে মরিব ॥  
 জীবনে মরণে যুবতীর পতি গতি । ছাড্যা গেলে পাছু যাব তোমাব সঙ্গতি ॥  
 সীতার বুকিয়া ভাব দিলা অমুমতি । লক্ষ্মণের বাহু ধর্যা কহে রঘুপতি ॥

কর্যা যাই হের আশ্র প্রাণের লক্ষণ । ভরথেরে বল্য তোমার রাম গেলা বন ॥  
 এত শুণ্ডা লক্ষণ পড়িল রামের পায় । আমা ছাড্যা যাতে বনে তোমায় না জুয়ায় ॥  
 স্মরণ কর্যা নাছাড়িহ আমি তোমার দাস । নক্ষর হয়্যা তোমার সঙ্গে যাব বনবাস ॥  
 তোমা বিনে এক তিল আমি নাই জিব । তুমি বনে গেলে আমি কি লয়া থাকিব ॥

লক্ষণের হাতে ধরি রামচন্দ্র কয় । জননী ছাড়িয়া যাতে সমুচিত নয় ॥  
 অতএব তোমার না হলা বনে যাব । তব মম জননীর কে করিব সেবা ॥  
 লক্ষণ বলে আমার পাৱা কত আছএ নফর । ধর্মশীল ভরথ শত্রুগুণাকর ॥  
 ভবথ করিব সেবা ইথে অন্য নয় । ভরথের যত রীত জান মহাশয় ॥  
 রামের লোমাঞ্চ হয় লক্ষণের বোলে । চুষন করিয়া মুখে করিলেন কোলে ॥  
 বরুণের পাশ অস্ত্র নেঅ ধনু তীর । তরকচ শাণিত খজা [করি] মনস্থির ॥  
 কুটুম্ব পরম জ্ঞানী ঝাট ডাক্যা আন । সুষজ্ঞ বশিষ্ঠ পুত্র সখা মোর প্রাণ ॥  
 এত শুনি লক্ষণ প্রবেশে যজ্ঞস্থলে । সুষজ্ঞের ডাক্যা আনে অতি কুতূহলে ॥  
 সীতা রাম মূনিপুত্রের বন্দিল চরণ । কেয়র কুণ্ডল দেন অনেক গোধান ॥  
 প্রবাল মাণিক্য চুনী পুরট বসন । আশিস করিল বামে মূনিব নন্দন ॥  
 বামের পাইয়া আজ্ঞা ঠাকুর লক্ষণ । অগস্ত্য কৌশিক গর্গে দেই নানা ধন ॥  
 নর্তক গায়ন ভৃত্য প্রিয় ছিল যত । বসন ভূষণ ধন দিল বেদমত ॥  
 যত চায় তত পায় দেই বহু ধনে । অনেক দিলেন রাম যত দুঃখী জনে ॥  
 একে একে যত জনে পবিতোষ করি । পিতা সম্ভাষিতে রাম গেলা অন্তপুরী ॥  
 রামে দেখ্যা দশরথ আশ্র আশ্র বলে । মুছাপন্ন হল রাজা লোটিয় ভূতলে ।  
 লক্ষণ ধরিয়া রাজায় করিছে হাতাশ । মুখে জল দিয়া রাম করিছেন বাতাস ॥  
 হেল্যা পড়ে দশরথ লক্ষণের গায় । ছুটি চক্ষু ধরি বহে রামপানে চায় ।  
 এইকালে বলে রাম আজ্ঞা যদি পাই । সীতা লক্ষণ সঙ্গে কর্যা বনবাসে যাই ॥  
 বাজা বলে তোমা বিনে তিলেক না জিব । ভরথ রাজা হকু বন তোমা সঙ্গে যাব ॥  
 বাপমুখ হেরি রাম কহিছে উত্তর । বয়স হয়্যাছে তোমার নয় হাজার বৎসর ॥  
 পরাণ ধরিয়া বলি মোর বাণী রাখ । ভরথে রাজত্ব দিয়া নিজ সত্যে থাক ॥  
 বামবাণী শুনি রাজা করিল আদেশ । পিতার আজ্ঞা পায়্যা রাম হইলা হরিণ ॥  
 রামের একান্ত জাণা মহারাজা কথ । মরণকালে ছেড়া যাতে সমুচিত নয় ॥  
 রাজা বলে বাছা রাম কালি বনে যায় । ক্ষীর খণ্ড কিছু খায়্যা আজি দেশে রয় ॥  
 বাপে পোয়ে এক নিশা একত্তরে থাকি । চক্ষু ভর্যা রামরূপ রাত্রি দিবা দেখি ॥  
 বাম সীতা লক্ষণ বসহ আমার কাছে । যতক্ষণ দশরথের দারুণ প্রাণ আছে ॥  
 প্রীরাম বলেন বাক্য অলঙ্ঘ্য তোমার । ভোগাদি বাসনা বাপা ঘুচিল আমার ॥  
 দেশে এক দণ্ড মোর নাই রহে মন । আজ্ঞা কর মহারাজা অগ্নি যাব বন ॥  
 স্তম্ভ সারথিরে ডাকিয়া রাজা বলে । সাজন করিয়া দেখ চতুরঙ্গ দলে ॥  
 দানাদি যতেক ক্রিয়া রামেরে করায় । বনবাসে যায় রাম কার মুখ চায় ॥  
 বসন ভূষণ লহ চোদ্দ বৎসরের মত । রথে কর্যা নেহ ঝাট ভক্ষ দ্রব্য যত ॥

কৈকই বলেন আমার রাজ্যে নাই কাজ । ব্রহ্মহীন রাজ্যে রাজা আই মা কি লাজ ॥  
 দশরথ বলে মুখে কি কহিলি কথা । খাখার রাখিলি কুলে দিলি বড় বেথা ॥  
 কোপদুষ্টে কৈকই রামের পানে চায় । অচেতন হয়্যা রাজ্য পড়িল ধলায় ॥  
 কৈকই বলেন রাম অণু বনে চল । বঙ্গ ছাড্যা পর রাম গাছের বাকল ॥  
 গাছের বাকল ছুটে দিল হাথে হাথে । বাকল লইয়া রাম বন্দিলেন মাথে ॥  
 বসন ভূষণ তেজে যত অম্বপাম । বাকল পরিল। রাম দুর্বাদল শ্রাম ॥  
 কৈকই খসায়্যা লয় কর্ণের কুণ্ডল । জানকীর চক্ষু দুটি করে ছল ছল ॥  
 রাম বলে সিংহাসনে বস্তু রাজ্যের ঝি । আমি আপনি যতক ভূষণ খসাইয়া দি ॥  
 হাত দিল অতি কোপে জানকীর গায় । সীতা ঠাকুরাণী প্রভু রামপানে চায় ॥  
 হরষ বিষাদে কন ভকত বৎসল । বাস ছাড্যা পর সীতা গাছের বাকল ॥  
 কান্দ্যা কান্দ্যা জানকী গাছের বাকল পরে । সাতশউনপঞ্চাশ রাণী প্রাণ ধবিতে নারে ॥  
 খসাইয়া নেহ সীতার বুকের কাঁচলি । প্রবাল মুকুতা হীর। ছাড় ছাড় বলি ॥  
 কুণ্ডল ধরিয়া কোপে কুঁজী গিয়া টানে । কাতব হইল সীতা রক্ত পড়ে কানে ॥  
 নাসিকায় হাত দিতে ভয়ে সীতা ধরে । বেশর খসায়্যা দেহ রাম বলেন তাবে ॥  
 গজমোতি খসাইতে নাস। হল শূন্য । গর্ব কর্যা নৃপুং ভাঙ্গিল ছুটা পুহু ॥  
 বাম পানে চায়্যা কহে জনক দুহিতা । দ্যোতামার সাক্ষাতে প্রভু হইলাম অনাথা ॥  
 শ্রীবাম জানকী দিল যত আভরণ । তা দেখিয়া মনে ভাবেন ঠাকুর লক্ষণ ॥  
 মনিবেশ দেখি বুক ধরা নাহি যায় । মোব অঙ্গে আভরণ গৌতা নাই পায় ॥  
 এত ভাবি খসাইল যত অলঙ্কার । কৈকইবে দিয়া বীর করে নমস্কার ॥  
 আগো দেবী লহ তুমি মোর অলঙ্কার । ভরখ ভায়োর কিছু হব উপকার ॥  
 এত বলি অশ্রু বহে বপু কাঁপে কোপে । ফেলাইয়া গণ্ডিখান ঘনঘন লোফে ॥  
 কেবল ভরসা গণ্ডি করিয়ে তোমাব । চোন্দ বৎসবেব মত তুমি অলঙ্কার ॥  
 মহাবীর লক্ষণ ভাবেন মনে মনে । কেমনে বিদায় হব জননীর স্থানে ॥  
 বড় পরমাদ হল কি হব উপায় । জননী ছাড়িয়া পাছে না দেই আমায় ॥  
 ভাবিতে ভাবিতে বড় ভয় হল মাকে । হেনকালে স্তমিত্র। লক্ষণ বল্যা ডাকে ॥  
 উপায় না দেখি আর মোর মরণ বই । মোরে কি ছাড়িয়া দেই ডাকিসেকু অই ॥  
 বনে যাতে মা মোরে যদি কবে মান। । বুঝিলাম তবে গেল জীবর বাসনা ॥  
 লক্ষণ পড়িল গিয়া স্তমিত্র। পায় । হাতে ধরি স্তমিত্র। বাছারে বুঝায় ॥  
 অযোধ্যা পড়িলে মনে চায়্যা বনপানে । যথা সীতা রাম তথা অযোধ্যা সেখানে ॥  
 পিতার বিয়োগে যদি চিন্তে হয় দুখ । দূর হব তাতচিন্তা দেখি রামের মুখ ॥  
 অভাগিনী যদি আমি মনে পড়ে মা । ঘুচিব আমার চিন্তা দেখ সীতার পা ॥

শুনরে লক্ষণ বাপু মোর কথা রাখ্য । বনে গেলে জানকীরে মা বলিয়া ডাক্য ॥  
 হাতে ধর্য্য স্তমিজ্য কহেন লক্ষণেরে । প্রাণ গেলে প্রাণ দিবে সীতারামের তরে ॥  
 যে কিছু করিবে রামসীতার উপগার । তবে জানি আমার শুধিল দুধের ধার ॥  
 শ্রীরামের হাতে ধর্য্য স্তমিজ্য কহিল । প্রাণের লক্ষণ তোমার হাতে হাতে দিল ॥  
 পুরবাসী লোক সৰ্বে করে হাহাকার । দিবস হইল যেন ঘোর অন্ধকার ॥  
 মায়ে প্রদক্ষিণ কর্যা চাপিতে যান রথে । কান্দিয়া কৌশল্যা রামের ধরিলেন হাতে ॥  
 তুমি না যাইতে পুরী হলা অন্ধকার । চান্দমুখ তুলি বাছা চাঁহ একবার ॥  
 মায়ে বলাপ দেখি কথ হল মোহ । চাপা রাম রাখিতে নারে লোচনের লোহ ॥  
 মায়ে মোহ দিয়া রাম চাপিলেন রথে । প্রণমিয়া জানকী লক্ষণ কর্যা সাথে ॥  
 রামের আদেশে স্তত চালাইল হয় । হায় হায় রাম বাম শব্দ পুরীময় ॥  
 আবালবণিতাবৃদ্ধ ধায় যত লোক । আবেশে অবশ অঙ্গ পায় ঘোর শোক ॥  
 পরস্পর কান্দিয়া কহেন পুরজনে । কবে আসিবেন রাম দেখিব লোচনে ॥  
 কৌশল্যার হৃদয় লোহায় নিরমাণ । অতএব কাটিয়া না হলা দুই খান ॥  
 পূণ্যবতী সীতা সতী রামসঙ্গে যায় । জলসাথে গমন যেমন ছায়া প্রায় ॥  
 সাধু সাধু ধন্ত ধন্ত ধন্ত লক্ষণ । জননী ছাড়িয়া রাম সঙ্গে যায় বন ॥  
 লক্ষ্মীনারায়ণ যাতে পুরীশোভা ঘূচে । রাম বাম বিনে আব অণু নাই কচে ॥  
 হাতি ঘোড়া আদি কান্দে শ্রীরামের গুণে । পশু পক্ষ অচেতন বাম গেলা বনে ॥  
 কোলাহলে কলরবে প্রজার ক্রন্দনে । চেতন পাইয়া রাজা চায় চারি পানে ॥  
 কৌশল্যারে বলে রাজা কোথা মোর রাম । দেখিতে না পাই কেন দুর্বাদল শ্রাম ॥  
 রাণী বলে বামে বনে করিলে বিদায় । জানকী লক্ষণ সাথে রথে ঐ যায় ॥  
 এত শুনি দশবথ ধায় উর্ধ্বমুখে । পদাতি যুবতী পাছু যায় লাথে লাথে ॥  
 বাছা রাম মবি আমি খানিক দাওয়ায় । জনমের মত মোরে চুষ দিয়া যায় ॥  
 থেনে উঠে থেনে পড়ে হায় হায় করে । বাম সীতা প্রাণ মোর যায় কত দূবে ॥  
 দুই বাছ তুলি রাজা বলে রহ রহ । ভূমে পড়ে ধরিতে না পারে তাবে কেহ ॥  
 মুখ তুল্যা কহ কথা দূরে হতে দেখি । মোর লাগি শ্রীরামে বুঝা চক্ৰমুখী ॥  
 ধায়রে অযোধ্যার লোক আর কিবা দেখ । বলিয়া কহিয়া আমার রামকে সে রাখ ॥  
 রামের বুঝিয়া ভাব স্তম্ভ সারথি । বাউবেগে বথ চালাইল শীঘ্রগতি ॥  
 পুরবাসী যুবতী গোড়ায়্যা ছিল যত । শোকাভূত হয় সৰ্বে নিরথয়ে পথ ॥  
 বশিষ্ঠ বলেন রাজা শোক ভাল নয় । যাত্রাকালে অমঙ্গল শুন মহাশয় ॥  
 লোহ মুছে দশরথ বশিষ্ঠ বচেনে । এক দুষ্টে চাহিয়া নহিলা রাম পানে ॥  
 রাম সীতা যাতে অন্তপুরের যত নারী । করুণ করিয়া কান্দে আর্তনাদ করি ॥

অনাথজনার রাম দুর্বলের বল । তপস্বীজনার প্রাণ ডকত বৎসল ॥  
 জননী সমান স্নেহ সর্বের করিখেন । হেন রাম হায় মরি ছাড়িয়া গেলেন ॥  
 দেখু যত নাই চায় বাছুরের পানে । রামশোকে জরজর কান্দে অভিমানে ॥  
 দিনে ঘোর অন্ধকার সূর্য চাকিলেক । নাগ যত হয়্যা ভীত বিষ তেজিলেক ॥  
 উদ্ধাপাত নির্ধাত করে যাবদেক গ্রহ । চঞ্চল হইল সর্বের স্থির নহে কেহ ॥  
 দশদিকে ঘোরতর আচ্ছাদিত ধুঙা । শোকাবেশে পুরবাসী হল্য উদ্ভ্রমুঙা ॥  
 হাস্ত পরিহাস্ত ভোগে নাই কার মন । চক্রে উদয় নাই বায়ু নাই বন ॥  
 যুবতী যতেক ফির্যা নাহি চায় স্নতে । দুখ পোষ্য শিশু কান্দে পড়্য অবনীতে ॥  
 শ্রীরাম রহিত পুরী ভ্রমিয়া বেডায় । ইন্দ্রশূত্র [ যেমন ] অমরাবতীর প্রায় ॥  
 রথ রেণু দেখিবারে পায়েন যাবত । লোচন না নাড়ে প্রায় রাজা দশরথ ॥  
 রাম সীতা লক্ষ্মণে দেখিতে নাই পায় । আছাড় খাইল রাজা কবিচন্দ্র গায় ॥

### মুনিদের আশ্রমে রামের রাজ্যবাস ও ব্রহ্মার দস্যুর কথা

মৃচ্ছাপন্ন বিষন্ন হইল দশরথ । প্রবোধিয়া রাজারে উঠায় রাণী যত ॥  
 কোপ করি কৈকইরে দশরথ কয় । আর না দেখিব তোরে কহিলাম নিশ্চয় ॥  
 অলো! তুষ্টে দুঃখ দিলি রাজ্য যায়্যা সাধ । রাম বিনে না বাঁচিব কৈলে মোরে বধ ॥  
 বন্ধু বান্ধব গুন কহি সভাকারে । শীঘ্র কর্যা লহ মোরে কৌশল্যার ঘরে ॥  
 এত শুনি নিল তারে কৌশল্যার ঘরে । শয্যায় শয়নে রহে আপনা পাসরে ॥  
 হা রাম লক্ষ্মণ সীতা উচ্চস্বরে ডাকে । মরণ সময়ে তোরা ছাড়্যা গেলে মোকে ॥  
 কৌশল্যারে কহে রাজা হাত দেঅ গায় । পাশে বস্তু রামের মা ধরিয়া আমায় ॥  
 রাম সঙ্গে গেল প্রাণ ফিরা নাই আল । এখন দারুণ দেহ কেন না পড়িল ॥  
 আর না দেখিব আমি দুর্বাদল শ্যাম । বিদরিয়া পড়ে বুক বিধি হল্য বাম ॥  
 নিরবধি হৃদয়ে জাগয়ে চাঁদ মুখ । পাষাণ হৃদয় ফাট্যা নাই গেল বুক ॥  
 রাণী বলে অহে রাজা আজি কান্দ বৃথা । লজিতে না পার তুমি কৈকইর কথা ॥  
 কৈকইর বচনে তেজিলে তুমি রামে । প্রাণ কান্দে না জানি কি হয় পরিণামে ॥  
 আর কবে রাম সীতা লোচনে দেখিব । অযোধ্যায় আর বাছা ফির্যা কি আসিব ॥  
 সাত পাচ নাই মোর সেই পুত্র বিহু । কৈকই কি দোষে মোর কোল কইলি শূন্য ॥  
 এই মত শোকে রাণী করুণা করিল । রামচন্দ্র প্রজালোকে সাদরে কহিল ॥  
 মোর বোলে প্রজা সব ফির্যা যাহ ঘরে । হিত পথ্য নীতিশাস্ত্র কহিয়ে সভারে ॥  
 আমা হতে ভরথে অধিক স্নত পাবে । ভরথ ভূপতি হলে স্নুখে গুণ্ডাইবে ॥  
 মহাবীর ধর্মধীর জ্ঞানী প্রিয়বাদী । পুত্রবত পালিব ভরথ গুণনিধি ॥  
 তোমারদের প্রতি স্নেহ আমার যেমন । ভরথ করিব ভরথ সভারে তেমন ॥



রামচন্দ্রের মুখে সন্তে এত কথা শুনি । আছাড় খাইয়া ভূমে পড়িল অইমনি ॥  
 হাটে ঘাটে গোষ্ঠে মাঠে নগর-চত্বরে । ভূমেতে পড়িয়া প্রাণী সভাই ফুকে ॥  
 স্মরণ স্মরণি সাথে রথ জুত যায় । অন্তরে বাজ্যাছে শোক ফিরিয়া না চায় ॥  
 কান্দেরে অষোধ্যার প্রজা হাহাকার করি । অষোধ্যার চন্দ্র বিনে অন্ধকার পুরী ॥  
 কান্দেরে কৌশল্যা রাণী কর্যা হায় হায় । লক্ষ্মীনারায়ণ আমার বনবাসে যায় ॥  
 হেদেরে নগরবাসী কিবা আর দেখ । বলিয়া কহিয়া আমার রাম ঘরে রাগ ॥  
 কৌশল্যারে লয়া গেল দশ বিশ দাসী । অতি দীনা কান্দিহীনা স্নান মুখশশী ॥  
 রাজার মহিষী শোকে কর ধায়াধাই । বাছুর হাবাইয়া যেন হামা দেই গাই ॥  
 দিনে সূর্য অস্ত গেল হল্য অন্ধকার । ভোগাদি বাসনা যত ঘুচিল সভার ॥  
 ভূপতি পড়িয়া কান্দে কৌশল্যার ঘরে । নিবৃত্ত হইল সর্বে গেল নিজাগাবে ॥  
 স্মরণে বিদায় দিল গেল শোকে বাসে । গোহাব নগরে ডুঁহে আনন্দে প্রবেশে ॥  
 গোহা আস্যা শ্রীরামের পড়ে পদতলে । মিতা বল্যা দয়ার ঠাকুর করে কোলে ॥  
 বনবাস প্রয়োজন কহিলা কাবণ । শুনিয়া চিস্তিত হল্য স্থপচন্দন ॥  
 রাম বলে মৈত্র তুমি শীঘ্র কর জটা । শোক তেজি তুরিতে আনহ বট আঠা ॥  
 অবিলম্বে চণ্ডাল আঁনিল যত্নে আঠা । শ্রীরাম লক্ষণের শিরে বান্ধা দিল জটা ॥  
 ফল মূল যথাকালে করিল আহাব । তবী আরোহণে বাম গন্ধা হল্য পার ॥  
 গন্ধারে প্রণাম কর্যা সীতা কহে বাণী । ফিরা যদি দেশে আন ত্রিপথগামিনী ॥  
 তোমার প্রীতে ব্রাহ্মণে দিব সহস্র গোধন । কনক অঞ্জলি দিব বসন ভূষণ ॥  
 পথে যেন কোন দৈব কষ্ট নাই পাই । বনবাস প্রভুর সঙ্গে স্থখে যেন যাই ॥  
 গন্ধারে প্রণাম কর্যা হল্য পারাপার । গোহারে বিদায় দিল কন্যা পুরস্কার ॥  
 শ্রীরাম লক্ষণ সীতা গন্ধাপার হয়্যা । তিনজনে চলি যান মুনিপাড়া দিয়া ॥  
 কোন মুনিপত্নী বলেণ হবেন রাজ্যব বেটা । কেহ বলে তবে শিরে বান্ধে কেন জটা ॥  
 কেহ বলে ইহারাই হইবেক ব্যাধপুত্র । কেহ বলে তবে কেন কান্ধে যজ্ঞপুত্র ॥  
 কোন মুনিপত্নী বলে হবেক ব্রহ্মচারী । কেহ বলে তবে কেন সঙ্গে একটা নারী ॥  
 কোন মুনিপত্নী বলে হোর দেখ রাম । জনম সফল হল্য গুণিলাম নাম ॥  
 আগে যেই জন যান মোর প্রাণনাথ । উহার অগ্ৰজ হল আমার পশ্চাত ॥  
 মুনিপত্নী এত জানকীর মুখে শুনি । অঝোর নয়ানে ঝোরে মূনির ব্রাহ্মণ ॥  
 জানকী লক্ষণ সাথে দেব রঘুবর । যেতৌ যেতৌ পালেন গিয়া ভরদ্বাজের ঘর ॥  
 শ্রীরাম দেখিয়া মুনি কৈল সমাদর । কহে ভরদ্বাজ যাহ বায়ীকি গোচর ॥  
 রাম সীতা লক্ষণ পরম আনন্দে । বায়ীকি মূনির পদ তিন জন বন্দে ॥  
 শ্রীরামে দেখিয়া মুনি কৈল সমাদর । জগতের পূজ্য পূজ করিয়া আদর ॥

ফল মূল নৈবেদ্যাদি আর যজ্ঞের শেষে । আতিথ্য ব্যবহারে মুনি রামচন্দ্রে তুষে ॥  
 মুনিরে প্রণাম কর্যা রামচন্দ্র কয় । তিনজনে হব মোরা কাহার আশ্রয় ॥  
 এত শুন্না বিষয় ভাবিয়া মুনি কয় । শুন রাম তুমি সর্বজীবের আশ্রয় ॥  
 পূর্ব জন্মের কথা কহিএ প্রশঙ্গে । কিরাতের দেশে ছিলাম কিরাতের সঙ্গে ॥  
 সঙ্গ দোষে জ্ঞান [বুদ্ধি] আমার হল্য হত । ধনুর্বাণ হাতে বনে ফিরি অবিরত ॥  
 দস্যুসঙ্গে থাকি সদা করি দস্যুধর্ম । বাড়িল অনেক পাপ করিয়া কুকর্ম ॥  
 পরধন চুরি করি হরি পরদার । মদে মত্ত অবিরত খাই মাংস স্তরা ॥  
 একদিন দেখা হল সাত মুনি সাথে । একালা ভ্রমিয়ে আমি ধনুর্বাণ হাতে ॥  
 ধনলোভে সাতজনে চাহি বধিবারে । থাক থাক অইখানে মুনি কহে শরে ॥  
 শরাসনে রইল বাণ নাই ছুটে তীর । পরাণ চঞ্চল হল্য শুন রঘুবীর ॥  
 ধনুস্তম্ভ বিছা জান কপট তপস্বী । চোটায়া কাটিব অঙ্গ এই দেগ অসি ॥  
 এত শুনি সাত মুনি খল খল হাসে । কহিল অনেক যোগ আশ্রা মোর পাশে ॥  
 দারা পুত্র আদি যদি অধর্মের ভাগী হয় । তবে বনে আশ্রা সর্ব বধিবে নিশ্চয় ॥  
 ঘরে যায়্যা জিজ্ঞাসিলাম পুত্র দারারে । অঙ্গীকার তারা কেহ অধর্ম না করে ॥  
 নৈরাশ হইয়া ঘরে হইলাম বিদায় । লোটায়া পড়িলাম যেয়া সাতমুনির পায় ॥  
 সেখানে অশ্বথ বৃক্ষ দেখিতে বিশাল । দক্ষিণেতে শুখায়া রয়্যাছে এক ডাল ॥  
 নারদ বলেন বাছা শুনরে বচন । জীয়ন্ত কি মরা ডাল কর নিরীক্ষণ ॥  
 দেখিয়া কহিহু আমি শুন মহাশয় । মরা এই ডাল দেখি জীয়ন্ত ত নয় ॥  
 এখান হইতে তুমি কোথাঅ না যাবে । মরা মরা জপিলে পরম পদ পাবে ॥  
 উপদেশ দিয়া তারা তীর্থসেবায় গেল । মরা মরা জপিএ মুখে তোমার নাম আল্য ॥  
 বান্দীকের রাশি হল্য আমার উপরি । যোগে জপি রাম [নাম] আপনা পাসরি ॥  
 বান্দীকি বলেন রাম তোমায় সত্য কই । সাত মুনি ফির্যা আলা হাজার যুগ বই ॥  
 বান্দীকে ঠেলিয়া আমি উঠিলাম সত্তর । বান্দীকি আমার নাম থল্য মুনিবর ॥  
 আমারে উদ্ধার করি গেল যথাস্থানে । যারে জপি তারে আমি দেখিলাম নয়ানে ॥  
 আশ্রম পবিত্র হইল কুল হইল পূত । মনের বাসনা আজি পূর্ণ হল যত ॥  
 ধন্য আমি ধন্য জন্ম ধন্য মুনিগণে । তপশ্রা সার্থক মোর হল্য এতদিনে ॥  
 তোমার দরশন লাগ্যা আছি এই বনে । যোগে জানি রামচন্দ্র আসিব কাননে ॥  
 মরা মরা জপ্যা আমি হল্যাম ব্রহ্মধ্বষি । তোমার নাম গায়্যা বৈষ্ণব হল্য গিরিবাসী ॥  
 চিত্রকূট পর্বত রাম অই রম্যস্থান । ইহাতে বসত কর হবে কল্যাণ ॥  
 বান্দীকি মুনির রাম পাইয়া আশ্বাস । কুটার বান্ধিয়া চিত্রকূটে করেন বাস ॥  
 বনফল আন্যা দেন ঠাকুর লক্ষণ । যথাকালে রাম সীতা করেন ভক্ষণ ॥

### অজ্ঞানুনির পুত্রবধ

দিনান্তে প্রবেশে পুরী স্তম্ভ সারথি । কান্দিতে কান্দিতে গেল যথা নরপতি ॥  
 রাজা বলে স্তম্ভ সারথি আস কোলে । কোন বনে সীতা রাম লক্ষ্মণে রাখিলে ॥  
 শুন রাজা একে একে যে কয়্যাছেন রাম । তব পদে কর্যাছেন অসংখ্য প্রণাম ॥  
 কান্দিতে স্তম্ভ মোর মানা করা মায় । দণ্ডবত কর্যাছেন প্রভু কৈকইয়ের পায় ॥  
 প্রণাম করিয়া সীতা কান্দে হেঁট মাথে । লক্ষ্মণ কান্দেন সদা ধনুর্বাণ হাথে ॥  
 এত শুণ্য কৌশল্যা যে সেইখানে আলা । হাহাকার কর্যা রাজার চরণে পড়িল ॥  
 কৈকই তোমার নারী যুবতীর বোলে । বরষয় দিয়া রামে বনে পাঠাইলে ॥  
 ভাল কৈলে রাজ্য নিলে যেবা ছিল মনে । কি দোষ করিল রাম পাঠাইলে বনে ॥  
 এত শুণ্য দশরথ বলে কৌশল্যারে । কৌশল্যা কেনগো আর বিদ্ধ বাকশরে ॥  
 একে রাম শোকানলে দাহ হই আমি । তাহাতে দারুণ জালা কেনে দেহ তুমি ॥  
 রাম বিনে আগো প্রিয়ে আর নাকি জিব । রাজীবলোচনের শোকে পরাণে মরিব ॥  
 একদিন গেলাম আমি যুগয়ার আশে । মূনির পুত্র জল তরে পিতার আদেশে ॥  
 নিশাকালে কুন্তে ভরে সরযুর নীর । গজ ভ্রমে মারিলাম শব্দভেদী তীর ॥  
 বৃকেতে বাজিল বাণ ধরণী লোটায় । বাপ বাপ বল্যা শিশু কান্দে উভরায় ॥  
 কে বিদ্ধিল বাণ কার দোষ নাঞ্চি করি । হায় রে দারুণ বিধি কি করিলে হরি ॥  
 আমার পরাণ গেল তার নাই দায় । জল না পায়্যা বাপা পাছে পরাণ হারায় ॥  
 শব্দ অহুসারে আমি গেলাম তার কাছে । অস্থির হইয়া শিশু ভূমে পড়্যা আছে ॥  
 চরণে ধরিয়া হেনকালে কহি আমি । রাজা দশরথ মোরে ক্ষেমা কর তুমি ॥  
 ব্রহ্মহত্যার পাপ রাজা না হবে তোমার । জল দিয়া পিতামাতা বাঁচাও আমার ॥  
 আমি জিতে জিতে যাঅ তার বরাবরে । সাঙ্কনা করগ্যা দৌহে শাপে পাছে তোবে ॥  
 এত বলি মূনিপুত্র তেজিল জীবন । জলকুন্ত লয়া গেলাম যথা তপোধন ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামের রূপায় । অযোধ্যাকাণ্ডেতে লেখা সপ্তম অধ্যায় ॥

### মূনিপত্নীর শোক

বাড়ার বিলম্ব দেখি : স্বামীরে কহিছে ডাকি : বাছাধন কেন নাঞ্চি আলা ।  
 পড়িল বা দৈবের চক্রে : ধরিয়া বা খাল্য নক্রে : হেন বুঝি সর্বনাশ হল্য ॥  
 মন করে ছন ছন : কান্দ্যা [কান্দ্যা] উঠে প্রাণ : প্রাণে জিয়া বাছা আমার নাঞ্চি ।  
 এ যোর দারুণ রাতি : বিদরিয়া যায় ছাতি : ডাকিতে দোসর কেহ নাঞ্চি ॥  
 পূর্ব জন্মে কৈলাম পাপ : তেঁই এত পাই তাপ : কর্মদোষে দুই জনে অন্ধ ।  
 প্রভু আর কিবা দেখ : বাছা বাছা বল্যা ডাক : কাল পূর্ব দৈবের নির্বন্ধ ॥

মহিষ গণ্ডার আগে : ধরিয়া বা খাল্য বাঘে : বধিল বা বরাহ মৰ্কটে ।

দ্বিজ কবিচন্দ্র গান : দাক্ষণ মায়ের প্রাণ : মরণের কথা সত্য বটে ॥

### দশরথের প্রতি অন্ধমুনির অভিশাপ

আমার পায়ের ধ্বনি শুনি মুনিদারা । আহা মরি মরি আমার বাছা আলে পারা ॥  
 আশ্র আশ্র আশ্র বাছা জল দেহ খাই । এতক বিলম্ব কেনে বালাই লয়া মর্যা ঘাই ॥  
 জল লয়া বাছাধন যদি না আসিতে । এতক্ষণ পিতামাতায় দেখিতে না পাতো ॥  
 রাজা দশরথ বলা পড়িলাম পায় । তব পুত্র মারিলাম ক্ষেমা কর দায় ॥  
 তুঁহে অন্ধ থাকি যোরা এই ঘোর বনে । কিবা দোষে মালি পাপী আমার বাছনে ॥  
 কার অপরাধী নই স্তনরে রাজন । তপস্যায় থাকি সদা ভজি নারায়ণ ॥  
 বনফল খাই আর সরযুর জল । চিন্তা করি সদা সূর্যবংশের কুশল ॥  
 বাণেকাট্যা পেলি মোদের চারিচক্ষের তারা । আঁধলারনডি মোদের বাছা হলা হারা ॥  
 যেই দাক্ষণ বাণে রাজা মারিলে বাছাকে । সেই বাণ ভুল্যা মার অন্ধকের বুকে ॥  
 না বিধিবি যদি বাণ খড়্গ নেহ ঝাট । অন্ধকের গতি নাই চোটাইয়া কাট ॥  
 লইলাম শাণিত খড়্গ আপনা নাশিতে । না মার না মার বলা মুনি ধরে হাতে ॥  
 মারিলে বাছাকে রাজা ক্ষেমিলাম দায় । কোনখানে পড়্যা বাছা দেখাঅ আমায় ॥  
 হাতে ধর্যা লয়া গেলাম মরা বাছা যথা । মরা পুত্র কোলে কর্যা কান্দে পিতামাতা ॥  
 কোথাকারে গেলে বাছা কোল কর্যা শূন্য । ফল মূল জল কেবা দিব তোমা বিহু ॥  
 হের আশ্র দশরথ আশীর্বাদ নেহ । সরযুর তীরে ঝাট চিতা কর্যা দেহ ॥  
 মুনির আদেশে আমি রচিলাম চিতা । স্নান করাইয়া পুত্রে শুয়াইল পিতা ॥  
 অগ্নি দিয়া চিতাতে শুইলা তিনজনে । তিনজনা স্বর্গ গেল দেখিলাম নয়ানে ॥  
 কথোদূর যায়্যা মুনি ডাকেন আমাকে । এমনি পাপী পুড়িয়া মরিবি পুত্রশোকে ॥  
 রাজা বলে কৌশল্যা গো দোষ দেহ কেনে । অন্ধক মুনির শাপ ফলিল এতদিনে ॥  
 রাম বিনে আগো প্রিয় আর নাকি জিব । রাজীবলোচনের শোকে পরাণে মরিব ॥  
 দশরথ মহারাজা যায়্যা শোকাগারে । অন্ধক মুনির শাপ কহিল সভারে ॥  
 রাম রাম বলা রাজা তেজিল জীবন । রথে চড়্যা দশরথ স্বর্গকে গমন ॥  
 হাহাকার শব্দ হল মল্য যদি রাজা । ধূল্যয় লোটায়্যা কান্দে অযোধ্যার প্রজা ॥  
 বশিষ্ঠ রাজার দেহ তৈলেতে ভাজিয়া । স্নমন্ত প্রভৃতি দূতে দিল পাঠাইয়া ॥  
 ভরথ শত্রুঘন আছে মাতামহ বাসে । অবিলম্বে চল ঝাট ভরথের পাশে ॥  
 এসব বৃত্তান্ত কিছু না কহিবে তারে । স্বরাপরে আন তারে অযোধ্যানগরে ॥  
 সাত রাত্রে গেল দূত গিরিব্রজ দেশে । দ্বারী যেমা উত্তরিল ভরথের পাশে ॥

### ভরতের দেশাগমন

নানি অমঙ্গল স্বপ্ন দেখিল ভরথ । সেই দিনে দূত আলা বড়ই বিপথ ॥  
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা তাঁরা গেছেন বন । রামশোকে বাপা আমার তেজ্যাছে জীবন ॥  
 ঘেন কালি রাজা হবেন আজি বনবাস । হেন বেলা মোর মা রামে দিল বনবাস ॥  
 স্বপনের কথা বস্ত্রা কহেন ভবধ । হেন কালে দূত আলা বড়ই বিপথ ॥  
 স্তম্ভ পড়িল ভরথের পদতলে । বাহু পসারিয়া ভরথ স্তম্ভে করে কোলে ॥  
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আছেন কেমনে । কতদিনে রামচন্দ্র দেখিব নয়ানে ॥  
 স্তম্ভ বলিল গোসাঞি সভার কুশল । দেখিতে চায়াছেন রাজা ঝাট তুমি চল ॥  
 মাতামহে প্রণয়িঞা হইল বিদায় । অশ্বগজ দিল তারে রাজলক্ষ্মীর প্রায় ॥  
 রথারোহণ করে শক্রঘনের সঙ্গতি । যুধাজিৎ মাতুলেব লইল সম্মতি ॥  
 তিন রাত্রে অযোধ্যায় আইল ভরথ । মঙ্গল বাজনা নাঞ্চি না শুনি বেদ নীত ॥  
 যার পানে চায় ভরথ সেই প্রজা কান্দে । ভরথে দেখিয়া কেহ বুক নাঞ্চি বান্ধে ॥  
 জিজ্ঞাসিলে নাই বলে ফুট নাই ভাষে । রথ ছাড়্যা গেল ভরথ জননীর পাশে ॥  
 প্রণাম করিল ভরথ জননীর পদতলে । হাসিয়া কৈকই পুত্রে করিলেন কোলে ॥  
 কান্দয়ে সকল প্রজা সভাকার দুখ । অন্তপুরে দেখিলাম মায়ের হাস্তমুখ ॥  
 কৈকই জিজ্ঞাসে পিতামাতার কুশল । ভরথ বলেন মাতা সভার মঙ্গল ॥  
 ভরথ বলেন কেন অকারণ দেখি । অযোধ্যায় আনন্দ নাই বুঝে সভার আঁখি ॥  
 যাব পানে চাই আমি সেই প্রজা কান্দে । আমায় দেখ্যা প্রজা সব তোমায় কেন নিন্দে ॥  
 ভালমন্দ প্রচারিয়া মোরে কহ কথা । দেখিয়ে ভবন শূন্য পিতা আমার কোথা ॥  
 যে কথা কহিতে কেহ না হৈল সাহসে । হেন কহে কৈকই পবন সহসে ॥  
 কৈকই বলেন ভরথ শুনবে বচন । দশ দিন হইছে তোমাব পিতার মরণ ॥  
 দুটি ভাই পিতার শোকে কান্দিয়া বিকল । কৈকই প্রবোধ করে মুখে দিয়া জল ॥  
 নয় হাজার বৎসবের বুড়া হল তোর বাপ । যথাকালে স্বর্গ গেলা বুঝা কর তাপ ॥  
 ভরথ বলেন মা মনে উঠে তাপ । কহ কোন ব্যাধিগ্রস্তে মল্য মোর বাপ ॥  
 কৈকই বলেন পুত্র কহিএ তোমাকে । তোমার বাপ পরাণ তেজিল পুত্রশোকে ॥  
 ভবথ বলেন আমরা ভাই চারিজন । কোন পুত্রের শোকে বাপা তেজ্যাছে জীবন ॥  
 আত্মপান্ড বিবরিয়া কহিল সকল । রাম বনে যাতে রাজা হইল বিকল ॥  
 রামের বনবাসে রাজা তেজিল পরাণ । রাজস্ব তোমাতে দিল সভা বিগ্ৰহান ॥  
 বাপের সংকার কর দেশে হঅ রাজা । তোমা পুত্রে অহুগত আছে যত প্রজা ॥  
 এমন কুমন্ত্রণা মা তোমাতে কেবা দিল । রাম বনে পাঠাইয়া রাজা পরাণ তেজিল ॥  
 স্বর্ঘবংশ নাশ করিতে বাপা বিভা কৈল তোরে । তেঁইরাম পাঠাইলে কানন ভিতরে ॥

অযোধ্যার পাটে কর আপনি রাজত্ব । আমার হইল মাগো শ্রীরামের পথ ॥  
 যেই পথে গেছেন রাম সেই পথে যাব । কোন বনে রাম সীতা লক্ষ্মণেরে পাব ॥  
 ভরথ বলে দয়া হয় ধর্মের জনম । ধর্ম করিলে যায় নর বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥  
 নির্দয় তোমার হিয়া বজ্রের সমান । তেঞি জুতায় ডাকিয়াছ বনে যারে রাম ॥  
 বজ্রতুল্য বক্ষ তোর কি কাজ করিলি । কোন স্থখে রঘুনাথের কুণ্ডল কাড়া নিলি ॥  
 পীত বস্ত্র নিলি রামের চান্দমুখ চায়া । তখন তোর বুক নাঞি গেল বিদরিয়া ॥  
 বাকল পর্যাছেন আমার প্রভু রঘুবীর । শুভা কেনে প্রাণ আমার না হলা বাহির ॥  
 তোর বাপ কেকয় রাজা করে ধর্মকর্ম । তার বীর্থে হলা কেন রাক্ষসের জন্ম ॥  
 খজো কর্যা খানিখানি কাটিতাম তোমারে । পাছে দয়ার রামচন্দ্র বর্জেন আমারে ॥  
 তেঁই মোর হাতে তোর রহিল জীবন । দেখিতে না পাই পাছে রাতুল চরণ ॥  
 লোক মুখে শুনে ভরথ কুবজী এত করে । বিবিধ অবস্থা বীর করাইল তারে ॥  
 রঘুবংশ রাম পাছে বর্জেন সেই চিন্তা ॥ রামের শোকে মরিলেন দশরথপিতা ॥  
 রামে রাজা করিতে বাপ নিল ছত্রদণ্ড । কোথা থাকি কুবজী চেড়ী পাডিল পাসণ্ড ॥  
 কুবজীর লাগ পালে ভাই বধিব পরাণে । বিধাতার নির্বন্ধ কুবজী আইল সেইখানে ॥  
 খাসা ভূনি পরিধান দিব্য বেশে সাজি । খিডকী দুয়ার দিয়া সেখানে আইল কুঁজী ॥  
 এতেক প্রমাদ কুবজী কিছুই না জানে । ভরথ রাজা করিতে আইসে হরষিত মনে ॥  
 চেনকালে দ্বারী বলে শুন শত্রুঘন । এই কুবজী বুড়া রাজার বধিল জীবন ॥  
 এই কুবজী রামেরে পাঠাল্য বনবাস । এই কুবজী সকল দেশের কইল্য সর্বনাশ ॥  
 এই কুবজী মজাইল অযোধ্যানগরী । এই কুবজী মারিলে ভাই সকল পাসরি ॥  
 শত্রুঘন বলে ভাই আছে মোর মন । এইক্ষণে কুবজীর আমি বধিব জীবন ॥  
 কুপিয়া শত্রুঘন ধরিল কুবজীর চুলে । মা বাপ বলিয়া কুবজী পরিত্রাই বলে ॥  
 ত্রাস পাইয়া কুবজী কৈকইয়ের ঘর ছুটে । কুসিয়া শত্রুঘন লাথি মারে তার বুকে ॥  
 কুবজী বলে কৈকই মোর কর পরিত্রাণ । ভরথ শত্রুঘন লয় আমার পরাণ ॥  
 কৈকইয়ের ঘর শত্রুঘন সাম্ভায় সত্বরে । চুলে ধরিয়া কুবজীর ঘর হতে বারি করে ॥  
 তোমা লাগিয়া বাপ মরে ভাই বনবাস । প্রাণেতে মারিব ছাড় জীবনের আশ ॥  
 হিচড়া লইয়া যায় কুঁজে যায় ছড় । তা দেখ্য কৈকই রাণী উঠ্যা দিল রড ॥  
 দাসীকে মারিয়া পাছে আমা আসি মারে । ত্রাস পায়্য কৈকই রাণী পালাইল ডরে ॥  
 শত্রুঘন বলে শুন কৈকই রাজরাণী । পালাইয়া নাই যাঅ শুন মোর বাণী ॥  
 সাতশ সতিনী জিনিয়া তোমার প্রতাপ । তুমি যে বলিতে তাহা না লজ্জিত বাপ ॥  
 সতের অধিক শোক ঘোষে সর্বলোকে । আমি কেন মারিব তুমি পড়িবে নরকে ॥  
 যদি প্রাণ বধ করি তবে দুখ যুচে । সতমা বধ করিয়া পুরুষার্থ কিবা আছে ॥

রাম রাম বলিয়া ভরথ বীর কান্দে । শত্রুঘন পড়িল ভূমে বুক নাঞি বাঁধে ॥  
বাম নাম উচ্চস্বরে শুনিবারে পায় । কৌশল্যা হুমিত্রা সঙ্গে বাউ বেগে ধায় ॥  
বাহু পসারিয়া রাণী ভরথে করে কোলে । ছুটি ভাই পড়িল মায়ের পদতলে ॥  
ভরথ রামের শোকে করিছে রোদন । দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে না বাঁচে জীবন ॥

### কৌশল্যার ক্রন্দন

ভরথের গলা ধরি : কান্দে রাণী মুখ হেরি : বাছাধন কবে আলে তুমি ।  
বাম গেল বনবাস : হলায় আমাব সর্বনাশ : কেমনে বাঁচিব বল আমি ॥  
বামের শোকে মল্য রাজা : কান্দিয়া আকুল প্রজা : রাম বিনে আমার প্রাণ ফাটে ।  
এই কার্য ভরথ কর : আমার বচন ধর . লহ মোরে রামের নিকটে ॥  
বিধি কৈল বিডঘন . ছত্র দণ্ড সিংহাসন : ভূমেতে পড়িয়া এষ্ট দেখ ।  
যদি মরি রাম লাগি : হবে ভরথ বধভাগী : একদণ্ড যদি দেশে রাখ ॥  
বামের বসন কেড্যা নিল . গাছের বাকল পরাইল . এত দুঃখ দিল তোমার মা ।  
বনচারী হল্য রাম . জীবনে নাহিক কাম . অসময়ে গলে দিল প। ॥  
আজিনায় বস্ত্রা থাকি : বাছা রাম বল্যা ডাকি : ঘরে আমি গুণ্ডাইতে নাবি ।  
শোকে জর জর তনু : না বাঁচিব রাম বিহু : আজি কালি কবে মনে মবি ॥  
সেহেন কে'মল পায় : সীতার হাত বাজে তায় : কেমনে বেড়াবে বনে বনে ।  
জাগিতে ঘুমাতে শুতে : কত মায়ের উঠে চিতে : দিবা নিশি স্থির নাই প্রাণে ॥  
কৌশল্যার করুণা শুনি : ভরথ পরম জ্ঞানী : পায়ে ধর্যা প্রবোধিল মায় ।  
রামের চরিত্র কথ। পুনঃ সঙ্গীত পোখা : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায় ॥

### রামের উদ্দেশে ভরতের বনগমন

ভরথ বলেন মাগো করি নিবেদন । সত্যবাদী রামচন্দ্র প্রভু গেলা বন ॥  
বাম বিনে কায় মনে জানি যদি মুক্তি । গো ব্রাহ্মণ অগ্নি আমি পায়ে কব্যা ছুটি ॥  
একা মিষ্ট অন্ন লোভে যেই জন খায় । সেই পাপ আমার লাগিব আশ্রা গায় ॥  
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিন্দা যোবাজন করে । গুরু নাই মানে যোব। পবদ্রব্য হরে ॥  
বিপ্র অগ্নি গুরু যোবাজন চাঠে পায় । সে সকল পাপ আশ্রা ধরিব আমায় ॥  
আবাটী কার্তিকী মাঘী বৈশাখী পূর্ণিমা । দান দ্বিজে দেই নাই হই তার শমা ॥  
রাজা হইয়া প্রজাকে না করে পালন । তত পাপের পাপী হই জানিলে কারণ ॥  
প্রজা হইয়া রাজার স্রোহ করে যেই লোকে । তত পাপের পাপী হইয়া পড়িব নরকে ॥  
বিজ্ঞা শাইয়া গুরুনিন্দা করে যেইজন । তত পাপের পাপী হই শুনহ বচন ॥  
কর্ম করিয়া দক্ষিণা না দেই যেইজন । তত পাপের পাপী হই শুন নিবেদন ॥

আপনা বাড়ায়। যেবা পরনিম্না করে। তত পাপের পাপী হই কহিল তোমায়ে ॥  
 স্থাপ্য ধন হরিলে হয় যতেক পাতক। তত পাপের পাপী হইয়া যাইব নরক ॥  
 যত পাপ হয় সতাই মিথ্যা বচনে। শপথ জানিয়ে যদি রাম যাবেন বনে ॥  
 আশা দিয়া দ্রব্য যেবা না করেন দান। তত পাপের পাপী হই কর অবধান ॥  
 কৌশল্যা বলেন ভরথ জানি তোমার মন। শিশুকাল হতে তুমি রাম-পরায়ণ ॥  
 বালাই লয়া মর্যা যাই হয় চিরজীবী। অন্তরে তোমায়ে আমি রামতুল্য ভাবি ॥  
 কার দোষ নাই ভরথ বিধি মোরে বাম। মা বলিয়া কোলে আগ্রা তুমি আমার রাম ॥  
 দশদিন হলা আমার রাম ঘরে নাই। দশদিন হলা কেউ মা বলে নাই ॥  
 কৌশল্যা বলেন ভরথ আমার কথা রাখ। জুড়াক আমার প্রাণ মা বলিয়া ডাক ॥  
 এত শুনা চান্দমুখে মা বলিয়া ডাকে। বাছা বাছা বল্যা রাগী করিলেন বুকে ॥  
 ভরথ বলেন দেশে রাজা নাই হব। শোক দূর কর কালি রাম আনিতে যাব ॥  
 প্রতিজ্ঞা পশ্চাতে রাখ সব তোমার ভার। মোর বোলে কর আগে বাপের সংকার ॥  
 প্রভাতে ভরথ গেল জনকের কাছে। তৈলের দ্রোণীতে রাজা পড়িয়া রয়াছে ॥  
 চরণে ধরিয়া ভরথ করিছে রোদন। মরিব তোমার সঙ্গে নতুনা যাব বন ॥  
 নারীর বচনে রামে পাঠাইয়া বন। মোরে অভিমান কর্যা তেজ্যাছ জীবন ॥  
 ক্রন্দন সঙ্কলে ভরথ বশিষ্ঠের বোলে। রাজ্যারে রাখিল লয়া দিব্য চতুর্দোলে ॥  
 সরযু তীরে চিতা কৈল বিধিমত। আগের চন্দন কাষ্ঠ গন্ধদ্রব্য যত ॥  
 বিধিমত ভূপতির করিল সংকার। ত্রয়োদশ দিনে আঁক করিল রাজ্যার ॥  
 ব্রাহ্মণে দিলেন দান নানা রত্ন ধেনু। মনে নাই ভরথের রাম-পদ নিহু ॥  
 পাত্র মিত্র বশিষ্ঠাদি ভরথেরে কয়। অভিষেক করি রাজ্য কর মহাশয় ॥  
 ভরথ বলেন মোরে কহ অকারণে। কে হবে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র বিনে ॥  
 মিনতি করিয়া আমি কহি সভাকারে। সর্ব্ব চল মোর সঙ্গে রাম আনিবারে ॥  
 ভরথ শত্রুঘন গেল কৌশল্যার ঠাই। চতুর্দোলে চাপ চল রাম আনিতে যাই ॥  
 এত শুনা অযোধ্যাবাসীর গেল শোক। সাধু সাধু ভরথেরে বলে সর্বলোক ॥  
 কৌশল্যা প্রভৃতি রাগী চলে সর্বজনে। কৈকইর হরষ বিষাদ হলা মনে ॥  
 মন্ত গজকাম সাজে ত্রিশ হাজার। অবিরত মদ গলে মেঘের আকার ॥  
 হাতিনী সহস্র হয় সাজিল অযুত। উট-পিঠে বাজে দামা পদাতি রাউত ॥  
 দ্রামামা দগড় ভেরী বাজে করনাল। রাজবাছ বাজে কত ফুকরে কাহাল ॥  
 অশ্ব-পিঠে গজস্বন্ধে কেহ কেহ রথে। পতাকা চামর চূড়া লাগে বাউ পথে ॥  
 ভকতবৎসল দেশে আসিব রঘুপতি। কুলের কামিনী ধায় বালক যুবতী ॥  
 অন্ধ খঞ্জ বুড়া শিশু ধায় যত সতী। জয় হলাহলি দেশে আসিব-রঘুপতি ॥



কেহ বলে অন্ধ ভাই তুমি যাও কেনে । হুড়াহুড়ি কর্যা পাছে মরহ পরণে ॥  
 অন্ধ কুবজা বলে মোরা রহিতে নারিব । রামানন্দে প্রাণ গেলে স্বর্গ চল্য বাব ॥  
 কাহার নিবেধ মানা তারা নাই শুনে । তোমরা দেখিবে রাম মোরা শুনিব শ্রবণে ॥  
 অনাথের নাথ রাম পতিতপাবন । রামনাম লইতে অন্ধ পাইল লোচন ॥  
 অঘোধ্যার সেনা চলে ভরথ সহিতে । রাম আনিতে চলে ভরথ রাজ্য-সমেতে ॥  
 যমুনার পার রাম তরিল। কুন পাশে । উত্তরিল। গিয়া ভরথ শ্রীরামের আশে ॥  
 পৃথিবী জুড়িয়া ঠাঁট এক চাপে যায় । গঙ্গাতীরে বৈলে চণ্ডাল দেখিবারে পায় ॥  
 কুন রাজা সাজি আইসে যুদ্ধ করিবারে । আপনার ঠাঁট গুহা সাজাইল সম্বরে ॥  
 জানে গুহা অঘোধ্যার যত সেনাগণে । কপট করিয়া হামে পাঠাইল বনে ॥  
 সাজ সাজ বলিয়া দগড়ে দিল কাঠি । হেনকালে গুহা ভাবে ভরথেরে ভেটি ॥  
 দধি দুগ্ধ স্নাত মধু কলসী কলসী । অমৃত সমান ফল নিল রাশি রাশি ॥  
 গুহা নারিকেল নিল আশ্রয় কাঁঠাল । অমৃত সমান ফল খাইতে রসাল ॥  
 যদি ভরথ শ্রীরামেরে কর্যা লয় রাজ্য । ভালমতে করিব তবে ভরথের পূজা ॥  
 যদি বা আসিয়া থাকে বিপক্ষ গেয়ানে । তবে ভরথেরে আজি বধিব পরাণে ॥  
 সাত পাঁচ গুহা এখন ভাবে মনে মন । হেনকালে স্তম্ভ সনে হইল দরশন ॥  
 স্তম্ভ বলে রাম নিতে আইলা ভরথ । এথা থাকি গেছেন রাম কতদিনের পথ ॥  
 গুহা বলে তার দেখা না পাবে ভরথ । এথা হইতে গেলেন রাম চিত্রকূট পর্বত ॥  
 ভরথেরে তবে গুহা হুড়াইল মাথা । ভেট দিয়া গুহা তবে কহে নানা কথা ॥  
 ঘর ঘর আমার ভরথ বনের ভিতরে । আজ্ঞা কর কটক ভুঞ্জাই অতিথ-বেবহারে ॥  
 ভরথ বলে আমার ঠাঁট না করে ভোজন । যাবদ রামের সনে নহে দরশন ॥  
 গঙ্গার চেষ্ট দেখি আমি বড়ই সঙ্কটে । তুমি পার করিলে আমি যাই চিত্রকূটে ॥  
 গুহা বলে ভরথ আমার কটকে পথ জানে । কটক সমেত চল শ্রীরামের স্থানে ॥  
 তোমার বচনে আমি না যাই প্রত্যয় । মনে তোলপাড় করে দেখ্যা লাগে ভয় ॥  
 কোন রূপ ধর্যা আইলে ভাই সম্ভাষণে । সাজন কটকে দেখ্যা বিষয় বড় মনে ॥  
 ভরথ বলেন তুমি শুন মোর বাণী । রামের চরণ বিনে অস্ত্র নাই জানি ॥  
 রাম বিনে রাজ্য হতে অস্ত্র নাই পারে । রাজ্যসনে আসিয়াছি রাম নিবার তরে ॥  
 গুহা বলে ধন্য ভরথ তোমার আচার । তোমার ঘণ ঘৃণিবেক সকল সংসার ॥  
 তোমা হেন ধন্য ভাই রঘুনাথ মিত্র । ধন্য রঘুবংশ তুমি করিলে পবিত্র ॥  
 ভরথ বলে গুহা তুমি চণ্ডালের রাজ্য । কতদিন শ্রীরামের তুমি কৈলে গুজ্ঞা ॥  
 আমি ছুট চণ্ডাল হইলাম মারের দোষে । আমারে কি বলি রাম গেলা কোন দেশে ॥  
 গুহা বলে রাম হেথা ছিল। দুই রাত্রি বঙ্কিলাম একুঠাই পীরিতি ॥

শ্রীরামে লক্ষ্মণ বীর সেবেন রাজ্যদিনে । চারি প্রহর থাকেন বীর হাতে গুণিবাণে ॥  
 স্বময়ে বিদায় দিয়া রাম ভাবেন চিতে । এথা থাকিলে আমা নিতে আসিবে ভরখে ॥  
 এথা থাকিয়া গেলা রাম চিত্রকূট পর্বতে । তথা গেলে আমার দেখা না পাবে ভরখে ॥  
 এই পথে তিনজন করিলা গমন । গঙ্গাপার করি আমি থুইলাম তিনজন ॥  
 গুহা বলে তিনজন গেলা এই পথে । সেই পথ দিয়া তখন চলিলা ভরখে ॥  
 তথা এড়া ভরখ আর দূর বনে যায় । তৃণশয্যায় শুলা ভরখ গাছের তলায় ॥  
 তাহার উপর শুয়াছিল্যা সীতা ত রূপসী । ভূণের উপর পড়্যা পাঁচ কাপড়রাশি ॥  
 পাট কাপড় আর খস্তাছে আভরণ । বলমল করে যেন রবির কিরণ ॥  
 তা দেখ্যা ভরখ বীর কহেন সভারে । কেমনে শুইয়াছিলেন ভূণের উপরে ॥  
 কেমনে শুইলা ভূণে সীতা ত জানকী । চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমিকি ॥  
 আছাড় খাইয়া ভরখ লোটে ভূমিতলে । পুত্র বলি কোশল্যা ভরখে করে কোলে ॥  
 রামের শোকে প্রজা সব যায় গড়াগড়ি । রামসীতা বলে সভে ক্রন্দনরব ছাড়ি ॥  
 ক্রন্দনের রোল তবে হইল সাধনে । সানন্দে চলিলা সভে বিপ্রেস বচনে ॥  
 ভূণ ছাড়ি উঠিল ঠাঁট মহা কুতূহলে । উত্তরিল গিয়া ভরখ ভাগীরথীর কূলে ॥  
 গুহা চণ্ডাল আদি আছে ভরখেব সঙ্গে । কেমনে পার হব ভাই গঙ্গা-তরঙ্গে ॥  
 সাত কোটি নৌকার উপর রাজা যে চণ্ডাল । দ্রুততর নৌকা আনাইল গঙ্গার কূল ॥  
 নৌকা মাছুষে সব গঙ্গাজল ঢাকে । পার হইল ভাগীরথী সকল কটকে ॥  
 ঘোড়া হাতি যতেক কটক হল্য পার । তবে পার কৈল রাজার যতেক ভাণ্ডার ॥  
 নৌকায় হইল পার সাতশউনপঞ্চাশ রাণী । সকল কটক পার হৈল ত্রিংশ অক্ষৌহিণী ॥  
 গুহা বলে চিত্রকূটে আমার নাঞ্চি কার্য । মেলানি দেহ প্রভু আমি যাই নিজ রাজ্য ॥  
 নেউটিয়া তুমি যখন কর আগমন । নৌকায় মাছুষ মোর রহিল সাজন ॥  
 ভরখ বলেন তুমি রঘুনাথের মিত । তোমার পূজা করিতে আমার হয় ত উচিত ॥  
 যারে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম । আমা যে উচিত তোমায় করিতে প্রণাম ॥  
 প্রীত কর্যা ভরখ তবে দিল আলিঙ্গন । গঙ্ঘ চন্দন দিল বহুয্য ধন ॥  
 রাজপ্রসাদ পাইয়া গুহা আইল নিজ দেশে । চিত্রকূটে ভরখ গেল রামের উদ্দেশে ॥  
 ঘোড়া হাতি ঠাঁট কটক থুইলেন পথে । একেশ্বর ভরখ গিয়া উঠিল পর্বতে ॥  
 ভরঘাজ বসি আছেন লয়া মুনিগণ । হেন বেলা ভরখ গিয়া বন্দিল চরণ ॥  
 দশরথের পুত্র আমি ভরখ মোর নাম । রাজ্য ছাড়ি বনে আইল জ্যেষ্ঠ ভাই রাম ॥  
 আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে । রাজ্যসমেত আসিয়াছি রাম নিতে দেশে ॥  
 আমার সঙ্গে আছে সকল পুরীজন । কোন দেশে রামের আমি দাঁব দরশন ॥  
 মুনি বলে ভরখ তোমার বুদ্ধিতে নারি মন । একেশ্বর পর্বতে তুমি আইলে কি কারণ ॥

হাথি ঘোড়া ঠাট কটক থুয়া আইলে পথে। কোনরূপে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে ॥  
 সকল কটক আনি আশ্রমে হয় পীড়া। তে কারণে পথে থুয়া আইহু হাথি ঘোড়া ॥  
 সকল কটক আমার ত্রিংশ অক্ষৌহিণী। কোনখানে রহিব ঠাট ভয় করি মুনি ॥  
 তোমার সঙ্গে উত্তর করি বড় বাসি ভয়। ধ্যান করিলে আপনে জানিবে মহাশয় ॥  
 ভবথের কথা শুনি আশা দিল মুনি। আপন ইচ্ছায় আন যত অক্ষৌহিণী ॥  
 দিব্য পুরী স্বজিয়া দিব দিব্য দিব বাস। ভালমতে কটকের পুরাইব আশা ॥  
 ভবথের কথা শুনি মূনির হইল হাস। এখনি দেখিবে ভবথ দিব্য আশ্রয় ॥  
 কটক আনিতে ভরথ চলিল। আপনি। পর্বত উপরে পুরী স্বজিলেন মুনি ॥  
 যত শালায় যায় মুনি করিল। ধ্যান। সভাখণ্ডে বিশ্বকর্মা হইল। আশ্রয়ান ॥  
 ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি মুনি ধ্যান করিয়া বসে। যখন যারে আশা করে তখন সেই আঠসে ॥  
 আশি যোজনের পথ পর্বত আয়োজন। অদ্বুত পুৰী তাহে করিল গঠন ॥  
 সোনার প্রাচীর কৈল সোনার আশ্রয়। সোনার বাদ্মিল ঘাট দিব্য পথবি ॥  
 পুর্বীর ভিতর কৈল দিব্য সরোবর। ঘোড়া হাথিব তরে কৈল লক্ষ লক্ষ ঘর ॥  
 সোনার খাট সোনার পাট রত্ন সিংহাসন। দিব্য কলায় লয়া ঠাট কবিব শয়ন ॥  
 গুহার সাঁপুড়া কৈল সোনার চিকনি। কস্তুরী কুমকুম থুইল সোনার দাপনি ॥  
 সাত শত নদী ছিল পৃথিবী ভিতবে। মুনিব আশ্রয় আইল তারা পর্বত উপবে ॥  
 সাত শত নদী ধ্যানে আলায় লীলগতি। চিত্রকূটে আপনি আইলা ভাগীরথী ॥  
 ভরথাজের তপের কথা বড় চমৎকার। দশদিগ লোকপাল কৈল আশ্রয় ॥  
 স্বর্গ বিদ্যারী লইয়া আইলা পুরন্দর। কলার রূপ দেখি যেন অতি মনোহর ॥  
 হেমঘট দেখি যেন কুচের গঠন। আছুক অস্তুর কাজ মোহে দেবগণ ॥  
 যক্ষ রক্ষ কুবের আইল ধনের অধিকারী। স্ববর্ণের থালা গাডু ভরাইল পুৰী ॥  
 স্বমেরু পশ্চিম থাকি আইলা পবন। মলয় বসন্ত বায়ে মোহে সবাব মন ॥  
 দ্বিত্যরাজ চন্দ্র আইলা শোভে ত রজনী। তম্বুর নারদ আইল। বিচিত্র নাচনি ॥  
 মকগণ বহুগণ আইলা বিদ্যারী। গন্ধর্ব্বতে গায় গীত নাচয়ে অপছরী ॥  
 শনি আদি নব গ্রহ যত মহাশয়। চিত্রকূটে আল কৈল সূর্যের উদয় ॥  
 ভাদ্রিল অমরাবতী ইন্দ্রের নগরী। চিত্রকূটে ভরথাজ নির্মাইল পুরী ॥  
 হেনকালে ভরথ কটক সমেত আইসে। এতেক কব্যাছে মুনি চক্ষুর নিমিষে ॥  
 দেখিয়া ভরথ রাজ্য লাগে চমৎকার। দেবগণে মুনিগণে যুক্তি কৈল শার ॥  
 ভরথের সঙ্গে যদি রাম যান দেশে। দেবগণ রহিতে নারিব স্বর্গবাসে ॥  
 রাম দেশে গেলে নাহি মরিব রাবণে। মুনি সব রহিতে নারিব তপোবনে ॥  
 রাম আনিতে ভরথ যেন না যায় বনবাসে। এথা হৈতে ভরথ পাঠাইয়া দেব দেশে ॥

দেবগণ মুনিগণ করিল মন্ত্রণা । স্ববর্ণের ঘরে সান্তাইল সর্বজন ॥  
 যার যোগ্য যে ঘর সান্তায় সর্বজন । যেইদিগে চাহে সর্বে সেদিগে মোহে মন ॥  
 নারায়ণ তৈল মাখে মাখে আমলকি । স্নান করিয়া ঘাছে কেহ হইয়া কৌতুকী ॥  
 ঘোড়া হাতি উট সেনা চলিল বিস্তর । জলকেলি করে সভে দিব্য সরোবর ॥  
 সাত শত নদী আসি চিত্রকূটে বয় । স্নান করে পুরজন রাণী সাত শয় ॥  
 স্নান করিয়া পরে সভে দিব্য অভরণ । গলায় পুষ্পের মালা স্বগন্ধি চন্দন ॥  
 ইন্দ্র [আর] কুবের ধনে ভরিয়াছে পুরী । দেব অলঙ্কার যত মাছুষে সব পরি ॥  
 ভোজন করিতে বৈসে সভে পরিপাটি । সোনার আসন সোনার খালা সোনার ঘটি বাটি ॥  
 সোনার ডাবর সোনার গাডু স্বর্ণ দিব্য খুরি । আশিষোজন জুড়িয়া সভে বসিল সারি সারি ॥  
 সোনার খালি কত্যা পর্ষে কটক সব খায় । কেবা অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায় ॥  
 স্বগন্ধ কোমল অন্ন দেবের নির্মাণ । দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু অমৃত সমান ॥  
 নানা বর্ণের পিঠা খাইয়া হইল পাগল । মুখে দিতে মিলায় যেন স্বগন্ধ কমল ॥  
 খির খিরিসা আর মৃগ সাঙরি । অমৃত চিতাউ খাষ নারিকেল পুরি ॥  
 সাসিসাবট নামে বড অল্পপাম । চন্দ্রকান্তি মনোহর পিষ্টকের নাম ॥  
 দেবের ভোগ মাছুষে খায় বডই সুস্বাদ । যত পায় তত খায় নাই অবসাদ ॥  
 মধুব পাইয়া খায় যত ধরে পেটে । গলা-সমান পেট হইল সভার পেট কাটে ॥  
 এতদূরে সভার ভোজন হলায় সায় । বায়্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

### রাম ও ভরতের সাক্ষাৎ

আচমন করিয়া খাইল তাষূল কপূরে । সেনা ঠাট শুইল গিয়া পালঙ্ক উপরে ॥  
 সিংহাসনে কটক গিয়া করিল শয়ন । বিদ্যাধরী আসি কবে গায়ের মর্দন ॥  
 স্বর্গেতে আছিল যতেক বিদ্যাধরী । সকল আনাইয়া ইন্দ্র তরাইল পুরী ॥  
 দেবকত্যা শুভিল সব মাছুষের কোলে । নিদ্রা যায় কটক সব নানা কুতূহলে ॥  
 প্রতি ঘরে ঘরে নাচে ইন্দ্রের নাচনি । স্থললিত বীণা বাণ্ড মধুর ভাল শুনি ॥  
 নারদ বীণায় তধুরে গীত গায় । মলয় বসন্তে চিত হর্যা লয়া যায় ॥  
 চারিদিগে গীত বাণ্ড জয় জয় রোলে । আছুক অন্তের কাজ বশিষ্ঠ পড়ে ভোলে ॥  
 আপনাকে পাসরিল বশিষ্ঠ মহামুনি । শোক দুঃখ পাসরিল কোশল্যা ঠাকুরাণী ॥  
 এইমতে আনন্দে আছয়ে সর্বজন । রামে নিতে আসিয়াছে তাহে নাই মন ॥  
 সর্বলোকে বলে মোরা আলাম স্বর্গবাসে । স্বর্গ আলাম মোরা আর না যাইব দেশে ॥  
 কত তপ করিয়া লোক পায় স্বর্গবাস । পাসরিল লোক সব রাব্দের বনবাস ॥  
 এতেক করিল মুনি ভরতের তরে । তবু ত ভরথ রাজার মন নাই কিরে ॥

ভরথ বলে মুনি যত কর ঘর দ্বার । শূন্ত হেন দেখি আমি সকল লংসার ।  
 যত কিছু কর মুনি সব অকারণ । রামের চরণ বিনে অস্ত্রে নাহি মন ।  
 মুনি বলে তোমা ভরথ জানে সর্বজনে । তোমা হেন ভাইভক্ত নাই ত্রিভুবনে ।  
 হেই রাম সেই তুমি ত্রিবিষ্ণু আপনি । তোমার মন ভুলাইতে নারে কোন মুনি ।  
 মনের অভিলাষ তোমার সিদ্ধ হব কাজ । বর মাগ ভরথেরে বলে ভরথাজ ।  
 ভরথ বলে মুনি মোর অস্ত্রে নাহি মন । কেমনে দেখিব আমি রামের চরণ ।  
 মুনি বলে ভরথ [তোমা] বলি উপদেশ । যমনার পার রাম চল সেই দেশ ।  
 বটবৃক্ষতলে আছে অনেক মুনিগণ । রাম লক্ষ্মণ সীতা তথা আছেন তিনজন ।  
 অনেক মুনিগণ তথা করয়ে বসতি । তথাকারে আছেন রাম মূনির সঙ্গতি ।  
 এথা হইতে তপোবন দুই প্রহরের পথ । এই পথ দিয়া তুমি চলহ ভরথ ।  
 সবকার্য সিদ্ধ হয় চল এই পথে । মূনির ঠাকুর বিদায় হইয়া চলিলা ভরথে ।  
 যেমত চিত্রকূট ছিল তেমত আরবার । ভরথের পাছে চলে সকল সংসার ।  
 যেখানে আছেন রাম কুটির বাসিয়া । তৃণপত্র শয্যায় থাকেন শুইয়া ।  
 বাজপুত্র হইয়া করেন মূনির আচরণ । শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান ।  
 ফলমূল আত্মা দেন ঠাকুর লক্ষ্মণ । তিন ভাগ করেন ফল রাজীবলোচন ।  
 লক্ষ্মণেরে বলেন রাম ফল ধর ধর । ফল সব ধর্যা রাখেন লক্ষ্মণ ধনুর্ধর ।  
 ফল নাই খায় লক্ষ্মণ নাই খায় পানি । রামসীতার সেবা করে দিবস রজনী ।  
 ফল যোগাইল্যা লয়্যা ঠাকুর লক্ষ্মণ । যথাকালে রাম সীতা কবিলা ভক্ষণ ।  
 নবীন পল্লবে রাম কব্যাছেন শয়ন । জানকী চরণ দাবেন ছয়ারে লক্ষ্মণ ।  
 ভবথের সেনা দৈবে গেল সেই বনে । সেনা কলরব শব্দ রামচন্দ্র শুনে ।  
 ডাক্যা কহে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতি । সেজ্যা আল কেবা শত্রু কোন নরপতি ।  
 এত শুন্তা লক্ষ্মণ ঠাকুর রামে কয় । নফর থাকিতে আমি কি হতে কি হয় ।  
 রঘুনাথ বলে বীর নিরখিয়া দেখ । কড় বাক্য ভাল নয় মোর কথা রাখ ।  
 গণ্ডিবান হাতে চলে ঠাকুর লক্ষ্মণ । গাছে চড়্যা যত সেনা করে নিরীক্ষণ ।  
 লক্ষ্মণ ঠাকুর ক্রমে ক্রমে চিহ্ন পাল্য । রামে ডাক্যা বলে রাজা ভরথ সেজ্যা আলা ।  
 তোমায় বধ্যা অকণ্টকে করিবেক বাজ্য । জননীর বোলে আলা করিতে কুকার্য ।  
 সীতারে লুকায়ে রাখ পর্বত-গোহায় । সেনা লয়্যা তোমারে মারিতে আসে প্রায় ।  
 আমার কাছে আস্য গোসাঞি কোদণ্ডবাণধারী । আজ্ঞা পালে সসত্তে ভরথে  
 আমি মারি ।

ভরথের নাম শুন্তা দেব রঘুবীৰ । সীতা সঙ্গে কুটির হত্যে হইলা বাহির ।  
 লক্ষ্মণ পায়্যা লক্ষ্মণ দাণ্ডান রামের পাশে । অর্ধ যোজন জুড়িয়া সকল সেনা আসে ।

রাম বলে মোরে নিতে আসে ভরথ ভাই । ভরথে আনিতে চল আগাইয়া বাই ॥  
 রামনাম ভাকে মুখে ভরথ বীর আসে । পাটহাতি রিপুঞ্জয় ভরথের পাশে ॥  
 রাম বলে হোর চায়া দেখরে লক্ষ্মণ । জটা বাকল পর্যাছেন ভরথ শক্রঘন ॥  
 দূর হতে ভরথ ঠাকুর দেখেন শ্রীরাম । বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ অমুপায় ॥  
 ধায়া আস্তা রামচন্দ্র ভরথে করে কোলে । ছুটি ভাই পড়িল রামের পদতলে ॥  
 পুলকান্ত ভরথের চক্ষে বহে ধারা । রামচন্দ্র মুছান অশ্রু বহে অনিবারা ॥  
 রাম কহে কহ ভাই দেশের যজ্ঞল । একে একে পিতামাতা সভার কুশল ॥  
 মুনিবর্গ কেমনে আছেন যত প্রজা । কহ তত্ত্ব কোন দিনে দেশে হৈলে রাজা ॥  
 ভরথ বলেন মোরে কি জিজ্ঞাস রাম । তোমার শোকে পিতা মল বিধি হল্য বাম ॥  
 একথা শুনিয়া রাম ভরথের মুখে । আছাড় খাইয়া রাম পড়িলেন ভূঞে ॥  
 জানকী লক্ষ্মণ দৌহে কান্দিয়া বিকল । আর না দেখিব তোমার চরণ যুগল ॥  
 জ্যেষ্ঠপুত্র হয়্যা আমি কি কার্য করিলাম । মরণ সময়ে তোমা দেখিতে না পালাম ॥  
 ভরথ বলেন শোক কর নিবারণ । ঝটিত করহ গোসাঞি স্নান তর্পণ ॥  
 না লজ্জিল্য বামচন্দ্র ভরথের কথা । মন্দাকিনীর জলে গেলা সঙ্গে লক্ষ্মণ সীতা ॥  
 শ্রীরাম করিল গঙ্গায় স্নান তর্পণ । বামদিকে সীতা দেবী দক্ষিণে লক্ষ্মণ ॥  
 যথাকালে বদরীর কৈলা পিণ্ডদান । যাবদেক ক্রিয়া রাম কৈলা সমাধান ॥  
 ভরথ লক্ষ্মণে রাম ধরিলেন হাতে । কুটিরের কাছে আলা কান্দিতে কান্দিতে ॥  
 এইকালে বশিষ্ঠ প্রভৃতি আলা মুনি । বন্দনা করিলা রাম যথাক্রম জিনি ॥  
 হেনকালে কৌশল্য রামে দেখিবারে পায় । বাছা বাছা বলিয়া রামের মাতা ধায় ॥  
 বামচন্দ্র বলে আস আস মোর মা । পত্রের কুটিরে আছি শিরে দেহ পা ॥  
 কাননে হয়্যাছ আসি কুটিরনিবাসী । রাজপুত্র হয়্যা বাছা কেবল তপস্বী ॥  
 ফল মূল কটু জল কেমনেতে খায় । তৃণপত্র ভুতলে কেমনে নিত্রা যায় ॥  
 মায়েরে কহিলা রাম প্রবোধ বচন । সকল জননীর কৈল চরণ বন্দন ॥  
 রামে দেখি কৈকই থাকেন অধোমুখে । স্তমিত্রা লক্ষ্মণে যায়্যা করিলেন বৃকে ॥  
 জানকী সভার পদে করিলা প্রণতি । কৌশল্যার কেবল ফাটিয়া যায় ছাতি ॥  
 প্রজাগণ প্রণমিলা দেখ্যা প্রভু রাম । স্তমিত্রাদি যত মন্ত্রী করিলা প্রণাম ॥  
 \* দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পাশ্চাত্য বসতি । রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি ॥

### ভরথের অনুরোধ

ভরথ বলেন বাণী : শুন রাম রঘুমণি : মোর বোলে ঝাট চন্দ্রদেশে ।

হইল দ্বিগুণ তাপ : অল্পকালে মল্য বাপ : মহারাজা গেল স্বর্গবাসে ॥

মাতৃকৃত অপরাধ : ক্ষেমা কর রঘুনাথ : রথে চাপ্যা চল অযোধ্যায় ।  
 সকলি আমার দোষ : ক্ষেমা কর মোরে রোষ : দুটি ভায়ে ধরি দুটি পায় ॥  
 যদি না হইবে রাজা : না বাঁচিব সব প্রজা : নতুবা বাবেক অন্ত দেশে ।  
 শরণ পঙ্কর তুমি : প্রতিজ্ঞা কর্যাছি আমি : নহিলে থাকিব বনবাসে ॥  
 শ্রীরাম বলেন বাণী : শুন অরে ভরথ জ্ঞানী : পিতৃদত্ত ভোগ কর পুরী ।  
 জিজ্ঞাস গুরুর ঠাণ্ডি : ইথে তব দোষ নাণ্ডি : রাজা হৈতে আমি মেনে নারি ॥  
 না কর আমার লাজ : সিংহ শাদুলের কাজ : শৃগাল হইতে নাকি হয় ।  
 বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনি : হুমন্ত্রাদি যত জ্ঞানী : সভাই বলে ভরথ ভাল কয় ॥  
 কান্দিয়া ভরথ কয় : মো হইতে কি কার্য হয় : ভাইরে লক্ষ্মণ রামে বল ।  
 সত্যে মুক্ত হৈলে তুমি : তোমায় রাজ্য দিলাম আমি : অভিমানতেজ্যা দেশে চল  
 বাপ কৈল বনে রাজা : পশু পক্ষ আমার প্রজা : বৃক্ষ ছায়া আমার দণ্ড ছাতা ।  
 হাতে ধর্যা বলি আমি : অযোধ্যাকে যাহ তুমি : আমি জ্যেষ্ঠ রাখ আমার কথা ॥  
 শ্রীরামে বশিষ্ঠ কয় : দেশে চল মহাশয় : আমি তোর জনকের গুরু ।  
 শুন অহে বাপু রাম : সাধহ আপন কাম : দয়ার নিধি বাজ্রাকল্পতরু ॥  
 কহে মুনি মহাশয় : শুন রাম দয়াময় : মোর বাক্য না কর লজ্জন ।  
 সূর্যবংশে যত রাজা : করিল আমার পূজা : মনু আদি যতেক বাজন ॥  
 শুন বাছা রঘুনাথে : বৃক্ষ আরোপিয়। হাতে : কাটি পুষ্পফল হবার কালে ।  
 হাতে ধরি বাছা উঠ : কার সঙ্গে কর হঠ : ভরথ পড়্য। কান্দে পদতলে ॥  
 বশিষ্ঠে শ্রীরাম কয় : নিবেদিয়ে মহাশয় : বাপের সত্য না করি লজ্জন ।  
 নিশ্চয় কহিলাম আমি : অপরাধ ক্ষেম তুমি : শ্রীরামের থাকিতে জীবন ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : শ্রীরাম মাহুষ নয় : পূর্ণব্রহ্ম দেব নারায়ণ ।  
 রাবণ বধের তরে : জন্মিলা রাজার ঘরে : অংশাংশে ভাই চারিজন ॥

### রামের পাটুকালহ ভরথের প্রত্যাবর্তন

কৈকই কান্দিয়া ধরে রঘুনাথের হাথ । দেশে চল অপরাধ ক্ষেম রঘুনাথ ॥  
 রাম বলে উ কথা না কঅ আমার মা । জানহ আমার রীত শিরে দেহ পা ॥  
 তব কথা আগো মাতা মোর শিরোধার্য । দেশে গেলে ভরথের হবেক কুকার্য ॥  
 শ্রীরামের কথা শুন্না ধরনী লোটায় । মায়ে পোয়ে পড়ে গিয়া কৌশল্যার পায় ॥  
 কৌশল্যা বলেন এখন বুখা কর শোক । একে একে রামের বুঝাল্য সর্বলোক ॥  
 বশিষ্ঠের কথা যখন না রাখ্যাছেন রাম । তখনি জানাছি মোরে বিধি হল বাম ॥  
 ভরথ বলেন সতে দেশে ফির্যা যাহ । বনেতে মরিব আমি কার মুখ চাহ ॥

ইন্দিতে পাড়য়ে কুশ স্তম্ভ সারথি । কৈকই পড়িয়া কান্দে হয়্যা আপ্তবাতী ॥  
 ভরথ বলেন আমি দেশে নাই যাব । অনশন ব্রত কর্যা সাক্ষাতে মরিব ॥  
 কথা শুন্না রামচন্দ্র ভরথেরে কয় । বিপ্র বিনা অনশন ব্রত মোদের নয় ॥  
 যদি রে ভবথ বনে তেজিবি পরাণ । জ্ঞানী হয়্যা বাপেব আজ্ঞা করিলি লঙ্ঘন ॥  
 যদি রে ভরথ ভাই আর দেহ তাপ । না রাখিলে মোর বাক্য তোরে দিব শাপ ॥  
 রামের বুঝিয়া ভাব বশিষ্ঠাদি কয় ॥ রামবাক্য না লংহিয় ভরথ মহাশয় ॥  
 ভবথ বলেন দেশে কিবা লয়া যাব । একদণ্ড রাম বিনে আমি নাই জিব ॥  
 কুশের পাছুকা রাম দিলেন ভরথে । পাছুকা লইয়া ভরথ বন্দিলেন মাথে ॥  
 নন্দীগ্রামে পাছুকার কর্মচারী হব । চৌদ্দ বৎসর উদ্বর্গ হলে পরাণে মরিব ॥  
 কৌশল্য বলেন যাই ভরথের সনে । আমা ছাড়া রামচন্দ্র রহিবে কেমনে ॥  
 বশিষ্ঠাদি মাতৃবর্গে করিয়া প্রণাম । সীতা লঙ্ঘণ সঙ্গে কুটির প্রবেশিলা রাম ॥  
 নন্দীগ্রামে আস্তা পুৰীশোভা কবাইলা । রামের পাছুকা নন্দীগ্রামে রাজা হল ॥  
 বামের গুমানবাদ গাইতে গাইতে । দিবস সকল দৌহে লাগিল কাটিতে ॥  
 কবিচন্দ্রের বসুদেব প্রথম গায়ন । শঙ্কর বচিলা পোখা গান রামায়ণ ॥

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত



## আরণ্যকাণ্ড

### রামের দণ্ডকবন গমন ও ব্রাহ্মসম্বৎ

আমি নিতে আশ্রয় করিয়া যতন । মনস্তাপ পাই সভার লজিয়া বচন ॥  
দূরে গেলে কার সঙ্গে নাই দরশন । অত্রিমুনির ঘরে রাম করিল গমন ॥  
রামে দেখা অত্রিমুনি উঠিল সঙ্কমে । অতিথি-বেবহারে রামে রহাল আশ্রমে ॥  
অহুস্রা ব্রাহ্মণীকে সমর্পিল সীতা । সীতায় পালিবে যেন আপন দুহিতা ॥  
সীতা পায়্যা অহুস্রা আনন্দ অন্তরে । দিব্য আভরণ দিল সীতার শরীরে ॥  
কখন মলিন তুমি না হইবে আর । এত বল্যা দিল সীতায় বস্ত্র অলঙ্কার ॥  
রাত্রিকালে সীতায় কহে মুনির ব্রাহ্মণী । স্বামীর সঙ্গে বঞ্চ গিয়া আনন্দ রজনী ॥  
সীতারে দেখিয়া রামের অধিক পীরিতি । সীতা সঙ্গে রঘুনাথ বঞ্চে শুভ রাত্রি ॥  
প্রভাতে বন্দিল রাম মুনির চরণ । বিশ্রাম করিব কোথা কহ তপোধন ॥  
হোর দেখ দণ্ডক বন পত্রের পঙ্কতি । ব্রাহ্মস এডায়্যা বঞ্চ গিয়া রঘুপতি ॥  
মুনির আশিস লয়্যা রহে সেই বনে । কুটির বান্ধিয়া বহে দণ্ডক কাননে ॥  
সীতা লক্ষ্মণ সঙ্গে রাম কানন বেড়িতে । মহা ভয়ঙ্কর ব্রাহ্মস দেখে আচম্বিতে ॥  
ব্রাহ্মস মুখ ভাগর আঁখি খাখার রুদয় । বনজন্তু মারিবারে বড়ই নির্দয় ॥  
রাম লক্ষ্মণ দেখিয়া ধাইল কোপমুখে । সীতারে ধরিয়্য ব্রাহ্মস বসাইল কাঁখে ॥  
তোরা দুই ভাইকে আজি করিব ভক্ষণ । এত বলি সীতা লয়্যা উঠিল গগন ॥  
রাম বলে বীর আমি জানাই উতপতি । রাম-লক্ষ্মণ নাম মোদের অমোধ্যা বসতি ॥  
আপনাকে জানাহ বীর তুমি কোন জন । যোব কপ ধর্যা কেন বেড়াহ বনে বন ॥  
যব নামে বাপ মোর [জননী] শতহুদা । বিবাহ নামে ব্রাহ্মস ঠাণ্ডি নাইক মর্খাদা ॥  
রামের মুখ শুখাইল লক্ষ্মণ সম্ভাষি । দণ্ডকবনে হারাইলাম সীতা ত রূপসী ॥  
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু না কর বিলাপ । আমা হেন ভাই থাকিতে কিসের মনস্তাপ ॥  
লক্ষ্মণের বচনে রামের কোপ বাড়ে । বিরোধে মারিতে রাম ব্রহ্ম অস্ত্র জোড়ে ॥  
কোপে বাণ এডে রাম নামে পাশুপত । পড়িল বিরোধ ব্রাহ্মস যেমন পর্বত ॥  
সীতা নাই ছাড়িলেক পায়্যা মহাবেথা । ভূমে পড়্যা ধীরে ধীরে এড়িলেক সীতা ॥  
দেবলোকে গেল দিব্য বস্ত্র পরিধান । রত্ন অলঙ্কার পর্যা গেল নিজ স্থান ॥  
তিনজন হরিষ হয়্যা উঠিল সত্তর । যাতে যাতে পাল্য গিয়া অগস্ত্যের ঘর ॥  
রাম দেখ্যা মুনিবর উঠিল সানন্দে । অগস্ত্য মুনির পদ তিনজন বন্দে ॥  
রামের মাথা চুম্বি মুনি পুছিল কুশল । বসিতে আসন দিল পাণ্ড অর্ঘ্য জল ॥

ফল মূল নৈবেদ্যাদি আর বজ্রশেষে । অভিব্য-বেবহারে মনি রামচন্দ্রে তোষে ॥  
 শ্রীরাম উঠিতে মনি আপনা পাসরে । দেবের নির্মাণ গণ্ডি দিল রঘুবরে ॥  
 বিষ্ণুর ধনুক বিশ্বকর্মার নির্মিত । হের সব মহাবাণ কনকে রচিত ॥  
 এই গণ্ডিবাণে বিষ্ণু ত্রিভুবন জিনে । মহা অহর দলিল বিষ্ণু এই খাণ্ডাখানে ॥  
 বাম বলে মহামুনি করি নিবেদন । এক কথা কহি মনি তাহে দেহ মন ॥  
 শেষ বৎসর বনবাস বঙ্কিবারে চাহি । কোনখানে থাকি গোসাই স্থান দেহ কহি ॥  
 তোমার বৃত্তান্তজানি তপের কারণে । বাপের সত্য পালিতে তুমি বেড়াহ বনেবনে ॥  
 তপের ফলে জানি আমি মাগিবে তুমি স্থান । অই পঞ্চবটী রাম দেখ বিজ্ঞমান ॥  
 উত্তম ফল পাবে তথা গোদাবরীর জল । তোমরা তিনজনাকে রাম সেই যোগ্য স্থল ॥  
 ধনুক ব্রহ্ম অস্ত্র দিল কুণ্ডল বস্ত্রখানি । অগস্ত্যেরে প্রণমিয়া মাগিলি মেলানি ॥  
 চিত্রকূটে লক্ষ্মণ বান্ধা দিলেন কুটির । সীতা সঙ্গে চিত্রকূটে রহে রঘুবীর ॥  
 বনফল আশ্রা দেন ঠাকুর লক্ষ্মণ । তিন ভাগ করেন ফল বাজীবলোচন ॥  
 লক্ষ্মণে বলেন রাম ফল ধর ধর । ফল সব ধর্যা রাখেন লক্ষ্মণ ধনুর্ধর ॥  
 ফল নাই খায় লক্ষ্মণ নাই খায় পানি । সীতাবামের সেবা করে দিবস রজনী ॥

### সূৰ্পনখার নাসাকর্ষণ ছেদন

সূৰ্পনখা আশ্রা তথা রামেরে দেখিল । মাহুষের মাংস খাব মনেতে ভাবিল ॥  
 কৌতুক করিয়া আজি চুই ভায়ে খাব । দিব্য রূপবতী কহা রাবণেরে দিব ॥  
 সূৰ্পনখা ধরে রূপ জিনিয়া উর্বশী । উত্তম নাসায় নথ অনঙ্গের ফাঁসি ॥  
 রামের কাছে আশ্রা কহে মধুব বচন । পরিচয় দেহ মোরে বনে কি কারণ ॥  
 দশরথের পুত্র মোরা শ্রীরাম লক্ষ্মণ । বাপের সত্য পালিবাবে আশ্রাছিলাম বন ॥  
 তোমাতে পাঠাল্য বনে ধনু তার হিয়া । কেমনে ধরিল প্রাণ তোমা না দেখিয়া ॥  
 তোমার রূপ দেখিয়া ত মজিল মোর মন । আমারে ভজহ বীর দেহ আলিঙ্গন ॥  
 তব দরশনে কন্দর্প জুড়িল মোরে বাণ । কন্দর্পের বাণে মোরে কব পরিত্রাণ ॥  
 রাম বলে মোর সঙ্গে রমণী রম্যাছে । সকল সুখ পাবে যাহ অমুজ্জবে কাছে ॥  
 এত শুষ্ঠা সূৰ্পনখা গেল তার স্থানে । আমারে ভজহ বীর কহিছে লক্ষ্মণে ॥  
 সূৰ্পনখার কথা শুষ্ঠা কহিছে লক্ষ্মণ । বনে নাবীর মুখ আমি না দেখি কখন ॥  
 যেজন পাঠাল্য তোরে যাহ তার ঠাক্রি । এবার আলো পাবে ফল মোর দোষ নাঞি ॥  
 রামপাশে আশ্রা বনে না ভজিল মোরে । রাম আরবার পাঠাইলা লক্ষ্মণ গোচরে ॥  
 মহাকোপে লক্ষ্মণ কাটিল নাক কান । সূৰ্পনখা প্লালাইল লইয়া পরাণ ॥  
 কান্দা যায় নাক কান কাটিল মাহুষে । নাককাটা গেল স্বর্ণ নথ পরিব কিসে ॥

খর দূষণ দুই ভাই রাক্ষসীর ছিল । কান্দিয়া কারণ যত দৌহারে বলিল ॥  
 স্পর্শনথার কথা শুনা কোপে কম্পবান । খর ত্রিশিরা আদি করিল পয়াণ ॥  
 যথাক্রমে রঘুনাথ করিলা সংহার । দূষণ বিরোধ আদি চৌদ্ধ হাজার ॥  
 স্পর্শনথা গেল পুন রাবণের পাশে । নাক কান না দেখিয়া দশানন ভাষে ॥  
 স্পর্শনথা কহিল তারে যত বিবরণ । শুনিয়া সীতার রূপ মোহিত রাবণ ॥  
 আশ্বাসিয়া গেল তারা মারীচের পাশে । পরম্পর নানা যুক্তি মন্ত্রী তারে ভাষে ॥  
 না যাঅ না যাঅ রাজা শ্রীরামের স্থানে । রামের যতেক তেজ পড়ে মোর মনে ॥  
 মহাকোপে রাবণ রাজা কহে মারীচেরে । মাহুষের ভয় বেটা দেখাহ আমারে ॥  
 মারীচে লইয়া সাপে আইল রাজা বনে । স্বর্ণমৃগ হইল মারীচ নানা মায়া জানে ॥

### স্বর্ণমৃগ বধ

সোনার হইল মৃগ নানা ভঙ্গী করে । লাক দিয়া ঘন বুলে কুটিরের দ্বারে ॥  
 তা দেখিয়া জানকীর বাডে বড় লোভ । স্বর্ণবর্ণ মৃগ দেখা বাজে বড় ক্ষোভ ॥  
 জানকী কহেন রামে পরম সাদরে । এই মৃগ মারা ছাল আশা দেহ মোরে ॥  
 কিবা শূল কিবা মুখ দেখে রূপাসিক্ত । কনক বরণ রূপ চিত্র বিন্দু বিন্দু ॥  
 সীতার শুনিয়া কথা দুর্বাদল শ্রাম । মৃগেতে সীতার প্রিয় ভায়ে কহেন রাম ॥  
 মৃগ মারা কুটিরকে না আসি যাবত । সীতার রক্ষা করা ভাই থাকিহ তাবত ॥  
 শ্রীরামে লক্ষ্মণ বীর জোড়হাতে কয় । মায়াবী রাক্ষস এ ত হরিণী যেন নয় ॥  
 সোনার হরিণ কোন যুগে নাশ্রি শুনি । উচিত্তে যে হয় কর রাম গুণমণি ॥  
 শ্রীরাম বলেন ভাবি এখনি জানিব । মৃগ বা রাক্ষস হকু এখনি বধিব ॥  
 এত বলি গণ্ডিবান রাম নিল হাতে । সন্ধান পুরিয়া বাণ ধান মৃগসাথে ॥  
 মায়াবী হরিণ ক্ষেপে ক্ষেপে হয় হারা । ক্ষেপে রামে দেখা দিয়া যেন ছুটে তারা ॥  
 ক্ষেপে আগে ক্ষেপে পাছে ক্ষেপেকে লুকায় । ক্ষেপে ক্ষেপে রঘুনাথের আগু আগু ধায় ॥  
 নিকটে পাইয়া মৃগ পুরিলা সন্ধান । ক্রোধ কর্যা রঘুনাথ এডে তীক্ষ্ণ বাণ ॥  
 দুর্জয় রামের বাণ বক্ষেতে বাজিল । চারি ক্রোশ বন ভাঙ্গা মারীচ পড়িল ॥  
 হায়রে লক্ষ্মণ বল্যা ডাকে ঘোর শব্দ । তা শুনিয়া জানকী হইলা এথা স্তব্ধ ॥  
 রামের সমান শব্দ শুনিয়া শ্রবণে । অনেক কহিল সীতা দেয়র লক্ষ্মণে ॥  
 শুনরে লক্ষ্মণ বীর কার মুখ চাহ । মোরে বাঁচাইবে যদি প্রভু পাশে যাহ ॥  
 সীতার শুনিয়া কথা লক্ষ্মণ বীর কয় । রাক্ষস পড়িল রণে রাম শব্দ নয় ॥  
 রামের যতেক তেজ জানে লক্ষ্মণ বীর । রণেতে কর্কশ রাম অক্ষয় শরীর ॥  
 হিত উপদেশ যত কহিল লক্ষ্মণে । কুপিয়া জানকী কহে কিছুই না মানে ॥

শোনরে লক্ষণ ভাব জানিলাম তোমারে । তোমার বাসনা প্রায় হয়্যাছে আমারে ॥  
সকলি হইব মিথ্যা যে কর্যাছ মনে । এখনি তেজিব প্রাণ রামচন্দ্র বিনে ॥  
সীতার নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া লক্ষণ । হাহাকার কর্যা কান্দে হুমিজনন্দন ॥  
বনে আসিবার কালে সঁপ্যাছিল মাতা । মাতৃতুল্য তুমি রামচন্দ্র মোর পিতা ॥  
জানকীরে শোকাবেশে অনেক কহিল । রামপাশে কান্দ্যা কান্দ্যা লক্ষণ বীর গেল ॥

### রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ

এখানে রাবণ রাজা পাষণ্ড বেশ ধরি । শূন্য কুটির পায়া [তখন] সীতা কৈল চুরি ॥  
রথে কর্যা জানকীরে উঠায় আকাশে । কদলী যেমন কাঁপে সীতা দেবী ত্রাসে ॥  
২। রাম হা লক্ষণ বীর কোথাকারে গেলে । রাক্ষসে হরিল মোরে হুঁহে না জানিলে ॥  
মিছা লক্ষণে মিথ্যা দিলাম পরিবাদ । তেই মোর উপরে পড়িল বজ্রাঘাত ॥  
কোথা রাম লক্ষণরইল কি হবে উপায় । রাম রাম বল্যা সীতা কান্দ্যা কান্দ্যা যায় ॥  
ধাইল জটাউ পক্ষ শব্দ-অল্পসারে । পাপ দুবাচার দুষ্ট পালাইতে নারে ॥  
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল পথে । অনেক করিল যুদ্ধ রাবণের সাথে ॥  
অগ্নিবাণে পক্ষের পাখা রাবণ পোড়াল । পর্বতের চূড়া যেন জটাউ পড়িল ॥  
গায়েব উত্তম হার মানিক বতন । পক্ষ বানরে দেই সীতা না দেখে বাবণ ॥  
আকাশে পড়িল ডাক রাবণ রাজা শুনে । এতদিনে মজে রাবণ সীতার হরণে ॥  
জটাউর জ্যেষ্ঠ পক্ষরাজ সম্প্রতি । গরুড নন্দন বীর গিধিনির জাতি ॥  
সূর্য্যগ্নি বিদ্ধ বাণে পুড়্যা গেল পক্ষ । তাব পুত্র প্রতিদিন জোগায় লয়া ভক্ষ্য ॥  
সম্প্রতির পুত্র সে সুপার্ষ নাম ধরে । আহার লইতে যায় হিমালয় শিখরে ॥  
পাট হাতি করি ঠোটে কৌতুকেতে আসে । সীতা সমেত রাবণ রাজা দেখিল  
আকাশে ॥

হস্তী ঠোটে কর্যা নিল রাবণের লাগ । মনুষ্য দেবিয়া যেন আগুলিল বাঘ ॥  
সুপার্ষ বলেন বেটা বাঁচ্যা যাবি কোথা । ষাডকাতার ঘায়ে তোর ছিঁড়্যা দিব মাথা ॥  
মোর বিঘ্নমানে হরিস কাহার বনিতা । মোর ঠাই ঠেকিলি বেট । বাঁচ্যা যাবি কোথা ॥  
কুপিল রাবণ রাজা সুপার্ষের বোলে । পক্ষসনে যুদ্ধ করে সীতা কর্যা কোলে ॥  
সুপার্ষ বীর যুদ্ধ করে শ্রীরামের তরে । মুখের পাট হাতি খস্যা পড়িল সাগরে ॥  
আঁচড় কামড়ে রক্ষ কৈল খণ্ড খণ্ড । পক্ষের কামড়ে রাজা হল্যা লণ্ডলণ্ড ॥  
সংগ্রাম না করে রাবণ বলে বিনয়বাণী । তোমা জিনিতে নারিলাম পরাজয় মানি ॥  
রামের সীতা বলিয়া সুপার্ষ নাই চিনে । জটাউ মারিল রাবণ তাহা নাই জানে ॥  
জোড়হাতে রাবণ রাজা কহে ত বিনয় । তোমা জিনিতে নারিলাম মাগি পরাজয় ॥

অপার্ষ রাবণের শুভ্রা কাতর বচন । পথ ছাড়ি দিল রাবণ গেলা নিকেতন ॥  
 সীতারে অশোকবনে রাখিয়া রাবণ । হরষ বিবাদে রাজা গেলা নিকেতন ॥  
 এথা মারীচ বধিয়া রাম আসেন বনপথে । হেনকালে দেখা হল্য লক্ষণের সাথে ॥  
 রামলীলা আধ্যাত্মিকে কবিচন্দ্রে গায় । ধন জন পুত্র হয় যেজন গাওয়ার ॥

### রামের বিলাপ

লক্ষণ জানকীকে ছাড়ি কেন আইলে ।

সোনার হরিণী নয় : দেখিলে পাইতে ভয় : রাক্ষস পড়িল ভূমিতলে ॥  
 এত কহি দুইজনে : সাত পাচ ভাবি মনে : আইলেন কুটিরের কাছে ।  
 চিত্ত স্থিরতর নয় : লক্ষণেরে রাম কয় : দেখ সীতা আছে কিনা আছে ॥  
 কুটির দেখ্যা বলে রাম : বিধি মোরে হল বাম : কি আর জিজ্ঞাস মোরে কথা ।  
 হইল ভাই সর্বনাশ : ঘুচিল জিবার আশ : কুটিরের মাঝে নাই সীতা ॥  
 লক্ষণের শুনি বাণী : কাপিলেন রঘুমণি : আমারে ছাড়িয়া গেলে সীতা ।  
 আশ্র সীতা চন্দ্রমুখী : নয়ান ভরিয়া দেখি : আর না কহিব দৌহে কথা ॥  
 রাজ্যনাশ বনবাস : হল্য মোর সর্বনাশ : দেশেতে মরিল মোর পিতা ।  
 শোকের উপরে শোক : শুভ্রা কি বলিব লোক : গহনে হারালাম আমি সীতা ॥  
 রাক্ষসের পুরী বাস : সীতা রাখ্যা তব পাশ : পুন পুন তোরে গেলাম কয়্যা ।  
 শূভ্রা কুটিরে রাখি : কার বোলে চন্দ্রমুখী : গেছ ভাই আমার মাথা খায়্যা ॥  
 লক্ষণ কান্দিয়া কয় : সেকথা কহিবার নয় : নিষ্ঠুর বলিলা দেবী মোরে ।  
 উচিত ত যেবা হয় : শান্তি কর মহাশয় : অতএব ছাড়্যা গেছি তাঁরে ॥  
 কহিছেন রঘুমণি : সুবতীর বাক্য শুনি : মোর বাক্য কৈলে হতাদরে ।  
 দৈব চক্র মায়া ধন্দ : কপাল আমার মন্দ : কালে করে কি বলিব তোরে ॥  
 আর কার মুখ চাঅ : অযোধ্যায় কির্যা যাঅ : প্রবন্ধ করিয়া মায়ে বল্য ।  
 দণ্ডকানন বনে : আছিলাম তিনজনে : পিতার শোকে রাম সীতা মল্য ॥  
 যাহ কিনা যাহ তুমি : নিশ্চয় মরিব আমি : হাপুতি হইল মোর মা ।  
 দিয়া মোরে বনবাস : কৈকইর পুরিল আশ : ভরথের গলায় দিল পা ॥

সগরানাং সাগরকীর্তিঃ গঙ্গাকীর্তিঃ ভগীরথঃ ।

অশ্বাকং ইহা কীর্তিরেকা ভার্য্য ন রক্ষিতা ॥

হায় হায় মরি মরি : বুখা গণ্ডিবাণ ধরি : বীরস্ব রহিল আর কিসে ।  
 হইল হাশ্বাস্পদ : বনে বিধি কৈল বধ : ব্রিজগৎ ভরাল্যাম কুশে ॥  
 কহিতে কহিতে রাম : প্রভু দূর্বাদল ঙ্গার : সীতা বল্যা পড়িল ভূতলে ।

পেলিয়া ধনুক তীর : কানিয়া লক্ষণ বীর : রামচন্দ্রে করিলেন কোলে ॥

নবম স্বকের উক্তি : শুনে যেবা পায় মুক্তি : শুক পরীক্ষিতের বচন ।

দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : তার নাহি সমভয় : রামনাম যে করে স্মরণ ॥

### সীতা অধেষণ

অচেতনে আছেন রাম লক্ষণের কোলে । লক্ষণ বলেন ভাই ছাড়া পারা গেলে ।

রাম সীতা হারাইয়া কিবা লয়া যাব । কোণল্যা মায়েরে মুখ কেমনে দেখাব ॥

কি বল্যা বলিব রাম হারাইয়া আহু । তিল আধ ভরখ না বাঁচিব তোমা বিহু ॥

সীতা সীতা ডাকে লক্ষণ শ্রীরামের কানে । চেতন পাইয়া চান লক্ষণের পানে ॥

কহ রে লক্ষণ ভাই সীতা পারা আল । মন বুঝিবারে পারা লুকাইয়া ছিল ॥

লক্ষণ বলেন প্রভু বুধা কষ্ট ভাব । দুই ভায়ে খুঁজি চল এই বনে পাব ॥

গা তুলিয়া রামচন্দ্র চতুর্দিকে চায় । জানকীর পদচিহ্ন দেখিবারে পায় ॥

জানকীর পদচিহ্ন দেখিয়া লক্ষণ । গোদাবরীর তীরে আইসে খুঁজি দুইজন ॥

পশু পক্ষ বৃক্ষে রাম জিজ্ঞাসে সভারে । এ পথে ঘাইতে তোমরা দেখ্যাছ সীতারে ॥

খুঁজিয়া জানকী যদি বনে নাই পাই । কি বল্যা অযোধ্যা যাব মোরা দুটি ভাই ॥

শুনিয়া জনক রাজা অযোধ্যা আসিব । যোরে জিজ্ঞাসিলে তারে কি বল্যা বলিব ॥

লক্ষণ বলেন প্রভু ইহা নাকি হয় । লক্ষ্মী নারায়ণ ছাড়া কোন যুগে নয় ॥

খুঁজিতে খুঁজিতে পথে রক্ত দেখেন রাম । রাক্ষসে সীতারে খাল্য বিধি হল্য বাম ॥

জটাউরে দুঁহে দূরে করে নিরীক্ষণ । অই বীর সীতারে খাল্য শুনরে লক্ষণ ॥

লক্ষণ বলেন আগে পরিচয় লব । দুষ্টজন হইলে নষ্ট এখনি করিব ॥

যাতে যাতে গেলা দুঁহে জটাউর কাছে । বাণেতে জর্জর তহু পড়িয়া রয়্যাছে ॥

রাম বলেন বীর তুমি পড়্য কি কারণে । পক্ষ বলে যুদ্ধ হইল রাবণের সনে ॥

যে কারণে যুদ্ধ হইল করি নিবেদন । অযোধ্যা নগরে দশরথের নন্দন ॥

পালিতে বাপের সত্য রাম আইলা বনে । তাহার জানকী হরে লঙ্কার রাবণে ॥

মোর লাগ্যা পক্ষ প্রাণ হারাইলে তুমি । সীতা খুঁজ্যা বেড়াই বনে সেই রাম আমি ॥

পক্ষ বলে চক্ষে বাণ মারিল রাবণ । দেখিতে না পালাম দুটি অভয় চরণ ॥

শ্রীরাম পক্ষের চক্ষে পদহস্ত দিল । দিব্যচক্ষু হইল পক্ষ দরশন পাল্য ॥

লৌচন ভরিয়া দেখে শ্রীরাম লক্ষণে । শরীর ছাড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥

শ্রীরাম করিল নিজে পক্ষের সংকার । রাবণে হরিল চিন্তা হইল আপার ॥

বৃক্ষমূলে বসে রাম তৃকান্ব বিকল । লক্ষণে পাঠায়্যা দিলা আশীর্বাদে জল ॥

দশ আড়পত্রে খালা সাজালা লক্ষণ । জল লয়া নড়েন বীর ঈরিত গমন ॥

গাছে বস্তা মাছরাঙ্গা করে অহুমান । আমি থাকিতে রাম কেমনে করিব রক্তপান ॥  
 পাণা সারিয়া মাছরাঙ্গা ভূমিতলে পড়ে । লক্ষ্মণের হাতের খালা ছিঙিল আঁচড়ে ॥  
 পুনর্বীর লক্ষ্মণ ত আনিল গিয়া জল । সেহখানা ছিঙিয়া পেলিল সকল ॥  
 তিনবার বাধা করে লক্ষ্মণ কোপে-জলে । বাণে বিদ্ধা বাঁধে তারে ধনুকের ছলে ॥  
 গণ্ডিখান গাড়িয়া রাখিল্য ভূমিতলে । ভূমেতে মণ্ডুক ছিল গাথা গেল চলে ॥  
 বাম হাতে গণ্ডিবান উখাড়িয়া নিল । জল লয়্যা রামের কাছে লক্ষ্মণ আইল ॥  
 জল রাখিলেন লয়্যা শ্রীরামের আগে । পক্ষেরে দেখিয়া রামে চমৎকার লাগে ॥  
 রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই কহ বেতার সার । কি নিমিত্তে মচ্ছরাঙ্গা করিলে সংহার ॥  
 রামের বচন শুণ্ণা বলেন লক্ষ্মণ । তোমার তরে জল আনি বাধা ঘনে ঘন ॥  
 তে কারণে বাণে উহায় কর্যাছি বন্ধন । পক্ষের দুঃখ দেখি রাম লইলেন তখন ॥  
 বন্ধন ঘুচাইয়া রাম পক্ষ নেন হাতে । সর্বাঙ্গে শ্রীহস্ত ব্লাইলা রঘুনাথে ॥  
 রামের পরশে পক্ষ পাইল চেতন । প্রণাম করিয়া রামে বলিল বচন ॥  
 ছন্দতি দানব মারে বালী সে বানর । তাহার শোণিতে প্রভু হইল সরোবর ॥  
 যুগ পক্ষ জীব জন্তু না খায় উই পানি । সেই জন লক্ষ্মণ ত তোমার তরে আনি ॥  
 এই হেতু বাধা কৈলু কহি বিজ্ঞমান । আমি থাকিতে প্রভু কেমনে করিব রক্তপান ॥  
 ভাগ্য করি মানি আমি আপন জীবন । পক্ষ হইয়া দেখি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ॥  
 অনাথের নাথ রাম দয়ার সাগর । মনে তুষ্ট হয়্যা মৎসরঙ্গে দিলা বব ॥  
 মোর হস্তের চিহ্ন ধরি পৃষ্ঠের উপর । তোমার ছৌ বৃথা নহে আমি দিলাম বর ॥  
 পক্ষে মেলানি দিয়া লক্ষ্মণে কিছু বলে । হেনকালে মণ্ডুক দেখে ধনুকের ছলে ॥  
 হাহাকার করে রাম লক্ষ্মণে তিরস্কারি । নিদ্রোহী মণ্ডুকে ভাই কোন দোষে মারি ॥  
 লক্ষ্মণ বলেন প্রভু শুন গুণমণি । এক হলে গাথা গেছে আমি নাই জানি ॥  
 ছলে হতে মণ্ডুকে রাম করিলা বাহির । হস্তে বসায়্যা মণ্ডুক কহেন রঘুবীর ॥  
 কাকসর্প নিপাতেন শীঘ্র ভাষসে মণ্ডুকঃ ধনুবা পিড্যমানেন কথং কিঞ্চিন্নভাষতে ।  
 অসাধুঃ যদিবা হতী সাধুরেবালম্বনং স্বয়ং সাধুঃ যদি হতী কো বৈ ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥  
 কাক সর্পে আসিয়া তোমায় যখন ধরে । পরিত্রাহি করি তখন ডাক উচ্চস্বরে ॥  
 পৃষ্ঠে বারিয়াছে হল সাজিয়াছে বৃকে । নিঃশব্দে আছহ কেন বাক্য নাক্রি মুখে ॥  
 যা বেথা ঘুচিল [তবে] রামের পরশে । জোড়হাত করিয়া ভেক রামকে সন্তোষে ॥  
 অসাধু জন আসিয়া যখন আমায় ধরে । সাধু সাধু বলি তখন ডাকি উচ্চস্বরে ॥  
 জিভুবনের নাথ প্রভু গাঁথিলে আমায় । আমি কাকে ডাকিব নাথ কহ না নিশ্চয় ॥  
 সাধুজনার হাতে যদি তবে সে মরণ । শালাঘ্য করিয়া মানি আপন জীবন ॥

জগতের গতি রাম দেব নারায়ণ । তোমার চরণ দেখা সফল জীবন ॥  
 মণ্ডুক-বোলে বিস্মিত ছুই সহোদর । তুষ্ট হুয়া মণ্ডুকে বর দিলা গদাধর ॥  
 স্বর্ণবর্ণ রেখা তুমি ধরিহ সৰ্বাঙ্গে । বর দিয়া গদাধর ডাকিলেন বেঙ্গে ॥  
 অষ্টমাস থাকিহ তুমি যোগ-ধিয়ানে । আমার বর তুমি লহ আপনার গুণে ॥  
 চারিমাস বরষা মেঘে জল বরিষে । মোর নাম তোমরা লইহ উচ্চ ভাষে ॥  
 পতিত উদ্ধারে রাম আইলেন বনে । কীট পতঙ্গ মুক্ত হৈল রাম দরশনে ॥  
 বনকাণ্ড চিত্রকথা এত দূরে সায় । বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

আরণ্যাকাণ্ড সমাপ্ত



## বিক্রিয়াকাণ্ড

### শিবের উত্তান

ভরষাজ কহেন বাস্মীকি মহামুনি । অবধান কর বাপু অদ্ভুত কাহিনী ॥  
সীতার শোকেতে রামচন্দ্র পড়্য ভুঞে । অশ্রু ঝরে লক্ষ্মণের বাক্য নাই মুঞে ॥  
ধারা বয়্যা পড়ে জল যুগল লোচনে । বিদরিয়া যায় হিয়া চাইতে রামপানে ॥  
মহাঘোর বিপত্ত সহায় মাত্র নাই । রাজার কুমার বনে পড়্য দুটি ভাই ॥  
পালিতে বাপের সত্য কানননিবাসী । দারুণ বিধির চক্রে হারালাম রূপসী ॥  
জগত ঈশ্বর হয়্যা লভিয়া জনম । নারদ মুনির শাপে আপনাকে ভ্রম ॥  
আবাল্য অখিলনাথ অশ্রু অনিবার । বিনয়ে করেন রোধ হুমিত্রাকুমার ॥  
ধরা তেজ্যা উঠ প্রভু ধৈর্য হঅ মনে । নাই কেউ সহায় সঙ্কট ঘোর বনে ॥  
আপন বুদ্ধে বোধ মান মোর বোল রাখি । কে নিলেক কোথা সীতা তত্ত্ব  
কর্যা দেখি ॥

এত বল্যা ধর্যা তুল্যা মুখে দিল জল । চান্দমুখ পুঁছে দিয়া বাকল আঁচল ॥  
প্রবোধ মানিলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে । গা তুলিয়া গণ্ডিবাণ ধরিলেন তবে ॥  
অগ্রসর রঘুবর পশ্চাৎ লক্ষ্মণ । চলিলেন চারিদিগ কর্যা নিরীক্ষণ ॥  
কথঞ্চণে উত্তরিলা পম্পানদীর কূলে । বসিলেন দুই ভাই অশথ বৃক্ষমূলে ॥  
সম্মুখে কামুক রাখি বৃক্ষ দিয়া ঠেস । শোকে দম্ব দয়ানিধি মোহেতে আবেশ ॥  
তাহাতে দারুণ ক্ষুধা লাগ্যাছে পিপাসা । কদাচিত দুই এক কহেন ক্ষীণ ভাষা ॥  
বুঝিয়া রামের ভাব বলেন লক্ষ্মণ । বনফল আনি কিছু করিবে ভক্ষণ ॥  
ভোকে শোকে মলিন হয়্যাছে চান্দমুখ । কবে সহ করাছ এমন দারুণ দুখ ॥  
লক্ষ্মণের বচনে বলেন দয়ালিঙ্গু । জুড়্যালাম তব বাক্যে ভাই প্রাণবন্ধু ॥  
খাব কিছু আন গিয়া পক ফল বনে । চলিতে না পাবি আমি থাকিলাম এখানে ॥  
অনুমতি দিলা রাম লক্ষ্মণ বীর যান । চারিদিগে নিহালেন ভক্ষণ সন্ধান ॥  
বিধির বিষোগে কিছু নিকটে না মিলে । প্রবেশ করিল বীর গহন গহলে ॥  
চঞ্চল লোচনে চান যান শীঘ্রগতি । এড়াল্যা যোজন বাট হুমিত্রাসম্মতি ॥  
দূরে হতে দৃষ্ট হল্য অপূর্ব বাগান । জিনিয়া অমরাবতী ইন্দ্রের উত্তান ॥  
বেষ্টিত বলয়াকৃত বৃক্ষ চারিদিগে । ক্ষীর সদনের জল সম মধ্যভাগে ॥  
পূর্ব পশ্চিম দিগে দুইখানা ঘাট । নির্মায়াছে বিশ্বকর্মা দিয়া স্বর্ণপাট ॥  
জলের নিকটে পুষ্প রোপিয়াছে নানা । মণি মুক্তা প্রস্তুরে বাস্যাছে থানা থানা ॥

রজন মল্লিকা মধু মন্দার মালতী । জ্বা জয়পত্রিক জয়ন্তী জাতী যুথি ॥  
 চন্দ্রকলা চামলি চম্পক চন্দ্রমণি । রাতজন্মা রত্নকলা রাতুল রত্নিনী ॥  
 বাঘনখে নাগেশ্বর টগর শ্বেতঝিটি । কাঞ্চন কেতকী কেয়া কুসুম ছুবাটি ॥  
 কত করবীর কুন্দ কমল কেশরী । গুঞ্জা গোলকলতা গুলাপ নাগরী ॥  
 পবিত্র পারুল পঞ্চমুখী পারিজাত । শিরহাস শিরীষ শিউলি স্বর্ণপাত ॥  
 কুড়চি কনক চাঁপা কদম্ব কর্ণিকা । মুকুন্দ মাধবীলতা মন্দারমালিকা ॥  
 অতসী অশোক আচু অরণ্য অরণি । গুনা চেনা গুনা নাম গহন গাথনি ॥  
 মালতী মাধবীলতা কাষ্ঠ মল্লিকা । সঙ্ঘামণি সর্বজয়া স্বর্ধমণি সখা ॥  
 দুলাল শ্রীফল কত বাসক বাসকনা । তার কাছে ধাতকী ধুতুরা থানা থানা  
 অপব কতেক বৃক্ষ আছেয়ে প্রচুর । তরুণ তমাল তাল দাড়িম্ব খাজুর ॥  
 আম জাম পনস জম্বীর কত জাতি । এককালে ছয় ঋতু তথা উপনীতি ॥  
 এককালে উদয় সকলি ফুল ফল । তার মধ্যে সরোবর স্বধাময় জল ॥  
 শিখলি শালুক তাতে পদ্ম বিকশিত । কত জনচর পক্ষ আছে ভক্ষ্যাশিত ॥  
 মনোহর মধুবন নিকটে তাহাব । কি খানা বর্ণিব শাস্ত্র গুণ্ডা চমৎকার ॥  
 কত পক্ষ কলবব করিছে কাননে । নন্দন তেজিয়া আইসে আশয় ভক্ষণে ॥  
 নৃত্য করে মউর সুরব গুঞ্জে অলি । মধুপানে মত্ত ডালে ডাকিছে কুকিলি ॥  
 বনচর বিহঙ্গম আর কত আছে । ডাহক ডাহকী পাখি তিতির ডাকিছে ॥  
 দেবের দুর্লভ বন মুনির মন হরে । দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর আনন্দ অন্তবে ॥  
 এই ফল ফুল লয়্যা রামকে তুষিব । কোনজন বারণ করে আমি যদি লব ॥  
 এত ভাবি ভগবান প্রবেশিলা বনে । অদ্ভুত আশ্চর্য কথা কবিচন্দ্র ভণে ॥

### উদ্ধানে লক্ষ্মণের প্রবেশ

ধবি ধলু তীর লক্ষ্মণ স্বধীর প্রবেশিলা পুষ্পবনে ।  
 নানান ভক্ষণ করি নিরীক্ষণ . মোহিত হইলা মনে ॥  
 অহুমান হৃদে : ধলু ধরি কান্দে : তুণেতে খুসিলা তীর ।  
 বাকল আঁচল : ভক্ষ্য পক্ষ ফল : তুলেন লক্ষ্মণ বীর ॥  
 শিবের উদ্ধান : স্ববম্য কানন : তাহার রক্ষক হই ।  
 নিবসে পর্বত , বীর হুম্মৎ : দেখ্যা কোপে কাঁপে তনু ॥  
 ডাকিয়া কহিছে : বিধি বা লাগ্যাছে : কেন আলি এই বনে ।  
 যে হল্য সে হল্য : যথাস্থানে চল : যতপি বাসনা প্রাণে ॥  
 ডাক্যা ডাক্যা কয় : পবন-তনয় : না শুনে সুমিত্রা-সুত ।

সৌরভে অবশ : কুসুম রূপস : তুলে নিজ মনোমত ॥  
 দাড়িষ খাদ্যুর : পনস জম্বীর : দেখা হত হলা রাগী ।  
 মিষ্ট পক ফল : পুরিয়া আঁচল : লইল রাখব লাগি ॥  
 যেন বহিকর : কুমিল বানর : উত্তর না কিছু পায় ।  
 যুগল লোচন : ফিরাইছে ঘন : প্রভাত ভানুর প্রায় ॥  
 যোজন পাথর : তোলে বীরবর : লক্ষ্মণে মারেন ফিকা ।।  
 দারুণ গর্জন : ত্রাসিত লক্ষ্মণ : নিশ্কেপিল বাণ ডাক্যা ॥  
 পাথর কাটিয়া : বাণ বাহুড়িয়া : প্রবেশ করিল তুণে ।  
 কুপিল বানর : বাজিল সমর : দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ॥

### রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ

অবহেলে হনুব পাথর কাটা বীর । ধনুকে টঙ্কার দিল গজিয়া গভীর ॥  
 জলদগ্নি দ্বিগুণ দারুণ কোপে হনু । শিলা তরু লয়্যা বেগে বীর ধায় পুতু ॥  
 রুষ্টি কবে শিলা তরু লক্ষ্য উপর । কাটিয়া পাড়িল সব স্রমিত্রা-কোণব ॥  
 পঞ্চদশ তীক্ষ্ণ বাণ জুড়িয়া ধনুকে । ছাড়্যা দিলা খোব শব্দে বাজে হনু-বুকে ॥  
 মহাশক্তি ধরে হনু ক্ষেপেক সমরে । কোপে এক দারুণ পর্বত গিয়া ধবে ॥  
 উপাড়ে টঙ্কার শব্দে এডে শূন্যপথে । পড়ে গ্যা পর্বত গোটা লক্ষ্মণের মাথে ॥  
 দারুণ গিরি চাপনে ঠাকুর পড়্যা ভূঞে । খস্যা পড়ে ধনুর্বাণ রক্ত উঠে মূঞে ॥  
 অদেখ হইলা প্রভু গিবি চাপে গায় । হনুমান পুনশ্চ আপন স্থানে যায় ॥  
 হোথা রাম ঘন ঘন চান পথপানে । লক্ষ্মণের বিলম্ব দেখি ভাবেন মনে মনে ।  
 কেন ভাই লক্ষ্মণ এখন নাই আল । অচিন দুর্গম বনে পথভ্রম হইল ॥  
 শিশুমতি লক্ষ্মণ জানেন কোন সন্ধি । করিয়া বিবাদযুক্ত কেবা কৈল বন্দী ॥  
 আব এক দারুণ সন্দেহ হয় মনে । ভয়ানক জঙ্ঘত আছে বনে বনে ॥  
 কিসে বা মালেক কোথা ভাই হারাইল । না বুঝিয়া লক্ষ্মণেরে একা পাঠাইল ॥  
 কয়্যাছিল বশিষ্ঠ স্তোত্রাচ্ছি শাস্ত্রকথা । বিধিবজ্র পুরুষেব বডই বিতথা ॥  
 হুঃখভাগী কেউ নয় বিপত্ত বিপাকে । ভাই বন্ধু বান্ধব সকল ছাড়ে তাকে ॥  
 তাই বা করিল ভাই দেখিল কুতান । মনে কৈল বৃথা কেন হারাব পরাণ ॥  
 অর্ধ অঙ্গ সীতা মোর প্রাণেব ঈশ্বরী । মিনি দোষে সে যখন গেছে পরিত্রি ॥  
 ভাই কেন হবে ভাগী এমন বিপত্তে । দেশকে চলা গেল ভাই অনুথা কি ইথে ॥  
 এইমত যায় প্রভু চায় চারিপানে । গড়িয়া পড়িছে জল যুগল লোচনে ॥  
 বুক বায়্যা পড়ে জল ভিজিল বাকল । একা বনে বস্ত্রা কান্দেন ভকতবৎসল ॥

স্তম্ভ ভোগ ধন ধাম রাজ্য পরিত্যাগি । বনবাসী হইলাম পিতার সত্য লাগি ॥  
 পত্নের কুড্যা তৃণশয্যা খাই বনফল । চাঁচর চূলে জটীর ভার পরাছি বাকল ॥  
 এমন যন্ত্রণা পাই ধর্ম ভাদি মনে । বজ্রাঘাত পড়ে মাথে পিতার মরণে ॥  
 সম্বরিলাম সে শোক সড়রি শাস্ত্রকথা । বঞ্চিল দাক্ষণ বিধি হারাইলাম সীতা ॥  
 সীতার শোকে চক্ষে জল পথ দেখি নাই । দুই এক প্রবোধ কথা কইতেছিল ভাই ॥  
 কি বুদ্ধি দিলেক দিখি লয়া গেল কোথা । লিখন আছিল ভালে এমন বিতথ্য ॥  
 কর্যাছিন্তু কি অধর্ম ফল্য কার শাপ । কিন্তু ভাই লক্ষ্মণ বিনে জলে দিব ঝাঁপ ॥  
 সর্বকাল জানি আমি লক্ষ্মণের মন । মরণের সাগী ভাই মোর প্রাণধন ॥  
 এমন শোকে সে কি মোকে পেলিয়া যাবেক । তবে যে বিলম্ব কিছু বিপত্ত হবেক ॥  
 যাতে হইল লক্ষ্মণের তত্ত্বাবধানে । ধনুর্বাণ হাতে রাম প্রবেশিলা বনে ॥  
 কোথা ভাই লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলা ডাকি । চলা যান বেগবান শ্রীরাম ধামুকী ॥  
 লক্ষ্মণের শব্দ নাই গেল বহুদূর । কতক্ষণে সেই বনে উত্তরে ঠাকুর ॥  
 পরিপূর্ণ ফল ফুল অপূর্ব উদ্যান । দেখি আপ্যায়িত মনে চিস্তে ভগবান ॥  
 কোন দেবতার স্থান কি আশ্চর্য সৃষ্টি । ত্যাগ করি নহে মন মজে মোর দৃষ্টি ॥  
 এত ভাবি ভগবান ভাবে রহে তুল্যা । পক্ষফল ভক্ষণ করেন তুল্যা তুল্যা ॥  
 দৃষ্টি পড়ে হুম্মান হাঁক্যা হাঁক্যা কয় । বুঝি প্রায় সাধ মনে বাইতে ঘমালয় ॥  
 উত্তর না দিলা রাম হনু কোপে জলে । পাথর পর্বত হাতে শীঘ্রগতি চলে ॥  
 এডিল পর্বত গোটা রামের উদ্দেশে । শূন্যপথে চক্রাকার গর্জ্যা বেগে আইসে ॥  
 সন্নিকট হল আস্তা দেখি ভগবান । ত্রাস পায়্যা তুরিতে ধরিল ধনুধান ॥  
 নিক্ষেপিলা ব্রহ্মবাণ কাটা গেল গিরি । টঙ্কার দিলেন চাপ্যা প্রভু জটাধারী ॥  
 শব্দধান শুনে স্বর্গ পাতাল মরতে । মেঘের গর্জন যেন প্রলয় কালেতে ॥  
 ক্ষুদ্র বনজন্তু কত ধনুশব্দে মরে । সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ গণা ধৈর্য হতে নারে ॥  
 দূর বনে পালায় [রডে] হয়্যা প্রাণভয় । সঞ্চিল দ্বিগুণ কোপ পবন-তনয় ॥  
 আমি শঙ্করের রক্ষী ত্রিপুরেরে জিনি । প্রাণ লয়্যা পালাব গণ্ডির শব্দ শুনি ॥  
 তবে কি এ মুখ আর দেখাব শঙ্করে । জিজ্ঞাসিলে কি কহিব পবন পিতারে ॥  
 মনুষ্যের ভয়ে ভাগ্যা লোককে হাসাব । বাঁচি মরি যে হক সংগ্রাম গিয়া দিব ॥  
 এত বলি হুঙ্কার ছাড়িলা হুম্মান । পৃথিবীতে যত প্রাণী কম্পকম্পমান ॥  
 কপির গর্জনে জলদগ্নি সীতাকান্ত । আইল পর্বত হাতে বীর হুম্মন্ত ॥  
 পুনশ্চ মারিল ফিক্যা রামের উদ্দেশে । অরণ্যে প্রভু তাকে অবহেলে নাশে ॥  
 ভয় জন্মে চিস্তে হুম্মন্ত মহাবীর । একদৃষ্টে নিহালেন রামের শরীর ॥  
 দেখিছে কোমল কান্তি অল্প বয়স্কর । অত শক্তি ধরে যেন মূর্তিমন্ত যম ॥

কোটি সূর্য জিনি বপু অধিক উজ্জ্বল । মাথে পরিপূর্ণ জটা পর্যাচ্ছে বাকল ॥  
উপবীত আছে যেন তপস্বীর মত । অথচ ধর্যাছে অস্ত্র একি বিপরীত ॥  
মন্ত্ৰস্তোর মত মোর মনে নাঞ্চি লাগে । আইসে কোন দেবতা গন্ধর্ব অহুরাগে ॥  
যে হক রাখিব যশ মারিয়া উহাকে । এত বল্যা বটবৃক্ষ উপাড়িয়া ফিকে ॥  
জুড়িয়া যোজন চারি বৃক্ষ গোটা যায় । মহাব্যস্ত ভগবান বাণ মারে তায ॥  
ডালপালা কাটিয়া পাড়িল ক্ষিতিতলে । মূলভাগ বাজে গ্যা রামের বক্ষস্থলে ॥  
মূর্ছাপন্ন পরাংপর বৃক্ষের আঘাতে । জ্ঞান পায়্যা প্রশংসা করেন হনুমন্তে ॥  
ধনুরে বানর তোর বাহুবল এত । অর্ধধান বৃক্ষ বাজে আমি মূর্ছাগত ॥  
হনু কয় পালে ভয় হয়্যাছে কি এখন । এই পর্বতের ঘায় বধিব জীবন ॥  
এত বল্যা যোজন পঞ্চাশ এডে গিরি । এবার সামাল নহে তপস্বী জটাধারী ॥  
ঘোর রবে আইসে গিরি গগনমণ্ডলে । ভকতবৎসল বাণ এডে বাহুবলে ॥  
এক অস্ত্র শতার্থ হইল শূন্যপথে । খণ্ড খণ্ড কর্যা গিয়া কাটিল পর্বতে ॥  
বাউবাণে ছারখার হৈল গিরিবর । যোজন যোজন হয়্যা পড়ে দেশান্তর ॥  
বা উনপঞ্চাশ লইল একখণ্ডে । এক অংশ চাপ্যা পড়ে শ্রীরামের মূণ্ডে ।  
চারিক্রোশ গিরি চাপ্যা পড়ে শিরোদেশে । জ্ঞান হর্যা গোসাঞ্চি পড়িল ধরাপাশে  
হাসে ভাষে পরিহাসে প্রভজন-সুতা । পক ফল খায়্যা জল নিবর্তিল ক্ষুধা ॥  
হেথা প্রভু পর্বত-চাপনে কতক্ষণ । প্রাণপীড়া পরিহরি পাইলা চেতন ॥  
পদাঘাতে পর্বত ফেলিয়া দিলা দূরে । গর্জিয়া দুর্জয় গুণি ধরিলা বাম করে ॥  
ছাড়িলা হস্তার শব্দ ত্রিলোক জুড়িল । প্রভু রাম বজ্রবাণ সন্ধান ছাড়িল ॥  
বুকে বাজে বানর পড়িল মূর্ছা হয়্যা । সঘনে শোণিত-শ্রোত মুখ নাসা দিয়া ॥  
কোদণ্ড করিয়া কান্ধে কমলপোচন । পক ফল খায়্যা জল করিলা ভক্ষণ ॥  
পবন কহিছে গিয়া দেব ত্রিলোচনে । হনুমান মল্য তব মাভুষের বাণে ॥  
উদ্ধান ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়াছে । বজ্রবাণে হনুমানে পরাণে মার্যাছে ॥  
মারুতের কথা শুণ্য সংশয় বৃত্তান্ত । তপ ধ্যান তেজিয়া সাজিল উমাকান্ত ॥  
অস্ত্র নিলা চক্র গদা ত্রিশূল পটিশ । পশুপতি পঞ্চবীর লয়্যা চলে ঈশ ॥  
কামগতি উপনীতি আপন উদ্ধানে । বশিষ্ঠের মত বলি কবিচন্দ্র ভণে ॥

### শিব রামের যুদ্ধ

পড়িয়া পবন-পুত্র পশুপতি দেখে । সঘনে শোণিত-শ্রোত বয় নাসা মুখে ॥  
দেখিয়া ত্রিবিলা দেব দয়ানিধি হর । করুণা করিয়া কত গায়ে বুলান কর ॥  
ত্রিলোচন হনুতনু মাত্র পরশিতে । বলাধান জন্মিল উঠিল ভূমি হইতে ॥

আছোপাস্ত যত কথা জিজ্ঞাসেন শুনী । নিবেদন করে হু হু হয় । পুটাঞ্জলি ॥  
 অবাস্তুর গুণ্য পশুপতি আক্রোশিল । হুকার ছাড়িয়া হর অগ্রসর হইল ॥  
 বন তেজ্য বাহুড়িয়া যাছিল। রঘুবীর । ফিরিয়া দাণ্ডাল গুণ্য গর্জন গভীর ॥  
 শীঘ্র যান শঙ্কর রামের দৃষ্টি পড়ে । দেখে অস্ত্র লয়া এক বীর আসে রড়ে ॥  
 গলে যোগপাটাসিনি শিরে জটাধর । শত চন্দ্র জিনা বপু পর্যা বাঘাধর ॥  
 ত্রিশূল দক্ষিণ করে তিনটা লোচন । হাড়মালা গলে দুলে ভালে হতাশন ॥  
 মার মার শব্দ মুখে হুকার গর্জন । দেখিয়া রুঘিলা রাম কমললোচন ॥  
 ধনুকে টঙ্কার দিল ছাড়ি সিংহনাদ । ত্রিভুবনে চমংকার গুণিল প্রমাদ ॥  
 শঙ্কর হুকার ছাড়ে অর্ধেক ধরণী । দেখা দেখি দুজনে বাজিল হানাহানি ॥  
 কেহ কারে নাঞি চিনে দারুণ কোপে মত্ত । পরস্পর অস্বাঘাত শক্তি যার যত ॥  
 এক অস্ত্র ব্যর্থ নয় বাজে পরস্পর । বাণেতে দু'হার হইল শরীর জর্জর ॥  
 রামবাণে শিবঅঙ্গে রক্তধারা বয় । শূলাঘাতে ভিজ়ে রক্তে রাম দয়াময় ॥  
 পুনশ্চয় চন্দ্রচূড় চক্র গোটা ফেলে । চমকিত চক্রাণি বাজে গিয়া ভালে ॥  
 ফিক দিয়া রক্তশ্রোত পড়ে বুক বায়্যা । শ্যাম অঙ্গ ভিজ়া গেল বাকল ডুবিয়া ॥  
 চন্দ্রবাণ প্রভু রাম মারিলা শঙ্করে । লল্লাটে ফুটিল বরবর রক্ত ঝরে ॥  
 ব্যাপিল সকল অঙ্গ ভিজ়ে বাঘছাল । দু'হার শোণিতে বন্যা বয় নদী খাল ॥  
 পালন প্রলয় কর্তা দু'হে করে রণ । স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিছে ত্রিভুবন ॥  
 পদভার ধরণী ধরিতে নারে আর । সহস্র ফণা অনন্ত ফিরায় বারে বার ॥  
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সবে ভাবিছে সংশয় । মহা প্রলয়েতে প্রায় সৃষ্টিলোপ হয় ॥  
 বাসব বিধিরে কয় বসিয়া কি দেখ । তল যায় পৃথিবী উপায় কর্যা রাখ ॥  
 বিরিকি বলেন বর্থে না দেখি উপায় । দেবতা গন্ধর্ব আদি নিকটে কে যায় ॥  
 পবনে কইতাম যদি তার কর্ম ছিল । সেই সে হস্তুর কথা হরে কয়্যা দিল ॥  
 তাহা গুণ্য সঙ্কট শিবের বাড়ে কোপ । পবনের কর্ম দেখ সৃষ্টি করে লোপ ॥  
 ইন্দ্র বনে উ সব দেখিতে আমি পাই । কৈলাসে যাঈব চল পার্বতীর ঠাঞি ॥  
 বাসবের বোলে বিধি উঠে শীঘ্রগতি । ক্ষেপমাত্র কৈলাস পর্বতে উপনীতি ॥  
 কোথা গো পার্বতী বলি ডাকে পদ্মযোনি । বিরিকির বাক্য গুণ্য বেরালা ভবানী ॥  
 ইন্দ্র কয় অবাস্তুর জ্ঞান কিছু হরা । শিব রামে সংগ্রাম অবনী হল সারা ॥  
 পার্বতী বলেন কে সে দশরথ-সুত । তিনি যে আপনি পূর্ণ বিষ্ণু আবির্ভূত ॥  
 তার সঙ্গে ভূতনাথ সময় করিছে । অদ্ভুত এসব কথা কব কব কাছে ॥  
 শক্র কয় সব জ্ঞান যখনকার যা । যাত্রা কর জগৎ সংসার রাখ মা ॥  
 ভবানী বলেন ভব ভুল্যাছেন যদি । বুঝাইয়া বোধ কেন না কর্যাছ বিধি ॥

বিধি বলে আমার কি যোগ্যতা কাছে ষাই । দুজনের মূর্তি দেখ্যা মনে ত্রাস পাই ॥  
 হিত চিন্তি চল চণ্ডী নহে চক্রে বুড়ে । মর্ম গ্যা বুঝাঅ চক্রপাণি চন্দ্রচূড়ে ॥  
 ব্যস্ত দেখ্যা বিশ্বমাতা বিরিকি বাসনে । ষাত্রা করে জয়চণ্ডী বুঝাইতে ভবে ॥  
 যেখানে দণ্ডকবনে হরিহরে রণ ॥ তার শূন্যপথে বস্তা রয়ে দেবগণ ॥  
 হাত উর্যা উমাকে দেখায় বজ্রপাণি । এই দেখ দুজনে সংগ্রাম হানাহানি ॥  
 চায়া দেখ চামুণ্ডা চমক লাগে মনে । দুই গাত্রে রক্তশ্রোত বহিছে সঘনে ॥  
 অচিরু হয়্যাছে দৌহে ভাবেন পার্বতী । কোনজন বৈকুণ্ঠনাথ কেবা পশুপতি ॥  
 দুজনর মাথে জটা রক্তপূর্ণ কায় । সমান হুঙ্কার রব সমগতি যায় ॥  
 মাত্র চিহ্ন মহেশের হাথে চক্রে শূল । স্নিকটে হনুমান সংগ্রামের মূল ॥  
 রামের গাণ্ডীব হাতে বাণ বাঁধা বামে । কথ কথ দৃষ্টি হয় দূর্বাদল শ্রামে ॥  
 রক্তকমল যেন নীলবর্ণ জলে । প্রবালের মালা যথা তরুণ তমালে ॥  
 শুভ্রকায় শঙ্করের সুধাকর জিনি । যেমন মুক্তার কাছে প্রবাল গাঁথনি ॥  
 আত্মাকে বিশ্বস্ত দৌহে না জানেন কিছু । সম্মুখে দাণ্ডাল্যা শিবা শিবে কর্যা পাছু ॥  
 রামপানে চায়া দুটি জোড় কৈলা হাথ । সৃষ্টি যায় সময় সংহর রঘুনাথ ॥  
 একদৃষ্টে দয়ানিধি দুর্গাকে নেহালে । পুটাজলি প্রণমিয়া পড়ে ভূমিতলে ॥  
 পার্বতী বলেন মোর অসংখ্য প্রণাম । কি জগা মানবজন্ম করিছ কোন কাম ॥  
 যুদ্ধ কর ধনুধর বৃজটির সনে । পায়্যাছিলে এমন স্রুষ্টি কোনখানে ॥  
 দিন চারি বৈকুণ্ঠ ছাড়্যা বুদ্ধিলোপ । সংসার হাসালে হে শিবের সঙ্গে কোপ ॥  
 করিছ এমন কর্ম পরিণাম কি বুঝি । রাঘব বলেন কিবা শিবের সঙ্গে যুঝি ॥  
 পার্বতী বলেন হায় কব কার ঠাগ্রি । এতটা হয়্যাছ মত্ত আপনা চিন নাগ্রি ॥  
 চায়া দেখ ত্রিলোচন জটিল তপস্বী । তব নাম গুণগান করে দিবানিশি ॥  
 ধনু ছুড়্যা পেলো রাম পার্বতীর বোলে । মাথে হাতে বসিলেন তরুণরতলে ॥  
 লঙ্কায়া মলিন মুখ রাম হেঁটমাথে । ভগবতী ভবেরে ভৎসেন বিধিমতে ॥  
 চাহিয়া শঙ্করপানে কয় শৈলহুতা । তপস্বী বলিয়া নাম রাখিলে সর্বথা ॥  
 কেবল ভাস্কড ভোলা ভাল ত ভুল্যাছ । বিশ্বকর্তা বিষুসনে যুদ্ধ আরম্ভ্যাছ ॥  
 সিদ্ধি খায়্যা সিদ্ধ হয়্যা সার কর্যাছ মন । রামসঙ্গে সংগ্রাম করিছ তে কারণ ॥  
 এখন জানিলা রাম কোন বস্তু বটে । ইষ্টরূপে যেটি বৈসে তব কণ্ঠ-পাটে ॥  
 সেইটি আস্পাছে সৃষ্টি উদ্ধার করিতে । পাঠাল্যা বাসব বিধি রানব বধিতে ॥  
 ধরিলা নির্মল নাম দাশরথি রাম । তপস্বী জনার প্রাণ পূর্ণ মনস্কাম ॥  
 সে রাম লোচনেদেখ মাথা তুল্যা চাঅ । যারে জপ্যাযোগী তুমি ভিক্ষা মাগ্যা থাঅ ॥  
 হৈমবতী কহে হর হয়্যা হেঁটমুখ । প্রত্যাশি করেন প্রভু পবন দিল দুখ ॥

সেই গ্যা কহিল মোরে হৃৎ হৃৎগতি । মাগুষে মাঝি প্রভু তোমার মাক্তি ॥  
 আক্রোশে আসিয়া আমি আরস্তি রণ । অক্ৰমান না কৈল উপাস্ত বিবরণ ॥  
 বুঝিলাম বটে বিষ্ণু আস্তাছেন অবনী । শাপ্যাছিল নারদ সে সব মঙ্গি জানি ॥  
 সে বামেব সঙ্গে যদি সংগ্রাম কৈলাম । ভজন যজন জপ সব হাবাইলাম ॥  
 পর্বকথা সঙবিয়া শঙ্কর শোকাকুল । ছুড়া পেলে চন্দ্রচন্দ চক্র গদা শল ॥  
 দ্বিছ কপিচন্দ্র গায় অপব কখন । সব পাপে মুক্ত হয় যে করে শ্রবণ ॥

### লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ

হুমানো জিজ্ঞাসা কবেন হৈমবতী । বিরোধ বাডালে কেন বিষ্ণুর সঙ্গতি ॥  
 পার্বতীর কথা শুনা কয় হুমান । অনেক কাল রাখি আমি এই পুপোত্তান ॥  
 কাব শক্তি দেবতা গন্ধর্ব আদি মোকে । দশ পুষ্প তুল্যা লেই লজিয়া আমাকে ॥  
 বগ্না আছি পর্বত উত্থান দৃষ্টি কবি । আপাতক আইল এক তপস্বী জটাধারী ॥  
 প্রবালে সোনার রতি যেমন উজ্জল । অঙ্গের বরণ তেন পব্যাছে বাকল ॥  
 দুর্জয় ধনুক ধরে অলপ বয়েস । বলা কয় নাগ্রি বনে করিল প্রবেশ ॥  
 যত ইচ্ছা ফল ফল সব তুল্যা লেই । যত ডাকি আমাকে উত্তর নাগ্রি দেই ॥  
 মের্যাছি পর্বত ফিক্যা মর্যাছে কি আছে । তারপর দুর্বাদল শ্রাম এ আস্তাছে ॥  
 পার্বতী বলেন কিবা কহিল বানর । মার্যাছিস গিরি চাপি আরেক জটাধর ॥  
 লক্ষণ ঠাকুর তিনি অনন্ত আপনি । তবে সৃষ্টি মজিল রে ডুবিল অবনী ।  
 স্মিত্রাতনয়—বাম ভাই বলেন তাঁকে । পেড্যাছিস বজ্রাঘাত কি শুনাগি মোকে  
 হায় হায় করে দেবী চক্ষু ছলছল । বলবুদ্ধিলোপ হুমন্ত মহাবল ॥  
 শঙ্কর পাইলা শঙ্কা শুনিয়া কাহিনী । কি হবে উপায় শীঘ্র করহ ভবানী ॥  
 পর্বতের চাপনে লক্ষণ পড্যা যথ । আল চূলে শীঘ্রগতি উমা উপনীতা ॥  
 বামকরে কর্যা গিরি ফিক্যা দিল দেবী । দেখিল লক্ষণ পড্যা লোটায়া পৃথিবী ॥  
 ফিক দিয়া রক্ত মুখে নাসায় বহিছে । স্বর্ণকাস্তি রক্তশ্রোতে সকল ডুব্যাছে ॥  
 সন্নিকটে ধনুর্বাণ পড্যা ভূমিতলে । কাতর হৃদয়ে ভাবে দুর্গা করেন কোলে ॥  
 আনি সরোবর ছল যোগায় মাক্তি । লক্ষ্মণেরে প্রফালন করেন পার্বতী ॥  
 মুখে জল দিয়া দেবী ডাকে কর্ণমূলে । বাতাস কবেন নেতবন্ধের আঁচলে ॥  
 বেদনা সত্তরে প্রভু হইল বলাধান । চাহেন চণ্ডীর পানে মেলিয়া নয়ান ॥  
 বিশ্ব জন্মিল মনে বলিল উঠিয়া । হুমান-স্থানে চলে গাণ্ডীধুরিয়া ॥  
 ভয়ে কাপে কপিলর দুর্গাপানে চায় । ঠারে কয় ঠাকুরাণী পড গিয়া পায় ॥  
 ইঙ্গিতে বুঝিলা বীর যে বলে বাস্থলী । পড়িল লক্ষণ-পায় হয়্যা পুটাগুলি ॥



হুমিত্রা-তনয় হাসে ভাবেন পার্বতী । আমি জানি প্রভু তুমি অনন্ত মুরতি ॥  
 পুনশ্চ হাসিলা বীর দেবীর কথায় । ভূমণ্ডলে পড়িয়া প্রণাম কৈল মায় ॥  
 উঠিলা অবনী হৈতে কহেন অধিকা । ভরা কর্যা চল রামসঙ্গে কর দেখা ॥  
 লক্ষণ বলেন বটে পশ্পানদীর কূলে । দেবী বলে ঐ যে বসিয়া বৃক্ষমূলে ॥  
 আশু উপাস্ত যত বলেন ভগবতী । দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় চলিলা শীঘ্রগতি ॥

### রাম ও লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ

ধনুর্বাণ ফেল্যা ভূঞে : বাক্য না বেরায় মুঞে : বৃক্ষমূলে বশ্য ভগবান ।  
 উমা হনুমান সাথে : পক্ষ ফল ঢুনা হাতে : লক্ষণ রামের কাছে যান ॥  
 হেঁটমাথে দয়াময় : নিরখিয়া পদদ্বয় : প্রণমিলা স্তমিতানন্দন ।  
 চান রাম মাথা তুলি : যুগল কমল মেলি : কহিলেন আইলা লক্ষণ ॥  
 এতটা বিলম্ব কেনে : গিয়াছিলে কোন বনে : আমার বিপন্ন স্তন ভাই ॥  
 তোমার উদ্দেশে আসি : এই বনে পরবেশি : পক্ষ ফল তুল্যা তুল্যা খাই ॥  
 কহিতে অদ্ভুত রঙ্গ : রণ এই কপি-সঙ্গ : ঘোরতর কতক্ষণ হইল ।  
 শূলে করি প্রমুখাত : কত অস্ত্র লয়্যা সাথ : তারপর শঙ্কব আইল ॥  
 কেহ কারে নাহি জানি : হুঁহে করি হানাহানি : অস্ত্রাঘাতে দৌহে জর্জবিত  
 পার্বতী আসিয়া মনে : দাণ্ডাইলা মধ্যখানে : করিলা সংগ্রাম নিবাবিত ॥  
 উভে পরিচয় জানি : মনেতে ধিক্কার মানি : বশ্য এই ভাবি তরুমূলে ।  
 স্তনিয়া লক্ষণ তাহা : নিজ বিবরণ যাহা : নিবেদিলা চরণকমলে ॥  
 শুভ্যা লক্ষ্মণের হৃথ : রামসঙ্গে অধোমুখ : গলা ধর্যা কান্দেন ভগবান ।  
 লজ্জায় মলিন হয়্যা : দূরে হতে নিরখিয়া : নিকটে আইলা ত্রিনয়ান ॥  
 রামমুখ নিরখিয়া : অষ্ট অঙ্গ লোটাইয়া : পৃথিবীতে পড়ে পশুপতি ।  
 লক্ষ্মণেব গলা ছাড়ি : তাব কর্যা ভূমে পডি : প্রণাম কবিলা বযুপতি ॥  
 পরস্পর প্রিয় বোল : উঠ্যা দুইজনে কোল : পার্বতীর আনন্দ বিস্তব ।  
 অমরেন্তে জয় গায় : বিরিকি বাসব তায় : পুষ্প বর্ষে হুঁহাব উপব ॥  
 দৌহে দৌহা পরশিলা : ঘুচিল গায়ের জালা : পূর্বমত শরীর দৌহার ।  
 শ্রীযুৎ কবিচন্দ্র দ্বিজ : আদেশ পাইয়া নিজ : কোন গতি হবেক আমাব ॥

### হনুমানের প্রার্থনা

রঘুবর সুন্দর : লক্ষণ শঙ্কর : পাতকী কবিচন্দ্রে দ্বিজে ।  
 এই বিনয় করি : শঙ্কট পরিহারি : আপ আপ করি নিজে ॥

ধরণীতলে বাস : কেবল জনহাস : যন্ত্রণা যাবত জন্মি ।  
 দুর্গতি নিতি নিতি : না দেখি নিষ্কৃতি : বিধি বড দারুণ কর্ম্ম ॥  
 বিধিবিধি বিধি বট , তাহার নিপট : করিতে পার রূপা যাতে ।  
 শ্রমিষা আপন। : বারেক করুণা : কর দৌহে দীন অনাথে ॥  
 বসুবদ স্তম্ভর : কল্লতরুবব : তলাতে বসিলা রঞ্জে ।  
 পার্বতী সম্মুখে : বসিলা কৌতুকে : লক্ষ্মণ শঙ্কর সঙ্গে ॥  
 বানব কুতূহলী : হইয়া পুটাঞ্জলি : বিনয়ে বলিছে রামে ।  
 প্রভু দীনবন্ধু : রূপা গুণসিদ্ধ : প্রশঙ্গ হইবে হামে ॥  
 বানব পশু জাতি : কি জানি ভকতি : বুঝিতে না পাবি শক্রে ।  
 তোমাব সঙ্গতি : বিবাদ রঘুপতি : আমার দৈবেব চক্রে ॥  
 কহিলা ভগবতী : ছলেন আকৃতি : দুষ্টের শাসন লাগি ।  
 তাবিবে স্বেজনে : বধিবে বাবণে : এজনি মমতা ভাগী ॥  
 উ দুটি চরণে : যাবত যোগীগণে : ধ্যান করিয়া ধ্যায়্যে ।  
 অমবে দুর্লভ : প্রভু হে রাঘব : বিডম্বিল। হরি মোয়ে ॥  
 কেমনে জানিব : গোবিন্দ মানব : অনন্ত সঙ্গতি করি ।  
 তুলিয়া সকল : খাবেন বনফল : জটাঘটা শিরে ধরি ॥  
 ভকতবৎসল : পরিয়া বাকল : হবেন কাননবাসী ।  
 এ হেন কপট : বুঝিতে সঙ্কট : আমার নিকটে আসি ॥  
 হনুব ভাষণ : বধুকুল নন্দন : শুনিয়া সন্তোষ মানি ।  
 কবিচন্দ্র কন : করিল বর্ণন : কেবল রামকে জানি ॥

### হনুমানের অঙ্গীকার

শুনিয়া হনুর কথা সুখী বধুমণি । কহেন বানবে তোমা বীবেতে বাখানি ॥  
 তোমায় দুঃখিত আমি কদাচিত নই । তোমাব সাহস দেখ্য। ধন্য ধন্য কই ॥  
 স্থিবে হইল হনুমান বামের আশ্বাসে । তারপর রূপাময় কন কুন্তিবাসে ॥  
 প্রভু হর দিগম্বর ভিক্ষা দেহ মোরে । বিপত্ত তরিতে মাগি তোমার হনুবে ॥  
 হাসেন শঙ্কর গুণ্ডা শ্রীরামের বাণী । ত্রিভুবনে যত বীর তুমি তার প্রাণী ॥  
 কি আশ্চর্য আমি শুদ্ধ তোমাতে বিক্রীত । লেহ হনুমানে দিলাম জন্মজন্ম-মত ॥  
 এই বলি মোব অপরাধ ক্ষমা কর । সংগ্রামের যত দুখ সকলি সংহর ॥  
 শুনিয়া শিবের কথা শ্রীরাম লজ্জিত । পুনর্বীর কোলাকুলি দৌহে হরষিত ॥  
 তারপর হনুমানে কহে দয়াময় । শঙ্কর দিলেন ভিক্ষা সঙ্গে যাতে হয় ॥

হুত্ব কয় প্রভু মোর ভাগ্য ]? বলবান । আজি হতে কেনাবেচা রামের হুত্বমান  
 মূর্তিভেদে থাকি আমি স্ত্রীগ্রীবের সাথে । স্মরণ করিলে দেখা করিব পশ্চাতে ॥  
 পার্বতী শঙ্কর ছুঁই গেলেন কৈলাসে । হুত্বমান গেলা শীঘ্র স্ত্রীগ্রীবের পাশে ॥  
 অনেক ভ্রমণ কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ । তারপর ঋতুমুক পর্বতে আগমন ॥  
 স্ত্রীগ্রীবের মৈত্রতায় মন দিলা রাম । পর্বত আশ্রয় দৌহে করিল। বিশ্রাম ॥  
 তথা বালী-ভয়েতে স্ত্রীগ্রীব রাজা আছে । হুত্বমান আদি পঞ্চ পাত্র মিত্র কাহে  
 দূবে হতে দৃষ্টি হয় শ্রীরাম লক্ষ্মণে । লুকাই বৃক্ষের আডে ভয় পায়্যা মনে ॥  
 পঞ্চ বানর সঙ্গে দেখাল হাত উবায় । কে দ্জন আইসে সতে দেখ দৃষ্টি কর্যা ॥  
 দুই মূর্তি কি আশ্চর্য বর্ণ অল্পপাম । একটি গৌরবর্ণ একটি দুর্বাদল শ্যাম ॥  
 মাথায় জটীর ভার আছে বাকল পর্যা । দুর্জয় ধনুক দুটা হুইজনে ধর্যা ॥  
 স্ত্রীগ্রীবের কথা শুন্না হুত্বমান যায় । বাম্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

### হুত্বমানের নারায়ণ দর্শন

স্ত্রীগ্রীব বলে সন্দেহ লাগে গুরুতর । মায়া কর্যা আলা কিবা বালী-অচ্যুতব ॥  
 হুত্ব বলে আমি যাই বুঝি কে দ্জন । স্ত্রীগ্রীব কয় কর তবে স্বরূপ বর্জন ॥  
 মাগন্তের মূর্তি ধবে মরুৎ-তনয় । চারিদিগ চায়্যা চলে চঞ্চল হৃদয় ॥  
 দূরে হতে দৃষ্টি করে দয়ানিধি তায় । আশ্রয় বীর বাউহুত বুঝিতে আমায় ॥  
 দেখাব আপন মূর্তি পবন-কুমারে । এত ভাবি ভগবান চতুর্ভূজ ধরে ॥  
 অঙ্গছটা কোটি বিধুবর প্রকাশিলা । বক্ষদেশে শ্রীবৎস ছলিছে বনমালা ॥  
 পর্যাছেন পৌতবস্ত্র লক্ষ্মী বস্ত্র নামে । করযুগে বীণা বেণু সারদা দক্ষিণে ॥  
 ব্রহ্মপুত্র সনকাদি স্ময়মান সর্বে । দেবঋষি পিতৃগণ সিদ্ধ গন্ধর্বে ॥  
 এ সকলে সেব্যমান কমললোচন । জিনিয়া হাজার সূর্য অপের বরণ ॥  
 কত শত চন্দ্র জিনি মুখপ্রভাখান । চমৎকার লক্ষ্মণের রামপানে চান ॥  
 ভায়ের ভাব বুঝি প্রভু স্মরিল আপন । ধরিল অনন্ত মূর্তি হল সহস্রফণা ॥  
 রৌদ্রের আতপ আশ্রা বাজ্যাছে শ্রীমুখে । ফণা ধর্যা লক্ষ্মণ বারণ করে তাকে ॥  
 সর্পের সমূহ সব বেড্যা লক্ষ্মণেরে । মস্ত্র পড্যা চারিদিগে বেড্যা স্তব করে ॥  
 দেব সর্বে স্ময়মান রামের সম্মুখে । সর্প সব লক্ষ্মণেরে বেড়িয়া চারিদিকে ॥  
 সহস্রফণা লক্ষ্মণ ধরিয়া রাম-শিরে । নিকটস্থ হয়্যা হুত্ব অহুত্বমান করে ॥  
 একবার নিরখিয়া চাপে হনয়ন । আরবার চতুর্ভূজ অনন্ত দরশন ॥  
 ভাবের উদয় চিন্তে তেজি ভিন্ন কায় । প্রণমিয়া করপুটে সমুখে দাণ্ডায় ॥  
 আসিয়া বানর বীর কহে ধিরি ধিরি । পবন-তনয় আমি হুত্ব নাম ধরি ॥

বানরের রাজা বালী স্ত্রীবে দু ভাই । কনিষ্ঠ স্ত্রীবে রাজ্যভাগ দেই নাই ॥  
 বালী মহাবলী বলে স্ত্রীবে না ধাটে । লুকাইয়া রয়্যাছেন পর্বত নিকটে ॥  
 সন্ধে আছে পঞ্চজন প্রণয় পাইয়া । কাল গুয়াই গুপ্তবেশে ফলমূল খায়া ॥  
 .তামাদিগো দেখিয়া সন্দেহ হল তাব । মোরে পাঠাইল বাজা জানিতে সমাচার ॥  
 পূর্বে দেখিলাম যবে দুই হস্তধারী । তুজনর গণ্ডি হাতে গাছের ছাল পরি ॥  
 মাথে জটা পূর্ণ ছিল সে সব গেল কোথা । নিকট আসিয়া এখন দেখিছি অগুথা ॥  
 এই ত বিচিত্র বড় জন্ম্যাছে বিস্ময় । গুণাছি রূপ হরমুখে বাক্য উক্তি হয় ॥  
 বামের চরিত্র লীলা অমৃত সমান । বান্দীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥

### হনুমানকে রামের পরিচয়দান

দ্রুতব অঞ্জলি করি : দৌহার বদন হেরি : সক্রম অরুণ নয়ান ।  
 অঙ্গ অঙ্গ সঙ্কচিয়া : বয়ানে বিনয় হয়্যা : পুলক কদম্ব কত বান ॥  
 হস্ত অপকপ দেখি : নিমিখ নিধন আঁগি : হেরি ভেল মন মুরচিত ।  
 যাবে ভাবি যোগবলে : উদয় কমলদলে : হেনকপ দেখি আচম্বিত ॥  
 দেখি গুণধাম রাম : নবদূর্বাদল শ্রাম : শ্রীবৎস চিহ্নিত জদে দেখি ।  
 মুখে না নিঃসবে বাণী : পূর্ণব্রজ হনুমানি : কত ধারে বুরে ঢটি আঁগি ॥  
 তে গোসাঞি মহাশয় : কহ আগমন জয় : পরিচয় দেহ না তোমাব ।  
 ই হেন মোহন বেশ : আলে বনচর দেশ : ঋগ্মূকে কেন আগুসার ॥  
 দ্বলয়দল নীল : শ্রাম তন্তু চলচল : বক্ষে দেখি শ্রীবৎস লাক্ষন ।  
 গোলোক ছাডিয়া হরি : আইলা ঋগ্মূক গিরি : স্ত্রীবে করিতে অপেক্ষণ ॥  
 কি মোর ভাগ্যেতে লেখা : ফলেতে পশ্চিমে দেখা : উদয় করিল কেন তপে ।  
 শিব শুক নারদ ব্রহ্মা : কিরূপ বুঝিয়া তোমা : যুগান্তে যোগার্ধে করি জপে ॥  
 আজি দেখি দিন ভিত্ত : আনন্দে উথলে তন্তু : কি জানি করিছে মোব মন ।  
 ই মোর লুবধ আঁগি : ঢটি পাদপদ্ম দেখি : নিতে চাই চরণে শবণ ॥  
 হনুর শুনিয়া বোল : লক্ষণ হল্যা উতরোল : রামের মনে বাড়িল উল্লাস ।  
 পুরিল মনের আশ : যেন ঠাকুর তেন দাস : কবিচন্দ্রের পূর্ণ কর আশ ॥

### হনুমানের দৌত্য

হনুমান বলে শুন রাজীবলোচন । স্ত্রীবের কার্যহেতু কর্যাছি গমন ॥  
 তোমার সহিতে শুভক্ষণে হল দেখা । বাসনা হয়্যাছে তার করিবেন সখা ॥  
 এত শুনা শ্রীরাম লক্ষণ বীরে কয় । হনুमानে আমাদের দেহ পরিচয় ॥  
 লক্ষণ কহেন তারে পাইয়া আশাস । দশরথ নামে রাজা অযোধ্যায় বাস ॥

তাহার তনয় রাম গুণাকর জ্যেষ্ঠ । ত্রিলোকে বাহার যশ সভাকার শ্রেষ্ঠ ॥  
 ইহার অশ্রু আমি নাম যে লক্ষ্মণ । পিতৃসত্য পালিতে আইলা রাম বন ॥  
 বনের ভিতরে হলা বড়ই বিতথ্য । রামভাৰ্য্য রাক্ষসে হরিয়া নিল সীতা ॥  
 প্রবন্ধে করিয়া যুক্তি সব বীরস্থানে । স্ত্রীঘ্রীবের কথা মোরা শুনাছি শ্রবণে ॥  
 দৌহে ব্রহ্ম জাত্য । হস্ত পড়ে পদতলে । রামমূৰ্তি ধর্যা হৃদ্যানে কৈল কোলে ॥  
 রামনাম মহামন্ত্র দীক্ষা করাইল । পুলকান্ধ হয়্যা হস্ত নাচিতে লাগিল ॥  
 হস্ত কহে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রভু তুমি রাম । মম পৃষ্ঠে চাপ দৌহে আছে পথশ্রম ॥  
 ত্রিলোকের নাথ রাম নারীর কারণে । মৈত্রতা করিতে যান বানরের সনে ॥  
 মাগন্তের বেশ ছাড়্যা নিজ মূৰ্তি ধরে । শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল পিঠের উপরে ॥  
 দাসত্ব স্বীকার কৈল পবননন্দন । পৃষ্ঠে কর্যা লয়্যা গেল ভাই দুইজন ॥  
 দৌহে রাখি স্ত্রীঘ্রীবের পাশে হস্ত যায় । কিঙ্কিয়া কাণ্ডের কথা কবিচন্দ্র গায় ॥

### রাম ও স্ত্রীঘ্রীবের মিত্রতা

পুটপাণি হৃদ্যমান স্ত্রীঘ্রীব রাজায় । শ্রীরামের উক্তি বিবরিয়া কয় তায় ॥  
 ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দশরথ নাম । সর্বগুণাধিত শূর জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ॥  
 রাবণ হরিয়া নিল তাঁর ভাৰ্য্য সীতা । তোমা সনে রামচন্দ্র করিবেন মৈত্রতা ।  
 স্ত্রীঘ্রীব বলেন রাম তোমার দুখ জানি । মৈত্রতা করিবে যদি কহ সত্য বাণী ॥  
 ভাগ্যের নাইক ওব প্রভু রঘুনাথ । ভাৰ্য্যাহেতু বানরের ধরিলেন হাত ॥  
 দুই কাণ্ডে হৃদ্যমান করেন ঘৰ্ষণ । স্ত্রীঘ্রীবের দেশে বীর জালে হত্যাশন ॥  
 প্রজ্বলিত অগ্নি দৌহে প্রদক্ষিণ করে । রাম স্ত্রীঘ্রীবের জয় ডাকয়ে বানরে ॥  
 পরস্পর সখা কর্যা আনন্দে বিভোল । অগ্নি সাক্ষী কর্যা দুইজনে দেই কোল ॥  
 সীতা হর্যা লয়্যা যখন যায় দশানন । হস্ত কয়্যাছেন আশ্রা সীতার রোদন ॥  
 দূর কর যত শোক শুন ওহে মিতা । রাবণ হরিয়া তোমা আত্মা দিব সীতা ॥  
 আভরণ বাক্সা উত্তরীয় বাসে আছে । ইঞ্জিত পাইয়া হস্ত আত্মা দিল কাছে ॥  
 হৃদ্যমান আনাইয়া দিলেন নিকটে । রাম বলে সীতার এই বাস ভূষা বটে ॥  
 সীতার ভাবে বাস ভূষা করিলেন বৃকে । ধরনীতে পড়ে রাম বাষ্পবারি মুখে ॥  
 আবেশে অবশ কায় সীতা সীতা ডাকে । ছলা কর্যা ছায়াবতী ছাড়্যা গেলে মোকে ॥  
 লক্ষণে কহেন রাম রাজীবলোচন । বটে কিনা বটে দেখ সীতার আভরণ ॥  
 কেয়ুর কঙ্কণ তার কতু নাই দেখি । নুপুর দেখিয়া মোর ঝরে দুটি আঁখি ॥  
 স্ত্রীঘ্রীবে কহেন রাম শুন ওহে মিতা । রাক্ষসের অধিপতি রাবণ থাকে কোথা ॥  
 স্ত্রীঘ্রীব বলেন সেহ থাকে লঙ্কাপুরে । স্বগণ সমেত আমি বধিব তাহারে ॥

ভাৰ্ঘা-হরণের দুখ সব আমি জানি । কান্ডার বিরহ দুঃখ তেজ রঘুমণি ॥  
 দুঃখ পাই বড় আমি দয়ার ঠাকুর । ভাই হয়্যা বালী মোরে কর্যা ছিল দূর ॥  
 বালীকে মারিয়া মোরে দিতে পার দেশ । সর্বথা করিয়া দিব সীতার উদ্দেশ ॥  
 ক্রীরাম বলেন মিতা তেজ মনস্তাপ । একবাণে বিনাশিব দেখিবে প্রতাপ ॥  
 সুগ্রীব বলেন মিতা নিবেদি চরণে । বালীকে জিনিতে বীর নাঞি দ্বিত্ববনে ॥  
 বালীর বিক্রম মিতা মন দিয়া গুন । কহিতে পরাণ কাঁপে তবু নাই জান ॥  
 দিন প্রতি দুইবার সকাল বিকালে । স্নান সন্ধ্যা করে সাত সাগরের জলে ॥  
 অঙ্গুলের টিপেতে বিদ্যে সাত তাল । চরণেব জাঁকে পারে ভেদিতে পাতাল ॥  
 সাগরের জলে বালী করয়ে তর্পণ । বালীকে জিনিতে আলা লঙ্কার রাবণ ॥  
 রথভরে গেল রাবণ সাগরের জলে । বালীর শরীরে বাণ মারে বাহুবলে ॥  
 সর্বাঙ্গ ফুটিয়া ধাবে গলয়ে কধির । সাক্ষ নহে তপস্যা চিস্তিত বালী বীব ॥  
 বুদ্ধে বৃহস্পতি বালী বিক্রমে আপার । লেজের বাড়িতে রথ করে চুরমার ॥  
 রথ ভাঙ্গি লাঙ্গুড়েতে বাঞ্চিল রাবণে । স্নান সন্ধ্যা সমাপিয়া আইল ভবনে ॥  
 বন্ধনের চোটে প্রাণ করে ধডপড । অনেক বেগ্নতা করে দাঁতে কর্যা খড ॥  
 দয়া উপজিল বালী দিলেক ছাড়িয়া । শিরে হাত বুলাইয়া গেল পালাইয়া ॥  
 চাপড়ের ঘায়েতে পাখব কবে গুঁড়া । বুকের ঠেসে ভাঙ্গা পড়ে পর্বতের চূড়া ॥  
 স্বমেরু মন্ডার গিবি উপাডিতে পারে । পৃথিবী না সহে ভার যদি দর্প কবে ॥  
 তুণজ্ঞান নাই কবে অস্ত্রের প্রহার । অভেদ শরীর ধরে যেন বজ্রসার ॥  
 হেন বীরে একা তুমি জিনিবে কেমনে । প্রত্যাহ না হয় রাম তোমার বচনে ॥  
 কেমনে প্রত্যাহ হবে কহে বণুবর । সেবিয়া বায়ীকি ব্যাস কহেন শঙ্কর ॥

### বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ

সুগ্রীব বলেন মিতা করি নিবেদন । অমিত বালীর তেজ না যায় কথন ॥  
 মায়াবী চন্দ্রভি দুটা অঙ্গুর জ্বলিল । তিনলোক স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাপিল ॥  
 স্বর্গপুর জিনিয়া উরিল। দুইজন । বীর খুঁজ্যা বুলে পৃথ্বী কর্যা পর্যটন ॥  
 কিকিঙ্কায় আসি [শেষে] হইল। উপনীত । বাজিল সংগ্রাম ঘোর বালীর সহিত ॥  
 বালীরাজ্য একাকী অঙ্গুর দুই বীরে । সাত মাস হয় যুদ্ধ কেহ পারে নাবে ॥  
 চাপড় হানিল বালী মায়াবীর বুকে । চাকের ভাঙুরি ফিরে রক্ত উঠে মুখে ॥  
 ভূতলে পড়িয়া দৈত্য তেজিল জীবন । সাধু সাধু বালীকে বলয়ে দেবগণ ॥  
 সিংহনাদ ছাড়ে বালী পূরে ব্রহ্মতাল । তরাসে চন্দ্রভি যায়্যা প্রবেশে পাতাল ॥  
 চন্দ্রভি খুঁজিয়া বালী ভ্রমে রাতদিন । সাতবার পৃথিবী করিল প্রদক্ষিণ ॥

স্থলঙ্গ দুয়ারে ঢোকে রাখ্যা মো সন্ভারে । পাতালে পশিল বালী মারিতে অস্থরে ॥  
 ঘোরতর সংগ্রাম বাজিল দুই বীরে । কান পাত্যা শুনি শব্দ স্থলঙ্গ দুয়ারে ॥  
 এইরূপে যুদ্ধ হল্য দ্বাদশ বৎসর । শব্দ না শুনিয়া দ্বিলাম স্থলঙ্গে পাংর ॥  
 সমুদ্র নিকটে বসি সন্নিকট লঙ্কা । মোরে রাজ্য করে প্রজা রাক্ষসের শঙ্কা ॥  
 পাতাল ভিতরে বালী মারিয়া অস্থরে । পায় কর্যা ঝিক্যা ফেলে পর্বত উপরে ॥  
 কিঙ্কিঙ্কায় আল বালী ছাড়িয়া পাতাল । রাজপাটে মোরে দেখ্যা কোপে ব্রহ্মতাল ॥  
 সাতদিন যুঝিলাম দিবস রজনী । সহিতে না পার্যা রণে ভঙ্গ দ্বিলাম আমি ॥  
 খেদাডিয়া বালী মোরে পাছু পাছু ধায় । ক্ষেমা নাই প্রাণসনে বধিবাবে চায় ॥  
 সংসার ভ্রমিয়া আলাম এই ঋণ্যমূকে । আসিতে না পাব্য। এথা ত্যাগ কৈল মোকে ॥  
 রাম বলে বালী কেনে এথা নাই আল । স্ত্রগ্রীব বলেন দৈত্যে যখন মাবিল ॥  
 ছুড়িয়া ফেলিল বালী অস্থরের শিব । মতঙ্গ মুনিব গায় লাগিল রুশির ॥  
 চারিক্রোশ ছুড়িয়া পড়িল তার মাথা । রক্তাক্ত শরীর মুনি পাল্য বড় বেথা ॥  
 বালীরাজ্য কোপ করি মুনি দিল শাপ । এথা আইলে মাথাচূর্ণ হবেক তোর পাপ ॥  
 স্ত্রগ্রীব বলেন চায়া দেখ রঘুবীর । নাড়িতে না পাবে কেহ দৃন্দুভিব শিব ॥  
 শুন রাম তবে হয় প্রত্যয় আমার । এই মাথা যদি তুমি তুলিবাবে পাব ॥  
 সপ্ততাল ফারা যদি কর এক বাণে । জিনিতে পারিবে তবে বালীরাজে রণে ॥  
 অঙ্গীকার করিয়া চলিল তপোবনে । মায়াবী পঙ্কর পড়া আছে যেইখানে ॥  
 চরণে করিয়া তুল্যা ফেলে রঘুবর । উকড়িয়া পড়ে ক্রোশ শতেক অন্তব ॥  
 সাতজন নামিলেন পর্বত হইতে । তালের নিকটে রাম গণ্ডবাণ হাতে ॥  
 রঘুবর ছাড়ে বাণ ধনুক হইতে । সপ্ততাল ভেদি বাণ নাশিল পর্বতে ॥  
 ঋণ্যমুক পর্বত বিদার্যা বাণ চলে । পৃথিবী ভেদিয়া বাণ গেল সে পাতালে ॥  
 ভোগবতী গঙ্গার জলে বাণ করে স্নান । হংসমূর্তি ধরি রামের তূণে ঢুকে লাগ ॥  
 শুভাচ্ছি মুনির মুখে এমন বচন । দশরথের ঘরেতে জন্মিলা নারায়ণ ॥  
 সর্বথা জানিলাম রাম বিষ্ণু অবতার । নহে ত এমন শক্তি আছেয়ে কাহাব ॥  
 পাঁচজনে পড়িলেন বামেব চরণে । শরণ লইলাম পায় জীবন মরণে ॥  
 হাতে ধরি শ্রীরাম তুলিল সভাকারে । উঠিয়া বসিল সভে পর্বত উপরে ॥  
 রাম বলে প্রত্যয় পালে কি আব বিশ্বয় । হেনকালে জাম্ববান জোড়হাতে কয় ॥  
 দেখিছু গোসাঞি তব বাণের প্রতাপ । বিরোধিতে পারবাউ নিবারিতে আপ ॥  
 যদি দেখাদেখি রণ কর তার সাথে । যত বাণ মার লুফ্যা ধরিবেক হাতে ॥  
 দেখাদেখি সমর কাহার বাপে সাধি । জিনিতে নারিবে বাল্যে দুগাস্ত অবধি ॥  
 পাশুপত ব্রহ্মঅস্ত্র রাখে হাতটানে । বিশ্বয় লাগিল শুভা শ্রীরাম লক্ষণে ॥

সুগ্রীব করুন যুদ্ধ বালী রাজার সনে । গাছের আড়ে থাকিয়া মারহ লুকা বাণে ॥  
 পর্বত হইতে সতে নাছিলেম হেটে । সাতজন চলি গেলা কিঙ্কিঙ্কার বাটে ॥  
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ লুকাইলা বৃক্ষ-আড়ে । সুগ্রীব দুয়ারে যায়্যা গজঘটা নাড়ে ॥  
 ঘটাঘর শুনিয়া ধাইয়া আলায় রণে । বাজিল সমর ঘোর সুগ্রীবের সনে ॥  
 ধবধরি পাড়াপাড়ি থাবড় আঁচড় । চড়াচাপড় কিল আর মটকি কামড় ॥  
 বালী সুগ্রীব দুই ভাই একুই বরণ । চিনিতে নারিলা রাম বালী কোনজন ॥  
 সুগ্রীব কাতর অতি বালীর প্রহারে । ফুটিল সকল তন্তু রক্ত পড়ে ধারে ॥  
 ফাঁকর হইল প্রাণে চক্ষে নাই দেখে । রণে ভক্ত দিয়া পালাইল ঋণ্যমুকে ॥  
 তাড়াতাড়ি বালী তাকে ঋণ্যমুকে খুয়া । তর্জন গর্জন কর্যা গেলেন ফিরিয়া ॥  
 সাতজনে জড় হৈলা পর্বত উপরে । সুগ্রীব ডাকিয়া কিছু কহেন রামেরে ॥  
 কিঙ্কিঙ্কা কাণ্ডের কথা অমৃত সমান । বাগ্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥

### সুগ্রীবের অভিযোগ

সুগ্রীব গর্জিয়া বলে বাণী ।

কহিলে যে সব কথা : সকল হইল মিথ্যা : ভাগ্যে মোর বাঁচিল পরাণি ॥  
 এমন তোমাব মন : ইহা জানে কোনজন : কথায় ভুলিয়া গেলাম আমি ।  
 ভাব্যা দেখ হৃদিমার : কৈলে মৈত্রদ্রোহ কাজ : বিশ্বাসঘাতকী লোক তুমি ॥  
 শ্রীবাম বলেন মিত : না বলিহ অহুচিত : মোব বোল কর অবধান ।  
 কেবা বালী কেবা তুমি চিনিতে নাবিত্ত আমি : অতএব না মারিলাম বাণ ॥  
 বনে নানা ফুল তুল্যা : গাঁথিয়া বিচিত্র মালা : চিরু দিল সুগ্রীবের গলে ।  
 শুন সর্বে একমনে : পুনর্বাব সাত জনে : কিঙ্কিঙ্কা নগরে সতে চলে ॥  
 রামের চরিত্র কথা : শ্লোকার্থ সঙ্গীত গাথা : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায় ।  
 ভাবি রাম-পদদ্বন্দ্ব . সভার হইল আনন্দ : সাতজনে গেলা পুনরায় ॥

### বালীবধ

শ্রীবাম লক্ষ্মণ লুকাইলা বৃক্ষ-আড়ে । সুগ্রীব দুয়ারে গিয়া গজঘটা নাড়ে ॥  
 সিংহাসনে বস্যা বানী তারার সহিতে । ঘটাঘর শুনা বলে কে আলায় মরিতে ॥  
 হেনকালে জোড়হাতে জানায় দুয়ারী । সুগ্রীবের বিক্রম আর সহিতে না পারি ॥  
 সুগ্রীবের নাম শুনা মার মার ডাকে । উঠিয়া আসিতে তারা নিবেধিল তাকে ॥  
 কতবার সুগ্রীব হারিয়া তোমা সনে । পালাইলে দেখা নাই বৎসস্বরূপ বিনে ॥  
 তারা বলে প্রাণনাথ রাখ মোর বাণী । না যাইহ সমরে প্রমাদ মনে গুণি ॥  
 মুনিগণ বলেন শুভাচ্ছি কতবার । দশরথের পুত্র রাম বিষ্ণু অবতার ॥



পালিতে বাপের সত্য রাম আইলা বনে । হেন বুঝি ঘটনা হয়্যাছে রাম-সনে ॥  
 পড়িলে রামের বাণে হারাবে পরাণ । না যাইহ রণে রাজা হয় সাবধান ॥  
 বালী রাজা বলে তারা শুনহ বচন । দশরথের ঘরে পূর্বব্রজ নারায়ণ ॥  
 পালিতে বাপের সত্য রাজ্যভোগ তেজে । ধার্মিক শ্রীরাম আমা মারিব কোন কাজে ॥  
 পরের কাজে রামচন্দ্র আমায় না মারি । হেন রামে ডর নাই শুন গো স্তম্ভরী ॥  
 কপালের লিখন ঘুচালে নাই ঘুচে । তারা যত বলে বালী রাজায় না রুচে ॥  
 কোপে কাঁপে সমরে পড়িল দিয়া লাফ । করিবরে ধরিতে সিংহের যেন কাঁপ ॥  
 হাতাহাতি দুই বীরে বাজিল সংগ্রাম । বৃক্ষ-আড়ে থাকি রণ দেখেন শ্রীরাম ॥  
 টলবল কিঙ্কিয়া দৌহার পদদাবে । পুষ্পমালা হতে রাম চিনিলা স্ত্রীবে ॥  
 শ্রীরাম তুলিয়া বাণ জুড়িলা ধনুকে । দুর্জয় রামের বাণ পড়ে বালীর বুকে ॥  
 বাহির হইল বাণ বিদারিয়া বুক । বৃকে পিঠে শোণিত নিকলে দিয়া মুখ ॥  
 অঙ্গ ভেল অবশ রামের বাণ-ঘায় । কাটিলে কদনী যেন ধরণী লোটায় ॥  
 পালটিতে নারে খাস সঙ্কট জীবন । মনে চিন্তে সত্য হল্য তারার বচন ॥  
 রাম বিনে এমন কে আছে ত্রিজগতে । বিদরে আমার বুক বাণের আঘাতে ॥  
 নররূপে শ্রীরাম আপনে নারায়ণ । হেন জনার হাতে হল আমার মরণ ॥  
 আমা হেন ভাগ্যবান নাহি ত্রিজগতে । এই সে অভাগ্য রামে না পাই দেখিতে ॥  
 শ্রীরামে দেখিতে চায় উঠিতে না পারে । কোথা আছ ওহে রাম ডাকে উচ্চস্বরে ॥  
 বাহির না হয় প্রাণ বেথায় অস্থির । পরশিয়া মুক্ত মোরে কর রঘুবীর ॥  
 স্ত্রীবে ডাকিয়া বলে বানরের রাজ । ধিক রে স্ত্রীব তোর মুখে নাই লাজ ॥  
 প্রাণ মোর নিকলে রামের শরজালে । রামে আত্মা আমারে দেখাহ এককালে ॥  
 হের আশ্র জাম্ববান বীর হনুমান । দধিমুখ স্রবণ দেখাহ মোরে রাম ॥  
 স্ত্রীবাদি পাঁচজন শ্রীরাম লক্ষণ । বালীকে বেড়িয়া দাড়াইল সাতজন ॥  
 বালী বলে রাম তুমি বিষ্ণু অবতার । সুরমুনিগণ পূজে চরণ তোমার ॥  
 ধার্মিক পুরুষ তুমি স্ত্রীব-বচনে । বধিলে আমার প্রাণ অপরাধ বিনে ॥  
 তারার বচন আমি না শুনিছ কানে । পাবণ কপাল মোর স্ত্রীবের গুণে ॥  
 সহোদর হইয়া প্রাণের হল্য কাল । জনম অবধি দুঃখ দিলেক চণ্ডাল ॥  
 তুমি বিষ্ণু জনম লভিলা স্বর্ধকূলে । লুকা বাণে মাল্যে মোরে চণ্ডালের বোলে ॥  
 মূনিমুখে শুভাছি তোমার গুণগ্রাম । পরম দয়াল ধীর মহাবীর রাম ॥  
 তাড়কা বধিলে পাঁচ বংশরের কালে । হরভৃগুধনুক ভাঙ্গিলে অবহেলে ॥  
 শাখামৃগ জাতি আমি এ বৃদ্ধ শরীর । লুকায়া বধিলে হয়্যা রঘুবংশবীর ॥  
 তবে রাম বুঝিতাম তোমার বীরপনা । সাক্ষাত হইয়া রাম যদি দিতে হানা ॥

যত বাণ মার লুফা ধরিতাম হাতে । হেন বীর নাই যুঝে আমার সাক্ষাতে ॥  
 মায়াবী ছন্দুতি মারিলাম বাহুবলে । রাবণ জিনিতে আন্য সাগরের কূলে ॥  
 লাঙ্গুড় আঘাতে তার রথ কৈলাম গুঁড় । বাঙ্ক্যাছিলাম রাবণে করিয়া পাছুমোড়া ॥  
 স্নান সন্ধ্যা করিলাম এ সপ্ত সাগরে । নাকানি চুবানি খায়্যা রাবণ রাজা মরে ॥  
 ছাড়িয়া দিলাম দেখ্যা পরাণে বিকল । অতাপি কিঙ্কিঙ্কায় মুখে নাই খায় জল ॥  
 রাবণ হরিল সীতা জানিতাম কথা । কিঙ্কিঙ্কায় তোমার আনিয়া দিতাম সীতা ॥  
 বধিলে আমারে তুমি স্থগ্রীব-বচনে । ধার্মিক বলিয়া নাম ধরিবে কেমনে ॥  
 মরিলাম তব বাণে মুকতি পৌরুষ । জিভুবনে রহিল তোমার অপমুখ ॥

কিং ময়াপকৃতং রাম তব যেন হতোহস্মাহং ।

রাজধর্মবিজ্ঞায় গর্হিতং কথং তে কৃতং ॥

বালী কহে তোমারে কে বলে দয়াযুত । কহ দেখি কি তোমার কৈল অপকৃত ॥  
 ধর্মজ্ঞ পুরুষ তুমি সব ধর্ম জান । বিনা অপরাধে রাম মোরে বধ কেন ॥  
 রাজবংশে জন্ম তব রাজধর্ম নয় । লুকায়্যা মারিলে মোরে নাহি ধর্মভয় ॥  
 নির্দয় শরীর রাম দয়া নাই তোর । ছুভায়ে বিরোধভাব তুমি কেন মার ॥  
 মূনিবেশ ফলমূল করহ ভক্ষণ । ধন ধরা তোমার নাহিক প্রয়োজন ॥  
 দয়ান বলিয়া তোমা বলে কোন জনে । ভক্ষ্য সম্বন্ধ নাই তবে মালে কেনে ॥  
 ডাক্যা যদি মারিতে জানিতাম মর্দানা । জানা গেল রাম হে তোমার বীরপনা ॥  
 গোব্রাহ্মণ অভিষিক্ত রাজায় যেনা মারে । ধর্মশাস্ত্রে কয় যায় নরক ভিতরে ॥  
 শত্রু তব নষ্ট আমি কর অহুচিত । অরে রাম নহ তুমি রাজার জন্মিত ॥  
 রাম কহে বালী রাজা নিন্দা কর মোরে । অধার্মিক দুষ্টমতি বধিলাম তোরে ॥  
 রাজার মৃগয়া ধর্ম লিখিত পুরাণে । শশক বানর ব্যাঘ্র বধি মৃগগণে ॥  
 ইক্ষ্বাকু রাজার রাজ্য ভরথে পালিত । একরাজ্যে দুই রাজা কর্ম অহুচিত ॥  
 হরিলি ভায়ের ভার্য্যা অহুচিত কর্ম । দুষ্ট জনে বধ করি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ॥  
 বালী বলে দশরথে মিছা দেই দোষ । উচিত কহিতে রাম পাছে কর রোষ ॥  
 তোর অন্তরের কথা দশরথ জাণ্ঠাছে । ছবুঁদ্ধি জানিয়া তোরে বনে পাঠায়াছে ॥  
 দূর কর্যা দিল রাজা জানিয়া যোগ্যতা । দেশের ভার ভরথে দিলেক টাকা ছাতা ॥  
 “করহ পরের হিংসা না জানি স্বধর্ম । পক্ষ মৃগ পশাদি জাতির গুন কর্ম ॥  
 ব্রহ্মার লিখিত সৃষ্টি স্বজিল গোসাঞি । তাহার মৈত্থন নীত পশুপক্ষের নাঞি ॥  
 ত্রীরাম বলেন বালী গুনরে দুর্জন । তোরে বধিলাম আমি ঐত্বিজ্ঞা কারণ ॥  
 বুঝ্যা দেখ তোমার করিহ উপগার । স্বর্গ বাহ বালী প্রীত হইয়া আমার ॥  
 রাম বলে তেজ নাই আনিলাম তোয় । কোলে করি বলে রাম দোষ ক্ষমা কর ॥

বালী বলে কি বলিহু বাণের জালায় । আমারে প্রসন্ন হয় ধরি দুটি পায় ॥  
কাল পূর্ণ বালীর অবশ হল্য কায় । কিঙ্কিয়া কাণ্ডের কথা কবিচন্দ্র গায় ॥

### বানরদের ফ্রেন্ডস

বালীরাজা পড়ে রণে : দেখিয়া বানরগণে . ভয় পায়্যা কে কোথা পালায় ।  
বালী মল্য রাম -বাণে : কি কাজ মোদের প্রাণে : বানরগণ কহিছে তারায় ॥  
কপাট দেহ চারিঘারে : রক্ষা কর অঙ্গদে : আছি বানর আমরা সহায় ।  
অঙ্গদে করহ রাজা : কিঙ্কিয়ার যত প্রজা : পালন করিব মোরা তায় ॥  
শুনিয়া বালীর দারা : উচ্চস্বরে কান্দে তারা : জোরে বুকে মারে করাঘাত ।  
আবেশে অবশ কায় : ভূমে গড়াগড়ি যায় : ললাটে হইল রক্তপাত ॥  
আর নাই জিব প্রাণে : কিবা করে ধরা ধনে : অঙ্গদে আমার কিবা কাজ ।  
যে বীব রাবণে জিনে : পড়িল রামের বাণে : দেশ জুড়্যা হল্য বড় লাজ ॥  
হায় হায় মরি মরি : মিছা প্রাণ আমি ধরি : এই ছিল কপালে লিখন ।  
তারা কান্দে উচ্চরায় : দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় : ব্যাস উক্তি বানীকি বর্ণন ॥

### তারায় শোক

মুক্তদেশে উদ্বিগ্নে তথা যায় তারা । হাহাকার কব্যা যায় চক্ষে বহে ধাবা ॥  
তাবার পশ্চাত ধায় অঙ্গদ নন্দন । তাহাব পশ্চাত ধায় পাত্রমিত্রগণ ॥  
রাম-বাণে পড়্যা বালী অঙ্গয় সমরে । ইন্দ্র আদি দেবগণ দেখে বথভরে ॥  
মুক্তকেশ্য হাহাকার কর্যা তারা আলা । আহা প্রাণনাথ বল্যা চরণে পড়িল ॥  
তাৰা বলে রামের না করি অপরাধ । বিনি অপরাধে পাড়ে এতেক প্রমাদ ॥  
লুকা বাণে মার্যা কেন বধিলে জীবন । ধার্মিক বলিয়া তোমা বলে কোনজন ॥  
বনে হারাইয়া সীতা স্ত্রীবেবর বোলে । বজ্র পেল্যা মায়ে কেন আমার কপালে ॥  
চাহেন রামের পানে লোচন পাকল । কোপে কম্পমান হিয়া জলন্ত আনল ॥  
বালী বলে শুন তারা আমার বচন । রামের তরে আর না বলিহু কুবচন ॥  
অনেক প্রকারে রামে ভৎসিয়াছি আমি । অধোমুখে আছেন রাম মুখে নাঈ বাণী  
তোমার বচন সত্য ডাকিলেক কাল । কার দোষ নাঞি মোর পাষণ্ড কপাল ॥  
বালী রাজা কহে রামে মরণের কাল । ইন্দ্রদত্ত রত্নময় লহ কণ্ঠমাল ॥  
অঙ্গদে করিয়া কোলে বালী রাজা কয় । স্বথ দুঃখ সম করি ভাবিহু নিশ্চয় ॥  
আজি হতে হল্যে তুমি স্ত্রীবেবর বশ । আর বাছা যেন নাই হয় অপযশ ॥  
অঙ্গদে দিলেন বালী স্ত্রীরামের পায় । দোষ ক্ষেমি পুত্রবৎ পালিবে ইহায় ॥

আমার সমান বীর আমার নন্দন । অঙ্গদে পালিহ রাম কমললোচন ॥  
 মোহযুত হল্য রাম বালী রাজার বোলে । বাহ পসারিয়া বীরে করিলেন কোলে ॥  
 লক্ষণ আমার পাছু অঙ্গদ পরাণ । বাসভূষা দিয়া তার করিল সম্মান ॥  
 শ্রীরাম বলেন বালী তেজ তুমি শোক । বাণে পূত হয়্য মোর যাহ স্বর্গলোক ॥  
 রামকপ দেখে বালী ভরিয়া লোচন । শরীর ছাড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥  
 তহুত্যাগ কৈল বালী রামের সাক্ষাতে । ইন্দ্রলোক পাল্য চাপ্য চিত্র স্বর্গরথে ॥  
 কান্দয়ে বানর ঘটা করে হায় হায় । কল্প বচনে রাম প্রবোধে সভায় ॥  
 পাটে রাজ্য স্ত্রীবি হইল রাজ্যেশ্বর । দেশে দেশে আনাইল যতেক বানর ॥  
 শ্রীরামের রূপাতে স্ত্রীবি রাজ্য পায় । বায়ীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

### স্ত্রীবিবের বাক্যে রামের প্রতীক্ষা

শ্রীরাম মোহিত হল্য তারার বচনে । প্রবোধ করেন তারে মধুর বচনে ॥  
 স্বর্গলোক গেল বালী পড়্য মোব বাণে । অবশ পতন আছে এ দেহ ধারণে ॥  
 রাজ্যেশ্বরী হয়্য তুমি থাক কিঙ্কিয়ায় । স্ত্রীবি করিব রাজ্য তোমার আজায় ॥  
 পালন করহ স্ত্রে অঙ্গদ যুবরাজে । সর্বক্ষণ স্বামী লয়্য কে কোথা বিরাজে ॥  
 চারা কৈ দৈবের চক্র যে হল্য সে হল্য । রোদন না কর আর যথাস্থানে চল ॥  
 প্রবোধ মানিল তারা ঘরে গেল যদি । স্ত্রীবি ডাকিয়া বলে রাম গুণনিধি ॥  
 পাইয়া রামের আজ্ঞা স্ত্রীবি রাজন । যথাবিধি করে বালীর শ্রাদ্ধ তর্পণ ॥  
 মাল্যবান পর্বতে হল রামের আশ্রম । স্ত্রীবি আসেন নিত্য করিতে দর্শন ॥  
 বৃক্ষমূলে বৈসে রাম দয়াল দয়াময় । স্ত্রীবি-তনয় আর স্ত্রীবি মহাশয় ॥  
 বসিল বানর ঠাট বেডি চারিদিক । হেঁটমাথা কর্য্য রাম ভাবেন থানিক ॥  
 জাগিতে ঘুমাতে মনে পড়ে চন্দ্রমুখী । জিজ্ঞাসে বানররাজ চিন্তায়ুত দেখি ॥  
 কেনে প্রভু কি কারণে কর্য্য হেঁটমাথা । কহ দেখি শুনি প্রভু কোন দুঃখকথা ॥  
 শ্রীরাম বলেন আর কি জিজ্ঞাস মোবে । সীতার শোক সদা মোর জাগিছে অন্তবে ॥  
 সম্প্রতি স্মৃক্তি কিবা তত্ত্ব পাই কিসে । ক্লতাজলি করিয়া স্ত্রীবি রাজ্য ভাবে ॥  
 কমললোচন নিবেদন করি যুক্তি । বর্ষাকাল উপনীত হইল সম্প্রতি ॥  
 পর্বত গহ্বর থানা বেড়্য গেল বন । লুকাল্য পথের চিহ্ন রাজীবলোচন ॥  
 চারিমাশ এখানে থাকহ সীতানাথে । নিবেদিয়ে চরণকমলে রঘুনাথে ॥  
 বৃষ্টিকাল নিষড়িল শরৎ প্রকাশে । দিকে দিকে দূত যাবে জানকী উদ্দেশে ॥  
 যেদিগে সন্ধান তত্ত্ব পাইব সীতার । অবশ আনিব বংশ নশ কুর্য্য তার ॥  
 শ্রীরাম বলেন মিতা সব তোমার ভার । এই যুক্তি বিনে এখন কি উপায় আর ॥

পরামর্শ সারোদ্ধার কর্যা কপিপতি । রামচন্দ্রের পদতলে করিলা প্রণতি ॥  
 হস্ত বুলাইলা মাথে করুণাসাগর । পাসর্যা না থাক সখা যাহ নিজ ঘর ॥  
 শ্রীরাম লক্ষ্মণে রাখ্যা পর্বত উপর । নিজ সৈন্য সঙ্গে কপিরাজ গেলা ঘর ॥  
 সদানন্দে বসে রাজ্যে স্ত্রীগ্রীব রাজার । রাজপাটে বশ্য তস্থ করেন প্রজার ॥  
 আনন্দ আবেশে দিন যায় কত রসে । নারীসঙ্গে নানা কেলি রজনী-প্রবেশে ॥  
 একদিন রাজপাটে রাজন বসিয়া । পবননন্দন কহে ভূপে সছোধিয়া ॥  
 না কর রামের তস্থ রাজন বারেক । কুপিলে করুণানিধি পাছে হয় ঠেক ॥  
 যে রামের প্রসাদে পাইলে ছত্রদণ্ড । এক বাণে বালী বধ্যা দিল রাজ্যখণ্ড ॥  
 এ স্থখ সম্পদ সব রাম হতে পালে । বাবেক শ্রীরাম বল্যা মুখে না বলিলে ॥  
 স্ত্রীগ্রীব বলেন তাহা তোকে কি বলিব । যখন যে কার্য হয় বুঝিয়া কবিব ॥  
 পবননন্দন কয় পালাম পরিচয় । আপনার ভালমন্দ আপনি বুঝয় ॥  
 কহিলাম যেমন পালাম তার ফল । কিন্তু রাম কুপিলে হবেক অমঙ্গল ॥  
 একথা কহিয়া হস্থ নিবৃত্ত হইল । রাজকার্য সঙ্কলি বাজন ঘরে গেল ॥  
 পর্বত আশ্রয় কর্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণ । দিন গেলে ফলয়ল করেন ভক্ষণ ॥  
 পশুপক্ষ কাননে কতেক জন্তু আছে । রামের দর্শন লাগ্যা সব আসে কাছে ॥  
 দিবসে থাকেন রাম পশুপক্ষ লগ্যা । রাত্রি হলে নিদ্রা যান তৃণ বিছাইয়া ॥  
 নেত্রিতে না হয় নিদ্রা চমকি উঠেন । ঘুমঘোরে সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন ॥  
 প্রবোধে লক্ষ্মণ বীর করি কত স্তব । একপে বঞ্জন বনে দয়াল রাখব ॥  
 যুগপক্ষরূপ ধর্যা ব্রহ্মাদি দেবতা । রাম দরশন জন্ম আসেন সর্বথা ॥  
 এইরূপে বর্ষা গেল শরৎ উপনীত । স্ত্রীগ্রীব না করে তস্থ শ্রীরাম চিস্তিত ॥  
 রাত্রিকালে রঘুনাথ বসিয়া আশ্রমে । স্ত্রীপ্রকাশ শশধর উদ্ভিত গগনে ॥  
 চন্দ্রপানে দৃষ্টি হতে সীতা পড়ে মনে । রোদন কবেন অশ্রু ঝরে ছনয়নে ॥  
 হাহা প্রিয়ে জানকী রহিলে কোনদেশে । কে নিলেক কোথা থূল্যনা জানি বিশেষে ॥  
 তিল অর্ধ আর যদি না দেখি জানকী । হেঁটমাথা কর্যা থাকেন যেন কত দুখী ॥  
 শয়ন সময়ে গলে হার নাই পরি । হাবেব অন্তরে রবে আমার স্তন্দরী ॥  
 এত স্থখ পাসরিয়া রইল কার স্থানে । চারিমাংস না গুনিছ মধুর বচনে ॥  
 বন যাত্য লক্ষ্মণ আনিত ফল জল । চাহিতে পথের পানে থাকিতে চঞ্চল ॥  
 কুটির বাহির হয়্যা পথ চায়্যা থাক । দূরে গিয়া লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বল্যা ডাক ॥  
 সে লক্ষ্মণে পাসরিয়া আছ কার ঘরে । সদাই তোমার শোক জাগিছে অন্তরে ॥  
 কান্দিয়া আকুল রাম বুক নাই বাধে । রামের কাছে বসিয়া লক্ষ্মণ বীর কান্দে ॥  
 শ্রীরাম বলেন ভাই দেখিলে চরিত । বালী বধ্যা স্ত্রীগ্রীবে কৈলাম ভাল মিত ॥

রাজপদ পায়্যা মত্ত হইয়া রহিল । চারিমাগ গেল বারেক তত্ত্ব না করিল ॥  
 কুপিল। শ্রীরামচন্দ্র চাহে ধনুশর । স্ত্রীবে করিব আজি বালীর দোশর ॥  
 রামের দেখিয়া কোপ লক্ষণ বীর কয় । আজ্ঞা দিলে কোন কার্য সিদ্ধ নাই হয় ।  
 কোন তুচ্ছ স্ত্রীবে আপনে যাবে কেনে । এত বলি লক্ষণ চলিল। কোপ মনে ॥  
 বাম হাতে ধনু কক্ষে তুণপূর্ণ তীর । পিঠে ঢাল খাড়া দোলে চলে মহাবীর ॥  
 কোপেতে পাকল চক্ষু রক্তবর্ণ হল । ভূমিকম্প হয় যেন হস্তার ছাড়িল ।  
 স্ত্রীবে মারিতে যায় স্ত্রীমিত্রানন্দন । দয়া উপজিল রাম বলেন তখন ॥  
 না মারিহ স্ত্রীবে লক্ষণ ভাই গুন । প্রাণতুল্য বাসি তাকে ডাক্য। গিয়া আন ॥  
 কিন্তু তারে ভয় দেখাইশে ভালমতে । বালী-পথ দেখাইব সেই বাণ-যাতে ॥  
 লইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষণ চলিল । দণ্ডমাত্র স্ত্রীবেের দ্বারে উত্তরিল। ॥  
 দ্বারীকে ডাকিয়া বীর কহিছেন তত্ত্ব । কোথা তোমাদের রাজা ধনমদে মত্ত ॥  
 কহ গ্যা লক্ষণ বীর ডাকেন তোমায় । শ্রীরামের আজ্ঞা কাছে যাইতে ত্রায় ॥  
 প্রজামঙ্গে বশ্য আছে স্ত্রীবে রাজন । দ্বারী বলে মহারাজা ডাকিল লক্ষণ ॥

### স্ত্রীবেের চর প্রেরণ

বাজা বলে লক্ষণ কে জিজ্ঞাস্য। গ্যা আয় । দ্বারী গিয়া লক্ষণকে পুছিল ত্রায় ॥  
 পরিচয় দেহ বীর রাজা জিজ্ঞাসিল । শুনিয়া লক্ষণ কোপে জলদগ্নি হল ॥  
 সিংহনাদ কর্যা চক্ষু করিল পাকল । কিঞ্চিদ্ভ্যা নগর প্রায় যায় রসাতল ॥  
 ভয়ে পলাইল যত দ্বারিগণ ছিল । সভাতলে কোপাবেশে লক্ষণ আইল ॥  
 গুনরে স্ত্রীবে তোরে পরিচয় বলি । একবাণে যেজন বিনাশ কৈল বালী ॥  
 একবাণে সাততাল ঋণ্যমুক ভেদি । যার বাণ স্নান কৈল যায়্যা ভোগবর্তী ॥  
 তন্দুভি-পঙ্কর পদে তুলে যেইজন । যাহার প্রসাদে পালি বাজ-সিংহাসন ॥  
 তাহার নফর আমি ভাই বলেন মোকে । আপনাব পবিচয় দিলাম তোমাকে ॥  
 সাধ আছে জিতে যদি উঠ শত্রুগতি । নতুবা দেখাব তোরে বালীর বসতি ॥  
 শুনিয়া স্ত্রীবে রাজা কাঁপিল অস্তরে । গলে বস্ত্র দিয়া প্রণমিল। লক্ষণেরে ॥  
 চলিল রামের কাছে লক্ষণ সঙ্গতি । পাত্র মিত্র সেনাপতি সকল প্রভৃতি ॥  
 আশ্রমে বসিয়া একা রামচন্দ্র ছিল। স্ত্রীবে রামের পায় লোটায়া পড়িল ॥  
 দম্বার ঠাকুর রাম কোপ গেল দূরে । হাথে ধর্যা কাছে বসাইলা স্ত্রীবেেরে ॥  
 প্রণাম করিল রামে যতেক বানর । আশীর্বাদ সতে দিলা প্রভু গদাধর ॥  
 বামচরণারবিন্দে রাজা হল নত । কটকের পরিচয় দেই স্ত্রীবে ॥  
 স্ত্রীবে বলে এই সব ভগবান দেখ । প্রভুর সমুখে বশ্য বানর কটক ॥

অসম্ভব শক্তিবল সাহস দ্বাৰণ । তুচ্ছ করা বাসে জল পৰ্বত আগুন ॥  
 ক্রমে পাদপদ্মে পরিচয় দিব কত । কালেতে জানিবে গুণ যেকোন ধরে যত ॥  
 জন চারি বানরের তুল্য নাই জোর । নল নীল গবয় গবাক্ষ সঙ্গী মোর ॥  
 কেশরী তপন অঙ্গদ যুবরাজ । সিদ্ধ করিবারে পারে অসাধ্য যে কাজ ॥  
 ভূত ভবিষ্যত কথা জানে জাম্ববান । আমি জানি উহার সম বুকে নাই আন ॥  
 স্ত্রীবের কথা শুনা রাম হুট চিতে । বলেন জানকী আমি পাব তোমা হতে ॥  
 সম্প্রতি উপায় কর তব্ব কিসে পাই । স্ত্রীব বলেন দূত পাঠাই ঠাই ঠাই ॥  
 এত বল্যা চারিদিগে দূত নিয়োজিল । আট বীর প্রধান দক্ষিণদিগে গেল ॥  
 সসৈন্ত অঙ্গদ আর মন্ত্রী জাম্ববান । নল নীল গয় গবাক্ষ সম্প্রতি হনুমান ॥  
 এই আট বীর রাজা পাঠায় দক্ষিণে । সীতা লয়্যা দশানন গেছে যেদিগ পানে ॥  
 তারপর রামচন্দ্র ডাকিয়া হনুকে । নিজ কর অঙ্গুরী নিশান দিলা তাকে ॥  
 'মোর জানকীর সঙ্গে দেখা যবে হবে । অবিশ্বাস করিলে নিশান এই দিবে ॥  
 দুটি হাত পাতিয়া অঙ্গুরী নিলা হনু । ভূমিষ্ঠ হইয়া নিল প্রভু-পদবেণু ॥  
 সুখবন্ধে বাউপথে চলিলা দক্ষিণে । জানকী উদ্দেশে আসে আনন্দিত মনে ॥  
 কিঙ্কিয়া কাণ্ডের কথা এত দূরে সায় । বান্দ্রীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ॥

কিঙ্কিয়াকাণ্ড সমাপ্ত

## সুন্দরকাণ্ড

### শ্রীমদ্ভগবৎ বানরদের দক্ষিণ যাত্রা

রামের অঙ্গুরী ধরি : শৃঙ্খতে উধাও করি : পবননন্দন চলে আগে ।  
পাছু যায় সাতজন : যেখানে দেখয়ে বন . প্রবেশ করয়ে অতি বেগে ॥  
বন করে পাতি পাতি : উদ্দেশে রামের সতী : বিমনা হইয়া সতে চলে ।  
আট বীর একতরে : বসিয়া বিচার করে : কি হবেক ঘন ঘন বলে ॥  
দক্ষিণদিগে যত গিরি : বন গহ্বর ক্রমে ফিরি . কোথাহ না শুনি সীতা নাম ।  
কি করিব কোথা যাব : কোথা গেলে সীতা পাব : তৃষ্ণায় আকুল হল্য প্রাণ ॥  
পর্বতে বসিয়া সতে : কি করি উপায় ভাবে : দেখে কাছে দাক্ষণ গহ্বর ।  
উগিয়া অঙ্গদ চায় . দেখ্যা মনে ভয় পায় : পাতাল পর্যন্ত পরিসর ॥  
বীরভাগে ডাক্য দূত : দেখায় বালীর স্তূত : হু হু বলে চল প্রবেশিব ।  
সতে বলে গহ্বর দেখ্যা : পরাণ উঠে চমক্যা : কোন কাজে পাতাল পশিব ॥  
বলে বীর বাউসূত : করি বসি তার তস্থ : জল পালে বাঁচাব পরাণি ।  
শঙ্কা কর তুমি চিতে : এত বলা পড়ে তাতে : আস আস আগাইহু আমি ॥  
হনুমান আগুসবে : এড়াতে না পাবে তারে : পাছু পাছু সাত বীর চলে ।  
যায় অতি বেগবান : ভরসা দেই হনুমান . উপনীত হইল পাতালে ॥  
দেখে দিব্য রত্নঘর : তাকে বেড়্যা থরে থর . নানান জাতীয় পুষ্পোদ্ভান ।  
সরোবর তার মাঝে : পল্লভে ভ্রমর গুঞ্জে : যেন ইন্দ্রপুরীর নির্মাণ ॥  
দেখ্যা মন মজে তায় : আট বীর ঘন চায় : জল দেখ্যা স্থস্থির পরাণি ।  
আগ্যাতে যোগ্যতা নাই : হনু পানে সতে চাই : ইহার উপায় কর তুমি ॥  
হনু কয় ভাব কি : ভাগ্যে আছে হবেক যি : গেলা সেই ঘরের নিকটে ।  
যোগিনীকে দেখ্যা ঘরে : আট বীর প্রণাম করে : মিনতি করয়ে করপুটে ॥  
হনু আদি আট জনে : বাইয়া যোগিনী-স্থানে : প্রণাম করিয়া পড়ে পায় ।  
শ্লোকার্থ সঙ্গীত গাথা . রামের চরিত্র কথ্য : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায় ॥

### হনুমানের লঙ্কাপুরে আগমন

কৈরপুটে যোগিনীরে করিল প্রণাম । ভাবাবেশে বাক্যরসে ভূলায় হনুমান ॥  
বলে বীর ধন্য ধন্য দেবী গো তোমাকে । কি আশ্চর্য আশ্রম না দেখি তিনলোকে ॥  
যোগিনী সঙ্কষ্ট হয়্যা খাত্যে দিল জল । স্বর্ণপাত্র ভরিয়া দিলেন দিব্য ফল ॥  
ভক্ষণ করিয়া স্নিগ্ধ বীরভাগ হল্যা । কি কাজে আইলা দেবী তারে জিজ্ঞাসিলা ॥



হু হু বলে পাদপদ্মে নিবেদন করি । বনে কে হরিয়া নিল রামের স্তম্ভরী ॥  
 ভ্রমিয়া অনেক আলাম শূন্যমূক কাছে । স্তম্ভরী রাজার সনে মৈত্রতা হয়্যাছে ॥  
 বালী বিনাশিল রাম স্তম্ভরী হল্য রাজা । রামের নকর হল্য যত পাত্র প্রজা ॥  
 দয়ার সাগর রাম বীরে মহাবীর । সীতার শোকে সঙ্করুণ সদাই অস্তির ॥  
 আমরা খুঁজিয়ে সীতা রাজার বচনে । পরিচয় কহে হু হু তোমা বিদ্যমানে ॥  
 হু হু শুনিয়া কথা যোগিনী জানিল । শঙ্করের পূর্বকথা মনে পড়া গেল ॥  
 পাতালে নাইক সীতা কহেন প্রভাবী । আট বীরে অন্বেষণ কব গা পৃথিবী ॥  
 এত বল্যা বীরভাগে বিদায় করিয়া । কমললোচনে শীঘ্র দেখিল আসিয়া ॥  
 পরশি প্রভুর পদ পালা নিজ স্থান । দক্ষিণমুখে আট বীর করিল প্রস্থান ॥  
 নগর চাতর গিরি গম্বর কানন । দক্ষিণদিগে রজত দেশ করিল ভ্রমণ ॥  
 কোথাহ সীতার নাম সংবাদ না শুনে । বিদ্যাচল পর্বতে গেলেন বীরগণে ॥  
 পাতি পাতি করিয়া কানন খুঁজা বুলে । না পায়্যা সন্ধান কোথা বসে বৃক্ষমূলে ॥  
 অঙ্গদ বলেন আর কি ভাবনা করি । চল না সাগরজলে ঝাঁপ দিয়া মবি ॥  
 কোন লাজে ফিরা যাব করিলাম কি । দেশকে গেলে মরিব দেখিতে পাত্যাছি ॥  
 অগ্নিকুণ্ড করি কিবা প্রবেশিব জলে । পবান তেজিব লেখা এইছিল কপালে ॥  
 এইমত ভাবনা করে সকল বানরে । হেনকালে দেখিল সম্প্রতি পক্ষবীরে ॥  
 পর্বতপ্রমাণ অঙ্গ দেখ্যা লাগে ভয় । দূরে হতে দৃষ্টি কব্যা হনুমান কয় ॥  
 অগ্নিকুণ্ড জলে আর জিতে না হবেক । মনের যতেক তাপ এই ঘুচাবেক ॥  
 হায় হায় কিবা হল্য অপমৃত্যু গেল । সঙ্কটে রামের কাজ কবিতে নারিছ ॥  
 কে কর্যা দিবেক তব্ব রাম পাবেন সীতা । কি কাজ কবিছ মোবা জন্ম্যাছিল্যাম বুধা ॥  
 লয়া যায় বাবণ সীতা জটাউ দেখিল । সাহস কর্যা শূন্যপথে ঘোর যুদ্ধ কৈল ॥  
 ওষ্ঠাগত প্রাণ তব্ব কবে রঘুনাথে । কিঞ্চিৎ কাজ কব্যা বামেব গেল স্বর্গপথে ॥  
 ধন্য রে জটাউ পক্ষ জন্ম তোর ধন্য । পশু পক্ষ মর্ত্যাস্টে তুমি অগ্রগণ্য ॥  
 জটাউর নাম করে যত বীর বশ্য । ভায়ের নাম শুনিয়া নিকট হল আস্রা ॥  
 ডাক্য বলে কেবা তোরা জটাউ কেন স্মর । আমি এ সম্প্রতি তার জোষ্ঠ সহোদর ॥  
 তোরা সকলকে কেন দেখি দুঃখভাগী । জটাউর নাম কর কোন কার্য লাগি ॥  
 বুভাস্ত কহিল তারে বীর হনুমান । বিস্তর কান্দিয়া সীতার কহিল সন্ধান ॥  
 অঙ্গদ বলেন বীর বিবরিয়া বল । রাবণ লইয়া সীতা কোথায় রাখিল ॥  
 সম্প্রতি বলেন রঅ বিলম্বিতে কব । জটাউর উদ্দেশে জল তর্পণেতে দিব ॥  
 এত বলি সমুদ্রে নামিল মহাবীর । ভায়ের উদ্দেশে অনেক দিল সিদ্ধনীর ॥

ক্রিয়া সমাধান করি সীতার তত্ত্ব কয় । ত্রিকূট পর্বতশীর্ষ সৌধ স্বর্ণময় ॥  
 সমুদ্রের মাঝে পুরী শতেক যোজন । অশোকবনমাঝে সীতায় রাখ্যাছে রাবণ ॥  
 একথা কহিয়া সর্বে দিলেন বিদায় । শুভ্রা সবে হুট হলায় রামগুণ গায় ॥  
 পাইল সীতার তত্ত্ব সম্প্রতি মূখে । দশদিক আধার ছিল দীপ্তি পাল্য চক্ষে ॥  
 আট বীর একত্রে বসিয়া যুক্তি করে । সভাকারে কহিছেন অঙ্গদ কুমারে ॥  
 কে যাবে সাগরপার দেখিতে সীতাকে । রামের কাছে স্ত্রীগ্রীবের পৌরুষ কে বাখে ॥  
 বামের কার্য রাজার আজ্ঞা রক্ষা করে যে । সকল কটক মধ্যে অগ্রগণ্য সে ॥  
 একে একে আপন বিক্রম বলে সভে । ছোটমাথা কর্যা বীর হনুমান ভাবে ॥  
 আপন বিক্রম বলে যতেন সেনাপতি । শত যোজন লজ্জিবারে নাহিক শক্তি ॥  
 অঙ্গদ কয় শতযোজন আসিতে যাতে পারি । মোবে বল সভে সীতার তত্ত্ব যায়্যা ॥  
 করি ॥

শুভ্রা মন্ত্রী বলে বাজ্যের যুবরাজ তুমি । তোমায় আজ্ঞা করি শক্তি নাই ধরি আমি ॥  
 মহাবীর বালী রাজা তুমি তার স্তত । তোমাকে পাঠাতে লক্ষ্য নহে উপযুক্ত ॥  
 রাজা তা করিতে পারে মোদের সাধ্য কি । অঙ্গদ বলেন তবে উপায় হব কি ॥  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্ত্রী কহিল বিশেষ । হনুমান করিবেন সীতার উদ্দেশ ॥  
 কি কথা ভাবিছ ছোট মাথিতে বসিয়া । যাতে হবে জানকীর তত্ত্ব আন গিয়া ॥  
 এ কথা কহিল যদি মন্ত্রী জাম্ববান । সভে মিল্যা করে হনুমানের বাথান ॥  
 সভার আজ্ঞা পায়্যা বীর বাত পসারিয়া । চলিল দক্ষিণ মুখে শ্রীরাম ভাবিয়া ॥  
 পবন-সমান গতি চলে বীরবর । আকাশমণ্ডলে দেপে ইন্দ্রাদি অমব ॥  
 দেবের বচন দেবী সুরসা শুনিয়া । হনুব সাক্ষাতে শিষ্য উদ্ভরিল গিয়া ॥  
 অনেক প্রকারে তারে কিসে না পারিল । মনে তুষ্ট হয়্যা তারে শেষে বর দিল ॥  
 সীতার উদ্দেশ করি দেখিবে শ্রীরাম । অশীর্বাদ কর্যা দেবী গেলা নিজস্থান ॥  
 পবন-গমনে যায় পবননন্দন । সাগর সঙ্কট হয়্যা ভাবে মনে মন ॥  
 সাগরের বচনে মৈনাক করে দেখা । বুভাস্ত কহিছে তাবে পবনের সখা ॥  
 শুনিয়া তাহার কথা বীর হনুমান । অঙ্গুল করিয়া স্পর্শ করিল পয়াণ ॥  
 চঞ্চল প্রকৃতি বীর যায় শূন্যপথে । শ্রীরামের অঙ্গুরী নিশান আছে হাতে ॥  
 হাতে হতে সাগরের জলেতে পড়িল । সঙ্গে সঙ্গে পবন-তনয় ডুব দিল ॥  
 ডুবিল অনেক দূর অঙ্গুরী না পায় । পবননন্দন কোপে পাতাল পানে যায় ॥  
 তদন্ত পর্বস্ত বীর করিল গমন । তথাপি না পাইল রামের নিদর্শন ॥  
 আশ্চর্য দেখিল তথা রত্নের মন্দির । মনেতে ভাবনা করে হনুমান ব্রী ॥  
 মন্দির ভিতরে এক বুদ্ধ মুনি থাকে । অনাথবান্ধব রাম নাম বল্যা ডাকে ॥

হহু বলে হেথা কেন রাম নাম শুনি । তাবিয়া চলিল কাছে বানর মহাজ্ঞানী ॥  
 ভকতি করিয়া পদে করিল প্রণাম । মুনি বলে আশ্র আশ্র বাছা হহুমান ॥  
 অব্যপ হইল হহু মুনিপানে চায় । দেখা শুনা নাই মোরে সকলি সুধায় ॥  
 হহু বলে পাদপদ্মে নিবেদিব মুনি । কেমনে জানিলে ইহা রামের দূত আমি ॥  
 হস্তা হস্তা ঋষিরাজ হহুমানে কয় । অনেক কাল আছে মোর এখানে আশ্রয় ॥  
 রামের ভজনফলে সব সন্ধি জানি । অনেক কাল জলের ভিতর বস্ত্রা আছি আমি ॥  
 নিশান অঙ্গুরী লয়্যা যাতেছিলাম লক্ষ্য । পড়িল সাগরজলে মনে পালাম শঙ্কা ॥  
 কি হবেক কহ সে অঙ্গুরী পাব কোথা । সীতা না বিশ্বাস গেলে বডই বিতথা ॥  
 ঋষি কয় কপিরাজ ভাবনা কি তার । কতেক অঙ্গুরী আছে বক্ষিত আমার ॥  
 উই এক অঙ্গুরী লয়্যা যাহ মহাশয় । হহু বলে তাহাতে কেমন কর্যা হয় ॥  
 রামের নিশান সেই সীতাব চিহ্নিত । অগ্বেব নিশানে কেন যাবেন প্রতীত ॥  
 মুনি কহে কল্পে কল্পে রাম অবতার । জতেক অঙ্গুরী দেখ সকলি তাঁহাব ॥  
 লয়্যা যাজ অঙ্গুরী দেখিলে দ্রষ্ট হব । রামের অঙ্গুরী লক্ষ্মী বিনে কে জানিব ॥  
 শুনি হহু মনে মনে প্রত্যয় হইল । মুনিরে প্রণাম করি অঙ্গুরী এক নিল ॥  
 তথাকারে অঙ্গুরী দেখিয়া বীরবব । হর্ব হয়্যা উখানিয়া উঠিল উপব ॥  
 ধরিল স্বর্ণের পথ পবন-তনয় । দৈবাৎ পথের মধ্যে আশ্রান্তর হয় ॥  
 বিকট সিংহিক। আলা হহু বিগ্ৰহমান । নখে কর্যা পেট চিব্যা বধিল পবাণ ॥  
 সাগরের জলে ভাসে যোজন জুড়িয়া । বীর হহুমান চলে বিতথা এডায়্যা ॥  
 বেলা অবলান চারি দণ্ড মাত্র ছিল । এমন সময়ে হহু সিদ্ধপার হল্যা ॥  
 সিদ্ধ লজ্যা পড়ে হহু লক্ষার উপরে । দলদল করে লক্ষ্য হহুমানের ভবে ॥  
 লক্ষার দুয়ারে দেবী উগ্রচণ্ডা ছিল । টলবল লক্ষ্য দেখ্যা হাথে খজা নিল ॥  
 উগ্রচণ্ডা সম্মুখে আইলা হহুমান । খজা ধর্যা কাটিতে যায় কোপে কম্পমান ॥  
 হহুমান বলে আমি রামের কিঙ্কর । সীতার উদ্দেশে আলাম লক্ষার ভিতব ॥  
 আগে সীতার তত্ত্ব লয়্যা রামচন্দ্রে দিব । তবে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ আসিয়া কবিব ॥  
 যখন লক্ষ্য নর বানর প্রবেশে । রাবণ কর্যাছে তখন যাইব কৈলাসে ॥  
 আশীর্বাদ কর্যা দেবী হহুমানে কয় । সাধহ রামের কার্য লক্ষ্য কর জয় ॥  
 উগ্রচণ্ডা দেবী গেল কৈলাস-শিখর । হহুমান প্রবেশিল লক্ষার ভিতর ॥  
 ঘরে ঘরে তত্ত্ব কর্যা বলে হহুমান । তা দেখিয়া লক্ষ্যপূর হল্যা মৃতিমান ॥  
 আমি লক্ষ্যপূর বল্যা বলে হহুমানে । ভ্রম্যা বুল ঘরে ঘরে ভয় নাঞ্চি মনে ॥  
 হহুমান বলে আমি রামের কিঙ্কর । ত্রিভুবনে কোন জনে মোর নাঞ্চি ডর ॥  
 পুরী বলে মোর হাতে বাঁচ্যা যাবি কোথা । এত শুণ্য হহুমান যুদ্ধে রণমাতা ॥

হু হু বলে কিলিয়া মারিব আজি তোরে । এত বল্যা চারি কিল মারিল তাহারে ॥  
 পরাণে কাতর পুরী কিলে বুক ফাটে । আমারে জিনিলে হু হু কহে করপুটে ॥  
 আধ্যাত্মিক মতে কবিচন্দ্র [ বিরচিল ] । লঙ্কাজয় হৈল হিঙ্গ বসুদেব গাইল ॥

### সীতার সন্ধানলাভ

লঙ্কাজয় কর্যা হু হু গেল অস্তঃপুরী । রাবণের কোলে দেখে রাণী মন্দোদরী ॥  
 দশহাজার দেবকন্যা দেখে হুমান । কোথায় না পাল্য বীর সীতার সন্ধান ॥  
 সূগ্রীব অঙ্গদ আর শ্রীরাম লক্ষ্মণে । কেমনে দেখাব মুখ সীতার তব্ব বিনে ॥  
 এত ভাবি একা বুলে বীর হুমান । বিভীষণ ঘরে বস্তু জপে রাম নাম ॥  
 রাম নাম শুনা হু ভাবেন অস্তরে । রাম রাম কেবা জপে রাক্ষসের পুরে ॥  
 ধনু প্রভু রঘুবীর সর্বগুণধাম । লঙ্কায় রাক্ষস ঘরে জাগে রাম নাম ॥  
 বাম্পবারি পরিপূর্ণ শুভা রাম নাম । বিভীষণের সাক্ষাতে দাণ্ডা হুমান ॥  
 বিভীষণ বলে কেবা আলো মোর ঘরে । দোহাই রামেব তোবে সত্য কহ মোবে ॥  
 বাম্পবারি বহে কহে পবন-কোঙর । বিভীষণে বলে আমি রামের নফর ॥  
 কাননে রামের সীতা কে করিল চুরি । প্রভুর আদেশে আমি আলাম লঙ্কাপুরী ॥  
 দৌহে দৌহা দরশনে হইল আনন্দ । ছুঁহে দৌহার পরম্পর বন্দে পদদ্বন্দ ॥  
 বিভীষণ বলে সীতা অশোকের বনে । চিনিতে নারিবে তথা যাইবে কেমনে ॥  
 সরমা আমার নারী যাহ তার সনে । দেখিবে জানকী দেবী অশোকের বনে ॥  
 আজ্ঞা পায়্যা সরমা কন্যারে নিল সাথে । অতি ছোট হল্য হু মর্কট বেণেতে ॥  
 বগ্নে ঢাক্যা হুমানের কাঁখে নিয়া করি । অশোকের বনে গেল সরমা স্তম্ভরী ॥  
 হুমান িন্তা সীতা চড়ে গিয়া গাছে । সরমা স্তম্ভরী আলা জানকীর কাছে ॥  
 পয়ার রচিলাঙ এই কাব্য রামায়ণ । বসুদেব [গায় কবিচন্দ্র-বিরচন] ॥

### হুমানের সীতাদর্শন

শিংশপা বৃক্ষেতে উঠে বীর হুমান । বৃক্ষতলে জানকী জপেন বাম নাম ॥  
 ক্লকবর্ণ বসন আছে ত সীতার গায় । ব্যাধে বিদ্ধ মুগী যেন চতুর্দিকে চায় ॥  
 বুক বায়্যা অবিরত পড়ে অশ্রধারা । ফুরিয়া কান্দে সীতা কুররীর পারা ॥  
 মলায় মলিন অঙ্গ হয়্যাছেন কাল । তথাপি সীতার রূপে দশদিগ আল ॥  
 হু তাবে রামপ্রিয়া জনকনন্দিনী । না দেখিয়া কেমনে বাঁচিব রঘুমণি ॥  
 এইকালে রথে চড়্যা রাবণ আইল । আমারে ভজহ সীতা রাবণ বলিল ॥  
 কোথা তোর রামচন্দ্র কোথায় লক্ষণ । নিরর্থক নষ্ট কর নৌতন বৌবন ॥  
 সীতা বলে তোর বড়াঈ থাকিব তাবত । গণ্ডিহাতে রঘুনাথে না দেখ যাবত ॥

সিংহের জায়ার সঙ্গে শূগাল হইয়া । ভোগ করিবারে চাহ মদে মত্ত হইয়া ॥  
 জানকী রাবণে উক্তি হইল বিস্তর । রাক্ষসীয়ে ভার দিয়া রাজা গেল ঘর ॥  
 চৌদিকে রাক্ষসী সীতায় করয়ে তর্জন । ত্রিজটা সভারে ডাকে শুন স্ত্রী স্বপন ॥  
 এক বানরেতে লক্ষ্য কৈল ছারখার । নর বানরেতে কৈল রাক্ষস সংহার ॥  
 দশমুণ্ড মুড়াইয়া গর্দভ উপরে । রাবণে ফিরায় সব বাজারে বাজারে ॥  
 হেথা একা সীতা কান্দে ধূলায় ধূসর । রামগুণ গায় হুহু গাছের উপর ॥  
 সূর্যবংশে অষোধ্যায় দশরথ নাম । চারিপুত্র সে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ॥  
 বাপের সত্য রক্ষাহেতু রাম আলায় বন । রামের সীতা হরে রাজা লঙ্কার রাবণ ॥  
 সীতা বলে রামকথা শুনি অদভূত । হুহুমান বলে আমি রাঘবের দূত ॥  
 রামদূত যদি কহে জনকনন্দিনী । কেমন রূপ রঘুনাত্যের কহ দেখি শুনি ॥  
 দীর্ঘ শ্রামতহু রাম রাজীবলোচন । দয়ার সাগর ধন্য গজেন্দ্রগমন ॥  
 সীতা বলে কোথা প্রভু ছাড়িয়া আমারে । হুহু বলে রাম মাল্যবান গিরিবরে ॥  
 হা হা জানকী জানকী রামচন্দ্র বলে । সীতা বল্যা কান্দে রাম ভাসে অশ্রুজলে ॥  
 সত্য কথা শুন সীতা করহ বিশ্বাস । হুহুমান বলে আমি রাঘবের দাস ॥  
 এত শুনা জানকী কান্দেন উচ্চস্বরে । ধূলায় ধূসর সীতা ডাকে রঘুবরে ॥

### সীতার বিলাপ

ভূমে পড়্যা কান্দে সীতা : মোর প্রভু রাম কোথা : আর মোর কি কাজ জীবনে ।  
 কোথা দুর্বাদল শ্রাম : না দেখিহু প্রভু রাম : গণ্ডি হাতে দেয়র লক্ষণে ॥  
 পাপিনী দুঃখিনী দীন্য : আমি অতি ভাগ্যহীন্য : দারুণ রাক্ষসগণে বেড়ি ।  
 কান্দে সীতা মায়ামোহে : কোশল্য স্মিত্রা হুঁহে : কোথা রইল আমার শান্তিভী  
 কত দুঃখ আছে আর : না হব দুঃখেতে পার : বাতাহত যেমন তরঙ্গী ।  
 মরি নাঞ্চি তার দায় : রাক্ষসেতে মাংস খায় : না দেখিহু রাম গুণমণি ॥  
 সীতার বিলাপ শুনি : হুহুমান মনে গুণি : আলায় জানকীর সন্নিধান ।  
 মোর মাথে দেহ পা : কি লাগি কান্দিছ মা : রামদূত নাম হুহুমান ॥  
 স্ত্রীবেরে সখা করি : দারুণ বালীরে মারি : তোমার তত্ত্ব কৈলা দেশে দেশে ।  
 সম্প্রতি শুনি বাণী : আত্মা দিল রঘুমণি : লঙ্কায় আইলাম অবশেষে ॥  
 আমারে না চিন তুমি : পবনের পুত্র আমি : হাত পাত্যা লহ নিদর্শন ।  
 শুনিয়া হুহুর বাণী : আনন্দিত ঠাকুরাণী : রামরূপ রূপদেতে ভাবন ॥  
 হুহুর শুনিয়া বাণী : উঠে সীতা ঠাকুরাণী : গা তুলিয়া ছু হাত পাতিল ।  
 কনক অকুরী দান : ধর বল্যা হুহুমান : আখি মুদি সীতা-করে দিল ॥

## রামের অঙ্গুরী দর্শন

রামের অঙ্গুরী পায়্যা বন্দিলেন মাথে । অশ্রু মুখে ভাবভরে ডাকে রঘুনাথে ॥  
 সীতা বলে হতুমান হেন দশা হব । লক্ষ্মণ সঙ্কেতে রাম লোচনে দেখিব ॥  
 কখন শুভাচ্ছ মুখে জানকীর নাম । কোন বনে এখন মোর দুর্বাদল শ্রাম ॥  
 নিবেদন করে হতু জানকীর পায় । কটকসনে দুই ভাই আছে কিঙ্কিঙ্কায় ॥  
 তোমা বই রামচন্দ্রের অস্ত্র নাই মনে । তোমার নাম মন্ত্র কর্যা জপে রাত্রিদিনে ॥  
 তোমা লাগি রামের বিরহ দুঃখ বড । কিঙ্কিঙ্কার চৌদিকে বানর হুলা জড ॥  
 অঙ্গদ সুষেণ নল নীল জাম্ববান । কে করে সেনার সংখ্যা সর্বে বলবান ॥  
 রাঘবের দূত আলায় জানিলা অন্তরে । চিরজীবী হ'অ তুমি কহেন হতুরে ॥  
 সমুদ্র লংহিলে তুমি গোপাঙ্গদের প্রায় । মোর পুণ্যফলে তুমি রামের সহায় ॥  
 আমার উদ্ধার বাছা তোমার যোগ্যতা । সূগ্রীব আদি যত বীবে কয়্যা মোব কথা ॥  
 যুগী সঙ্কে যবে বনে গেলা প্রভু রাম । লক্ষ্মণে কহিতু কটু বিধি হলায় বাম ॥  
 কিসের বড়াঈ করে রাজা ত রাবণ । সবংশে মারিতে পারে দেয়র লক্ষ্মণ ॥  
 লক্ষ্মণ দেয়রে মোর কয়্যা সমাচার । ক্রোধ কর্যা দেয়র পাছে না করে উদ্ধার ॥  
 মোব নিবেদন হতু কহিয় রামেরে । অক্ষয় কোদণ্ড রাম ধরে কিসের তরে ॥  
 শূব হয়্যা নারীরক্ষা করিতে নারিল । আপনার তেজ গুণ সব পাসরিল ॥  
 মোর দুঃখ হতুমান দেখিলে সাক্ষাতে । উদ্ধার না হব মোর জীবন থাকিতে ॥  
 আজি যদি তোমার সনে না হত্যা দর্শন । কালি লইতাম আমি অগ্নি-সঙরণ ॥  
 জনকনন্দিনী শোকে কান্দিতে কান্দিতে । মণি আপনার দিল হতুমান-হাথে ॥  
 আমার রামেরে হতু এই মণি দিয়্য । শ্রীরামে আমার দুঃখ বিবরিয়্য কয়্যা ॥  
 চারি আশ্র জানকী দিলেন হতুমানে । আশ্র খায়্যা হতুমান ভাবে মনে মনে ।  
 চারি আশ্র পায়্যা বীর করিল ভক্ষণ । তত্ব পায়্যা চলে বীব যথা মধুবন ॥

## হতুমানের লজ্জা দাহন

পথে যাতে সন্ন্যাসীর বেশ বীর ধরে । প্রস্তাব করিয়া বীর কমণ্ডলে পূরে ॥  
 সন্ন্যাসী দেখিয়া নত যত মহাবল । সন্ন্যাসী খায়ালায় সভে পঞ্চতীর্থের জল ॥  
 পঞ্চতীর্থ জল আমি খায়ালাম সভারে । ভক্তি করি আশ্র ফল খায়াঅ আমারে ॥  
 রাবণের মধ্বন শুন মোর কথা । আজ্ঞা বিনে আশ্র দিবু কার ছুটা মাথা ॥  
 তীর্থজল খায়্যা আশ্র না দিলি আমারে । এখনি মরিবি লভে যাবি ঘমঘরে ॥  
 এ বেটা সন্ন্যাসী নয় ভাবে গেল জানা । পঞ্চতীর্থ জল নয় যত খায়ালায় নোনা ॥

সন্ন্যাসী নাশিতে সতে শেল শূল ধরে । নিজ মূর্তি ধরি বীর সভারে সংহারে ॥  
 প্রাণ লয়্যা পালায় কেহ রাবণে কহিল । বানরে ধরিতে রাজ্য সেনা নিয়োজিল ॥  
 গাছে নাড়া দিয়া আশ্রয় খায় বীরবর । হেনকালে তথা আলায় রাবণের চর ॥  
 গাছের বাড়িতে বীর মারিল সভারে । শুনিয়া পাঠালায় রাজ্য অক্ষয়কুমারে ॥  
 সমস্তে আইল রথী হাথে ধনুর্বাণ । হুহুমানের ডাক্য বলে লব তোর প্রাণ ॥  
 অক্ষয়কুমারে ডাক্য হুহুমান কয় । দুর্ভাগার বেটা তুই জানিহু নিশ্চয় ॥  
 এত শুষ্ঠা অক্ষয়কুমার মারে বাণ । হুহুমানের বৃকে মারে পুরিয়া সন্ধান ॥  
 বাণ খায়্যা হুহুমান ধায় রণমাতা । চাপডের ঘায়ে তার গুঁড়া করে মাথা ॥  
 শুনিয়া রাবণ রাজ্য গুণিল প্রমাদ । আদেশ পাইয়া বীর ধায় মেঘনাদ ॥  
 রথ রথী ঘোড়া হাথি চৌদিকে ধাতুকী । কামচারী বানর বনেতে হল্য লুকি ॥  
 ইন্দ্রজিত বলে সব খেজর মারিল । কহ দূত সে বা কোথা পালাইয়া গেল ॥  
 বানর পালায় নাই কহিহু তোমারে । বীর ডাক ডাক এখন দেখিবে তাহারে ॥  
 ইন্দ্রজিতের দর্প দেখ্যা আলায় মহাবীর । দু বীরে বাজিল যুদ্ধ দুহে রণধীর ॥  
 হুহুমান পর্বত এডিল ভয়ঙ্কর । মুছা হল্য ইন্দ্রজিত রথের উপর ॥  
 চেতন পায়্যা বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে । ব্রহ্ম অস্ত্রে বাঞ্ছে বীর পবননন্দনে ।  
 কিল চড় চাপড় পড়ে হুহুর উপরে । বন্দী কর্যা লয়্যা যায় রাজ্যের গোচরে ॥  
 কৌতুকেতে হুহুমান যেদিগে দেই ভর । রাখ রাখ বলিয়া বলয়ে নিশাচর ॥  
 এইরূপে গেলা হুহু রাবণের দ্বারে । দ্বার দেখ্যা হুহুমান মনে যুক্তি কবে ॥  
 বিশ্বকর্মা বিরচিত সুবর্ণ-নির্মাণ । আড হুয়্যা দ্বারেতে লাগিল হুহুমান ॥  
 ধায়্যা গিয়া রাবণেরে নিশাচর বলে । প্রকাণ্ড শরীর বীর দ্বারেতে না গলে ॥  
 এত শুষ্ঠা দূতে কহে রাজ্য লঙ্কেশ্বর । দ্বার ভাঙ্গ্যা আন তারে মোর বরাবর ॥  
 রাবণের মুখে শুনি এতেক বচন । দ্বার ভাঙ্গিবারে চলে শত শত জন ॥  
 দ্বার ভাঙ্গ্যা হুহুমানেরে সাক্ষাতে আনিল । রাবণে দেখিয়া হুহু ভাবিতে লাগিল ।  
 হুহুমান বলে পাছু করিয়া রাবণে । মিত্রবর্গ বলে বানর বসিতে না জানে ॥  
 মন্ত্রীগণে কহেন লঙ্কার মহারাজ । বনের বানর কত দেখ্যাছে সমাজ ॥  
 না বুঝিয়া মোরে কেনে কহ কুবচন । হুহুমান বলে শুনি নিবুজি বাবণ ॥  
 রাজিদিবা চায়্যা আছে মহারাজ-পানে । আর কেবা আছে রাজ্য রামচন্দ্র বনে ॥  
 হুহুমানের কথা শুষ্ঠা রাবণ কুপিল । শাস্তি কর হুহুমানের রাজ্য আজ্ঞা দিল ॥  
 পুরান পুত্রে যায়্যা বত বীর নামে । পাক আনি মাখাইল বীর হুহুমান ॥  
 চন্দন মাখাহু কহে হুহুমানের গায় । হাড়িকানার মালা গলে বড় শোভা পায় ॥  
 হাড়িকানার মালা দিল হুহুমানের গলে । বড় শোভা হৈল বলি রাবণ রাজ্য বলে ॥

তা দেখিয়া হাসিতে লাগিল দশানন । ইন্দ্রিত করিয়া কহে পবননন্দন ॥  
 হুমান বলে ভাল করিলে সন্মান । হেন বুঝি রাবণ মোরে করে কন্যাদান ॥  
 কন্যাদান করিবারে গলায় দিল মালা । অতিকায় ইন্দ্রজিত আমার হবে শালা ॥  
 এতেক শুনিয়া কোপে কাঁপে দশানন । তীক্ষ্ণ খড়্গা লগ্না ইহার বধে জীবন ॥  
 বানরে কাটহ লগ্না কহে দশানন । কাটিয় না শাস্তি কর কহে বিভীষণ ॥  
 লেজে জড়াইয়া বগ্ন অগ্নি তাতে দিল । হুমান ছোট হতে বন্ধন খসিল ॥  
 লক্ষ দিয়া হুমান উঠে গিয়া চালে । পবনে স্মরণ কর্যা চালে চালে বলে ॥  
 লক্ষায় আইল উনপঞ্চাশ পবন । বাপে পোয়ে লক্ষাপুরী করয়ে দাহন ॥  
 পরম সুন্দরী যত ছিল লক্ষাপুরে । আগুনের ডরে গিয়া পড়ে সরোবরে ॥  
 চৌদিকে পোড়ায় লক্ষা হুমান মহাবল । সরোবরে দেখি যেন ফুট্যাছে কমল ॥  
 হাতি ঘোড়া পাখি পোড়ে ময়ূরের পুচ্ছ । গগনে উঠিল অগ্নি হয়্যা অতি উচ্চ ॥  
 অগ্নি দেখ্যা কান্দে হুমান হাহাকার করি । পাছে এ আগুনে মরে রামের সুন্দরী ॥  
 ক্রম্বকর্ণের ঘর রৈল পুড়িল সকল । সীতার সাক্ষাতে গেল লেজেতে অনল ॥  
 মুখের আপে নিভা অগ্নি জানকী কহিল । অগ্নির সহিত লেজ মুখেতে ভরিল ॥  
 আগুন নিভান হলা কুচ্ছিত বদন । পোড়ামুখ দেখ্যা হাসিবেক সর্বজন ॥  
 সুন্দর বদন হবে যাবে যত দুখ । তোমার জ্ঞাতিগণের হইব পোড়ামুখ ॥  
 বসুদেব গায় কবিচন্দ্রের বচন । শঙ্কর রচিল পোখা গানের কারণ ॥

### হুমানের প্রত্যাবর্তন

হুমান বলে কান্দ না মা নিবেদন করি । অলঙ্কিতে কান্দে কর্যা লগ্না যাতে পারি ॥  
 চুরি কর্যা লগ্না গেলে পৌরুষ না থাকে । রাবণে মারিয়া রাম তারিবে তোমাকে ॥  
 সীতার ঠাঞি বিদায় হইল হুমান । সমুদ্র লজিয়া পুন আইল সেই স্থান ॥  
 অঙ্গদ কহিল বীর যতেক কাহিনী । সবে পুলকাজ ডাকে রাম জয়ধ্বনি ॥  
 হুমান সাধুবাদ সভাই বলিল । মধুবন হুমান অঙ্গদ স্থানে নিল ॥  
 মধুবন মাগ্যা নিয়া খায়ালা বানরে । ডাগর হইল পেট নড়িতে না পারে ॥  
 মধুবন লুটি হইল গুনিল রাবণ । কার্ধসিদ্ধ হইল বলি কহেন লক্ষ্মণ ॥  
 কটক সকল আলায় রাম যেই স্থানে । হুমান পড়ে গিয়া রামের চরণে ॥  
 জোড়হাতে সীতার তত্ত্ব সকল কহিল । সীতার বার্তা পায়্যা রাম আনন্দ হইল ॥  
 কটক লইয়া সিদ্ধ বাঙ্কিবারে যায় । অপূর্ব রামের লীলা কবিচন্দ্রে গায় ॥

### রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ

এথা ত রাবণ রাজা কহিতে লাগিল । পাত্রমিজগণে রাজা ডাকিঅনিল ॥  
 রামদূত আসি লক্ষা দণ্ড কর্যা গেল । জোড়হাতে বিভীষণ কহিতে লাগিল ॥



গুন রাজা দশানন করি নিবেদন । আমি এক কথা কহি তাতে দেহ মন ॥  
 পূর্ববংশে দশরথ নামে মহারাজা । দেবলোক নরলোক যার করে পূজা ॥  
 তাহার ঘরেতে প্রভু জন্মে নারায়ণ । মোর বাক্যে দশানন স্থির কর মন ॥  
 বাপের সত্য পালিবারে রাম আইলা বনে । তাহার রমণী হয়্যা আনিলেক কেনে ॥  
 তাহার সঙ্গিতে কক্ষা রাজা না করিহ । পূর্ণব্রজ নারায়ণ রামকে জানিহ ॥  
 তার সঙ্গে কক্ষা রাজা রক্ষা নাঞি হবে । সবংশেতে লঙ্কাপুরী সব মজাইবে ॥  
 অতএব বলি আমি গুন লঙ্কেশ্বর । সীতা লয়্যা যাই চল রাম বরাবর ।  
 কাঙ্ছে দোলা কর্যা সীতা রামচন্দ্রে দেহ । চরণে ধরিয়া তাঁর ক্ষেমা মাগ্যা লহ ॥  
 এত কথা বিভীষণের মুখেতে গুনিল । কালসর্প ক্রোধ যেন দশাননে হল ॥  
 ক্রোধে লাথি [অস্থজের] বুকেতে মারিল । রাজ্য হতে বিভীষণে দূর কর্যা দিল ॥  
 রাম রাম বল্যা বীর উচ্চস্বরে কান্দে । মায়ের সাক্ষাতে যায় বুক নাঞি বান্ধে ॥  
 কান্দ্যা কান্দ্যা বিভীষণ মায়ের স্থানে গেল । বিভীষণে দেখি তবে কহিতে লাগিল ॥  
 কিসের লাগিয়া বাছা করিছ রোদন । আত্মোপাস্ত যত কথা কহে বিভীষণ ॥  
 কান্দিতে কান্দিতে মায়ে কহে বিভীষণ । লাথি মার্যা মোরে দূর করে দশানন ॥  
 বিভীষণ বলে মাতা করি নিবেদন । আজ্ঞা পালে রামচন্দ্রের লই সঙরণ ॥  
 বিভীষণ মুখে যদি এতেক গুনিল । হায় হায় কর্যা রাণী কান্দিতে লাগিল ॥  
 লঙ্কাপুরী রাবণ মজিল এতদিনে । অরে বাছা লহ যায়্যা রামের সঙরণে ॥  
 এত কথা শুন্তা মনে আনন্দ হইল । নতশির হয়্যা মায়ে প্রণাম করিল ॥  
 এই আশীর্বাদ কর সিদ্ধ হকু কাম । নিকষা কহেন তোমা দয়া করুন রাম ॥  
 পঞ্চ রক্ষ লয়্যা বীর রামপাশে যায় । রামের অপূর্ব লীলা কবিচন্দ্র গায় ॥

### রাম-বিভীষণ মৈত্রী

হোথা রাম কটকসনে সমুদ্রের তীরে । সঙ্করণ বেশে রাম কহেন সাগরে ॥  
 মোর বাক্য গুনহ সাগর একমনে । মোর পরিচয় আমি দিব তব স্থানে ॥  
 অযোধ্যা নগরে দশরথ নামে রাজা । দেবলোক নরলোক যার করে পূজা ॥  
 তাহার তনয় আমি নিবেদন করি । পিতৃসত্য রক্ষাহেতু হলাম বনচারী ॥  
 পিতৃসত্য রক্ষাহেতু ভ্রমি বনে বনে । দৈবাৎ জানকী হয়্যা নিলেক রাবণে ॥  
 পিতৃলোককীর্তি তুমি গুন মহাশয় । অতএব তোমারে দিলাম পরিচয় ॥  
 এই হেতু কাতর হইয়া ভ্রমি আমি । এ ঘোর সাগরে রক্ষা কর আশ্রা তুমি ॥  
 এত কথা রামচন্দ্র সাগরে বলিল । গরিমা করিয়া কিছু উত্তর না কৈল ॥

কোথেকে লক্ষণ রাখে কহিছে বচন । কি ছার সাগরে তুমি করিছ স্তবন ॥  
 স্তবকাল নহে রাম কহি বারে বারে । আজ্ঞা পালে কোন তুচ্ছ বাক্য্য আনি তারে ॥  
 এতেক বলিয়া বাণ ধরুকে জুড়িল । নাগপাশে সাগরেরে বন্ধন করিল ॥  
 বাণে বাক্য্য সাগরে রামের কাছে দিল । জোড়হাতে সাগর রাখে কহিতে লাগিল ॥  
 কিজন্ত আমারে প্রভু বাক্সিয়াছ বাণে । তব মায়্যা রামচন্দ্র বুঝিব কেমনে ॥  
 পতিতপাবন তুমি অধমের গতি । মোরে দয়া কর প্রভু দেব রঘুপতি ॥  
 এই মত নানা স্তব করিল বিস্তর । সাগরে মধুর বাণী কহে রঘুবর ॥  
 রাবণে হরিল সীতা শুনহ বচন । এই হেতু লহ তুমি আমার বন্ধন ॥  
 রামের বচন শুন্তা হাসিতে লাগিল । যে আজ্ঞা বলিয়া বন্ধ অঙ্গীকার কৈল ॥  
 বন্ধন হইতে মুক্ত রামচন্দ্র কৈল । রামে প্রদক্ষিণ কর্যা যথাস্থানে গেল ॥  
 সমুদ্রের কূলে বস্ত্রা স্ত্রীরাম লক্ষণ । সিংহনাদ কর্যা বুলে ষত কপিগণ ॥  
 দূবে হতে বিভীষণে দেখিবারে পায় । মার মার রবেতে বানর সব ধায় ॥  
 ত্রাসযুক্ত বিভীষণ হস্তমানে ডাকে । কোথা আছ হস্তমান রক্ষা কর মোকে ॥  
 রাম রাম বলি বীর কান্দে উত্তরায় । দূরে হতে হস্তমান দেখিবারে পায় ॥  
 আগাইয়া আইল তথা পবননন্দন । বানর কটকে সব করিল বারণ ॥  
 আশ্বাসিয়া হস্তমান লয়া বিভীষণে । কেমনে দেখাব রাখে ভাবে মনে মনে ॥  
 বিভীষণে লয়া হস্ত রাম কাছে গেল । লোটাটাইয়া রামপদে রাক্ষস পড়িল ॥  
 পদ ধর্যা প্রণমিয়া রাখে করে স্তুতি । বাবেক করুণা কব অখিলের পতি ॥  
 অনাথের নাথ প্রভু পতিতপাবন । সংসারের বলবুদ্ধি সীতার প্রাণধন ॥  
 তব মায়্যা ওহে প্রভু বুঝিতে না পারি । বাবেক করুণা কব দেবতা শ্রীহরি ॥  
 অনাথবান্ধব তুমি জীবের জীবন । অপরাধ ক্ষেম মোর রাজীবলোচন ॥  
 এইমত বহু স্তুতি বিভীষণ কৈল । বিভীষণে সীতাপতি প্রবোধ করিল ॥  
 আস আস বিভীষণ কহিয়ে তোমারে । তব সম ভক্ত নাহি এতবসংসারে ॥  
 রাম বলে বিভীষণ কহি বারে বারে । লক্ষণ অধিক কর্যা বাসি যে তোমারে ॥  
 বিভীষণের মিত্রতায় রাম দিলা মন । অপূর্ব রামের লীলা কবিচন্দ্র কন ॥

### বিভীষণের প্রতিজ্ঞা

মিত্রতার কথা শুন্তা কহেন লক্ষণ । রাক্ষসে বিশ্বাস নাই শুন নারায়ণ ॥  
 লক্ষণের কথা শুন্তা কহে হস্তমান । মহীতলে বিভীষণ বৈষ্ণব প্রস্থান ॥  
 স্বধার্মিক বিভীষণ শুন প্রভু রাম । নিজ ঘরে বস্ত্রা সঙ্গা জপে তব নাম ॥  
 সীতার তব ঘরে ঘরে করিয়া বেড়াই । রাক্ষসের পুরে কেহ রাম বলে নাই ॥

খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাই বিভীষণের স্থানে । তব নাম বিভীষণ জপে রাজিদিনে ॥  
 মোরে দেখ্যা বিভীষণ কহিতে লাগিল । সরমা ক্রিহার নারী মোর সঙ্গে দিল ॥  
 সে যাইয়া দেখাইল অশোকের বনে । সীতার তত্ত্ব কর্যা রাম আলাম তব স্থানে ॥  
 সেই হতে জানি যে ধার্মিক বিভীষণ । নহিলে এমন কথা কে কহে কখন ॥  
 এত কথা হুহুমান কহে রাম-স্থানে । শুনিয়া লক্ষ্মণ মনে প্রত্যয় না মানে ॥  
 লক্ষ্মণের কথা শুনা কহে বিভীষণ । যেরূপে প্রত্যয় হয় করিব এখন ॥  
 রামপদ বিনে অন্তে যদি জানি মুক্তি । গোত্রাঙ্কণ অগ্নি আমি পায় কর্যা ছুটি ॥  
 শতপুত্রের পিতা হব কহি তব স্থানে । রামপদ বিনে যদি অন্তে করি মনে ॥  
 কলির ত্রাঙ্কণ হব শুন মহাশয় । হইব নরকগামী কহিতু নিশ্চয় ॥  
 গোবধ ত্রাঙ্কণবধ যত পাপ হয় । সে সকল পাপ মোব হইব নিশ্চয় ॥  
 একা মিষ্ট অন্ন লোভে যেইজন খায় । সেই পাপ আমার লাগিব আশ্রয় গায় ॥  
 বেদজ্ঞ ত্রাঙ্কণ নিন্দা যেরা জন করে । গুরু নাই মানে যেরা পরদ্রব্য হবে ॥  
 বিপ্র অগ্নি গুরু যেরা জন চাঠে পায় । সে সকল পাপ আশ্রয় ধরিব আশ্রয় ॥  
 আষাঢ়ী কার্তিকী মাঘী বৈশাখী পূর্ণিমা । দান দ্বিজে দেই নাঞি হই তার সমা ॥  
 রাজা হইয়া প্রজাকে না করেন পালন । তত পাপের পাপী হই জানিবে কারণ ॥  
 প্রজা হয়্যা রাজদ্রোহ করে যেই লোকে । তত পাপের পাপী হয়্যা পড়িব নরকে ॥  
 বিত্ত পায়্যা গুরুনিন্দা করে যেইজন । তত পাপের পাপী হই শুনহ বচন ॥  
 কর্ম কর্যা দক্ষিণা না দেই যেইজন । তত পাপের পাপী হই শুনহ কারণ ॥  
 আপনা বাড়ায়্যা যেরা পরনিন্দা করে । তত পাপের পাপী হই কহিহু তোমাতে ॥  
 স্থাপ্য ধন হরণেতে যতেক পাতক । তত পাপের পাপী হয়্যা যাইব নরক ॥  
 যত পাপ হয় প্রভৃ মিথ্যা বচনে । তত পাপের পাপী হই শুন নারায়ণে ॥  
 আশা দিয়া দ্রব্য যেরা না করেন দান । তত পাপের পাপী হই কর অবধান ॥  
 বিভীষণের দিব্য শুভা হাসিলা লক্ষ্মণ । কহিতে লাগিলা তবে কমললোচন ॥  
 শ্রীরাম বলেন তাই শুনরে লক্ষ্মণ । বুঝিহু ধার্মিক বটে রক্ষ বিভীষণ ॥  
 বিভীষণে বলে রাম শুন মোর বাণী । রাবণে বধিয়া দিব মন্দোদরী রাণী ॥  
 লঙ্কাপাটে তোমাতে ধরাব দণ্ড ছাতা । সত্য সত্য কহি এই জান মোর কথা ॥  
 এত বলি বিভীষণে অভিষেক কৈল । রামজয় বলায় সবে নাচিতে লাগিল ॥  
 বিভীষণ-সঙ্গে রাম মিত্রতা করিলা । অগ্নি সাক্ষী কর্যা বিভীষণে কোল দিলা ॥  
 রাক্ষস বানর সিদ্ধ বাঙ্কিবারে যায় । বামনীলা সুধারস কবিচন্দ্র গায় ॥ .

### সাগর-বন্ধন

সাগরেরে রামচন্দ্র করিল। সত্তর। রামপাশে আস্তা সাগর দিলা দরশন ॥  
 জোড়হাতে কহে কেন ডাকিলে আমায় । শুনিয়া রামের কথা কহিছে স্বরায় ॥  
 নল বিনে কোন বীরে নারিব বান্ধিতে । শুন প্রভু রামচন্দ্র কহিছে নিশ্চিতে ॥  
 পূর্বে বর পিতৃস্থানে পাইয়াছে নল । যে সামগ্রী ফেলি জলে ভাসিবে সকল ॥  
 এত বলি সাগর গেলেন যথাস্থানে । স্ত্রীবিধি বিতীর্ণে রাম কহিল। তখনে ॥  
 সাগরের উপদেশ নলের বচন । বলিল না ঝাট কর সাগর বন্ধন ॥  
 গাছ পাথর কপি সব আনে যুখে যুখে । বানর পাথর দেই নলবীর-হাতে ॥  
 বানরের টানে গাছ করে চড় চড় । শাল তাল তমাল অশথ আদি বড় ॥  
 নাকড়ি পকড়ি আনে কদম্ব তেঁতুলি । আম্র কাঁঠাল আনে জিউলি শিউলি ॥  
 দীঘল দীঘল আনে গুবাক নারিকল । একে একে সব গাছ বসাইল নল ॥  
 যত যত গাছ ছিল দিগদিগন্তরে । সে সকল গাছ আনি ফেলিল সাগরে ॥  
 ছোট বড় গাছ আনে সার কি অসার । বানব কটক সব করিল সংহাব ॥  
 যেই যেই গাছ সব সলিলেতে ভাসে । তাহার ডালের পর আর ডাল বৈসে ॥  
 এই মত নান। গাছ আনিল সকল । একে একে সব গাছ বসাইল নল ॥  
 দশ যোজন কৈল জাঙ্গাল পশ্চিম । দিনে তিন যোজন কবি বান্ধে কপিগণ ॥  
 অদ্ভুত বামের কীর্তি সাগরের জলে । গাছ পাথর কপি দেই সেতু বান্ধে নলে ॥  
 জাঙ্গাল দেখিয়া দেবগণের আনন্দ । দশদিনে শতযোজন বান্ধে সেতুবন্ধ ॥  
 সাগরকূল ছাড়া রাম চড়িল। জাঙ্গালে । দশযোজন জুড়িয়া রহিল সৈন্যদলে ॥  
 জাঙ্গাল উপরে বৈসে কথ কপিগণ । অন্তরীক্ষ হইতে দেখে সে শুক সাবণ ॥  
 একদৃষ্টে নিহালয়ে গগনমণ্ডলে । গাছ পাথর জাঙ্গাল দেখে সাগরের জলে ॥  
 বড় বড় পর্বত ভাসে সাগর উপর । নানা বর্ণের কপি দেখে জাঙ্গাল উপর ॥  
 বিপরীত দেখিয়া ত্রাসিত দুই চর । বার্তা দিতে গেল দৌড়ে রাবণ-গোচর ॥  
 পাত্র মিত্র লয়। বসিয়াছে দশানন । রাজ্যরক্ষা চিন্তে রাজ। লয়। পাত্রগণ ॥  
 রামে বিভীষণে মিলে সাগরের কূলে । কোন যুক্তি করিব রাবণ রাজ। বলে ॥  
 ভক্ষ্য শত্রু বনের বানর আর মানুষে । সকল বিষয় হয় বিভীষণ পাশে ॥  
 পাত্র মিত্র লয়। রাজ। কহে এই কথা । হেন বেলা শুক সারণ হুয়াইল মাথা ॥  
 দুই চরে দেখিয়া রাবণ কোপে জ্বলে । তর্জন করিয়া তারে দশানন বলে ॥  
 থানা রাখা কৈল তোরে করিয়া প্রধান । কি করিতে আইলি আমার বিজ্ঞমান ॥  
 রাবণের মুখে শুনি এতেক বচন । আত্মোপাস্ত কহে তবে সে শুক সারণ ॥  
 বড়ই আশ্চর্য গৌসাই দেখি আচম্বিতে । সাগরে জাঙ্গাল কালি দৈবাবে চক্ষেতে ॥  
 সকল বৃত্তান্ত কহে সে শুক সারণ । হৃন্মর কাণ্ডের কথা কবিচক্রে কন ॥

### রাবণের জাজাল দর্শন

রাজাকে হুণ্ডায়্যা মাথা : শুক সারণ কহে কথা : শুনহ লঙ্কার লঙ্কেশ্বর ।  
 একথা কহিব কায় : কেবা সে প্রত্যয় যায় : জলধির উপরে পাথর ॥  
 অসম্ভব কথা কয় : কহিলে কহন নয় : শুনিলে শ্রবণে লাগে শাল ।  
 অলঙ্ঘিত জল বার : কেবা ওর দিবে তার : তার পর দেখিয়ে জাজাল ॥  
 সিদ্ধুময় ভাসে শিলা : কপি চাপে গুলা গুলা : থিয়ারি যেমন খেলে নায় ।  
 দিব্য বাকল পরে : পারিজাত মালা শিরে : পঞ্চম স্বরেতে গীত গায় ॥  
 কপি রণে গুড়গুলা : যেন দেখি মেঘমালা : এক চাপে ভেদিল গগন ।  
 সূর্য ছাড়ে নিজ কাস্তি : পালাইল নিশাপতি : কম্পিত হইল তারাগণ ॥  
 মহাবীর বলবান : গিরি ধর্যা দেই টান : উপাডয়ে পর্বত সকল ।  
 অষ্ট কুলাচল এড়ে : শব্দেতে গগন জুড়ে : খায় কপি মন্দাকিনী-জল ॥  
 সেতু বান্ধে নল নীল : অনন্ত বিক্রমশীল : গিরিগুলা বাম হাথে লুফে ।  
 আড়ে দশযোজন : জাজালের পত্তন : পর্বত বসায় কাপে কাপে ॥  
 দুই চরের বোল শুনি : ত্রাসিত রাক্ষসমণি : কি বলিলি রে শুক সারণ ।  
 ছল বোল পরকাশ : হৈল পারা অভিলাষ : কিবা পথে দেখিলি স্বপন ॥  
 যদি হেন এ সাগর : উপরেতে প্রস্তুত : প্রত্যক্ষেতে দেখাবে নয়ানে ।  
 সপ্ত সিদ্ধু একুকালে : পাথর ভাসয়ে জলে : তবে বাসি একথা প্রমাণে ॥  
 অদভূত কথা শুনি : পবনে ডাকিয়া আনি : পুষ্পরথ করহ সাজনে ।  
 দুই চর যত কহে : মোর মনে নাই লহে : দেখি গিয়া আপন নয়নে ॥  
 টুটে সব অহঙ্কার : রাজা কহে বারে বার : ঘুচে সব মনের আনন্দ ।  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : মনে রাজা পায়্যা ভয় : দেখিতে চলিল সেতুবন্ধ ॥

### জাজাল ভাঙ্গা

দুই চরের বোল রাজা মিথ্যা হেন জানি । লঙ্কার রাবণ রাজা আইল আপনি  
 আজ্ঞায় সারথি করে রথের সাজন । সেতুবন্ধ দেখিবারে নড়িল রাবণ ॥  
 রথে থাকি দেখে রাজা গগনমণ্ডলে । গাছ পাথর দিয়া বান্ধে সাগরের জলে ॥  
 দশ যোজন জুড়িয়া রহিছে কপিগণ । পরিশ্রমে সকলে নিদ্রায় অচেতন ॥  
 আড়ে পরিসর জাজাল দশ যোজন । দীর্ঘে ত্রিংশ যোজন কর্যাছে বন্ধন ॥  
 দেখ্যা শ্রীত হল্যা রাজা ডাকে দুই চর । শুক-সারণে প্রসাদ দিলা লঙ্কেশ্বর ॥  
 পুষ্পক সারথি রহে গগনমণ্ডলে । হাতে শূল লয়্যা রাজা নামিলা জাজালে ॥  
 শূলে বিদারিয়া ফেলে রাজা লঙ্কেশ্বর । যোজন অন্তর পড়ে সে গাছ পাথর ॥

বিশ যোজন জাঙ্গাল ভাঙ্গিল দশানন । দশ যোজন রহে যাতে আছে কপিগণ ॥  
 সেতুবন্ধ ভাঙ্গা রাজা চড়ে পুশ্পরথে । নিজ বাসে গেলা রাজা হর্ষ হয়্যা চিন্তে ॥  
 নিজা গেল লঙ্কেশ্বর মনের হরিষে । সুন্দরকাণ্ডে জাঙ্গাল ভাঙ্গা কবিচন্দ্রে ভাষে ॥

### জাঙ্গালে শিবলিঙ্গস্থাপন

রাত্রি প্রভাত হইল প্রভুষ বিহান । নিজা হৈতে উঠিল বানর বলবান ॥  
 সুগ্রীব বিভীষণ উঠে যত কপিগণ । নিজা ভাঙ্গি উঠিলেন শ্রীরাম লঙ্কণ ॥  
 জাঙ্গালে না দেখি গাছ পাথর শিখর । দেখিয়া ত্রাসিত হইল দুই সহোদর ॥  
 নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাম করেন হাহাকার । আর নাই হল্য মোর সীতার উদ্ধার ॥  
 দেবতা গন্ধর্বে কেবা করে নানা ছলে । এত বলি কান্দে রাম সঙ্করণ বোলে ॥  
 করুণার লোহে ভরে কমলনয়ান । তা দেখিয়া কান্দে সব বানর বলবান ॥  
 সুগ্রীব অঙ্গদ কান্দে মন্ত্রী জাম্ববান । নল নীল আদি কান্দে বীর হস্তমান ॥  
 কেশরী কুমুদ আর কান্দেন লঙ্কণ । গবয় গবাক্ষ কান্দে গন্ধমাদন ॥  
 এই মত কপি সব করয়ে রোদন । কে কোথা করুণা করে নাই অন্বেষণ ॥  
 আনের কথা থাকুক বিস্মিত বিভীষণ । রাবণ রাজা আসিয়াছে হেন লয় মন ॥  
 একদৃষ্টে বিভীষণ করে নিরীক্ষণ । পদচিহ্ন দেখ্যা বলে আইল রাবণ ॥  
 শ্রীরামে প্রবোধ বাক্য বলে বিভীষণ । রাত্রে আসি জাঙ্গাল ভাঙ্গিল দশানন ॥  
 ঘরের বৃত্তান্ত আমি জানি যে আপনি । যে কিছু বলিয়ে মিত শুন মোর বাণী ॥  
 আজ্ঞনম্ শিবলেবা করে দশানন । প্রাণ গেলে শিবলিঙ্গ না করে চালন ॥  
 চিন্তা ছাড় শুন প্রভু আমার বচন । জাঙ্গালপর শিবলিঙ্গ করহ স্থাপন ॥  
 তিন যোজন করি নিত্য বাঁধিবে সাগর । তবে শিবলিঙ্গ স্থাপ তাহার উপর ॥  
 বিভীষণের বোলে রাম হরষ অপার । নল মহাবীরে রাম পাড়িল হাঁকার ॥  
 পাশে আসি নলবীর হুড়াইল মাথা । ঈষৎ হাসিয়া রাম নলে কহে কথা ॥  
 তিন যোজন একদিনে বান্ধিবে সাগর । পাষাণের শিবলিঙ্গ স্থাপিবে উপর ॥  
 পুনর্বীর গাছ পাথর আনে কপিগণ । বসিয়া ত নল করে সাগর বন্ধন ॥  
 জাঙ্গাল বান্ধিল নল শ্রীরাম-প্রতাপে । বড় বড় গিরিগুলা বসায় কাপে কাপে ॥  
 জলের উপরে পড়ে বড় বড় গাছ । তাহার উপরে বৈসে সুগ্রীব কপিরাজ ॥  
 একদিনে জাঙ্গাল বান্ধে তিন যোজন । তাহার উপরে কৈল শিবের স্থাপন ॥  
 তাহাতে নির্মাণ কৈল মণ্ডপ দেউল । শিবলিঙ্গ মাথে দেই নানা বর্ণ ফুল ॥  
 বান্ধিলেক সেতু নল পঞ্চাশ যোজন । লোকমুখে সব বার্তা পাইল রাবণ ॥  
 রাক্ষস আনিতে বায় সাগরের পানি । বানরের গীত নাট তারা আসে শুনি ॥

ধায়্যা গ্যা রাক্ষস করে রাজাকে গোচর । সাগরের জলে ভাসে পর্বত পাথর ॥  
 রাজা বলে জাঙ্গাল ভাঙ্গিছু বাহুবলে । আরবার সেতু গড়ে সাগরের জলে ॥  
 কোলাহলে রাবণের বিরস হল মতি । জাঙ্গাল দেখিতে রথে চড়ে শীত্ৰগতি ॥  
 পুষ্পক সারথি রহে গগনমণ্ডলে । হাতে শূল পুনর্বার নামিলা জাঙ্গালে ॥  
 যাইতে সম্মুখে দেখে মণ্ডপ দেউল । শিবলিঙ্গপর দেখে নানা বর্ণ ফুল ॥  
 মূর্তিমান শিবলিঙ্গ সাগবের জলে । মর্দানা সকল গেল টুটি আইল বলে ॥  
 দশমাথা পাগ রাজা তুল্যা সেই স্থানে । নতশির হয়্যা পড়ে শিবের চরণে ॥  
 কুড়ি হাতে করে রাজা দশ পুটাঙ্গলি । বিনয় ব্যবহারে মধুর বাক্য বলি ॥  
 কোন জনা বলে তোমা দাতা দিগম্বর । হেন যদি তবে সেবিতাম গদাধর ॥  
 ত্রাণা বিষ্ণু নাই মানি তব বরদানে । যেই মন্ত্র দিয়াছিলে জপি রাত্রিদিনে ॥  
 এই মত ভোলানাথে রাবণ রাজা কয় । হৃন্দ[র]কাণ্ডে রামলীলা কবিচন্দ্র গায়

### শিবের প্রতি রাবণের অনুযোগ

শুন সদাশিব ভোলা : এ নাকি তোমার লীলা : জানিতাম দেব রূপাবান ।  
 দেখিয়া শত্রুর বল : ঘৃণা পায়্যা কব ছল : মূর্তি ধর্যা হলে আগুয়ান ॥  
 রাবণ তোমার ভৃত্যে : জানে ইহা ত্রিজগতে : অতএব তোমা গেল জানি ।  
 হেন ভক্ত নাশ করি : হাসাইলে তিন পুরী : তোমা না সেবিব কোন জনা ॥  
 লৈলুম আমি পদছায়া : জানিছু যতেক দয়া : বুঝিলাম ঠাকুরালিপন ।  
 কৈলাস বাস ছাড়িয়া : বিপক্ষের পক্ষ হয়্যা : জাঙ্গালে বসিয়া দিলে থানা ॥  
 কি আর বলিব আমি : অমৃতকূল হৈলে তুমি : তবে জানি রাম বীরপন ।  
 সেতু করি ছারখার : কটকেতে মহামার : ভাঙ্গিতাম সে রামের থানা ॥  
 আমা হেন ভক্ত নষ্ট : গ্রিহায় হইলে তুষ্ট : এক কথা ভাগ্য কর্যা মানি ।  
 আপন সম্পত্ত নাশ : ত্রিভুবনে অপষণ : কটক লয়্যা শোভুক আপনি ॥  
 রাজা হয়্যা নহি ভোগী : হইলুম পরম যোগী : দশ করে রুদ্রাক্ষের মাল ।  
 মুখবাণ হাতে তালে : হৃদয়েতে জাপ্যমালে : মাথায় পিঙ্গল [ জটাজাল ] ॥  
 আমি নিশাচর জাতি : তোমা বিনে নাই গতি . ত্রিভুবন কৈলুম করতলে ।  
 ছত্রিশ কোটি দেবগণে : যায় মোর যোগানে : সভাই খাটে রাক্ষস মিশালে ॥  
 বিপক্ষের দিগে উর : বৈল আমি দুরাক্ষর : এই দোষ ক্ষমহ আমারে ।  
 যবে তুমি খুসি মনে : কি করিব দেবগণে : কোটি রাম কি করিতে পারে ॥  
 আমি যতকাল জিব : কণ্ঠাগত প্রাণ হব : প্রভু মোর দেব ত্রিলোচন ।  
 লঙ্কা যাবেক ভুবিয়া : শিবের নিছনি লয়া : শিবলিঙ্গ না করি চালন ॥

প্রদক্ষিণ কর্যা সেতে : চড়িল পুষ্পকরথে : লঙ্কাপুরীর ছাড়ি সব আশ ।  
সকরুণ চিত্ত হয়্যা : পুরী প্রবেশিল গিয়া : কবিচন্দ্রের মনেতে উল্লাস ॥

### সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্য

নৈরাশ হইয়া লঙ্কা প্রবেশে রাবণ । রামজয় রবে সেতু বান্ধে কপিগণ ॥  
জাঙ্গাল আরম্ভ রাম কৈল যেইকালে । সেইকালে ছিল দুই কাঠবিড়ালে ॥  
বানরে পর্বত আনে নল সেতু বান্ধে । তা দেখিয়া গুড়গুড়া উচ্চস্বরে কান্দে ॥  
ক্ষীণ প্রাণ হীন বল খিস্তি কলেবর । আমাদের জন্ম মিছা ধন্য সে বানর ॥  
সেই মহাবীর যেবা রামের কার্য করে । কোন কার্য করি মোরা সাগরের তীরে ॥  
গুড়গুড়া চলে আগে পাছে তার নারী । জাঙ্গালে কি কাজ করে মনে মনে করি ॥  
গুড়গুড়া বলে প্রিয়া গুন মোর বাণী । এ অঙ্গ ভিজাই গিয়া সাগরের পানি ॥  
যেখানে দেখিব মোরা সমুদ্রের বালি । অঙ্গ লোটায়্যা দৌহে গায়ে নিব ধূলি ॥  
লঙ্কাকে যাইব রাম কমললোচন । রাতুল চরণে তাঁর বাজিব পাষণ ॥  
অতি সুকোমল পায় পাষণ পাছে বাজে । গা ঝাড়িয়া রেণু রাখি জাঙ্গালের মাঝে ॥  
গা ঝাড়িয়া যায় দৌহে জাঙ্গাল উপর । জাঙ্গাল উপর বালি দেখিতে সুন্দর ॥  
দৌহা কীর্তি দেখে রাম কমললোচন । লোহেতে ভরিল তাঁর অরুণ নয়ন ॥  
বাহু পসারিয়া রাম দৌহে কৈলা কোলে । পদ্ম হস্ত বুলাইলা অঙ্গ সুকোমলে ॥  
কুচ্ছিত রূপ ঘুচে দৌহে হইল সুন্দর । রামের আঙ্গুল চিহ্ন গায়ের উপর ॥  
বনের পশুর রাম-ভক্তি নিরখিয়া । করুণে অরুণ আঁখি চলিল ভাসিয়া ॥  
রামের করুণা দেখি নল মহাবল । জোড়হাতে রাম আগে আঁখি ছলছল ॥  
নল বলে রাম তুমি কর অবধান । তোমার করুণে নাথ মিলায় পাষণ ॥  
নষ্ট হৈল সেতুবন্ধ রাখিতে নারিল । করুণে ভাসিল শিলা দ্রব হয়্যা গেল ॥  
করুণা না কর রাম করুণাসাগর । দারু দ্রব হয়্যা গেল মিলায় পাথর ॥  
তোমার বানর হৈল করুণ নয়ানে । লোহে চক্ষু ভরে গাছ বহিব কেমনে ॥  
তোমার করুণে কপি হইল অচল । ঊর্ধ্বমুখ হয়্যা কপি রহিল সকল ॥  
এতেক বলিয়া নল রামচন্দ্রে তোষে । সাধু সাধু বলে নল দেবতা প্রশংসে ॥  
গুড়গুড়া বেড়ি রাম নল কৈল কোলে । নলে পুরস্কার করি মধুর বাক্য বলে ॥  
তোমা হেন ধন মোরে মিলায় বিধাতা । সেতু বান্ধ নল যেন উদ্ধারিয়ে সীতা ॥  
শ্রীরামের আজ্ঞা [পায়্যা] সেতু বান্ধে নলে । বানর কটক গাছ বয় জয় বোলে ॥  
সুন্দরকাণ্ডের কথা কবিচন্দ্র কয় । দেবতা বানরে সব ডাকে রাম জয় ॥



### হুমানের কোপ

মেঘ আসি ছায়া করে গগনমণ্ডলে । শ্রম পাসরয়ে সব মন্দ মন্দ জলে ॥  
 যেই দিন হইতে হলা সাগর পত্তন । সেইদিন হইতে নিত্য আসে দেবগণ ॥  
 গণেশ কার্তিক ব্রহ্মা দেব মহেশ্বর । অষ্ট লোকপাল আইল দেব পুরন্দর ॥  
 প্রহ্লাদ নারদ আইল শুক সনাতন । চেতন কেতন আলা যত সিদ্ধগণ ॥  
 একা মেল হুয়া আলা পাতালের পুরী । দিগ দিগন্তর আর অন্তরীক্ষচারী ॥  
 দেবঋষি ব্রহ্মচারী যতেক তপস্বী । ধন্য ধন্য বলি সন্তে শ্রীরামে প্রশংসি ॥  
 বড় বড় রাজা হৈল চন্দ্র সূর্য কুলে । কার তেজে গাছ পাথর না ভাসিল জলে ॥  
 ধন্য ধন্য রাম তুমি কমললোচন । তোমার প্রতাপ প্রভু সহে কোনজন ॥  
 চন্দ্র সূর্য বাত বরুণ ষাষত প্রচার । তাবত এসব কীর্তি রহিল তোমার ॥  
 সুরভি গন্ধার জল দেবগণ আনি । দুভায়ের শিরে ঢালে যত ঋষি মুনি ॥  
 যথাকালে দুই ভাই করিলেন স্নান । দেবগণ স্নান করে সভা বিহ্বমান ॥  
 সাগরবন্ধন স্নান যেইজন শুনে । পাপ খণ্ডে সেইসব পুণ্যবান জনে ॥  
 রাজিদিন রামচন্দ্রে অস্ত্র নাঞ্চি মন । বান্ধিলেন সেতু রাম লয়া কপিগণ ॥  
 তিন যোজন করি নিত্য বান্ধেন সাগর । বান্ধিতে বান্ধিতে হলা মাসেক ভিতর ॥  
 যে জাকাল বাঁধা নয় সহস্র বৎসর । মাসেক ভিতর বান্ধে সাগর উপর ॥  
 স্তবর্ণ পাথর সব জাকালে পাড়িল । জাকালের জ্যোতি যেন জলন্ত আনল ॥  
 দুই পাশে রুপা গিরি পাড়িলেক নল । ধবল পাথর আর ধবল সিদ্ধজল ॥  
 জাকালের মাঝে পাড়ে ফটিক চিকন । যে পথে যাবেন লঙ্কা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥  
 দশ যোজন বান্ধিবারে আছয়ে সাগর । লাঞ্চে পার হইতে চাহে যতেক বানর ॥  
 বানরে প্রবোধি তবে রামচন্দ্র বলে । সাক করি সেতু বান্ধ সাগরের কুলে ॥  
 এতেক প্রমাদে কিছু নাই প্রয়োজন । শ্রীরামের আজ্ঞা লঙ্ঘ্য হেন কোনজন ॥  
 জোড়হাতে হেরে সন্তে রামের বদন । সেতুবন্ধ সাক হোক শতেক যোজন ॥  
 রামের আজ্ঞায় পুন বান্ধয়ে সাগর । হুমানের ঠাঞি যায় যতেক বানর ॥  
 নলের বিক্রম দেখি কুপিল প্রমাথী । কখন বীষের সঙ্গে করিল যুক্তি ॥  
 হাসিয়া প্রমাথী গেল হুমান পাশে । হুমান চাহি কহে বচন প্রকাশে ॥  
 আমি তুমি যত বীষ মহা মহা বল । সভাকে জিনিয়া আজি মহাবীর নল ॥  
 সব দেবগণ করে নলের বাধান । সহিতে না পার্যা আমি আলাম তব স্থান ॥  
 ষিক থাকু বিক্রম তোর ষিক বাহুবল । যত বল বিক্রম তোর গেল রসাতল ॥  
 শিশুকালে লক্ষ দিয়া ধর দিবাকর । বুকের ভরসা [রাখি] লজ্জিলে সাগর ॥  
 রাবণের কটক [ধরা] জিনিবারে পারে । দুর্জয় কটক মারি পোড়ালে লঙ্কারে ॥

এ সব বড়াঈ তোর গেল রসাতল । তোমা জিনি হলা আজি নল মহাবল ॥  
 যত যত গাছ পাথর তুমি আন মাথে । সব গাছ পাথর নল লোকে বাম হাতে ॥  
 এত সব প্রমাথীর শুনিয়া বচন । কোপে হতুমান হলা অরুণ লোচন ॥  
 মুখ হতে বাহিরায় অগ্নি কণা কণা । আজি নল মারি পাড়ি রাখে কোনজন ॥  
 পুচ্ছ উদ্ধ করি বীর সারে দুই কান । লাফ দিয়া আকাশে উঠিলা হতুমান ॥  
 উত্তর মুখ যায় বীর কর্যা মার মার । আখির নিমিষে বীর সাগর হল্য পার ॥  
 কুপিল রে হতুমান পবননন্দন । জম্বুদ্বীপ পার গেল সে গন্ধমাদন ॥  
 একেক লোমে বাঞ্ছ বীর একেক শিখর । অন্ধকার কর্যা রবি আইসে ঘোরতব ॥  
 দুই হাতে দুই পায়ে পর্বত আপার । আচম্বিতে দুই পহরে হল্য অন্ধকার ॥  
 মাথা তুলি বীরভাগ গগন নিহালে । হতুমানের কোপ দেখি পশে রামের স্থলে ॥  
 ধায়্যা গ্যা বানর কহে নল-সন্নিধান । তোমা মারিবারে আসে দেখ হতুমান ॥  
 এই কথা শুন্না নল করিল পয়ান । আউদড কেশে [রডে] লইয়া জীবন ॥  
 কেহ বলে নলের আজি নাহিক নিস্তাব । নল লয়্যা পড়ে আজি ঘোর মহামাব ॥  
 পালাইয়া গেল নল শ্রীরামের পাশে । হতুমানে প্রবোধিয়া রামচন্দ্র তোষে ॥  
 নান' মতে হতু তোষে কমললোচন । হতুমানের প্রশংসা শুনয়ে কপিগণ ॥  
 স্তম্ভ[র]কাণ্ডে কবিচন্দ্রের রামপদআশ । যেইজন শুনে তার সিদ্ধ অতিলাষ ॥

### হতুমানের দর্পচূর্ণ

রাম বলে শুন বাছা পবননন্দন । বাদবিসম্বাদে কিছু নাই প্রয়োজন ॥  
 তুমি কোপ করিলে কে বাঞ্ছিব সাগর । নলকে মারিলে বাপু হবেক তুষ্কর ॥  
 শ্রীরামের কথা যদি শুনে হতুমান । দুইটা পর্বতে ঢাকা হইল দুই কান ॥  
 দু' কানের লোমে গাঁথে দুই শত গিরি । আর উনকোটি গিরি শোভে অঙ্গ সাবি ॥  
 চক্ষে কর্ণে পর্বত, পর্বত ঠেস্তা ধরে । রামের কাছে আল্য নীষ পবনকুমারে ॥  
 জোড়হাতে হতুমান রামের গোচরে । প্রমাথীর বোল প্রভু নারি সহিবারে ॥  
 অপরাধ করিলাম ক্ষেম একবার । তব বলে করি প্রভু এত অহঙ্কার ॥  
 রাম বলে শুন বীর পবননন্দন । নলকে মারিলে বাপু পাবে কত ধন ॥  
 সেতু বাঞ্ছিবারে আছে দশ যোজন । কোপ তেজি কর বাছা সাগর বন্ধন ॥  
 পর্বত আনিবে তুমি লাঙল জাহাজে । দশ যোজন সাগর বাঞ্ছা থাকু এইকালে ॥  
 উত্তর কূল দক্ষিণ কূল কর একাকার । সেতু সাজ হলে বাছা বানর হয় পার ॥  
 পার হয়্যা মার গিয়া লঙ্কার রাষণ । নলকে মারিলে বাপু পাবে কত ধন ॥  
 প্রভু আজ্ঞা হতুমান লজ্জিতে না পারে । দু হাতে পর্বত ফেলে সাগর উপরে ॥

নল বীর না ছুঁইলে পর্বত না ভাসে । পর্বত সাগরে ডুবে রামচন্দ্র হাসে ॥  
 দর্পচূর্ণ রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতার । ইহার লাগিয়া সহে নলের অহঙ্কার ॥  
 হতুর মাথায় ছিল পর্বত শিখর । রাম-আজ্ঞা পরশ করে সে নল বানর ॥  
 ধারা তীর্থ বহে ষথা স্রবশ স্রবঙ্গ । মধ্যখানে ফেলে গিরি সেতু হল সাক্ষ ॥

### রামের লঙ্কা যাত্রা

উত্তর কূল দক্ষিণ কূল হল্য একাকার । যাত্রা কৈলা রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতার ॥  
 ডাহিনে শোভেন নল বামেতে লক্ষ্মণ । অঙ্গদের কান্ধে হাত কমললোচন ॥  
 আপন সেনা লইয়া যতেক সেনাপতি । সতে পার হইল গিয়া বামের সঙ্গতি ॥  
 স্ত্রীবি রাজা পার হইল বেড়ি কপিগণ । নীল গবয় গবাক্ষ আব গন্ধমাদন ॥  
 পদ্মমুখ ক্রখন আর সুষেণ কেশরী । স্রবেণু পর্বতে আইল রাম অধিকারী ॥  
 স্রবেণু পর্বত হৈতে লঙ্কাপুরী দেখে । এক বৃক্ষে বস্ত্রা পক্ষ আছে লাখে লাখে ॥  
 লঙ্কা বেড়িল রাম নাগ্নি দিকপাশ । বানর আইল সব জুড়িয়া আকাশ ॥  
 লঙ্কা শত যোজন সমুদ্র বই নাই । সিদ্ধ গড বাহিরে রহিতে স্থান নাই ॥  
 ভিতরে কনক লঙ্কা শতেক যোজন । তাহাতে সোনার গড মধোতে রাবণ ॥  
 কতেক উ তীরে কপি কতেক ই তীরে । দিগে দিগে আসে কপি নেতু বান্ধিবারে ॥  
 স্থান নাই বানর আকাশে কৈল ভর । বানরে দেখিয়া চিস্তে রাম গদাধর ॥  
 মন্ত্রণায় বৈসে রাম বেষ্টিত কপিগণ । হনুমান জাম্ববান বালীর নন্দন ॥  
 সঙ্গে মিলি মন্ত্রণা করিল সারাৎসার । সাগর বলিয়া রাম পাড়িল হাঁকার ॥  
 সাগর তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিব । সাগর হেঁট হৈলে গোসাগ্নি তবে কি হইব ॥  
 বানরে নাহিক স্থান ভাবে রঘুমণি । গভীর সাগরে রাম ডাক দিয়া আনি ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে পুরাণের সার । রামলীলা শুন ভবে জন্ম নাগ্নি আর ॥

### রামের লঙ্কাপ্রবেশ

লঙ্কা নিরখিয়া রাম : প্রভু দুর্বাদল শ্রাম : সন্ধান পুরিল শরদণ্ড ।  
 প্রচণ্ড রবির তেজে : [ নিমিষে তিমির তেজে ] : নিরখি তনুজ নিজ দণ্ড ॥  
 কপিবল প্রবল : সময়েতে অটল : চলিল সময় রিপুராঞ্জে ।  
 সুর নর কিম্বর যত : সতে হল্য অশ্রুযুত : ভুবনে সেনার রোল বাজে ॥  
 শতেক যোজন পুরী : স্থান নাই তিল করি : রামচন্দ্রে লাগিল তরাস ।  
 কতেক উ কূলে জড : কতেক ই কূলে জড : জুড়ি রইল ভূমি ত আকাশ ॥

সেনাগণ দেখি রাম : গভীর সাগর নাম : ডাক দিয়া আনিল ত্বরিত ।  
 দশ যোজন করি : স্থান দেহ লক্ষাপুরী : কটক আমার হয় স্থিত ॥  
 শুনিয়া রামের কথা : সমুদ্র ভুয়ায় মাথা : কহে রামে হয়্যা পুটাঞ্জলি ।  
 লক্ষেক যোজন জল : মধ্যোতে হইব স্থল : যথা আজ্ঞা রাম মহাবলী ॥  
 ভূজদণ্ডমণি সার্থে : জলমধ্যে দ্বীপ উঠে : জয় জয় রঘুর নন্দন ।  
 লক্ষার চৌদিকে বেডা : সিন্ধু গেল তড পডা : ছাডা দিল দ্বাদশ যোজন ॥  
 রাম চড়ে লক্ষা গড় : সমুদ্র হইল তড : গড় ভাঙ্গি পুরাইল গাই ।  
 কনক লক্ষার মাঝে : রামের নিশান সাজে : গড়ে ফিরে রামের দোহাই ॥  
 টুটিল হঠ রাজার : রাজে লাগে চমৎকার : মালসটি মারে কপিগণ ।  
 ধরিয়া রাক্ষস জটে : সিংহনাদে প্রাণ কাটে : বানর কয় কোথারে রাবণ ॥  
 শুনি বানরের রোল সরিয়া ন। সবে বোল . দশমুণ্ড কাঁপে ঘনে ঘন ।  
 শুনি কথা হাটেবাটে : সাগরেতে দ্বীপ উঠে : সিংহনাদে কাঁপিল রাবণ ॥  
 মনের আনন্দ গেল : মরণ নিকট হল : কালান্তক যম দরশন ।  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : রাবণে লাগিল ভয় : বামণ্ড গায় কপিগণ ॥

### সীতা-সরমা সংবাদ

লক্ষা নিধন হব দেবেব আনন্দ । কটক সহিত লক্ষা বেড়ে রামচন্দ্র ॥  
 মহামার লক্ষায় কাকেয় নাঞ্চি ক্ষেমা । সীতাকে বারতা দেই রাক্ষসী সবমা ॥  
 মাথা ভুয়াইয়া কহে আলা রামচন্দ্র । সরমার কথা শুনি সীতার আনন্দ ॥  
 উ কুল ছাড়িয়া রাম আজি আলা লক্ষা । চমকিত রাজ্যগুণ রাজ্য পায় শঙ্কা ॥  
 আজি হতে লক্ষার গেল শয়ন ভোজন । আজি হতে লক্ষার গেল গায়ন নাচন ॥  
 আজি হতে লক্ষায় হইল নিরানন্দ । আজি হতে তিন লোকে বাড়িল আনন্দ ॥  
 কাল হয়্যা রামচন্দ্র পশে লক্ষাপুরী । হস্তী স্বক্ষে বসে যেন বনের কেশরী ॥  
 সাগর পড়িল তড শুনিল রাবণ । অচেতন হয়্যা ভূমে পড়ে দশানন ॥  
 রাবণের ডরে রক্ষ করে ধায়াধাই । লক্ষায় ফিরয়ে আজি রামেব দোহাই ॥  
 শুনি সরমার কথা হাসেন জানকী । হরষ হইল। সীতা অন্তরেতে স্তম্বী ॥  
 সরমাকে বলে সীতা মধুর বচন । কতদিনে দেখিব সে রামের বদন ॥  
 লক্ষায় আসিব রাম আমি দিব কি । তুলিয়া অশোকফুল মালা গাঁথাছি ॥  
 তুলিয়া অশোকফুল গাঁথি কুতূহলে । দিতে না পাইছ মালা রামচন্দ্র-গলে ॥  
 রাম সঙ্গে সরমা গো ছিলাম বনে বন । নানা পুষ্পমালা রাম-করিত ভূষণ ॥  
 নানামালা সাজ করিতাম শ্রাম তত্ত্ব । কেমনে ধরিব প্রাণ রামচন্দ্র বিত্ত ॥

কহ গো সরমা মোরে বিধি হল্য বাম । আর কি দেখিব সেই দুর্বাদলশ্রাম ॥  
 বখন বসিয়া থাকি অশোকের বনে । আকাশেতে মেঘ দেখি রাম পড়ে মনে ॥  
 নীল মেঘে বিজুরি সঘনে গরজন । আমি বলি আইল মোর কমললোচন ॥  
 নিরীক্ষণ করি আমি চাহি শূন্যপথে । মেঘেতে তড়িত রাম আইলা গতি হাতে ॥  
 মেঘেতে চিকুর যেন গগনে গভীর । শরধনু হাতে যেন আইলা রঘুবীর ॥  
 মেঘের ভরম দেখি রামচন্দ্র নাঞি । মূর্ছিত হইয়া আমি পড়ি সেই ঠাঞি ॥  
 সরমাকে বলে সীতা প্রাণের বহিনী । আর কি দেখিব সেই প্রভু রঘুমণি ॥  
 মনেতে প্রত্যয় নাই রাম আসে লক্ষা । কপিমুখ হব রক্ষ পাই বড় শঙ্কা ॥  
 শ্রাম অঙ্গ আর কি করিব পরশন । আর না দেখিব তাঁর রাতুল চরণ ॥  
 আর না দেখিব তাঁর মল্ল মল্ল হাসি । আর না দেখিব তাঁর সে রূপ বিলাসী ॥  
 মদনমোহন তনু স্থধার সমান । আর নাই দিব রাম নয়ানে নয়ান ॥  
 তোমার বচন সখি প্রাণ হেন বাসি । স্বপনে এসব আমি দেখি অহর্নিশি ॥  
 এতেক বলিয়া সীতা আঁখিজলে ভাসে । সীতার কঙ্কণ দেখি সরমা সে হাসে ॥  
 অকারণে সীতা তুমি করিছ রোদন । রামের প্রতাপ সীতা মন দিয়া শুন ॥  
 রামসিংহ আলা লক্ষা আর শঙ্কা নাই । শৃগাল কুকুর হেন রাক্ষস পালাই ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বচন চাতুরী । পুনরপি সরমার বচন মাধুরী ॥

### বানরসেনার লঙ্কাপ্রবেশ

আজি হতে সীতা কর আনন্দিত মন । জানিহ স্বরূপ লক্ষা জয় এতক্ষণ ॥  
 বানরের সিংহনাদ শুনহ জানকী । স্বর্গে দেবগণ কাঁপে পাতালে বাহুকি ॥  
 তোলপাড় করে লক্ষা বানর-প্রতাপে । গরুড় যেন গিলে আজ অঙ্গুর সাপে ॥  
 সীতা বলে সরমা গো প্রাণের বহিনী । তোর বোলে রাখিয়াছি এ পাপ পরাণি ॥  
 সীতাকে রামের বার্তা দিয়া গেলা ঘর । পার হয়্যা উত্তরিল সকল বানর ॥  
 পদ্মমুখ পনস বানর কেশরী । সুবেণু পর্বতে গেলা রাম অধিকারী ॥  
 ঘোড়া সব পার হল্য বীর অবতার । ফলফুল আনিবারে রহিল অপার ॥  
 এই মত কপি সব কৈল নিয়োজিত । তা দেখিয়া রামচন্দ্র হৈলা আনন্দিত ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের কৃপায় । হৃন্দর কাণ্ডের কথা এত দূরে যায় ॥

## সম্ভাষণ

### রাবণ-সভার অনঙ্গ

বান্ধা গেলা সিন্ধু রামচন্দ্র হল্যা পার । বানরে বেড়িল গিয়া লঙ্কার দুয়ার ॥  
রাম বলে স্ত্রীমিত্র মিত্র আর কি বিলম্ব । কবে কৈল রাবণ রাজ্য যুদ্ধের আরম্ভ ॥  
সাগরপার বল্যা তার বড়ই আঁটনি । কি বলে রাবণ রাজ্য আশ্র দেখি গুনি ॥  
স্ত্রীমিত্র বলেন প্রভু তাই ভাবি মনে । শ্রীরাম বলেন এবে যাবে কোন জনে ॥  
কাহার সাহস আছে হুম্মান বিজ্ঞা । একাকী রাবণ-সভা আসিবেক জিজ্ঞা ॥  
স্ত্রীমিত্রের এত কথা শুন্না রঘুমণি । হুম্মান-পানে রাম চাহিলা আপনি ॥  
শ্রীরাম বলেন বাপু পবননন্দন । তোমার প্রতাপে হইল সাগরবন্ধন ॥  
বারেক সীতার তত্ত্ব তুমি দিলে আশ্র । কি বলে রাবণ রাজ্য যদি আইস জান্তা ॥  
জানকীনাথের কথা শুন্না হুম্মন্ত ! সর্পমাঝে দর্প করা উঠিলা অনন্ত ॥  
কোন অর্থে মহাশয় ভাব এত মনে । আমি গিয়া গালি দিয়া আসিব আপনে ॥  
হুম্মানের কথা শুন্না জাম্ববান কয় । হুম্মানের পুন যাবা উচিত ত নয় ॥  
রাবণ বলিবে এহ আসে প্রতি জাতে । ইহা বই বীর নাই স্ত্রীমিত্রের সাথে ॥  
বালীর তনয় আছে কোন অর্থে ন্যূন । অঙ্গদে পাঠায়া দেঅ কবে চতুর্গ ॥  
জাম্ববানের কথা শুন্না অঙ্গদ বীর কয় । বুদ্ধ পাগল হলে বুদ্ধি লোপ হয় ॥  
আর কোন বীর নাই বলিছেন খুড়া । নিঃস্বার্থে পচাল পাড়্য মরিস কেন বুড়া ॥  
হুম্মান বলবান দুর্বল সভাই । নিঃস্বার্থে বস্তা কেন দেশকে চলা যাই ॥  
নিশ্চয় জানাচ্ছে খুড়া মোরা কিছু নই । সভার মর্দানা বুকি দিন চারি বই ॥  
বুঝিলা জানকীনাথ অঙ্গদের ক্রোধ । সঙ্কল্প বাক্যে তারে করেন প্রবোধ ॥  
শ্রীরাম বলেন বাপু শুন রে অঙ্গদ । দুর্কর্ম কর্যাছি আমি তব পিতৃবধ ॥  
প্রাণের সমান তোমা দেখি সেই হতে । মোর ইচ্ছা নাই তোমা সঙ্কটে পাঠাতে ॥  
স্ত্রীমিত্র বলেন বাপু শুন যুবরাজ । নখে ছিঁড় হইলে কুঠারে কিবা কাজ ॥  
কি কাজ আঁকড়ি যদি হাতে ফুল পাই । সেবকে হইলে কার্য আপনি না যাই ॥  
ঘরের সেবক বটে পবনকুমার । সেবক উন্নত হলে মহিমা তোমার ॥  
মনে মনে ভাব তুমি বালীর তনয় । এমন সময় ক্রোধ উচিত না হয় ॥  
অঙ্গদ বলে যা বলিলে সব কথা সারা । বিবাদ করিতে হেথা আসিয়াছ পারা ॥  
শ্রীরাম বলেন বাপু সব তোমার ভাব । তোমা হইতে হবে মোর সীতার উদ্ধার ॥

সন্তুষ্ট হইল বীর রামের কথায় । যে আজ্ঞা বলিয়া হাথ দিলেন মাথায় ॥  
 অঙ্গদ বলেন প্রভু এবা কোন কথা । আমি নখে ছিঁড়্যা আমি রাবণের মাথা ॥  
 তোমার মুখের আজ্ঞা যদি আমি পাই । লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া অযোধ্যাকে বাই ॥  
 শ্রীরাম বলেন বাপু ছরস্ত রাক্ষস । হঠাৎকারে হেন তারে না করি সাহস ॥  
 অঙ্গদ বলেন প্রভু তুমি নাথ যার । কোটি রাবণ আইলে না করি দৃকপাত ॥  
 যে অভয় পদ ভঞ্জে তার ভয় নাঞি । তব নাম লয়্যা তর্যা আসি সর্ব ঠাঞি ॥  
 সন্তুষ্ট হইলা রাম অঙ্গদের বোলে । বাহ ভয়মুক্ত হয়্যা আইস কুশলে ॥  
 রাম লক্ষ্মণে প্রণাম প্রদক্ষিণ হয়্যা । জাম্ববান স্ত্রীবেশে পদধূলি লয়্যা ॥  
 আর সব কপিগণে করিয়া বিনয় । হস্তমানে কোল দিল বালীর তনয় ॥  
 স্তম্ভ পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর । অঙ্গদের গলে দিল সকল বানর ॥  
 রামজয় জয়ধ্বনি হইল চারিপাশে । লক্ষ্য দিয়া দস্ত কর্যা উঠিল আকাশে ॥  
 পবন-গমনে যায় চাড়ে সিংহনাদ । লঙ্কায় বাবণ রাজা গুলিল প্রমাদ ॥  
 শুক-সারণে ডাক্যা রাজা লাগিল কহিতে । উত্তরে কিসের শব্দ শুনি আচম্বিতে ॥  
 শুক-সারণ বলে গোসাঞি সমুদ্রের কূলে । সিংহনাদ কব্যা তথা বানরগুলা বুলে ॥  
 ইহা শুন্না বজ্রাঘাত রাবণের শিরে । নিশাচরে বল যেন সাবধানে ফিরে ॥  
 যতেক রাজার সেনা শুন্না কলরব । কি বল কি বল বলি ধায়্যা আলা সব ॥  
 ঝাটি ঝকড শেল [শূল] অগ্ন লাখে লাখে । মাঝ মাঝ বলি তারা চতুর্দিকে ডাকে ॥  
 পাত্র মিত্র লয়্যা রাজা করিছে মন্ত্রণা । রাজার সম্মুখে আছে ছত্রিশ কোটি সেনা ॥  
 একেক রথের হস্তী অথুতেক জোড়া । হস্তী পিছে নিয়োজিত সহস্রেক ঘোড়া ॥  
 ণত পদাতিক এক অশ্বের যোগান । এতেক কটকে রাজা কর্যাছে দেয়ান ॥  
 রাবণের প্রতাপে কাঁপিছে বহুবানর । আজ্ঞায় করিছে কর্ম যত দেবতার ॥  
 চন্দ্ৰিমা ধর্যাছে শিরে নব দণ্ড ছাতা । শিশুপাঠে নিয়োজিত আপনি বিধাতা ॥  
 মালাকার হয়্যা হার গাঁথে পুরন্দর । নারদ বাজায় বীণা রাজার গোচর ॥  
 মন্দির মার্জনা করে পবন বরুণ । দ্বারের দুয়ারী হয়্যা রয়্যাছে অরুণ ॥  
 বৃহস্পতি বেদ পড়ে রাজার সভায় । উর্বশী আসিয়া নাচে কিন্নবেতে গায় ॥  
 পবন দমন মল্য মন্দ মন্দ বয় । পূর্ণিমার চন্দ্র আশ্রা নিতাই উদয় ॥  
 নিদ্রা নাঞি যায় যম রাবণের ডরে । অনল শীতল হয় যদি আজ্ঞা করে ॥  
 এ সব বৈভব রাজা কিছুই না দেখে । নিরস্তর অন্তরে রামের রূপ দেখে ॥  
 আন বলিতে রাজার মুখে আইসে রাম নাম । নয়ান মুদিলে দেখে দুর্বাদলশ্যাম ॥  
 রাবণ বলে ক্ষিতিতলে রাম হইল কি । এবার আমি রামের হাতে কদাচিত জি ॥  
 রাবণ বলে ক্ষিতিতলে যা শুনিছ হয়্যা । নরবানরে সাগর বাঁধে গাছ পাথর দিয়া ॥

বা হয়না তা হইল আবার কিবা হয় । লক্ষ অকৌহিণী যোর কোন কথের নয় ॥  
 এতকাল তো-সতাকে খায়ার রাজভোগে । ফুগী-থানে কড়াগণ্ডা না দিহু কোনযুগে ॥  
 এখন পৌরুষ রাখ ধর্যা পাণ নে । রাম লক্ষ্মণ দুইজনাকে বান্ধা আস্তা দে ॥  
 রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলে সেনাপতি । আমরা থাকিতে তব কিসের দুর্গতি ॥  
 সীতা লয়া কর কেলি আপনার মনে । আমরা মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥  
 ত্রিভুবন সাজ কর্যা যদি রাম আনে । তবু নারে সীতা নিতে মোরা বিস্ত্রমানে ॥  
 বানরে নাহিক ভয় তারা বনের পশু । মুহূর্তে মারিয়া দিব ঘরপোড়া সে আস্ত ॥  
 সে বেটা প্রধান যত কটকের সার । সে আইলে মহারাজা নাহিক নিস্তার ॥  
 লক্ষ্য দক্ষ কর্যা গেল চক্র নিমেষে । সে বেটারে ভয় হয় আবার পাছু আসে ॥  
 স্ত্রীবি রাজার সনে সেই করায় মিতা । সেই আশ্রা দেখ্যা গেল অশোকবনে সীতা ॥  
 বিভীষণে ভুলাইল নানা কথা কয়্যা । সেই ত সাগর বান্ধে গাছ পাথর দিয়া ॥  
 যত দেখ মহারাজা সব চক্র তারি । সে থাকিতে কে রাখিতে পারে রামের নারী ॥  
 রাবণ বলে যা বলিলে মনে তানিলেক । জন্মিয়া যে দুখ নাই ঘরপোড়া সে দিলেক ॥  
 ধরিত না পুত্র ঘরে কোনকালে আর । রাম লক্ষ্মণ থাকু এখন ঘরপোড়াকে মার ॥  
 এই সব যুক্তি করে রাবণ রাজা বশ্য । হেনকালে অঙ্গদবীর উত্তরিল আশ্রা ॥  
 রামলীলা স্বধারস অমৃত সমান । বান্দীকি বন্দিয়া ছিজ কবিচন্দ্র গান ॥

### রাক্ষসগণের ত্রাস

প্রকাণ্ড শরীর বীর মন্দ মন্দ গতি । পূর্বদিগ হইতে যেন আইল দিনপতি ॥  
 আকাশ দেউটি-সম ছুটি চক্ষু জলে । বীরের মস্তক ঠেকে গগনমণ্ডলে ॥  
 বড় বড় বীর সব দ্বারে ছিল যার । অঙ্গদের অঙ্গ দেখ্যা ভক্ত দিল তার ॥  
 আশে পাশে যত ছিল রাজার রক্ষক । মণ্ডুক পালায় যেন দেখিয়া তক্ষক ॥  
 বড় বড় বীর যদি উঠ্যা দিল রড় । লাথির চোটে কপাট ভাঙ্যা প্রবেশিল গড় ॥  
 যেখানে রাবণ রাজা বস্তাছে দেয়ানে । লক্ষ দিয়া দস্ত কর্যা বৈসে মধ্যখানে ॥  
 স্ত্রমের পর্বত যেন অঙ্গদের দে । রাক্ষসরা বলে বাপ এটা আলা কে ॥  
 পাত্রমিত্রে রাজা যত ডাকিছেন পাশে । অঙ্গদকে দেখ্যা সভে চূপ কর্যা ত্রাসে ॥  
 বস্তাছে রাবণ রাজা উচ্চ সিংহাসনে । তা দেখ্যা অঙ্গদবীর ভাবে মনে মনে ॥  
 কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিল তাহাতে । পুরন্দর বার যেন দেন ঐরাবতে ॥  
 তা দেখ্যা রাবণ রাজা ছলে মায়্যা পাতে । শত শত রাবণ হয়্যা বসিল সভাতে ॥  
 যেদিগে অঙ্গদ চান্ন সেদিগে রাবণ । দশ মুণ্ড কুড়ি বাহ বিংশতি-লোচন ॥  
 সকলে রাবণ নাঞ্চি ভেদ কোনজনে । অঙ্গদ বলে কথা কহি কোন রাবণ-সনে ॥



সভেমাত্র ইন্দ্রজিত ছিল। আপন লাঞ্জে । পুত্র হয়্যা পিতৃমূর্তি ধরে কোন লাঞ্জে ॥  
 ইহা বল্যা অঙ্গদবীর করেন ভাবনা । রাক্ষসের মায়্যা-কান্দ পাতিয়াছে রাবণা ॥  
 ইহা বল্যা অঙ্গদবীর ভাবে মনে মনে । এক কথা শুনি আমি বিভীষণ-স্থানে ॥  
 নিকুন্তিল। যজ্ঞ করে রাবণের বেটা । কপালে দেখিছি তার যজ্ঞশেষ ফোটা ॥  
 অতএব বুঝিছ এ বেটা মেঘনাদ । আকারে ইন্দ্ৰিতে বীর কহিছে সঘাদ ॥  
 অঙ্গদ বলে সত্য কথা কহ ইন্দ্রজিত । যে সব রাবণ বস্ত্র। সব কি তোর পিতা ॥  
 তেঞি অহঙ্কার নাহি লঘু গুরু মান । এতেক বাপের তেজ ইন্দ্রে বাক্যা আন ॥  
 ধন্য রাণী মন্দোদরী সাবাস তোর মাকে । এক যুবতী এতেক পতি ভাব কেমনে রাখে ॥  
 কোন বাপ তোর জিত্যাছিল তিনলোকে । কোন বাপ কোথা গেল বল দেখি মোকে ॥  
 কোন বাপ উচ্ছিষ্ট সে খাইল পাতালে । কোন বাপ বন্দী ছিল অর্জুন-অশ্বশালে ॥  
 কোন বাপ যম জ্বিনিতে গেল রে দক্ষিণ । মাঙ্কাতার বণে কেবা দাঁতে কৈল তৃণ ॥  
 কোন বাপ জল হৈল জমদগ্নি-তেজে । কোন বাপকে মোর বাপ বাক্যাছিল লেজে ॥  
 একে একে কৈলু তোর সব বাপের কথা । সব বাপে কাজ নাঞি যুগী বাপ কোথা ॥  
 সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই । সব বাপে কাজ নাঞি সেই বাপটি চাই ॥  
 সূৰ্পনখা রাণী যারে করাইল দীক্ষা । দণ্ডক কাননে মাগে ঘরে ঘরে ভিক্ষা ॥  
 শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে রক্ত বস্ত্র পরে । ডঙ্কর বাজায়্যা ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে ॥  
 শুভা শুভ হলা সতে অঙ্গদের কথা । লজ্জা পায়্যা রাবণ রাজা হেঁট কৈল মাথা ॥  
 ঘুচিল এখন মায়্যা ছায়া পড়ে রক্ত । বিজ কবিচন্দ্র কহে বাক্যের তরঙ্গ ॥

### অঙ্গদ রায়বার

রাবণ বলে শুন বানর তোরে আমি বলি । অকস্মাত লঙ্কাপুরী কোথা হতে আলি ॥  
 কেন বা আইলি হেথা মরিবার তরে । বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে ॥  
 কে তুই কাহার বেটা কোন দেশে বস্ত্র । ভয় নাঞি মাঝিবা না সত্য কর্যা কস্ত্র ॥  
 অঙ্গদ বলে তোর ভয়ে থরথরিয়া কাঁপি । এমন ধারা কথা কহ বেটিচোদ পাণ্ডী ॥  
 তুই কোন শূর বীর তোরে ভয় কি । মোকে তুই জানিবি না পরিচয় দি ॥  
 বালী স্ত্রীবা দুই ভাই বীর অবতার । ষাহারে জ্বিনিতে তুই গেলি একবার ॥  
 পড়ে কিনা পড়ে মনে হল অনেক দিন । হাত দিয়া দেখ গলে আছে লেজের চিন ॥  
 সেই বালীর পুত্র আমি স্ত্রীবের চর । অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিস্কর ॥  
 রাম কে তা জান নাঞি আন সীতা হর্যা । দেখি এখন লঙ্কাপুরী রাখ কেমন কর্যা ॥  
 ভোর লঙ্কাপুরী রাম বেড়িলেন আশ্রা । বার্যাহ এখন কেন রইলি কোণে বস্ত্রা ॥  
 অরুণ বরুণ নয় রামের সনে বান্দ । বংশে কেহ না থাকির মনে কৈলে সাধ ॥

এই তোর লক্ষা রাম বেডিল। আপমে । সবংশে মারিব তোরে শুনরে রাবণে ॥  
 রাবণ বলে কি বলিলি রাম লক্ষা আসে । যে হকু সে হকু মনে রইতে পারি দেশে ॥  
 মনে মনে পণ কৈল চণ্ডালের মিতা । বানর সহায় কর্যা উদ্ধারিবে সীতা ॥  
 রামের পৌরুষ যত দেখিতে সে পাই । নৈলে কেন দেশ হৈতে দূর করিল ভাই ॥  
 দারী হয়্যা নারী লয়্যা কানন প্রবেশে । ভাইকে মার্যা রাজ্য লয়্যা থাকে

কোনদেশে ॥

যে হকু সে হকু মেনে মোর তাতে কি । কাট্যাছে ভয়ীর নাক বুখাই আমি জি ॥  
 আত্মা ছি রামের সীতা যা বলগা তারে । তপস্শা করুক রাম যত প্রাণে পাবে ॥  
 স্ত্রমেক পর্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে । সাধুব বমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে ॥  
 গরুডেব ধন যদি হর্যা নেই কাকে । খলের শবীরে যদি পাপ নাই থাকে ॥  
 খগেন্দ্র উদয় যদি চন্দ্র হয় পাত । তথাপি নারিব সীতা নিতে রঘুনাথ ॥  
 যে বলি তা শুন কপি বল রঘুনাথে । সেতুবন্ধ ভাঙ্গ্যা দেহু আপনার হাতে ॥  
 আত্মাছে পর্বত গাছ যত কপিগণে । তা আবার লয়্যা থুক নয়্যা বাপের সনে ॥  
 যথাকার যে পর্বত তথা লয়্যা থুবে । উপাডিছে যত বৃক্ষ আবার তাহা রুবে ॥  
 বিভীষণ মোব পায় পড়িবেক কান্ধ্যা । ঘরপোড়াকে আত্মা দিবে হাতে পায়ে বান্ধ্যা ॥  
 এই কার্য আগে মোর আব কার্য পাছে । তার শাস্তি দিব আমি যেবা চিন্তে আছে ॥  
 দ্বিতীয় প্রহর যবে রাত্রি নিশাভাগে । স্বারের প্রহরী মোর কেহ নাই জাগে ॥  
 লক্ষাদন্ধ কর্যা গেছে রাত্রে আত্মা পড়্যা । সপ সাজ কর্যা নিব তবে দিব ছাড়্যা ॥  
 ধনুর্বাণ ফেলা রাম খত দেহু নাকে । সব দোষ ক্ষেমা কর্যা ছাড়্যা দিব তাকে ॥  
 অঙ্গদ বলে অহে রাবণ আমরা উহা চাই । ঝকঝকাতে কাজ নাহি দেশকে চল্যা যাই ॥  
 রামকে গিয়া বলি ইহা না করিলে নয় । সেতুবন্ধ ভাঙ্গ্যা দিব দণ্ড চারি ছয় ॥  
 নিশ্চয় জানিস তুই ভুবনে না বধ্য । মনে ভাবি সব মোর ছুটি হাতের সাধ্য ॥  
 যে বলিলি তা করিব মুন্সিল কি আছে । যথাকার তথা থুব যেবা যার কাছে ॥  
 যেখানে যে গিরি ছিল সেখানে তা থুব । উপাড্যাছে যত বৃক্ষ তা আবার রুবে ॥  
 লক্ষা নির্মাইয়া দিব যত গেছে পোড়া । সূৰ্পনখার নাক কান কেমনে যাবে জোড়া ॥  
 অক্ষয়কুমার পুত্র মারে স্ত্রীরামের চরে । তার বধ বিধবা হয়্যাছে তোর ঘরে ॥  
 যে দেখি দারুণ পণ নয় করে কে । বলিবি বড়কে মোর স্বামী আত্মা দে ॥  
 একজনে আত্মা দিব তোর বধু নিবে । মনের মত না হইলে ফিরাইয়া দিবে ॥  
 বিভীষণে বান্ধ্যা আত্মা দিব তোর আগে । ভাই বটে শাস্তি করিস যেবা চিন্তে লাগে ॥  
 ঘরপোড়াকে আত্মা দিতে কইলে বটে হয় । সেদিন তারে দূর কর্যাছে খুড়া মহাশয় ॥  
 অঙ্গদের কথা শুন্তা দশানন হাসে । রামের অপূর্ব সীলা কবিচন্দ্র ভাবে ॥

ঘরপোড়াকে দূর কর্যা দিহাছে কোন দোষে । অন্ধদের কথা শুন্না সভাসদ হালে ॥  
 অন্ধ বলে হুতুমাম 'দাঁড়াইল' হেথা । কর্যাছিলো খুড়া তারে হুইচারি কথা ॥  
 লঙ্কার বাইব হু পবনকুমার । পালন করিয়া আজ্ঞা আনিবি আমার ॥  
 সাগরের জলে লঙ্কা কেলিবি উপাড়া । কুন্তকর্ণের মন্তক আনিবি নখে ছিঁড়্যা ॥  
 অশোকবনসহ সীতা আনিবি মাথে কর্যা । বাম হস্তে রাবণের আনিবি জটে ধর্যা ॥  
 পাঠায়াছিলেন খুড়া চারি কার্খের তরে । চারি কার্খের এক কার্খ কিছুই না করে ॥  
 সে দিনের কোণে খুড়া কাটিতে যান তায় । সব বানর জড় হয়্যা ধরি রামের পায় ॥  
 দয়ার সাগর রাম গুণের সাগর । স্ত্রীবেরে আজ্ঞা দিল না মার বানর ॥  
 না মাল্য স্ত্রীবি তারে শুন্না রামের কথা । দূর কর্যা দিলেন তার মুণ্ডাইয়া মাথা ॥  
 কোন দেশে পালাইল আছে কিবা নাঞি । তার তদ্ব কর্যা মোরা বুলি কত ঠাঞি ॥  
 অন্ধদের কথা শুন্না রাক্ষসরা চায় । সে না করে চারি কার্খ এ বা কর্যা যায় ॥  
 যত কথা কস্ত বেটা সকল আকাশ । রাখিতে নারিলি লঙ্কা হল্য সর্বনাশ ॥  
 অন্ধ বলে গেলি রাবণ গেলি এতদিনে । আর না উপায় তোর রঘুনাথ বিনে ॥  
 অনাথের নাথ রাম দয়ার সাগর । যার গুণে বন্দী হল্য বনের বানর ॥  
 সীতা দিয়া ভজ গিয়া রামের চরণ । তবে কদাচিত বেটা এড়াবি মরণ ॥  
 তোরে বিধি হল্য বাম স্তনরে অভাগ্যা । হরিলি রামের সীতা মরিবার লাগ্যা ॥  
 কামমদে বন্দী হয়্যা পড়্যা গেলি ফান্দে । বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চান্দে ॥  
 সূর্যবংশচূড়া দশরথ মহারাজা । দেবতা দানব নর যার করে পূজা ॥  
 তার ঘরে নারায়ণ জন্মিলা আসিয়া । এতকাল নির্বংশ না জানিলি ইয়া ॥  
 অহল্যা পাষণ হয়্যাছিল দৈবদোষে । মুক্ত হয়্যা গেল যার চরণ-পরশে ॥  
 তাহার বনিতা সীতা হয়্যা আন ঘরে । পিঁপিড়া পালক বান্দে মরিবার তরে ॥  
 আপনি কুঠার মালি আপনার পায় । অহঙ্কারভরে ডিঙ্গা ডুবালি দর্যায় ॥  
 যে রাম তাড়কা বধে পাঁচবৎসর কালে । ভাঙ্গিল হরের ধনু নিজ বাহুবলে ॥  
 সপ্ত তাল ভেদ করে যার ধনুবাণ । যার বাণে বালী রাজা না ধরিল টান ॥  
 বিভীষণের কথা তুই না শুনিলা কানে । স্বচ্ছন্দে শরণশ্যা কর রামের বাণে ॥  
 দশ হাজার দেবকন্তা ভঞ্জে রাত্রিদিনে । তথাপি রহিতে নার পরদার বিনে ॥  
 সূৰ্পনখা রাণ্ডীর কথা তোর হইল বেদ । একজনা ছিল তোরে করিতে নিষেধ ॥  
 যে রাম বাঙ্গিল সেতু অলঙ্ঘ্য সাগরে । চৌদ্দ হাজার রক্ষ সেই এক বাণে মরে ॥  
 তাহার বনিতা সীতা আনিল তুই হয়্যা । কালকূট ডঙ্কণ করিলি হাতে কর্যা ॥

ভাল না থাকিতে তোরে দিলেন বিবাতা । আপনার বুকে খালি আপনার মাথা ॥  
 ঘুমেতে পড়িয়া গেলি বিষম ঝায়ামছে । তরুণ হংশিল তোরে কি করে ওষধে ॥  
 সীতার নয়নে যবে হইল অক্ষপাত । সে লক্ষ্মীর শাপে তোরে হল বজ্রাঘাত ॥  
 এই যে সভায় তোর পণ্ডিত মন্ত্রীবর । কোন বেটা পণ্ডিত নয় সকলি বর্বর ॥  
 ঈশ্বর যে সভার পর তার পর নাঞি । তার সনে দ্বন্দ্ব তোর যাবি কার ঠাঞি ॥  
 বুদ্ধিমান হয়্যা জ্ঞান হারালি অভাগা । শিরে সর্পাঘাত কোথা বান্ধিবি রে তাগা ॥  
 বুদ্ধিহু এ সব কথা কিছু যেনে নয় । রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥  
 যে থাকে বাসনা তোর এই বেলা কর । রাজ আভরণ যত সর্বাঙ্গেতে পর ॥  
 তুঞি মল্যে এ সব ভূজিবে বল কে । ভাণ্ডার ভান্ধিয়া ধন ব্রাহ্মণকে দে ॥  
 কোষ পদাতিক রথ স্তনরে রাবণ । নয়ান মুদ্রিয়া দেখ সব অকারণ ॥  
 স্বপ্নগত কত লোক নিধি পায় হাথে । আঁখি কচালিয়া উঠে রজনী-প্রভাতে ॥  
 এ স্থখ সম্পত্ত তোর হল্য তেনমত । চেতন থাকিতে কর আপনার পথ ॥  
 স্ত্রী সবকে ডাক্যা আন্তা জান্ঠা রাখ কথা । কে রবে কে যাবে তোর সঙ্গে অচ্যুততা ॥  
 কালি মলি আঁঠ্যা খায়্যা বলিরাজার ঘরে । তিন পুরুষ গেলি যম জিনিবার তরে ॥  
 কৈলাস পর্বতে তোর না হইল কি । মাক্কাতা জিনিতে গেলি তায় শুভাছি ॥  
 অজুন জিনিতে গেলি রে নাগরচান্দা । কতকাল ছিলে তার অংশালে বান্ধা ॥  
 সেইদিন শিলাভরে কোথা যাতিস মর্যা । কি বলিব ব্রহ্মা আশ্চা দিল মুক্ত কর্যা ॥  
 তার কাছে করিস বড়াঞি তোরে যে না জানে । দাঁতে কুটা কর্যা আলি

পরশুরাম-বাণে ॥

কার্তবীর্য রাজা তোরে তৃণ করাল্য দাঁতে । তার দর্পচূর্ণ হল্য পরশুরাম-হাতে ॥  
 নিক্ষেত্রী বলিয়া কিতিতলে খুইল নাম ॥ শমনদমন সেই বীর পরশুরাম ॥  
 পরশুরাম-পরাভব প্রভু রামের ঠাঞি । তার সনে তোর রক্ষা আর রক্ষা নাঞি ॥  
 পরশুরাম-পরাভব প্রভু রামের বাণে । শৃগাল হইয়া বাদ করিস সিংহসনে ॥  
 রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায় । গৃহিণী-পায়ে গৃহ নষ্ট লক্ষ্মী উড়্যা যায় ॥  
 শিষ্য-পায়ে গুরু মজে নারীর পায়ে পতি । তোর পায়ে মজে বেটা লঙ্কার বসতি ॥  
 আপনি মজিলি তুই মজালি কতজন । সতে মাত্র এড়াল্য চতুর বিভীষণ ॥  
 যুদ্ধ কর্যা মরিস কেন স্তনহ বচন । সীতা দিয়া ধর যায়্যা রামের চরণ ॥  
 তবে যদি সীতানাথ করেন অভিযোগ । আমি পায় ধর্যা মাগ্যা নিব তোর দোষ ॥  
 অঙ্গদের কথা শুন্না দশানন হাসে । কেতকী [কুম্ভ] যেন কুটে ভাঙ্গমাসে ॥  
 রাবণ বলে সীতা দিলে আমি রক্ষা পাই । মোর লাগ্যা তোর ছুঃখ দেখিবারে চাই ॥  
 তুঞি কেন মোর লাগ্যা ধরিস রামেরপায় । মুঞি যুদ্ধে মরি তোর বাপের কিবা দায় ॥

আন্তাছি রামের সীতা দি বা না দি । তুঁঞি ত বানরজাতি তোর সনে কি ॥  
 এইমতে অমর্যাদা করাবি রামসনে । পুনর্বার দেশকে যাব সাধ করিলি মনে ॥  
 মিনিদোষে রামতপস্বী বাপকে তোর মাল্য । তারি পায় নত হলি লজ্জা নাই পাল্য ॥  
 পুত্র বলি পরশুরাম শুধে বাপের ধার । নিক্ষেপ্ত করিল ক্ষিতি তিন সাত বার ॥  
 তবু না বাপের শোক নিবারিল তাতে । কার্তবীর্যের মাথা আন্তা দিল বাপের  
 হাতে ॥

পুত্র হয়্যা পিতার তুই কোন কর্ম কৈলি । বাপকেঁ য়েবা মারিলেক তারি নফর হলি ॥  
 ধিক থাকু জীবনে তোর মররে অধম বেটা । বিফল জনম তোর মা যাব কুলটা ॥  
 অঙ্গদ বলে অহে রাবণ মা মোর কুলটা । সত্য কর্যা বল দেখি তুঁঞি কার বেটা ॥  
 জন্ম তোর ব্রহ্মকুলে ত্রিভুবন খ্যাতি । বিশ্ববার বেটা তুঁঞি পুলস্ত্যের নাতি ॥  
 বিশ্ববা সে মহাতেজা বিশ্বে যার যশ । তুঁঞি যদি তার পুত্র কেন রে রাক্ষস ॥  
 মা তোর রাক্ষসী ব্রাহ্মণ তোর পিতা । তুঁঞি বিভা করিলি সে দানব-হুহিতা ॥  
 কুশীনল ভয়ী তোর দৈত্য নিল হয়্যা । কয় জাতে তোর ঘর দেখ লেখা কর্যা ॥  
 রক্তাবতী লুকি হৈল শশুর বলি তোরে । বলাৎকারে হরিলি তায় পর্বতের ঝোরে ॥  
 আপন ছিন্ন নাই জান পরকে দেহ খোঁটা । ডুব দিলি কলি চূণে মররে অধম বেটা ॥  
 দৈব বলবান তোরে মোর বোলে কি হয় । খসিলে করের শর বশীভূত নয় ॥  
 তেঞি বলি হিতবাণী শুন বলি তোকে । তুই থাকিলে মোর বাপের যশ  
 ঘুষিবে লোকে ॥

তেঞি এত কথা কহি বুঝিস তুঁঞি গরু । তুঁঞি হলি মোর বাপের কীর্তি কল্পতরু ॥  
 অতএব কথোকাল রইলে ভাল হয় । তো ছারকে হেন কথা মহুশ্য কি কয় ॥  
 সর্বথাই যদি হই রঘুনাথের চর । তথাপি সবংশে রক্ষা করি তোর ঘর ॥  
 তবে যদি মোর সঙ্গে করিস প্রলাপি । তুলিয়া আছাড়ি তোরে বেটিচোদ পাণী ॥  
 কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে । স্মৃত পাল্যে দাবানল যেমত উথলে ॥  
 দূত বল্যা ঘরপোড়াকে কেহ নাঞি কাটে । নাই কুকুরপাতে ভুঞ্জে তাই করিলি বটে ॥  
 রাবণ বলে আর কার মুখ চাহ দূত । পালাবে বানর বেটা ধররে মোর পুত ॥  
 অঙ্গদবীর স্থির বড় দর্প কর্যা কয় । কে ধরিবে ধরুক আন্তা আপনি আন্ত নয় ॥  
 সব বোল ফুরাইব এক চড়ের চোটে । হুহুমানকে বান্ধ্যা তোর বুক বল্যাছে বটে ॥  
 সে দূত ভূত নই যে ঘর পোড়ায়্যা যাব । বালী রাজার বেটা আমি ঘাড়ের রক্ত খাব ॥  
 চূপ করিলি কেন বেটা ধরিতে বল দূতে । এ তাপ কি সহ্য যায় মোর বাপের বুস্তে ॥  
 বালী রাজার বেটা আমি সকল কথা জানি । লেজে বান্ধ্যা খান্নাইল সাগরের পানি ॥

তুগ্রি বলিস রাবণ রাজা জিতুবনে জানি । রামের রূপায় তোরে ঘাসবুকে গুঁপি ॥  
 থাকুক অন্তের কাজ দেখে মোর বল । গণ্ডুস করিয়া খাই সাগরের জল ॥  
 দেখিস বানর জাতি বনের ফল খাই । কি বলিব লক্ষ্মাপুরী উলটিয়া যাই ॥  
 অই তোর সেনাপতি আছে লাখে লাখে । দেখি লক্ষ্মাপুরী তোর কোন বাপে রাখে ॥  
 এবা যদি তোরে আমি না মারি পরাণে । হাতে গলে বাক্য্য লয়া যাব রামের স্থানে ॥  
 রাম নিতে পাঠাইল এখন তবে উঠ । নয় লাখি মার্যা নিব মাথার মুকুট ॥  
 খাটে হতে জটে ধর্যা পাড়ি এখন গিয়া । দোহাই রামের যদি না কর্যা যাই ইয়া ॥  
 তুগ্রি কি পাকল আঁখি ফিরিয়া চাহিস । জানিবি কেমন মর্দ রণকে যাইস ॥  
 ফল ফলাইয়া দিব দিনা চারি বৈস । মুড়া ভাঙ্গ্যা চুর করিব তবে মর্দ কইস ॥  
 আমি তোর দশ মুণ্ড নিতাম রামের ঠাঞি । কি বলিব ভাগ্য তোব রামের  
 আজ্ঞা নাঞি ॥

স্বগ্রীবের সনে রাম কর্যাছেন পণ । তোরে কহি ছার বেটা তত্ত্বকথা শোন ॥  
 জর্জর হয়্যাছে রাম জানকীর শোকে । স্বহস্তে ব্রহ্ম অস্ত্রে বধিযেন তোকে ॥  
 লক্ষ্মণ পায়্যাছে আজ্ঞা বধ ইন্দ্রজিতে । মোরা সব আছি তোর সেনা নিবারিতে ॥  
 ভাই তোর কুন্তকর্ণ বীর যারে বলিস । ধনুক জুড়িলে রাম কি বলে তা শুনিস ॥  
 ফল ফলাইয়া আইল দিনা চারি আর । অই শুন রঘুনাথের গাণ্ডীব টঙ্কার ॥  
 যদি রাম আসিয়া প্রবেশে তোর পুর । কালি পরশু বিভীষণ লঙ্কার ঠাকুর ॥  
 স্বকর্ণে শুনাছি আমি প্রভু রামের বাণী । বিভীষণে রাজা কর্যা মন্দোদরী বাণী ॥  
 ইহা শুনা রাবণের বুকে লাগে জাঠা । চারিজন আজ্ঞা দিল ধর বানর বেটা ॥  
 বস্যাছে অঙ্গদবীর রাজার নিকটে । ধায়া আস্যা চারিজন ধরে পাছু বাটে ॥  
 অঙ্গদে ধরিয়া রাখে হেন বল বটে । অঙ্গদ ধরিল পুন চারিজনার জটে ॥  
 জটে ধর্যা পাক দিয়া মারিল আচাড । মাথার খুলি ভাঙ্গ্যা তার গুঁড়াইল হাড় ॥  
 পড়িল রাজার সেনা গড়াগড়ি যায় । লক্ষ দিয়া পড়ে বীর রাবণের গায় ॥  
 হাহাকার শব্দ কর্যা উঠে সভাগণ । রাবণ রুমিল যেন কালান্তক যম ॥  
 দুইজনে মল্লযুদ্ধ কেহ নাঞি ছাড়ে । জর্জর হইল চাঁহে আঁচড় কামড়ে ॥  
 দুই হস্তী যুঝে যেন দস্তে হানাহানি । পর্বত উপবে যেন মেঘে বর্ষে পানি ॥  
 দুই সিংহে যুঝে যেন ছাড়ে সিংহনাদ । দুই ব্রহ্মা যুঝে যেন পড়িল প্রমাদ ॥  
 মল্লযুদ্ধ করে যেন দুই পুরন্দর । বিক্রমে বিশাল দৌহে দৌহেতে সোশর ॥  
 মহা প্রলয়েতে যেন দুই সূর্যে রণ । ঠেলাঠেলি পেলাপেলি করে দুইজন ॥  
 শঙ্কায় লঙ্কার লোক আগাইতে নারে । রাবণকে ছাড়্যা পাছু আমাসভায় ধরে ॥

চড়াচড়ি কিলাকিলি ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়ি । খাটে হৈতে দুইজন পড়ে জড়াজড়ি ॥  
 ক্ষেণেকে রাবণ হৈতে ক্ষেণেকে অঙ্গদ । ভুজনে সন্ধান জানে হুঁহে বিশারদ ॥  
 পুনর্বার রাবণ তার লেজ ধরে আঁট্যা । অঙ্গদ বসিল তার বুকের উপর উঠ্যা ॥  
 রাবণ সহিতে নারে অঙ্গদের তেজ । যা মরগ্যা বল্যা তার ছাড়া দিল লেজ ॥  
 তথাপি অঙ্গদবীর নাঞি যায় ছাড়া । চড় মার্যা মাথার মুকুট নিল কাড়া ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় রামের কীর্তন । যুদ্ধে হার্যা ভূমে পড়্যা রাজা দশানন ॥

### অঙ্গদের বার্তা আনয়ন

লঙ্কায় রাবণ রাজা রা নাহি কাডে । পাত্রমিত্র আশ্রা তার গায়ের ধূল্য ঝাডে ॥  
 অঙ্গদ বলে বুঝিলাম মর্দানা তোমার । বস এখন আসি দিয়া রামে সমাচার ॥  
 রাবণ রাজা অভিমানে রহে মনদুখে । চলিল অঙ্গদবীর হরষিত মুখে ॥  
 উভু লেজ করিয়া পসারি দুই কান । মুকুট লইয়া মাথে করিল পয়ান ॥  
 যথায় বসিয়া রাম সমুদ্রের তটে । চৌদিকে বানরগণ লক্ষণ নিকটে ॥  
 হুম্মান জাম্ববান স্তম্ভী বিনীত । কৃতান্তলি হইয়া রয়্যাছে চারিজন ॥  
 দূর্বাদল শ্যাম বসম গলে বনমাল । দীঘল নাসিকা তাঁর চোরস কপাল ॥  
 সুবলিত মৃণাল জিনিয়া ভুজদণ্ড । বামেতে অক্ষয় তুণ দক্ষিণে কোদণ্ড ॥  
 মাথায় জটার ভার বাকল উত্তরী । বস্ত্রাছেন মহাশয় বীরাসন করি ॥  
 উত্তরিল গিয়া তথা বালীর নন্দন । সম্মুখে করিল রাম-চরণ বন্দন ॥  
 লক্ষণের পাদপদ্ম বন্দিলেন শিরে । প্রণাম করিল গিয়া খুড়া মহাবীরে ॥  
 হুম্মান আদি যত বীর ছিল বস্ত্রা । অঙ্গদকে সম্ভাসিল সবে উঠ্যা আশ্রা ॥  
 রাবণের মুকুট শ্রীরামে দিবে ডালি । কহিল সকল কথা যত গালাগালি ॥  
 তোমার আদেশে প্রভু গেলাম সেখানে । রাবণে দিলাম গালি যত ছিল মনে ॥  
 খাটে হৈতে জটে ধর্যা ফেল্যাছিলাম ভূঞে । পশ্চাত সে সব কথা শুন লোকেব মুঞে ॥  
 যতেক প্রতাপ তার ছিল সমপূট । তাহা চূর্ণ কর্যা আনি মাথার মুকুট ॥  
 প্রত্যয় না যান রাম অঙ্গদের বোলে । মুকুট পেলিয়া দিল শ্রীরামের কোলে ॥  
 বিভীষণ বলে শুন প্রভু গুণমণি । রাবণ-মুকুট বটে আমি ইহা জানি ॥  
 আনন্দ অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ । অঙ্গদের পৃষ্ঠে বুলাইলা পদ্মহাত ॥  
 কোল দিয়া লক্ষণ করিলা সাধুবাদ । রামের অঙ্গের মালা দিলেন প্রসাদ ॥  
 শ্রীরাম বলেন বাপু বালীর কুমার । ভুবনে এ সব কীর্তি রহিল তোমার ॥

এক চিন্তা হয়। পুঁথি শুনে যেই জন । সে হইব মোর তুল্য যেমন লক্ষণ ॥  
রাক্ষস বানরে মেলা নাঞ্চিক প্রসঙ্গ । কবিচন্দ্র ভিজ বলে যুদ্ধের আরম্ভ ॥

### রামলক্ষ্মণের নাগপাশবন্ধন

ইন্দ্রজিতে ডাক দিয়া কহে দশানন । তেত্রিশ কোটি সেনা লহ কর গিয়া রণ ॥  
যুদ্ধপতি তোমা সম আছে কোনজন । অঙ্গদকে মার্যা বাছা ঘুহাহ যন্ত্রণা ॥  
কপিগণ মার আর ত্রীরাম লক্ষণ । চারিদ্বারে সেনা মার দেখুক দেবগণ ॥  
কনক-নির্মাণ রথ সাজায় সারথি । আট ঘোড়া পর্বতীয়া জোড়ে শীঘ্রগতি ॥  
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি রথপর সাজে । দামামা দগড় বাঁশি বেণু তুরী বাজে ॥  
রাজবাণ বাজে সঙ্গে নিযুত সত্তরি । বীণা বাঁশি ডম্ফ ঢোল বাজে কঁাসি তুরী ॥  
ষাটি লক্ষ রথ সাজে আশি লক্ষ হাতি । শত কোটি ঘোড়া সাজে অসংখ্য পদাতি ॥  
শয় কোটি সেনা সাজে রণে ভয়ঙ্কর । ইন্দ্রজিত বীর সাজে রণের উপর ॥  
সাজিল রে ইন্দ্রজিত কাঁপে দেবাসুরে । পদভরে লঙ্কাপুরী টলমল করে ॥  
এগার লক্ষ জয় ঢাকে তুল্যা দিল কাঠি । দলদল করেরে অজয় লঙ্কা মাটি ॥  
কটকের পায়ের ধূল গগন পশিল । দিবা দ্বিপ্রহরে ঘোর অন্ধকার হইল ॥  
সাজিল রে বীরঘটা আর ইন্দ্রজিত । তা দেখিয়া দেবগণ হইল চিস্তিত ॥  
সাজিল রে ইন্দ্রজিত মোহন স্ববেশ । মুক্তা জিনি দস্তপাতি চামরিয়া কেশ ॥  
তা দেখিয়া দশানন আনন্দ হইল । ইন্দ্রজিতে প্রসাদ রাজা দশানন দিল ॥  
রাজার প্রসাদ পায়্যা বন্দিল। সাদরে । ইন্দ্রজিত প্রণাম করিলা গুরুতরে ॥  
বাণে বন্দ্যা রথে এড়ে বীর ইন্দ্রজিত । সেনা সঙ্গে পূর্বদ্বারে চলিলা তুরিত ॥  
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ হয় মিশামিশি । ইন্দ্রজিত অঙ্গদে কয় রণস্থলে আসি ॥  
তোর মা সাক্ষা করে জীয়ন্ত ভাতারে । তোরে বধ্য পাঠাইব যমেব দুয়ারে ॥  
অঙ্গদ বলেন তোরে লব যমপুরী । চোরার বেটা চোরা তুঞ্জি রণ তোর চুরি ॥  
অষ্টঘটায়ুত ইন্দ্রজিত গদা এড়ে । গদাঘাত বুকে সয়্যা অঙ্গদ না নড়ে ॥  
বৃক্ষ পর্বত মারে ইন্দ্রজিতের মাথে । রথখান কুপিয়া ভাঙ্গিল পদাঘাতে ॥  
দ্রাস পায়্যা ইন্দ্রজিত আকাশে উঠিল । প্রচণ্ডাদি সেনা সব বানরে মারিল ॥  
ছাথি ঘোড়া রথ ভাঙ্গে পদের আঘাতে । রণ দেখ্যা দেবগণে সবিস্ময় চিতে ॥  
দেবতায় দ্রাস লাগে লক্ষণ বাণ এড়ে । ইন্দ্রজিতের যত সেনা বাণে কাটি পাড়ে ॥  
রকতের নদী বহে দেখে মেঘনাদ । লক্ষ্মণের বল দেখি গণিল প্রমাদ ॥  
আকাশে থাকিয়া বলে রাবণনন্দন । দেশে ফির্যা নাঞ্চি যাবে লইয়া জীবন ॥  
এত বল্যা বাণে বাণে করিল জর্জর । কুপিয়া উঠিল কপি আকাশ উপর ॥



ধনু ধরি আকাশেতে যায় দুই ভাই । মেঘের আড়ালে যুঝে দেখিতে না পাই ॥  
 ইন্দ্রজিত বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ । দেখিতে না পায় মোরে সহস্রলোচন ॥  
 গদা হাতে গর্জ্যা কহে রাবণনন্দন । না পালালে গদাঘাতে বধিব জীবন ॥  
 বালীর নন্দন বলে পাতিলাম বুক । দুহাই রামের যদি হইয়ে বিমুখ ॥  
 যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান । গদা সয়া না পালালে বধিব পরাণ ॥  
 বাণে বাণে দুই ভায়ে করে জরজর । ব্রহ্ম অস্ত্র নাগপাশ এডে তারপর ॥  
 চুরাশি লক্ষ সর্প হয়্যা নাগপাশ চলে । শ্রীরাম লক্ষ্মণে বান্ধে মুখে অগ্নি জলে ॥  
 বিষজালে দুই ভাই হয়্যা অচেতন । ঢলিয়া পড়িলা ভূমে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥  
 হাতের ধনু খস্যা পড়ে আলায়ায় জটাভার । বানর কটক সব করে হাহাকার ॥  
 যুদ্ধ জিতা মেঘনাদ গেল বাপের স্থানে । নাগপাশে বান্ধিলাম শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥  
 অস্ত্রপুরে গেল বীর পাইয়া প্রসাদ । রামের কটকে এথা পড়িল প্রমাদ ॥  
 চারিধারে কটক একত্রে হল্য জড । কপি সব বলে ভাই বিপদ হল্য বড ॥

### সীতার ক্রন্দন

লোকমুখে শুনি কথা : ধূলায় লোটায় সীতা । আবেগে অবণ হয়্যা কান্দে ।  
 সদা করে হায় হায় : বিবসনা হল প্রায় : রামজায়া বুক নাঞি বান্ধে ॥  
 রাজস্ব ছাড়িয়া আলে , বনে আস্তা কষ্ট পালে : না গুনিলে ভরথের কথা ।  
 ফাট্যা যায় মোর বুক : না দেখিছ চান্দমুখ : এত দুখ দিল ইন্দ্রজিতা ॥  
 দেবাসুরে যেবা জিনে : যুদ্ধ কব তার সনে : হেন বুদ্ধি দিল কোন লোকে ।  
 জবজর হৈলে বিষে : বান্ধা গেলে নাগপাশে : হেন বুঝি ছাড্যা যাবে মোকে ॥  
 এ দুখ কহিব কারে : স্ত্রীব লাগ্যা স্বামী মরে : নিদারুণ ধাতার লিখন ।  
 শুন দুর্বাদল শ্রাম : জপিয়ে তোমার নাম : অগ্নিকুণ্ডে তেজিব জীবন ॥  
 ত্রিজটা কহেন সীতা : মিছা যত কহ কথা : চন্দ্রমুখী মন কর স্থির ।  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : দূর কর যত ভয় : নয়ানে দেখিবে রঘুবীর ॥

### পাশমোচন

নাগপাশে বদ্ধ দৌহে ধূলায় লোটায় । রামে বেড়্যা কটক সব করে হায় হায় ॥  
 নল নীল কান্দে আর মন্ত্রী জাষবান । কেশরী কুমুদ কান্দে বীর হুহুমান ॥  
 মিতা বল্যা স্ত্রীরা ডাকয়ে উচ্চস্বরে । পঞ্চাধরিতে নারি ছাড্যা গেলে মোরে ॥  
 স্মৃষণে স্ত্রীরা বলে মোর বাক্য ধর । পর্বতী ঐষধ আনি মিতারে উদ্ধার ॥

বিভীষণে দেখিয়া পালায় কপিগণ । বানর সকলে তাকে বালীর নন্দন ॥  
 নাগপাশে বদ্ধ আছে জানকীর নাথ । দেখ্যা বিভীষণ কান্দে মাথে দিয়া হাথ ॥  
 দুরন্ত দারুণ ভাই বধিলেক প্রাণ । তিনলোকে প্রবেশিলে নাঞ্চি পরিজ্ঞান ॥  
 মিতা মিতা বল্য ডাকি উত্তর না পালে । ডুবিয়া মরিব আজি সাগরের জলে ॥  
 বিভীষণ স্ত্রীবেবর করুণা রাম শুনি । ধীরে ধীরে সভাকারে কহে রঘুমণি ॥  
 রামচন্দ্র বলে মোর কিসের মহত্ব । নারিহু মিতায় দিতে লঙ্কার রাজত্ব ॥  
 মরণ হইল মোর বিধি প্রতিকূল । মিতার না হল্য কিছু ইকূল উকূল ॥  
 সত্যে বন্দী রহিলাম ই জন্মের মত । মোর আশ ছাড় সবে আর কান্দ কত ॥  
 আমার লাগিয়া মিতা বড় পালে ক্রেশ । বানর কটক লয়া যাহ নিজ দেশ ॥  
 পালিহ অঙ্গদে বালী সঁপ্যাছিল হাতে । অই দগদগি কত উঠে মোর চিতে ॥

শ্রীরাম বলেন কেন : মোরে ডাক পুন পুন : বিষজালে রা কাড়িতে নারি ।  
 মরা লাগ্যা কেবা মরে : ফির্যা সবে যাহ ঘরে : কান্দিলে কি হব মুখ হেরি ॥  
 হনুমান দর্প কবে : সর্প ছাড়াইতে নাবে : ভূমে পডি হইয়া অজ্ঞান ।  
 শ্রীরাম কহেন তারে : বাঁচাতে নারিলে মোরে : অযোধ্যায় করহ পয়ান ॥  
 আমার মায়েরে বল্য : শ্রীরাম তোমার মল্য : নিদারুণ রাক্ষসের হাতে ।  
 নাগপাশে দুরবার : নাঞ্চি যার প্রতিকার : লক্ষণ মরিল রাম সাথে ॥  
 কেকই স্তমিত্রায় কঅ : অযোধ্যায় নাঞ্চি রঅ : নন্দীগ্রামে কঅ ভরথেরে ।  
 মোর আশ ছাড়া তারে : যাতে বল নিজ পুরে : অযোধ্যা রাজত্ব যেন করে ॥  
 ছটকট করে প্রাণ : শুন বাছা হনুমান : মরমে রহিল বড় বেণা ।  
 ভূবন ভরিল লাজে : হৃদিমাঝে শেল বাজে : না দেখিহু চন্দ্রমুখী সীতা ॥  
 যতেক বানরগণ : সতে যাহ নিকেতন : সভাই পড়িল অচেতনে ।  
 ইস্র আদি দেবতা : পবনে পাঠাল সেথা : কহে যায়্যা শ্রীরামের কানে ॥  
 পবনের শুনি বাণী : মনে শুনি রঘুমণি : স্মরণে গরুড আল্য পাশে ।  
 নাগপাশ মুক্ত হয় : কটক করে রামজয় : কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ভাষে ॥

### ছয় বীরের সমরোত্তোগ

পাখা বুলাইতে গায় দুভাই জুড়ায় । পাখার বাতাসে বৃত্ত কঙ্গি প্রাণ পায় ॥  
 রামচন্দ্র বলে তুমি বাঁচালে হুজনে । গরুড়বাণ দিয়া পক্ষ গেল যথাস্থানে ॥  
 লঙ্কাঘরে রাজি হবে তৃতীয় গ্রহর । কটকের রামজয় শুনে লঙ্কেশ্বর ॥

মরিলে না মরে শত্রু ভাবে দশাননে । লঙ্কাপুরী আমার মজিল এতদিনে ॥  
 ধূম্রাকাক্ষপনে মারে বীর হনুমান । বিরূপাক্ষে লক্ষ্মণ কাটে এড্যা ঘোর বাণ ॥  
 দূত যায়্য সমাচার কহে লঙ্কেশ্বরে । আজি যুদ্ধে সেনাগণ লক্ষ্মণবীর মারে ॥  
 দূতমুখে শুন্না রাজা হল্য অচেতন । শোকে আত হইয়া মনে ভাবে দশানন ॥  
 ব্রহ্মার বচন সত্য হইল আমায় । বারেক দেখা দেহ ভাই প্রাণ ফাটা যায় ॥  
 ক্ষেণে ক্ষেণে পড়ে রাজা হাহাকার কর্যা । বাপের কাতর দেখ্যা কহেন ত্রিশিরা ॥  
 আজি কেন কান্দ পিতা হয়্যা অচেতন । হিত না শুনিলে যত কৈল বিভীষণ ॥  
 ব্রহ্মা বর দিল যুত্যা নর আর বানরে । বানরগণ লয়্যা রাম নররূপ ধরে ॥  
 স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র হল্যা অবতার । রক্ষকুলে যত বীর করিতে উদ্ধার ॥  
 বংশে আর থাকিব কে মনে সাধ নাঞি । আজি মোরে আজ্ঞা কর রণে সাজ্যা যাই ॥  
 আজি রণে বধি নর বানব ভল্লক । রক্তনদী মাঝে তুলি কমল বিম্বক ॥  
 রামলক্ষ্মণ মারি আর যত কপিগণ । বান্ধিয়া আনিব আজি খুড়া বিভীষণ ॥  
 পুত্র-বোল শুনি রাজা রাবণ হরষিত । আলিঙ্গন দিয়া তারে প্রশংসিল কত ॥  
 দেবাস্তক নরাস্তক আর দুই ভাই । আজ্ঞা কর ত্রিশিরার সঙ্গে মোরা যাই ॥  
 তিন ভাই পাশে বলে কি করিব থাক্যা । মোরে সঙ্গে কর্যা লহ বলেন অতিক্যা ॥  
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি আজি যায়্যা বণে । এত বলি নতি কবে বাপের চরণে ॥  
 অতিকায় বলে আজ্ঞা কর নরপতি । আমি যুদ্ধে যাব ভাইগণের সঙ্গতি ॥  
 রাজা বলে রণে যাবে ভাই চারিজন । সাবধানে কপিসঙ্গে বাছা কর্যা রণ ॥  
 আশ্র আশ্র অতিকায় আমার নিকটে । তুয়া মুখ দেখ্যা অভাগার প্রাণ ফাটে ॥  
 যে বীর সাজিয়া মোর পশিল সংগ্রাম । পুত্র পৌত্র সব মোর মারিল শ্রীরাম ॥  
 তোরে রণে পাঠাইতে কেমন করে প্রাণ । অরে বাছা কেমনে জিনিবে সেই রাম ॥  
 যমের সদনে তোরে কেমনে পাঠাব । তোর ভাগ্যমন্দ হৈলে কেমনে বাঁচিব ॥  
 অতিকায় বলে আমি জিনিলাম ইন্দ্র । কোন তুচ্ছ বানরা সে কিবা রামচন্দ্র ॥  
 সৈন্য লয়্যা রণে যাই আজ্ঞা কর ভূপ । রামে বধ্যা ঘুচাইব রাক্ষসের দুখ ॥  
 আশ্বাস করিয়া রাজা দিল অহুমতি । রাজার প্রসাদ দিল আভরণ পাতি ॥  
 মাথায় মুকুট দিল কবচ কুণ্ডল । চন্দ্রের সমান বীর করে ঝলমল ॥  
 চারি পুত্রে দিল রাজা যত আভরণ । সঙ্গে রথী দিল নিজ ভাই দুইজন ॥  
 মহোদর মহাপাশ দুই মহাবীর । যে রণে সাজিলে ইন্দ্র চন্দ্র নহে স্থির ॥  
 দীর্ঘাকার হস্তী গোটা ঐরাবত বংশে । সাজন করিয়া দিল বীর মহাপাশে ॥  
 শুককাষ্ঠ হয়্যা প্রাণ পাইল শকট । তথিপর মহোদর বিরাজে বিকট ॥  
 ব্রহ্মশাপে অরুণের পুত্র হৈল ঘোড়া । মহাশক্তি পরাক্রম ঐরাবতের বাড়া ॥

ঘোড়ার উপরে বীর লাজে দেবাস্তক । ধনুখান দেখি হাতে জলন্ত পাবক ॥  
 আর হস্তী উঠ্যাছিল ব্রহ্মযজ্ঞকুণ্ডে । ময় গিরিখান যেবা ভাদ্রিলেক শুণ্ডে ॥  
 সেই হস্তী কুন্তকর্ণ আত্যাছিল ধর্যা । তাহার উপরে লাজে কুণ্ডর ত্রিশিরা ॥  
 কুবেরের পুশ্পরথে নরাস্তক চড়ে । বাটি পাতি রাজহংস সেই রথে জোড়ে ॥  
 দীপ্তিমান রথখান দেখি ভয়ঙ্কর । বাপে বন্দ্যা তায় চড়ে অতিক্যা কুণ্ডর ॥  
 ধর্মপুত্র কাম কিম্বা ইন্দ্র কি বরুণ । ব্রহ্মা বিষ্ণু উমা কিম্বা দেব ত্রিলোচন ॥  
 ছয় বীর বিদায় হল সংগ্রাম করিতে । কবিচন্দ্র কহে মায়ে লাগিল। কান্দিতে ॥

### মাতাপিতার নিকট বিদায় গ্রহণ

রাম নাম করি ধ্যান ধনুখান লয়া । বন্দ্যা বাপে নৃপস্বতে রথে চড়ে গিয়া ॥  
 রবি আভা জিনি শোভা রূপবান দেখি । দেখি মুখ ফাটে বুক ঘোর ছুটি অঁখি ॥  
 দশানন বলে শুন বাছন আমার । রণমাঝ যায়। কাজ নাহিক তোমার ॥  
 প্রাণ কান্দে মুখছান্দে নিন্দে ত্রিভুবন । অহুমান জিনি কাম স্তম্ভর বরণ ॥  
 রথে থাক্যা কহে ডাক্যা অতিক্যা কুমার । দেখি রাম ঘনশ্যাম প্রসাদে তোমার ॥  
 এত বলি কুতূহলী বাহ বন্যা ডাকে । যাতে রণে পড়ে মনে অভাগিনী মাকে ॥  
 হে সারথি মহামতি বারেক রাখ রথ । দেখ্যা যাই খোলাডাই জনমের মত ॥  
 নিজ ঘরে জননীয়ে দেখিবারে যায় । কর জুড়ি ভূমে পডি প্রণমিল পায় ॥  
 রণছটি পরিপাটি দেখিয়া জননী । মোর মাথা খায়া কোথা যাহ কহ শুনি ॥  
 বীর বলে পদতলে নিবেদন করি । আজ্ঞা কর চারি বীর দেখি গিয়া হরি ॥  
 রাজরাণী বাক্য শুনি অতিকায়-মুখে । হাহাকার কতবার চুষ দেই মুখে ॥  
 বাহ ধরি মুখ হেরি কান্দে রাজরাণী । কিবা হবে ছাড়্যা যাবে কোথা রব আমি ॥  
 যাবে পেলে একুকালে ছাড়্যা চারি ভাই । দেখ্যা আর মুখ কার রব খোলাডাই ॥  
 যে যে বীর দশশির রণে পাঠাইল । জিনি রাম লঞা প্রাণ কেহ নাঞি আল ॥  
 দীনবন্ধু ভবসিদ্ধু তারণের কর্তা । তাঁর সনে যাহ রণে খায়া মোর মাথা ॥  
 রামে সীতা বন্যা দেহ কান্দে লগ্ন্যা ডুলি । না শুনে রাবণ যদি বলে ধাত্মমালী ॥  
 কুবের স্বরণ লয়া রাখহ জীবন । শুনিয়া ত্রিশিরা কোপে জলে ছতশন ॥  
 অন্ত জন কহে হেন 'তারে কটু কহি । সঙ্করণ তেজি রণ মা বলিয়া সহি ॥  
 অতিকা বলিছে মায়ে ধরিয়া চরণ । আজ্ঞা কর করি গিয়া রাম-দরশন ॥  
 কে যুঝিতে পারে রামসনে পৃথিবীতে । আমার মরণ মাগে-লক্ষ্মণের হাতে ॥  
 ব্রহ্মার বচন কত না হইব আন । সজ্ঞানেতে আজ্ঞা হৈলে দেখি গিয়া রাম ॥  
 তব আজ্ঞা খুড়া সনে রামে শরণ লব । যেখানে রাখেন রাম সেইখানে রব ॥

এত বলি প্রণাম করিল গিয়া যায় । রাম কৃপা করুন বল্যা করিল বিদায় ॥  
 ছয় বীর সম্ভা করে কাঁপিছে মেদিনী । রাজ্যবান্ধ বাজে সঙ্গে লক্ষ অক্ষৌহিনী ॥  
 সাত অক্ষৌহিনী গজ তেইশ লক্ষ রথ । আশি অক্ষৌহিনী অশ্ব সৈন্য কব কত ॥  
 ঘোর শব্দ সৈন্যঘটা মার মার ডাকে । শত লক্ষ ঢাক যেন বাজে রথের চাকে ॥  
 রথের সাজনে হাতি কপালে সিন্দূর । ভূমেতে প্রবেশ নাঞ্ছি করে অশ্বকুর ॥  
 উত্তর দুয়ারে উপনীত সৈন্যঘটা । রণশব্দ শুনা আগু হল বানীর বেটা ॥  
 পশ্চিম হইতে আল্য বীর হনুমান । যুববাজে বলে আল্য বৈষ্ণবপ্রধান ॥  
 রাম রাম বলিয়া অতিকা আইসে রথে । রথ চক্র ধ্বজ ধনু ডাকে রঘুনাত্তে ॥  
 দাবানল দহে যেন আল্য দেবাস্তক । যাব অশ্ব যায় শূন্যে জলন্ত পাবক ।  
 দেখিতে দেখিতে আল দেবাস্তক বীর । বাজীর তাডনে কপি নাঞ্ছি রয় স্থির ॥  
 যায় পাছু পানে চায়্যা পাতা লতা উড়ে । জাঠাঘাতে যায় কপি যমেব নিয়ড়ে ॥  
 রাক্ষস হরষ দেখি বীর হনুমান । অঙ্গদে ডাকিয় বলে করহ সংগ্রাম ॥  
 হনুর বচনে বীর কুপিল দ্বিগুণ । রণে যায় সঙ্গে লয়্যা কপি অষ্টজন ॥  
 কেশরী গবাক্ষ হনুমান মহাবল । পনস কুমুদ দধিমুখ নীল নল ॥  
 দেবাস্তকে ডাক্যা বীর গরজিয়া কয় । লঙ্কাকাণ্ডে ঘোর যুদ্ধ কবিচন্দ্র কয় ॥

### দেবাস্তকের পতন

শুনহ কুমতি গুরে তোরে আমি কহি । বানর ছাড়িয়া হান বাণ আমি সহি ॥  
 কাহার তনয় তুমি বঠ কার নাতি । মূল ছাড্যা কপি বধ রাখিতে থেয়াতি ॥  
 নিশাচর কহে অহঙ্কার কর্যা মনে । কটক সমেত রামে বধিব পরাণে ॥  
 প্রধান রাক্ষস সব যে আইল হেথা । খরসান বাণে রাম কাটিলেক মাথা ॥  
 তোরা শিশুমতি প্রাণ দিতে কেন আলে । অঙ্গদ-বচন শুনা রক্ষ কোপে জলে ॥  
 কোপেতে অঙ্গদে কয় তুমি বানর বঠ । বিরাট উদর তোর আনে বটে খাট ॥  
 রাবণ-কোঙর আমি দেবাস্তক নাম । না পালালে তোর আজি লইব পরাণ ॥  
 আমার আগুন-বাণে কেন হবে হত । পরিচয় দিয়া পালা বঠ কার হত ॥  
 বালীর নন্দন আমি অঙ্গদমোর নাম । বুক পাত্যা দিলাম তোকে মোরে দেখি হান ॥  
 তোমার সকল বাণ আগে আমি সহি । হানিব তোমারে পাছে সত্য এই কহি ॥  
 শুনিয়া অঙ্গদ-কথা কোপে কাঁপে তনু । সিংহনাদ করি হাতে লইলেক ধনু ॥  
 মারিল অঙ্গদে বীর দারুণ গদাবাড়ি । কাতর হইয়া বীর বায় গড়াগড়ি ॥  
 তা দেখিয়া হনুমান চলিল আক্রোশে । পর্বত করিয়া হাতে দেবাস্তকে ভাষে ॥  
 মোর হাতে প্রাণে তুই আজি হবি হত । পদাঘাতে অশ্বখর হইল নিহত ॥

জাঠা পেল্যা মারে বীর হুহুমানের মাথে । কাতর হইয়া হুহু ডাকে রঘুনাথে ॥  
অঙ্গদ চেতন পায়্যা শিলা হাতে তুলি । সিংহনাদে দেবাস্তের মাথে দিল ফেলি ॥  
দেবাস্তক পড়ে রণে ডাকে রাম জয় । মোরে দয়া না ছাড়িয় কবিচক্ষে কয় ॥

### ত্রিশিরার পতন

দেবাস্তক পড়ে দেখি নরাস্তক ধায় । কোপে অগ্নিবাণ মারে অঙ্গদের গায় ॥  
রাম-সঙরণে ছুখ না পায় যুবরাজ । বৃক্ষ গোটা পেলে যেন পুরন্দরের বাজ ॥  
শূন্তপথে যায় তরু বোর শব্দ ডাকে । ছুড ছুড শব্দে পড়ে নরাস্তকের বৃকে ॥  
তরু যায়ে নরাস্তকের রক্ত উঠে মুখে । ওষ্ঠাগত হৈল প্রাণ মহাপাশ দেখে ॥  
জ্ঞান পায়্যা নরাস্তক ধহু ধর্যা যুঝে । বজ্রবাণ তুল্যা মারে অঙ্গদ যুবরাজে ॥  
অঙ্গদ পাইলা ত্রাস দেখি বজ্রবাণ । আগু হয়্যা বৃক পাতে বীর হুহুমান ॥  
হুহুমানের বৃক্ষে বাণ গুঁড়া হয়্যা গেল । নরাস্তকে ধর্যা হুহু আছাড়্যা মারিল ॥  
দেখিয়া ধাইল রণে খুড়া মহাপাশ । রাক্ষস দেখিয়া কপি পাইল তরাস ॥  
মহাপাশ বীর আত্মা নীল বীরে বিদ্ধে । বাণে বাণে শূন্তপথ মহাপাশ রুদ্ধে ॥  
হাথে গাছ নীলবীর করিল সাহস । বৃক্ষ পেল্যা সাপটিয়া ধরিল রাক্ষস ॥  
আছাড়্যা পেলিল তারে নীল মহাপাশ । বৃকে আঁঠু দিয়া অহঙ্কার কৈল চুর ॥  
ভূমিতলে পড়্যা মহাপাশ মুখ বায় । নীল মহাবীরে রক্ষ গিলিবারে চায় ॥  
অসম সাহস কপি ধরে জিহ্বাখান । জয় সীতাপতি বল্যা ধর্যা দিল টান ॥  
পুন আকাশেতে লুকে অগ্নির কোঙর । ঘুরাইয়া ফেল্যা দিল হস্তীর উপর ॥  
মহাপাশ বীর পড়ে হস্তী যে উৎকট । দেখি মহোদর বীর চালায় শকট ॥  
স্বর্ণের চাকা শত ফটিকের থুনি । তাহাতে শোভয়ে কত লক্ষ লক্ষ মণি ॥  
হাতে জাঠা সান্তাইল সংগ্রামের মাঝে । অঙ্গদের সনে তার বোর যুদ্ধ বাজে ॥  
বোর রণ কতক্ষণ করে দুই বীর । লক্ষ লক্ষ প্রহরণ গর্জন গভীর ॥  
মহাবীর মহোদর এড়িলেক জাঠা । মুছ' হয়্যা ভূমে পড়ে বালী রাজার বেটা ॥  
অঙ্গদের মুছ' দেখি কোপে হুহুমান । অচেতন হল্য হুহু খায়্যা পঞ্চবাণ ॥  
নল নীল দধিমুখ কুম্ভ পনসে । জাঠাঘাতে মুছ' সব করিল রাক্ষসে ॥  
দেখি মহাকোপে জলে সূর্যের নন্দন । শিলা তরু লয়্যা বেগে প্রবেশিলা রণ ॥  
সুগ্রীব উপরে জাঠা এড়িলেক রঙ্গে । সূর্যের নন্দন বাম হাতে ধর্যা ভাঙ্গে ॥  
জাঠা ভাঙ্গি শকট ধরিয়া বীর তুলে । মহোদরে পেল্যা দিল সাগরের জলে ॥  
চেতন পাইয়া নল পড়ে তার গায় । নলের চাপনে বীর বর্ম্মধরে যায় ॥  
খুড়ার মরণ দেখি ত্রিশিরা হুঙর । হস্তী চালাইয়া যায় যমের দোশর ॥

হস্তসহ করে বীর গর্জন গভীর । তা দেখিয়া কোপে ধায় স্ত্রীব স্ত্রীবীর ॥  
 স্ত্রীব কুপিয়া করে বাণ বরিষণ । কত বড় বীর বেটা জানিব এখন ॥  
 কোপে অগ্নিবাণ বীর জুড়িল ধনুকে । বাণ খায়্যা ফাঁপর রাজা রক্ত উঠে মুখে ॥  
 কতক্ষণে চেতন পাইয়া মহারাজ । বৃক্ষ গোটা ফেলে যেন পুরন্দরের বাজ ॥  
 ত্রিশিরা কাটিল শাখা মূল গোটা থাকে । শিবশূল বিষ্ণুচক্র হেন বাজে বৃকে ॥  
 অস্থির হইল বীর রক্ত উঠে মুখে । তাহাকে লইয়া হস্তী পালাইল স্রুখে ॥  
 কতক্ষণে চেতন পাইল মহাবীর । হস্তী ফিরাইয়া কবে গর্জন গভীর ॥  
 এক ঠাটা হইয়া উঠিল কপিগণ । ত্রিশিরা উপর করে গাছ বরিষণ ॥  
 বানরের শিলাতরু কাটে অবহেলে । ষাটি বাণ নীলে বিক্ষে আশি বাণ নলে ॥  
 শতবাণে জরজর কৈল অঙ্গদবীর । ত্রিশিরার বাণে অচেতন সর্ববীর ॥  
 হনুমানে বাজ্যা বাণে ভোঁখা হৈল ধার । হনুমান বলে তোর রক্ষা নাঞি আব ॥  
 মুটকি মারিয়া বৃকে খাণ্ডা কাড়্যা নিল । জুটে ধর্যা তিন মুণ্ড কাটিয়া পাড়িল ॥  
 সারি দিয়া রাখে মুণ্ড হস্তীর উপরে । বাণ পায়্যা হস্তী পালাইয়া গেল দূরে ॥  
 গগনে গৌরীর বরে মুণ্ড জোড় লাগে । হস্তী ফিরাইয়া পুন আল হনুব আগে ॥  
 কাটা মুণ্ড জোড়া লাগে সতে পাইল ভয় । ভয়েতে বানর রণে স্থিরতর নয় ॥  
 পালাইতে মানা সতে করিল ত্রিশির । আজি রণে বধিব সে হনুমান বীর ॥  
 এত বলি মারে বাণ হনুমানের বৃকে । অচেতনে পড়ে বীর রক্ত উঠে মুখে ॥  
 শিলা তরু পেল কপি তারা যেন তুটে । নিমেয়ে ত্রিশিরা তাহা চোখ বাণে কাটে ॥  
 ষাটি বাণ ত্রিশির-মারে স্ত্রীবীরের বৃকে । অস্থির হইল রাজা রক্ত উঠে মুখে ॥  
 দেবের বোলে পবন আস্তা চেতন করাল্য । ত্রিশিরা-মরণ-কথা স্ত্রীবীবে কয়্যা দিল ॥  
 গগনে উঠিলে বাঁচে গৌরীর কুপায় । আগে হস্তী মারিলে ত পালাতে না পায় ॥  
 মহিষাসুর শুভ নিশুভ তিন বীরে । একত্তর হয়্যা আছে শঙ্করীর বরে ॥  
 যদি পার মহারাজা কর তিন চির । তবে রণে পড়িবেক কোঙর ত্রিশির ॥  
 পবনের স্থানে শুভা রামকে কহিল । রাম-আস্তা পায়্যা রাজা সংগ্রামে পশিল ॥  
 যত বাণ মারে তাহা রামনামে খণ্ডে । খেদাডিয়া মাতঙ্গ ধরিল গিয়া শুণ্ডে ॥  
 বীরসহ ঘুরাইল আকাশ উপর । অবনীতে আছাড়িল সূর্যের কোঙর ॥  
 খসায়্যা পাড়িল টান্ডা হস্তিদন্তধান । হরি হরি বল হস্তী ডেজিল পরাণ ॥  
 আঁকাড়ি করিয়া রাজা ত্রিশিরারে ধরে । কুমারের চাক যেন ছুই বীরে কিরে ॥  
 ছুই মেখে মুখে যেন ঘন বজ্রাঘাত । পর্বত-উপরে যেন পর্বতের পাত ॥  
 বাহ ফিরাইছে বেগে করে সাঞি সাঞি । চাপড় ঝাপট পদ পড়ে ঠাঞি ঠাঞি ॥  
 মুটকি আঘাতে যেন পড়িছে ঝঞ্জন । ঠাই ঠাই গালে চড় মারে ছুইজন ॥

গড়াগড়ি ভূমে পড়্যা বলে হড হড । ছুঁহার নিঃশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড় ॥  
 উলটিয়া সূগ্রীব পেলিল ত্রিশিরাকে । বজ্রাঘাত সম লাখি মারিলেক বৃকে ॥  
 এক পদে পদ দিয়া আর পদ ধরে । হুঙ্কার ছাড়া রাজ্য মাঝে মাঝে চিরে ॥  
 চেতন পাইতে রাজ্য হুহুমান ডাকে । দুইজনে তিনমুণ্ড ধরিলেক পাকে ॥  
 দুই মুণ্ড রাজ্য ধরে দুই হাতে কর্যা । এক মুণ্ড পদে ধর্যা হুহু আলা চির্যা ॥  
 ত্রিশিরার অঙ্গ বীর করে তিনখান । শেষে খণ্ড খণ্ড করে বানর প্রধান ॥  
 হরিষে বানরগণ ছাড়ে সিংহনাদ । সূগ্রীবেরে সূর্য দিলা সম্মান প্রসাদ ॥  
 রাম লক্ষ্মণ সূগ্রীব হুহুকে দিলা কোল । ত্রিভুবন জুড়্যা হৈল রাম জয়রোল ॥  
 দেবতা সকল মেলায় পুষ্পবৃষ্টি করে । সম্ভে বলে বীর নাগ্রি লঙ্কার ভিতরে ॥  
 ত্রিশিরা পড়িল রণে অজয় তিনলোকে । রাবণ বধ কর্যা রাম উদ্ধার সীতাকে ॥  
 ত্রিশিরা পড়িল রণে জয় হইল লঙ্কা । দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে আর নাগ্রি শঙ্কা ॥

### অতিকার যুদ্ধযাত্রা

ত্রিশিরা পড়িল রণে শুনিল রাবণ । হাহাকার কর্যা বহু করিল রোদন ॥  
 ভায়ের শোকে সংগ্রামেতে পশিল অতিকা । রথের উপরে আসে রামনাম ডাক্যা ॥  
 রথের স্রজ অবিরত ডাকে রঘুনাথে । রাম রাম সদা ডাকে গণ্ডিবান হাতে ॥  
 রামনাম সদত ডাকয়ে রথের দড়া । রামরস নদীর কুন্তীর যেন ঘোড়া ॥  
 রামনাম নদীর মাঝে যেমন তবণী । রামনাম গুণে রথ তেমন সাজনি ॥  
 তবণী-কাণ্ডারী যথা তেমন সারথি । ভবপার হৈতে সাজে অতিকা যোদ্ধাপতি ॥  
 সদাশিব জিনি বীর সুনাম প্রতাপে । অতিকায় দেখি যম রাজ্য ত্রাসে কাঁপে ॥  
 রামনাম জপে যেই সেনা সঙ্গে সাজে । অতিকার সঙ্গে দাম্য রাম বল্যা বাজে ॥  
 সংকীর্তন উচ্চস্বরে করে রামনাম । শুনিয়া চমকি উঠে বীর হুহুমান ॥  
 রাম বল্যা আসে বীর দেখিবারে পায় । অতিকা দেখিতে হুহু উৰ্দ্ধমুখে ধায় ॥  
 হুহুমান দেখ্যা বীর নামে রথ হৈতে । অষ্টাঙ্গ লোটায়্যা বীর পড়িল ভূমিতে ॥  
 দুই কর জুড়ি বহু করিল স্তবন । প্রণাম করিয়া হুহু কবে আলিঙ্গন ॥  
 হুহুমান বলে বীর পরিচয় দে । মোর রামনাম ডাক তুমি বর্ষ কে ॥  
 অতিকায় বলে দয়া কর হুহুমান । তুমি দয়া কৈলে দয়া করিবেন রাম ॥  
 অধম পামর পাপ ছরাচার আমি । কোন গুণে আমাকে প্রণাম কর তুমি ॥  
 অতিকার কথা শুন্না হুহুমান কয় । কাহার তনয় তুমি দেহ পরিচয় ॥  
 অতিকায় বলে শুন পবননন্দন । মোর পিতা হয় রাজ্য লঙ্কার রাবণ ॥



নাম মোর অতিকায় শুন মহাশয় । তব স্থানে দিলাম আমার পরিচয় ॥  
 মনে সাধ আছে মোর শুনহ বচন । দেখিব রামের দুটি অভয় চরণ ॥  
 রামকে দেখাঅ মোরে শুন মহাশয় । তব অঙ্গুলে দেখি রামের অভয় ॥  
 অতিকার কথা শুণ্য বলে হুমান । রাক্ষসকুলেতে তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥  
 শুনরে অতিক্যা আমি বলি তোরা কাছে । বানর জিনহ রণে রাম দেখ পাছে ॥  
 হুহর শুনিয়া কথা অতিকায় কয় । তব আজ্ঞা মহাশয় লঙ্ঘন না হয় ॥  
 তোমা সভাকারে মোর কিছু নাগ্রি কাজ । বারেক দেখাঅ মোরে রঘুকুলরাজ ॥  
 তোমা সভা রণে মালে পৌরুষ না হয় । অতএব বলি আমি শুন মহাশয় ॥  
 সেনা রণে মলে রাম দখ ভাবেন পাছে । অতএব বিনয়ে বলিয়ে তব কাছে ॥  
 অতএব আমি বলি তোমার গোচর । আমারে দেখাঅ আনি দেব রঘুবর ॥  
 অঙ্গদ কহিছে তবে হয়্যা কোপমন । এ সব জিনিলে দেখ শ্রীরাম লক্ষণ ॥  
 মোর হাতে আজি তুই যাবি যমঘর । এ বোল অস্তিকা শুনি কাঁপে থর থর ॥  
 শুনরে নিবুঁদ্ধি আমি কহিয়ে তোমারে । অনন্ত শক্তি বিনে কে মারিতে পাবে ॥  
 তোমা সভে বিনয়ে বলিয়ে পুন পুন । না জিনিলে না দেখিব কমললোচন ॥  
 চক্রে সূর্য সাক্ষী হঅ আকাশের তারা । বিনয়ে কহিতে কুষে মোর নাগ্রি চারা ॥  
 এ সকলে সাক্ষী কর্যা কহে বীরবব । আজি মোর বাণে সব যাবি যমঘর ॥  
 কেন বা আইলি হেথা মরিবার তরে । বনের বানর আলি রাক্ষসের পুবে ॥  
 মনে সাধ করিয়াছ ফির্যা যাব ঘরে । বাণে বিদ্যা পাঠাইব যমের দুয়ারে ॥  
 দেবাস্তক নই আমি কহিরে তোমারে । ইন্দ্রাদি দেবত। সব জিহ্মাছি সমরে ॥  
 ত্রিশিরা নহি ত আমি কহি বারে বার । মোর বাণে যাবে সভে যমেব দুয়ার ॥  
 নরাস্তকে মার্যা সভার বুক বাড়িয়াছে । আজি রণে যাবে সভে ধর্মরাজ-কাহে ॥  
 এতেক বলিয়া বীর করয়ে তর্জন । ধহুকে টঙ্কার দিতে কাঁপে ত্রিভুবন ॥  
 স্বর্গে দেবলোক কাঁপে বাহুকি পাতালে । ধহুশব্দ শুনিয়া অঙ্গদ কোপে জলে ॥  
 কপি সঙ্গে অঙ্গদ করয়ে ঘোর রণ । অতিকা-উপরে করে গাছ বরিষণ ॥  
 শিলা তরু লয়্যা কপি আসে শূণ্যপথে । হস্তার ছাড়িয়া ফেলে অতিকার মাথে ॥  
 মহাঘোর যুদ্ধ করে অতিকার সনে । শূণ্যেতে থাকিয়া সব দেখে দেবগণে ॥  
 বানরের যুদ্ধ দেখ্যা দেবের আনন্দ । কবিচক্রে কহে বন্দ্যা রামপদদ্বন্দ্ব ॥

### অতিকার সঙ্গে লঙ্ঘনের যুদ্ধ

এইমতে ঘোর যুদ্ধ হয় পরস্পর । কহ দেখি কি করিল রাবণ-কোঙর ॥  
 চোখ বাণে পর্বত পাথর কাটে বীর । দশবাণে দধিকানে করিল অস্থির ॥

কুড়ি বাণ এড়ে বীর তারা যেন ছুটে । কুমুদের বৃকে গিয়া বজ্র হেন ফুটে ॥  
 অচেতন হয়্যা বীর পড়ে ভূমিতলে । শত বাণ জাষবানে মারে বাহুবলে ॥  
 বাণ থায়া জাষবান মূর্ছিত হইল । অবনীমণ্ডলে বীর ঘুরিয়া পড়িল ॥  
 আশি বাণ জুড়িলেক টঙ্কারিয়া ধনু । ছাড়্যা দিল ঘোর শব্দে বিধে নীল-তনু ॥  
 অস্থির হইয়া বীর ভূমে গড়ি যায় । মুখে বৃকে পঞ্চধারে গুণিত বারায় ॥  
 আশি বাণ অতিকায় ধনুকেতে জুড়ে । ছাড়্যা দিল ঘোর শব্দে নলের বৃকে পড়ে ॥  
 বাণ থায়া নলবীর ধরণী লোটায় । সঘনেতে রক্তশ্রোত নাসায় বাবায় ॥  
 ভারপর শত বাণ বাহুবনে জুড়ে । মস্তপূত কর্যা বাণ ধনু হৈতে ছাড়ে ॥  
 বাণের মুখেতে অগ্নি অজস্র বারায় । স্তা দেখিয়া দেবগণ ভয়েতে পালায় ॥  
 বাণ গোটা এড্যা বীর ছাড়ে তটঙ্কার । স্ত্রগ্রীবের বৃকে বাজ্যা পৃষ্ঠে হইল ফার ॥  
 ভূমিতলে পড়্যা বীর ধরণী লোটায় । মুখ নাসা দিয়া তার শোণিত বারায় ॥  
 তিন শত বাণ বীর জুড়িল ধনুকে । বাণ গোটা বাজে যায়্যা অঙ্গদের বৃকে ॥  
 বাণ থায়া অঙ্গদবীর মূর্ছা হয়্যা পড়ে । হনুমাণে মারিবারে বিষ্ণু অঙ্গ জুড়ে ॥  
 বিষ্ণুপরায়ণ হনুমান মহাবীর । তেঞি বিষ্ণুবাণ মারে অতিকায় বীর ॥  
 বাণ গোটা চলে ডাক্যা সদা মার মার । হনুমানের বৃকে বাজ্যা পৃষ্ঠে হইল ফার ॥  
 ভূমিতলে পড়ে হনুমন্ত মহাবল । তা দেখিয়া অতিকার আঁখি চলছিল ॥  
 হায় আমি কি কৈলাম বৈষ্ণব মারিয়া । পাছে রামচন্দ্র মোরে নাঞি করেন দয়া ॥  
 এমত করুণা কর্যা ধনুর্বাণ নিল । একে একে সশ বীরে মূর্ছিত করিল ॥  
 অতিকার ভয়ে সব বানর পালায় । আউদড চুলে সতে রামের কাছে যায় ॥  
 রামের আগে জোড়হাথে কহে সমাচার । আজি রণে বানর সকল গেল মার ॥  
 একথা শুনিয়া রাম কহিতে লাগিল । বিতীষণে বলে রাম কোন বীর আল ॥  
 রামের আজ্ঞা লয়্যা বীর রণস্থলে যায় । দূরে হতে অতিকারে দেখিবারে পায় ॥  
 নিরখিয়া দেখ্যা বিতীষণ ফিরা আল । জোড়হাতে রামের আগে কহিতে লাগিল ॥  
 রাবণের পুত্র আল্য শুন মহাশয় । ইন্দ্রজিত সম অই কহিছ নিশ্চয় ॥  
 অতিক্যা উহার নাম শুনহ বচন । সাবধানে উহার সন্ধিতে কর্য রণ ॥  
 এতেক শুনিয়া রাম বিষন্ন বদন । কোধণ্ড লইয়া হাতে করিলা গমন ॥  
 রাম আগে জোড়হাতে কহেন লক্ষণ । আমি দাস থাকিতে করিবে তুমি রণ ॥  
 কোন তুচ্ছ অতিকায় মোরে নাঞি আটে । আমি হেন ভাই আছি তোমার নিকটে ॥  
 মোরে আজ্ঞা কর তুমি প্রভু গুণমণি । তব আশীর্বাদে যায়্যা রণ আমি জিনি ॥  
 এতেক শুনিয়া রাম রাজীবলোচন । লক্ষণেরে আজ্ঞা দিলা কর গিয়া রণ ॥  
 রামের আজ্ঞা পায়্যা লক্ষণ আনন্দ হইল । গণ্ডিবাণ হাথে লয়্যা সমরে পশিল ॥

রামচন্দ্র সেনাপানে শুভদৃষ্টে চায় । দৃষ্টিস্থধা বৃষ্টি করি সভারে বাঁচায় ॥  
 রামজয় ডাকে সেনা হয়্যা আনন্দিত । অতিক্যে বিশ্বয় লাগে চায় চতুর্ভিত ॥  
 ধন্য প্রভু রামচন্দ্র বলয়ে অতিক্যা । অতিকারে কহিছে লক্ষ্মণ বীর ডাক্যা ॥  
 কে তুঞি কাহার বেটা দেহ পরিচয় । লক্ষ্মণের কথা শুন্না অতিক্যা বীর কয় ॥  
 রাক্ষসকূলে জন্ম মোর শুন মহাশয় । রাবণের পুত্র আমি দিলাম পরিচয় ॥  
 অতিক্যা আমার নাম কহি তব কাছে । ইন্দ্র শিব বাউ বরুণ পরাভব আছে ॥  
 মোরে জিনে হেন বীর নাঞি ত্রিভুবনে । মোর বাণে যম কাঁপে কহি তব স্থানে ॥  
 মোর পরিচয় আমি দিলাম তোমারে । যুদ্ধ না করিহ যাহ রামের গোচরে ॥  
 বয়সে ছায়াল তুমি কি রণ করিবে । মোর বাণে আজি তুমি যমঘর যাবে ॥  
 ক্রোধে কাঁপ্যা লক্ষ্মণ দেই ধনুকে টঙ্কার । শবে দশ দিগ পূর্ণ বিশ্বয় সভার ॥  
 ধনুক টঙ্কার শুন্না অতিক্যা ভাবে মনে । লক্ষ্মণ-সমান বীর নাঞি ত্রিভুবনে ॥  
 অতিক্যা বলেন তুমি ছাড় অহঙ্কার । মোর সনে রণ কৈলে না পাবে নিস্তার ॥  
 হাতে বাণ দেখ মোর কনক-রচিত । বুক সামাইয়া বাণ পিবেক শোণিত ॥  
 এই মত নানা কথা কহে দুইজন । পরস্পর করে হুঁহে বাণ বরিষণ ॥  
 এই মত হুঁহে যুদ্ধ করে পবম্পব । দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বন্দ্যা রঘুবর ॥

### অতিকার কবচ দান

তারপরে কি করিল রাবণ-কোঙর । আপনা সারিয়া হুঁহে যুদ্ধে পরস্পর ॥  
 শূন্যমার্গে দেবগণ দেখিতে লাগিল । অতিকা লক্ষ্মণ বীরে ঘোর যুদ্ধ হল্য ॥  
 দশ বাণ ধনুকেতে জুড়িল লক্ষ্মণ । অতিকার কাটিল হাতেব শবাসন ॥  
 ধনু কাটা গেল তার হইল চিস্তিত । পুন পঞ্চবাণ বীর এডে আচম্বিত ॥  
 পঞ্চ গোটা বাণ যায়্যা বৃকেতে বাজিল । মুছ' হয়্যা অতিকায় রথেতে পড়িল ॥  
 মুছ' হল্য অতিকায় দেখিল সাবধি । রণ ছাড়্যা রথ লয়্যা পালায় শীঘ্রগতি ॥  
 কতক্ষণে অতিকায় চেতন পাইল । সারথিরে মহাবীর ভৎসিতে লাগিল ॥  
 হে সারথি মহামতি কহিয়ে তোমায় । কি বুঝিয়া রথ লয়্যা আইলে এখায় ॥  
 কখন জিনি কখন হারি রণের বেভার । বীরত্ব ঘুচালি মোর গেল অহঙ্কার ॥  
 সারথি এতেক শুনি কহিতে লাগিল । অচেতন দেখ্যা আমি রথ ফিরাইল ॥  
 তব উপগার কৈল শুন মহাশয় । আমারে ভৎসহ তুমি হইয়া নির্দয় ॥  
 তব কার্য প্রাণপণে সদা করি আমি । না বুঝিয়া অকারণে মোরে ভৎস তুমি ॥  
 এখন চেতন পালে শুন মহাশয় । যুদ্ধ জিত্যা ঘরে চল শত্রু কর্যা ক্ষয় ॥

সারথির কথা শুনা আনন্দ হইল । রাজার প্রসাদ দিয়া সন্তোষ করিল ॥  
 পুনর্বার অতিকায় সংগ্রামে পশিল । হস্তার ছাডিয়া বীর বাণ হাতে নিল ॥  
 এড়িল দারুণ বাণ লক্ষ্মণ-উদ্দেশে । লক্ষ্মণে মারিতে বাণ শূন্যপথে আইসে ॥  
 বুকেতে বাজিল বাণ ধরণী লোটায় । তা দেখিয়া হতুমান করে হায় হায় ॥  
 ক্ষেপেক থাকিয়া বীর চেতন পাইল । রাক্ষস মারিতে তবে সাবধান হল্য ॥  
 কোথাকে পালাবি ছুট বল্যা বীর ডাকে । মারে বাণ অতিকায় সন্ধান পূরি বুকে ॥  
 বাণে বাণে শূন্যপথে উঠিল আগুনি । জয় পরাজয় নাঞ্চি বাণ-হানাহানি ॥  
 তিন দিন তিন রাত্রি নাঞ্চি অবসাদ । বরিষে দুর্জয় বাণ প্রলয় প্রমাদ ॥  
 পৃথিবীর যত বাণ ছুজনের শিক্ষা । দেবময় বাণ সব কবিল পবীক্ষা ॥  
 বিষ্ণুমান বাণ লক্ষ্মণ পুরিল সন্ধান । তুণ ধনু সান্না টোপর কৈল খান খান ॥  
 তিলেক নাঙকে (৭) বীর ধনু নিল আব । ক্ষেপে ক্ষেপে করে কত অস্ত্র অবতাব ॥  
 দিব্য অস্ত্র সন্ধান পুরিল মহাবীর । বাণ দেখ্যা ত্রিভুবন হইল অস্থির ॥  
 পাশুপত বাণে লক্ষ্মণ কাটে দিব্য বাণ । অতিক্যা সংহার অস্ত্র পুরিলা সন্ধান ॥  
 তাবকব্রহ্ম অস্ত্রে লক্ষ্মণ কাটে সংহারবাণ । ব্রহ্মময় বাণ লক্ষ্মণ পুরিলা সন্ধান ॥  
 বুকে বাণ বাজে বীব লোটায় ধবণী । অক্ষয় মন্ত্রেব তেজে চেতন তখনি ॥  
 লক্ষ্মণ এডেন যত সব বাণ খণ্ডি । পরাভব হয়্যা লক্ষ্মণ রাখে শবগণ্ডি ॥  
 বাম বলে রক্ষকুল হয়্যাছে অমর । বিত্তীষণ বলে প্রভু গুন রঘুবর ॥  
 অনেক তপস্তা কৈল বাবণ-নন্দন । বর দিতে আলা ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন ॥  
 মহাবিষ্ণুপরায়ণ দেখি অতিকায় । অক্ষয় কবচ ব্রহ্মা দিলেন উহায় ॥  
 অনন্তের হাতে মৃত্যু মহাবিষ্ণুবাণে । মহারুদ্র মহামন্ত্র হরিবে যেদিনে ॥  
 সেই মহামন্ত্রের কবচ আছে বুকে । দ্বিজরূপে ছলিবারে পাঠায় হতুকে ॥  
 শুনি হতুমান চলে দ্বিজরূপ হয়্যা । প্রণমে অতিক্যা বীর মূনিরে দেখিয়া ॥  
 অতি চমৎকাব মূর্তি দেখ্যা বীর কয় । কি কাজে আইলে আজ্ঞা কর মহাশয় ॥  
 মূনি-বলে অতিকায় কর অঙ্গীকার । ত্রিভুবনে দাতা নাঞ্চি সমান তোমার ॥  
 অনেক আতুবে আমি আলায়াম নিকটে । পড়িয়াছে পুত্র মোর বড়ই সঙ্কটে ॥  
 রাখহ অতুল কীর্তি পৌরুষ অপার । ধর্মসাক্ষী কর্যা বীর কৈল অঙ্গীকার ॥  
 সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য গুণহ গোসাঞ্চি । যা মাগিবে তাই দিব অমৃত্যু হবে নাঞ্চি ॥  
 এখন যা আছে সঙ্গে তাহা আমি দিব । রণেতে থাকিতে আর অস্ত্র কোথা যাব ॥  
 দ্বিজ বলে দেবগণ থাকিস্ত প্রমাণ । অক্ষয় কবচখানি যোরে দেহ দাঁন ॥  
 এত শুনি চমৎকার অতিকায় মনে । নিবিষ্ট করিল চিত্ত রামের চরণে ॥

যেই রাম সেই হুহু আলাপা ছলিবারে । বাণে কাট্যা অতিক্যা কবচ বারি করে ॥  
 ব্রহ্মার বচন বীর কৈল সঙ্গরণ । অক্ষয় কবচ দিলে আমার মরণ ॥  
 অঙ্গীকার করিয়াছি না দিলে কি হয় । দিলাম আপন প্রাণ শুন মহাশয় ॥  
 আশীর্বাদ কর যেন রামপদ পাই । অঙ্গীকার কৈলা হুহু অতিকার ঠাই ॥  
 যত্নাকালে রামনাম লয় যেইজন । সে পায় রামের পদ অলঙ্ঘ্য বচন ॥  
 আশীর্বাদ করি ক্ষত চলে হুহুমান । সে কবচ লক্ষ্মণের হাতে দিলা রাম ॥  
 লক্ষ্মণ কবচ লয়্যা করিল ধারণ । দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামের কীর্তন ॥

### অতিকার পতন

সংসার অসার দেখি : ভূমে শরগণ্ডি রাখি : লোটায়া পড়িল ভূমিতলে ।  
 পাষণ্ড মানুষ্য কৈলে : চণ্ডালে কোল দিলে : অতিকারে রাখ পদতলে ॥  
 অধর্মের গতি রাম : ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম : পূর মোর মনের বাসনা ।  
 সীতারাম রূপ হয়্যা : মোরে পদছায়া দিয়া : ঘুচাও এ ভবের যন্ত্রণা ॥  
 শ্রীরাম ভক্তির আশে : অতিকার হুদে বৈসে : বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ ।  
 পদতলে হুহুমান : ত্রিলোচন করে গান : স্তব করে যত দেবগণ ॥  
 সখা সখী প্রিয় যত : চতুর্দিকে যুখে যুথ : অতিকা হৃদয়-পদ্মে দেখে ।  
 মন্ত্র করি অধিষ্ঠান : লক্ষ্মণ মারিল বাণ : সে বাণ বাজিল রাম-বুকে ॥  
 প্রভু হল্যা অচেতন : পদে ধর্যা বিভীষণ : চেতন করায়্যা রামে বলে ।  
 তরাহ বৈষ্ণব জনে : ভক্ত তোমা একু প্রাণে : না বধিবে লক্ষ্মণ জানিলে ॥  
 লক্ষ্মণ বলেন কথা : এবার তোমার মাথা : তিন বাণে কাটিব নিশ্চয় ।  
 রামের শরণ লহ : সাগর পাবেতে যাহ : কেন কান্দ পালে যদি ভয় ॥  
 শুন লক্ষ্মণ গুণনিধি : সে বাণ না কাটি যদি : তবে যাব নরক ভিতর ।  
 তেজি রামের চরণ : লজ্জি গুরু বিভীষণ : আর লজ্জি পিতা লঙ্কেশ্বর ॥  
 কোপে স্তমিত্তার পুত্র : এডিলেন রুদ্র অস্ত্র : ব্রহ্ম অস্ত্রে কাটে মহাবীর ।  
 দেবগণ পাল্য ভয় : রুদ্র অস্ত্র ব্যর্থ হয় : লক্ষ্মণের কম্পিত শরীর ॥  
 মন্ত্রে তন্ত্রে ব্রহ্মবাণ : করিলেন অধিষ্ঠান : ত্রিভুবন আল কব্যা ছোটে ।  
 জপে বীর রামমন্ত্র : অধিষ্ঠান বিষ্ণু অস্ত্র : লক্ষ্মণের ব্রহ্মবাণ কাটে ॥  
 রণমধ্যে সারাৎসার : কৈল বিষ্ণু অবতার : জোড়ে বাণ নাম নারায়ণ ।  
 দেবগণ যুক্তি করে : ইথে যদি নাঞ্জি মরে : আর ধনু না ধরে লক্ষ্মণ ॥  
 ভক্তের প্রতিজ্ঞা জানি : কাটাবেন রঘুশিখি : বাণে বশ্ত সকল দেবতা ।  
 কাটা বাণ তুল্যা লব : পবন পালক হব : কালে কাটুক অতিকার মাথা ॥

বাণে বৈসে দেবগণ : কাল পবন হতাশন : দেখিয়া অতিক্যা মহাশয় ।  
 করিল অনেক ভক্তি : রূপা কর রঘুপতি : এই বাণে মরণ নিশ্চয় ॥  
 জুড়িলেক ভক্তিবাণ : বিষ্ণুবাণ দুইখান : দেখিয়া কাতর প্রভু রাম ।  
 প্রতিজ্ঞা হইল ভক্ত : কাঁপে লক্ষ্মণের অঙ্গ : হেনকালে উঠে অর্ধখান ॥  
 কালের সহিত ছোটো : অতিকার মাথা কাটে : কুণ্ডল সহিত পড়ে ভূমে ।  
 সদা বলে রাম রাম : নব দূর্বাদলজ্বাম : প্রসন্ন হইলে এতদিনে ॥  
 কাটা মুণ্ড রাম বলে : প্রভু রাম নিলা কোলে : অতিকাবে করেন চুম্বন ।  
 রাম করে হায় হায় : কেন মালে অতিকায় : কি করিলে প্রাণের লক্ষণ ॥  
 অতিকার মুখ বলে : স্থান দেহ পদতলে : শুনিয়া কান্দেন প্রভু রাম ।  
 বানর কটকগণ : কান্দে রক্ষ বিভীষণ : ফুকুরিয়া কান্দে হনুমান ॥  
 আকাশে দেবতাগণ : করে পুষ্প-বরিষণ : মলয় চন্দন গন্ধময় ।  
 অতিকার উপরে : পুষ্পবৃষ্টি দেবে করে . কবিচন্দ্র রামপদে কয় ॥

### অতিকার ভক্তি

কাটা মুণ্ড রামের কোলে রাম রাম ডাকে । বৃষে চাপ্যা শিব আলা লইতে তাহাকে ॥  
 শিক্ষা ডব্বুর হাড়মালা সদাই বলে রাম । শিবেরে দেখিয়া সতে করিল প্রণাম ॥  
 রামস্বব কর্যা মুণ্ড মাগিলেন শিব । তব নাম জপমালায় স্মেরু করিব ॥  
 শিব-কোলে অতিকা বলিছে রামনাম । প্রভাসে বাখিয়া দেহ আলা হনুমান ॥  
 দেবে পুষ্প বরিষণে লক্ষণ-উপরে । স্তম্ভভোগ নিজা নাঞি রাক্ষসের ডরে ॥  
 ঐরি মারি দেবগণের খণ্ডাইলে ভয় । থুইলে নির্মল ষণ তুমি মহাশয় ॥  
 বক্তে রাজা লক্ষণেরে কোলে নিলা রাম । গদগদ মধুর বাক্য মুখে চুষ খান ॥  
 মোর লাগি মাতা পিতা রাজ্য ত্যাগিয়া । পাইলে অপার দুঃখ বান্ধব ছাড়িয়া ॥  
 প্রাণের অধিক ভাই কিবা দিব দান । আর অবতারে অগ্র হবে তব নাম ॥  
 লক্ষণ বলেন দেহ চরণ দুখানি । যাহে গন্ধাজন্য মুক্ত অহল্যা ব্রাহ্মী ॥  
 অতিকায় মল্য [রণে] জয় হল্য লক্ষ্য । সীতার উদ্ধারে আর নাঞি [দেপি] শঙ্কা ॥  
 স্তম্ভী বিভীষণে রাম কোল দিয়া কয় । তোমা দু'হার শক্তি হতে লক্ষ্য হল্য জয় ॥  
 বানর কটক দিল জয় জয় নাদ । চমকিত লঙ্কাপুরী গণিল প্রমাদ ॥  
 ভয় পাইক বার্তা কহে রাবণ-গোচর । অতিকা পড়িল তব সংগ্রাম ভিতর ॥  
 দেবাস্তক নরাস্তক পড়িল ত্রিশিরা । এত শুনি পড়ে রাজা হাহাকার কর্যা ॥  
 কুড়ি চক্ষু বহে রাজার সহশ্রেক ধারা । স্তূতলে লোটায় রক্তা হল্য আধমরা ॥  
 যে পুত্র জিনিল মোর কুবের বরুণ । কে নিল হাথের নিধি বিধি নিদারুণ ॥

ধান্যমালী রাণী কান্দে ত্রিশিরার মাতা । অভাগিনী কর্যা মোরে বাছা গেলে কোথা ॥  
 পাত্র মিত্র কান্দে আর কান্দে প্রজাগণে । হস্তী ঘোড়া পক্ষ কান্দে অতিকার শুণে ॥  
 রথের সারথি কান্দে যেমন মাতুলি । অতিকার শোকে কান্দে ইন্দ্রজিত বলী ॥  
 অতিক্যা বলিয়া কান্দে বীরবাহু জ্ঞানী । সুবাহু হৃদয় কান্দে বৈষ্ণব তরণী ॥  
 এতদূরে অতিকার যুদ্ধ হল্য সায়া । ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় যেজন গায়ায় ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাঙ্গালীকি পুরাণ । যেই জন শুনে তাব সর্বত্র কল্যাণ ॥

### অতিকার যুদ্ধে রাবণের শোক

ইন্দ্রজিত বলে আর কান্দিলে কি হবে ॥ কাতর হইলে কিবা অতিকারে পাবে ॥  
 বৈরী-বুক বাড়ে বাপু কাতর হইলে । জিনিতে নারিবে রামে আমি নাঞি গেলে ॥  
 রাজা বলে তোমা হতে অতিকা প্রাপ্ত । জিনিতে নাবিলে খেতদ্বীপে যমদণ্ড ॥  
 তুমি আমি পাললাম যমদণ্ড দেখ্যা । যমদণ্ড ধরে মোব বাছন অতিক্যা ॥  
 হেন বীর রণে মবে আব নাকি জিব । অতিকার লাগ্যা আমি পবাণ ছাড়িব ॥  
 বানর মাঝি আর শ্রীরাম লক্ষণ । বকতে মৃতের আজি কবিব তর্পণ ।  
 এত বলি শোক তেজি সমরে সাজিল । ক্ষেণমাত্রে বনস্থলে উপনীত হল্য ॥  
 আজি রণে মবিল সকল বীবগণ । কুপিয়া রাবণ আন্য কবিবাবে বণ ॥  
 পর্বত হাতেতে হস্ত বাউবেগে ধায় । পর্বত পেলিয়া মাঝে রাবণ-মাথায ॥  
 পর্বত কাটিল বীব চোখ চোখ বাণে । শত বাণ মাঝিলেক বীর হস্তমানে ॥  
 বাণ খায়্যা হস্তমান ধবলী লোটায় । তা দেখিয়া নীল-বীর বাউবেগে ধায় ॥  
 বজ্র চড় মারে বীর বাবণের গায় । ধবহরি কাঁপে রাজা চাপড়ের ঘায় ॥  
 নীলে মারিবাবে বাণ এডে লঙ্কেশ্বর । নেউল হইল বীর রথের উপব ॥  
 বাণ জুড়ে চড়ে গিয়া ধনুকের ছলে । লাফালাফি কর্যা বৃকে চাঠ্যা চাঠ্যা বুলে ॥  
 মুকুটে ভ্রমিয়া বুলে দেখিতে না পায় । প্রস্রাব করিলে মুখ বুক ভাস্তা যায় ॥  
 ক্রোধ কর্যা দশানন মুখ মুছে যত । ঝরঝর কর্যা নীল মুতে অবিরত ॥  
 মুকুটে বুলায়্যা হাত ধরিবারে চায় । ছায়া দেখ্যা মারে বাণ ধরণী লোটায় ॥  
 বড় বড় সেনাপতি ভয়েতে পালায় । ধনুক ধরিয়া হাতে লক্ষণ আগায় ॥  
 চুরি কব্যা চোরা বেটা আনিলি রে সীতা । মোর ঠাঞি ঠেকিলি রে বাঁচা ॥  
 বাবি কোথা ॥

আমারে ষাটালি বেটা বিধি তোরে বাম । দেবাসুর যম জিনি কোন তুচ্ছ রাম ॥  
 এত বলি পরস্পর কোপে দুই জন । ধনুক ধরিয়া করে বাণ-বরিষণ ॥  
 রাবণ মারিল বাণ বাজিল ললাটে । কুপিয়া লক্ষণ বীর ধনু তার কাটে ॥

ধরিতে অপর ধনু কাটে তার চড়া । এক বাণে কাট্যা পাড়ে রথের আট ঘোড়া ॥  
 অন্ন ঘোড়া রথে আন্না যোগায় সারথি । কেমনে লক্ষ্মণে জিনি ভাবে নরপতি ॥  
 ব্রহ্ম অস্ত্র শেল রাজা লক্ষ্মণেরে মারে । স্বত বাণ মারে তবু শেল নাঞি ফিরে ॥  
 ফিরাতে না পার্যা শেল লক্ষ্মণের ভয় । লক্ষ্মণেরে বাজে শেল যেন অগ্নিময় ॥  
 শেলের আঘাতে বীর ধরণী লোটায় । রথে হতে নাম্যা তারে তুলিবারে চায় ॥  
 কুড়ি হাতে তুলিতে না পারে লঙ্কেশ্বরে । বিশ্বয় ভাবিয়া নিন্দা করে আপনারে ॥  
 জগতের নাথ প্রভু লোকের আশ্রয় । অনন্ত অধুনি শক্তি দেব বিশ্বময় ॥  
 তারে নাকি রাবণ হইতে তোলা যায় । দূরে হতে হনুমান দেখিবারে পায় ।  
 মাথায় মারয়ে মুষ্টি পবননন্দন । ঘূর্ছা হয়্যা ঘুরিয়া পড়িল দশানন ॥  
 বলকে বলকে রক্ত উঠে তার মুখে । পুন পদাঘাত মারে হনু তার বুকে ॥  
 চেতন পাইয়া রাজা চাপিলেন রথে । লক্ষ্মণে আনিল হনু রামের সাক্ষাতে ॥  
 ধ্যানে বাঁচাইলা রাম ঠাকুর লক্ষ্মণ । ধনুর্বাণ হাতে যান করিবারে রণ ॥  
 রথে থাকি যুদ্ধে রাজা দেখ রঘুবর । মোর পিঠে চাপিয়া মারহ লঙ্কেশ্বর ॥  
 হনুপৃষ্ঠে চাপ্যা রাম কহেন রাবণে । দিয়াছিল বড় দুঃখ গেলি এতদিনে ॥  
 আমি জিতে লক্ষ্মণে কাহার বাপে মারে । সে লক্ষ্মণ নির্বংশ করিব কালি তোরে ॥  
 পড়িলি পাণিষ্ঠ পাপী পালাইবি কোথা । দশবাণে কাটিয়া পাড়িব দশমাথা ॥  
 ঘরপাড়া বেটা আন্না স্বত নাট করে । রামে আনিয়াছে বেটা পিঠের উপরে ।  
 পতনে পায়ছি তারে এই বেলা মারি । মারিলে রামের ঘুচে স্বত ভারিভুরি ॥  
 কষিয়া রাবণ বাণ মারে হনুমানে । বিপাকে পড়িল বড় পবননন্দনে ॥  
 অতি উচ্চ পুচ্ছ বীর আকাশে ঘুরায় । হনুমানের লেজ দেখ্যা রাবণ ডরায় ॥  
 বালীরাজ-লেজ সদা জাগয়ে অস্তরে । লেজে জড়াইয়া বেটা পাছে মারে মোরে ॥  
 হনুমানের মারিবারে এড়ে চোখ বাণ । রামচন্দ্র কাটিয়া করিল থান থান ॥  
 অর্ধচন্দ্র বাণে রাম দশ মুকুট কাটে । মাথে হাত বুলাইয়া লঙ্কামুখে ছুটে ॥  
 পরাভব পায়্যা রাজা গেলেন লঙ্কায় । সেবিয়া রামের পদ কবichন্দ্র গায় ॥

### কুস্তকর্ণের রায়বার

রাবণ মস্তণা করে মস্ত্রীবর্গসনে । কুস্তকর্ণ নিদ্রা যায় কে যাবেক রণে ॥  
 কুস্তকর্ণে জাগাইতে দশানন কয় । নিদ্রাভঙ্গ কর তার যে প্রকারে হয় ॥  
 অকালে ভাঙ্গাতে নিদ্রা গেল তার ঘরে । অনেক প্রকারে নিদ্রা ভাঙ্গাতে না পারে ॥  
 যুখে যুখে হাতি চাপে কুস্তকর্ণের কন্ধে । পাশমোড়া দিয়া উঠে মর্দীরার গন্ধে ॥  
 হরিণ মহিষ মেঘ মাংস বীর খায় । ' তারপর ] লঙ্কেশ্বরে ভেটিবারে যায় ॥



সত্তর যোজন প্রাচীর লুকাই কাকালে । বিকট রূপ দেখা রাম বিভীষণে বলে ॥  
 হেন বীর নাঞি দেখি না শুনি শ্রবণে । কটক খাবেক ধর্যা লঙ্কা আলাম কেনে ॥  
 বিভীষণ বলে গোসাঞি দিয়ে পরিচয় । কুন্তকর্ণ উহার নাম মরিব নিশ্চয় ॥  
 বিবরিয়া যত কথা কহিল রামেরে । কুন্তকর্ণ গেল তথা রাবণ-গোচরে ॥  
 কোলাকুলি কৈল যেন পর্বতে-পর্বতে । রাবণ বসাল্য ধর্যা কুন্তকর্ণের হাতে ।  
 কাঁচা ঘূমে নিশ্রাভঙ্গ মোর কৈলে কেনে । মহারাজা বিবাদ কর্যাছ কার সনে ॥  
 দেবান্নর ত্রিজগত সতে আছে বশে । লঙ্কাপুরী বেড়িলেক বানর মানুষে ॥  
 কুন্তকর্ণ বলে মধ্যে চর্যঙ্গ সাগর । কেমন করিয়া আলায় নর আর বানর ॥  
 [কার দিন ফুরাইল। তোমা সঙ্গে লাগে । জানে নাই কুন্তকর্ণ একদিন জাগে ॥  
 কে দিল অগ্নিতে হাত কে ধরিল ফণী । পঞ্চমে মঙ্গল কার রজ্জগত শনি ॥  
 কার লগ্নে ছিল রাহ কে জন্মিল গণ্ডে । কেবা আস্তা লাথি মালা তক্ষকের মুণ্ডে ॥  
 কোন অভাগার ঘরে পুঙ্করাতে মল্য । জ্যোষ্ঠা অষ্টম নক্ষত্রে কেবা জরি হল্য ॥  
 কুন্তকর্ণের কথা শুন্তা রাবণ রাজ্য বলে । দেবগণে দোষ নাঞি তারা আপনি চলে ॥  
 সদা বস্ত্রা থাকে কাছে হাত দিয়া বৃকে । কুন্দরং কি হেন কথা বার্যায় তার মুখে ॥  
 রাম লক্ষণ নাম ধরে দুবেটা তপসী । সে একটা সঙ্গী লয়্যা উত্তরিল আসি ॥  
 জাতের নিয়ম নাঞি যেথা সেথা থায় । ভক্তি কর্যা ডাকিলে চণ্ডালবাড়ী যায় ॥  
 শুণিতপুরের গুহ চণ্ডাল তায় জানিতে পার । তার ঘরে অতিথ হয়্যা ছিল দিন বার ॥  
 সেথা ছাড়্যা বাঙ্কে কুড়্যা পঞ্চবটী-মূলে । সেখানে বাঙ্কিল জটা আঠা দিয়া চূলে ॥  
 স্থৰ্পনখা ভয়ী গেল পুষ্প অশেষণে । ধর্যা নাক কান তার কাটিলেক বনে ॥  
 তবে যদি রাঁড়ী কান্দ্যা পড়ে আসি পায় । সর্বাঙ্গ জলিয়া গেল অগ্নি দিল গায় ॥  
 ক্রোধ কর্যা কাটিতে গেলাম দুই মাথা । প্রাণ ভয়ে দুই বেটা পালাইল কোথা ॥  
 সে যদি পালায়্যা গেল কি করিব আর । কোপেতে রমণী হয়্যা আনিয়াছি তার ॥  
 তোমা অগোচরে তারে নাঞি আনি হেথা । রাখ্যাছি অশোকবনে নাম তার সীতা ॥  
 কুন্তকর্ণ বলে কহ কেমন মূর্তি রাম । রাবণ বলে দেখি যেন দুর্বাদলশ্যাম ॥  
 আর ভাই দেখি যেন চম্পকের সীমা । রমণীটা দেখি যেন কান্ধন প্রতিমা ॥  
 গিয়াছি অনেক দেশ দেখি বহু ঠাঞি । এমন রূপের নারী কোথা দেখি নাঞি ॥  
 দশ হাজার দেবকন্যা আনিয়াছি আর । দাসীসম কেহ নাঞি হবেক তাহার ॥  
 কুন্তকর্ণ বলে যদি এমন রূপসী । অশোকবনে রাখিয়াছ কর গা মহিষী ॥  
 রাবণ বলেন আখি তার পর বটি । রাম বই জানে নাঞি নির্বংশার বেটি ॥  
 কুন্তকর্ণ বলে তুমি ভুল কেন ভাই । রামরূপ ধর্যা কেহ্না বাহ তার ঠাঞি ॥  
 রামের ভয়মে সে ভুল্লক একবার । পতিব্রতা ধর্মন্ট হউক তাহার ॥

বিষদন্ত ভাজিলে সে সর্প হয় বৃথা । অস্তদৃষ্টে হৈলে নষ্ট হয় পতিব্রতা ॥  
 রাবণ বলেন ভাই তায় ভোরে কই । একদিন ভাবি মনে রামমূর্তি হই ॥  
 দুর্বাদল শ্রাম রাম যেঞি ভাবি মনে । ব্রহ্ম পদার্থ জ্ঞান হয় সেইক্ষণে ॥  
 পরবধ সজ কথা মনে নাঞি লয় । সেইক্ষণে ধর্ম আশ্রা উপস্থিত হয় ॥  
 দণ্ড চারি রামরূপ মনে ভাবি যদি । রাজ্যপাট ছাড়্যা হই জটা বেটার সাথী ॥  
 একদিন যে নারী পরপুরুষ স্পর্শে । ইহা জ্ঞাত নিজ পতি শত্রুতুল্য বাসে ॥  
 একদিন দেখ্যা তারে জ্ঞান হব হত । সে বিকায় রাজ্য পায় জনমের মত ॥  
 অতএব আর নাঞি বাই অশোকবনে । স্বপনে রামের মূর্তি নাঞি ভাবি মনে ॥  
 শত্রুঘণে বুদ্ধিক্ষয় করি বারে বারে । দেবতা প্রকটভাবে আছে মোর ঘরে ॥  
 কি মোহনী জানে বেটা কি দিয়া কি করে । নইলে জটাউ পক্ষ তার লাগা মরে ॥  
 কোথা জাম্ববান ছিল পাতালপুরীতে । ভুলাইয়া তাহারে আনিল কোন রীতে ॥  
 স্তম্ভীবে করিয়া সখা বালী রাজ্য মার্যা । তার পুত্র অঙ্গদকে রাখে ভৃত্য কর্যা ॥  
 রাক্ষসকে ভুলাইল অঙ্গ কোনজন । নারীপুত্র ছাড়্যা শরণ লৈল বিভীষণ ॥  
 সম্মোহনী বিদ্যা জানে রাবণরাজ্য বলে । জটাবেটার রূপ দেখ্যা মূনির মন টলে ॥  
 কুস্তকর্ণ বলে তারা থাকে কোন ঠাঞি । রাবণ বলে বাপের কালে ঘর দ্বার নাঞি ॥  
 কুস্তকর্ণ বলে তবে হবে ব্যাধপুত্র । রাবণ বলে তবে কেন কাছে যজ্ঞসূত্র ॥  
 কুস্তকর্ণ বলে হবে কোন রাজার বেটা । রাবণ বলে তবে কেন শিরে তার জটা ॥  
 জপ তপ কিছু নাঞি জটার বোঝা সারা । ধৃত ধর্যা বুলে দৌহে কিরাতের পারা ॥  
 কুস্তকর্ণ বলে তারা তীর্থ কর্যা বুলে । রাবণ বলে কোন তীর্থ সাগরের কূলে ॥  
 কুস্তকর্ণ বলে তারা কি কর্যা বেড়ায় । রাবণ বলে ছুবেটারে দেখি চোর প্রায় ॥  
 কুস্তকর্ণ বলে ইহা উপযুক্ত কিসে । নারীসঙ্গে কেবা চুরি করিবারে আসে ॥  
 তুমি তার স্ত্রী আনিয়া রৈলে সাধুপারা । তব্ব কর্যা বেড়াইতে চোর হইল তারা ॥  
 আমি জানিয়াছি ভাল স্ত্রী নহে এটা । সর্বনাশ কার মনে কর্যাছে ছুবেটা ॥  
 রাবণ বলে দুই বেটা ভোজবিদ্যা জানে । আকর্ষণ বিদ্যা দিয়া থাকে তাকে আনে ॥  
 চোর ধর্যা গৃহী বান্ধে শুভাছিলাম কানে । উলটা চোর্য গৃহী বান্ধে দেখিছু নয়ানে ॥  
 অতিথ্যসেবা ধর্মকর্ম গেল তোমা হতে । কুলবধু আর না বার্যাব ভিক্ষা দিতে ॥  
 যে বীর মারিল ভাই মায়া মারীচেরে । চোদ্দ হাজার রাক্ষস মারিল যেই বীরে ॥  
 বাণে বিদ্যা বালী বধ্যা বান্ধিল সাগরে । কি সাহসে তার নারী রাখ্যাছ নগরে ॥  
 মাহুষের বাণেতে রাক্ষস সব মরে । যম অধিকার হল্যু মোর অধিকারে ॥  
 এত কথা শুন্তা রাবণ রাজ্য কোপ করে । নিদারুণ যমপ্রায় লাগিল তোমারে ॥  
 রাবণের কোপ দেখ্যা সাজ্যা গেল রণে । সেবিয়া রামের পদ কবিচক্র ভণে ॥

### কুন্তকর্ণের পত্তন

কুন্তকর্ণ সাজে রণে কাঁপে দেবাস্ত্রে । বহুমতী দল দল কাঁপে পদভরে ॥  
 কুন্তকর্ণে দেখা সব বানর পালায় । টিটকারি ধিকারে অঙ্গদ ফিরিয়া চায় ॥  
 অঙ্গদের বোলে যত কপিগণ ফিরে । হুম্মান নল নীল আদি সব বীরে ॥  
 ফিরিল বানর যত অঙ্গদের বোলে । সহস্র বানর ধর্যা কুন্তকর্ণ গিলে ॥  
 হুম্মান নল নীল আদি সাতজন । গাছ পাথর মার্যা সব করে ঘোর রণ ॥  
 সমরে না দিহ ভঙ্গ কহি সভাকারে । এত বলি কুন্তকর্ণে গাছ পাথর মারে ॥  
 কুন্তকর্ণ বলে রে ঘরপোড়া কার নাম । আগু হয়্যা পরিচয় দিলা হুম্মান ॥  
 চাপড় খাইয়া বীর ডাবুষ মার্যা পেল । ডাবুষের বাড়ি খায়্যা গড়াগড়ি বুলে ॥  
 লক্ষ লক্ষ কপি ধব্যা করয়ে ভক্ষণ । কুপিল স্ত্রীবি রাজা স্ত্রীর নন্দন ॥  
 বড় বড় বানর খায়্যা পুরিলি উদর । শালগাছের ঘায়ে তোরে লব যমঘর ॥  
 বড় বড় বানর গেছে তুই আছিস বাকি । বুক পাতিলাম বেটা শাল মার দেখি ॥  
 কুন্তকর্ণের বৃকে বাজ্যা গুঁড়া হল্য শাল । তোর ঘা সামাল্যাম মোর ঘা সামাল ॥  
 এই বলে খায় বেটা কিঙ্কিয়া নগর । বালীর আছিলি তুই পাজাতা নক্ষর ॥  
 লোহার নির্মাণ জাঠা আশি হাজার মণে । কুন্তকর্ণ জাঠা এড়ে কাঁপে দেবগণে ॥  
 স্ত্রীবি ভাঙ্গিল জাঠা কুন্তকর্ণ কোপে । পর্বত টানিয়া ভাঙ্গে স্ত্রীবীর বৃকে ॥  
 পড়িল স্ত্রীবি রাজা পর্বত-চাপনে । কোলে কর্যা লয়্যা যায় ভেটিতে রাবণে ॥  
 স্ত্রীবে ছাড়াতে হুম্মান যাতেছিল । কারণ কহিয়া জাম্ববান ফিরাইল ॥  
 কুন্তকর্ণের কোলে রাজা চেতন পাইল । নাক কান ছিঁড়্যা লয়্যা রামে ভেট দিল ॥  
 মনে মনে কুন্তকর্ণ করিল ভাবনা । এতদিনে গেল মোর জিবাব বাসনা ॥  
 কোন লাজে যাব আমি রাবণের পাশে । এত বল্যা পুনবার সমরে প্রবেশে ॥  
 নাক কান স্ত্রীবি লয়্যা রামে ভেট দিল । সাধু সাধু স্ত্রীবীরে সভাই বলিল ॥  
 কুন্তকর্ণ বানর কটকে ধর্যা খায় । বোঁচা নাক কান দিয়া বারি হয়্যা যায় ॥  
 নল নীল অঙ্গদ আদি সাত বীর ছুটে । কুন্তকর্ণে পাড়িবারে কান্ধে গিয়া উঠে ॥  
 সোনার কিরীটা পেল্যা ধরে তার চুলে । তেঁতুলির গাছেতে বাহুড় যেন বুলে ॥  
 রামের নিয়ড়ে সেনা লুকায়া রহিল । ধনুকে টঙ্কার দিয়া লক্ষ্মণ আগ্যাল ॥  
 কুন্তকর্ণ বলে গুরে রাম কোনজন । পালাইয়া গেল কোথা কক্ৰ আস্ত্রা রণ ॥  
 আগাইয়া প্রভু বলে মোর নাম রাম । বোঁচা বেটা কোথা যাবি লব তোর প্রাণ ॥  
 খর দুষণ মার্যা তোর বাড়িয়াছে বুক । মুষল পেলিয়া মারি দেখেহ সম্মুখ ॥  
 ব্রহ্ম অস্ত্র রামচন্দ্র কুন্তকর্ণে এড়ে । বৃকে বাজে বল টুটে মুষল ধস্তা পড়ে ॥  
 পুন ব্রহ্ম অস্ত্র এড়্যা ডাহিন হাত কাটে । বাম হাতে ধস্তা ধর্যা বানরগণে আঁটে ॥

শালের সমান দুই হাত তার পড়ে । পদাঘাতে অনেক বানর মার্যা পাড়ে ॥  
 যম বাণ বুকে ভেদে রাজীবলোচন । দিব্য অস্ত্রে কাটি পাড়ে দুখানি চরণ ॥  
 বুক ঘসাড়িয়া রামে গিলিবারে যায় । ব্রহ্ম অস্ত্রে মাথা কাটে পর্বতের প্রায় ॥  
 দেবগণ আনন্দিত পুষ্পবৃষ্টি হয় । কপিগণ ডাকে রাম লক্ষণের জয় ॥  
 কুন্তকর্ণ পড়ে রণে শুনে দশানন । লঙ্কাপুরে চমৎকার রাজা অচেতন ॥  
 ইন্দ্রজিত বলে কেনে বাপা অচেতন । আজি সে মারিব রণে শ্রীরাম লক্ষণ ॥  
 এত বল্যা নিকুন্তিল। যজ্ঞ যায়্যা করে । তুষ্ট হয়্যা অগ্নি বর দিলেক তাহাবে ॥  
 রথে চড়া ইন্দ্রজিত পূর্বদ্বারে যায় । সেবিয়া রামের পদ কবিচন্দ্র গায় ॥

### বিষবর্ষণে রামাদির মুছা

দুয়ারে কে জাগে বীর পবিচয় মাগে । নীল সেনাপতি বলে সব বীর জাগে ॥  
 চক্ষুতে নাহিক নিদ্রা ভক্ষ্য ছাড্যাছি । রাবণের বংশনাশে মোরা আশ্রাছি ॥  
 ইন্দ্রজিত করে ঘোর বাণ-বরিষণ । বাণে ফুট্যা সকল পড়িল কপিগণ ॥  
 সেনাসঙ্গে সেনাপতি নীল যুদ্ধে পড়ে । দক্ষিণ দুয়ারে যায়্যা সিংহনাদ ছাড়ে ।  
 মেঘনাদ বলে দ্বারে জাগে কোনজন । প্রত্যাভ্র করে তারে বালীর নন্দন ॥  
 অঙ্গদ বলেন মোরা তবে নিদ্রা যাব । যবে লঙ্কাপাটে রাজা বিভীষণ হব ॥  
 অস্ত্র বরিষয়ে রে কুমার ইন্দ্রজিত । বাণে ফুট্যা বানর পড়িল চারিভিত ॥  
 বাণেতে জর্জর কপি রকতে সাঁতারে । সসত্তা মারিল বীর অঙ্গদ বানরে ॥  
 উত্তর দুয়ারে গেল বিজুরি চমকে । কোন বীর জাগে হেথা]পরিচয় দে ॥  
 কুমুদ বলেন জাগে সূর্যের নন্দন । যদবধি নহে রাজা বীর বিভীষণ ॥  
 ইন্দ্রজিত স্থগ্ৰীব সহিত মার্যা সেনা । পশ্চিম দুয়ারে গেল যথ। রামের থান। ॥  
 কোন বীর জাগে হেথা কহ মোর আগে । হস্ত বলে কটকসনে রঘুনাথ জাগে ॥  
 তদবধি নাই নিদ্রা রামের নয়নে । রাজা কর্যা মন্দোদরী দেন বিভীষণে ॥  
 আজিকার রাত্রে যদি থাকয়ে জীবন । তবে লঙ্কাপাটে রাজ। কর্যা বিভীষণ ॥  
 ইন্দ্রজিত বাণ বর্ষণে পড়ে বীরভাগে । বাণ শব্দে দেবগণে চমৎকার লাগে ॥  
 অগ্নিবরে ইন্দ্রজিত বরিষয়ে বাণ । সসৈন্ত সমেত ভূমে পড়িল। শ্রীরাম ॥  
 রামে মার্যা ইন্দ্রজিত গেল বাপের স্থানে । চারিদ্বারে সেনা মাল্যাম শ্রীরাম লক্ষণে ॥  
 ধন্য পুত্র মোর ঘোর বিপদে তারিলে । রাজার প্রসাদ দিয়া পুত্র কৈল কোলে ॥  
 লঙ্কায় বাজনা বাজে স্থখী সর্বজন । কটক দেখিয়া বুকে অমর বিভীষণ ॥  
 চারিদ্বারে সেনা পড়্যা ভাই দুইজন । জাম্ববানের কাছে গিয়া কান্দে বিভীষণ ॥  
 রা কাড়িতে নায়ে বুকে বাজিয়াছে বাণ । ধীরে ধীরে মস্তুী বলে বাঁচে হুমান ॥

কটক সমেত রণে মল্য প্রভু রাম । মন্ত্রী কি জিজ্ঞাস হুত্মানের কল্যাণ ॥  
 জাঘবান বলে যদি বাঁচে হুত্মান । রাত্রিমধ্যে বাঁচাইব সভাকার প্রাণ ॥  
 জাঘবান বিভীষণ কহিল হুত্মকে । বাঁচাঅ ঔষধ আনি বানর কটকে ॥  
 ঘোর নিশাকালে হুত্ম চলে বাউগতি । পর্বতে ঔষধ গিয়া আনিলা মারুতি ॥  
 ঔষধ পরশে সব পাইল জীবন । রামজয় সিংহনাদ ছাড়ে কপিগণ ॥  
 হৃদয়েতে ভাবি সদা রামের চরণ । বান্দ্যকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র কন ॥

### মকরাক্ষের মৃত্যু

তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে । বাঁচালে ঔষধ আশ্রয় তাই দুইজনে ॥  
 রামজ্ঞে ডাক্যো বলে শুন সর্বজন । মোরা দুই ভাই হলাম হুত্মানেব কেনা ॥  
 রামজয় ধ্বনি শুনি রাবণের ভয় । মারিলে না মরে শত্রু হইল দুর্জয় ॥  
 কুন্তনিকুন্ত কুন্তকর্ণের নন্দনে । রাবণ পাঠাল্য তারা সাজ্য্য গেল রণে ॥  
 চারি অক্ষৌহিণী সঙ্গে যুঝে দুইজন । বানবের ভঙ্গ দেখ্যো কুপিল রাজন ॥  
 কুন্তের রথে স্ত্রীরা রাজ্য লাফ দিয়া পড়ে । চানাতানি করিতে ধনুক নাহি নড়ে ॥  
 তোর বাপের জাঠা ভাঙ্গিলাম বাহুবলে । ধনুক তুলিতে নারি আয় করি কোলে ॥  
 বাহু ধর্যা পেল্যা দিল সমুদ্রের জলে । স্ত্রীরাবের পাশে আসি মার মার বলে ॥  
 কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পাণ্ডে মুষ্টির আঘাতে । হুত্মানে লগ্যা যায় করিয়া কোলেতে ॥  
 হুত্মানে কোলে করি লঙ্কায় প্রবেশে । ঘরপোড়া দেখিবারে নারী পুরুষ আসে ॥  
 চেতন পাইয়া মাথা কাটে করাঘাতে । নিকুন্তের শির দেই রামের সাক্ষাতে ॥  
 নিকুন্ত ময়িল রণে দশানন শুনে । মকরাক্ষ পাঠাইল কুবের-নন্দনে ॥  
 শ্রীরামের সঙ্গে তার হয় ঘোর রণ । অগ্নিবাণে তারে কাটে রাজীবলোচন ॥  
 রামজয় জয়ধ্বনি করে কপিগণ । দেবগণ কৈল রামে পুষ্প-বরিষণ ॥  
 আলিঙ্গন করে রাম লক্ষ্মণ দুভাই । বিভীষণ বলে প্রভু আর চিন্তা নাই ॥  
 এতদূরে মকরাক্ষ অধ্যা হল্য সায় । মনোনীত বর পায় বেঞ্জন গায়ায় ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অদ্ভুত কথন । শুনিলে রামের লীলা পাপ বিমোচন ॥

### ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা

ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর । মকরাক্ষ পড়িল শুনহ লঙ্কেশ্বর ॥  
 ভূতলে জ্যোতায় রাজ্য শোকের সাগরে । খণ্ডন না যায় দুখ দুঃখের উপরে ॥  
 অচেতন হয়্যো কান্দে মনেতে চিন্তিত । বাপের রোদন শুন্না কহে ইন্দ্রজিত ॥  
 অকারণে কান্দ রাজ্য হয়্যো অচেতন । বারে বারে মারি আমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

নাগপাণ আদি ব্যর্থ মারি বিষবাণে । শুনি আনন্দিত হৈল রাজা দশামনে ॥  
 রাজপ্রসাদ দিল তারে নানা অলঙ্কার । রথে চাপ্যা সাজ কৈল রাবণ-কুমার ॥  
 রথেতে তুলিল বিষ সহস্র কলসী । চলিল রে ইন্দ্রজিত জ্ঞাতিগণে তুধি ॥  
 মনে মনে গুণমিল জননীর পায় । দেবতা বন্দিয়া বীর পূর্বদ্বারে যায় ॥  
 পূর্বদ্বারে উপনীত রাবণ-নন্দন । ইন্দ্রজিতে দেখ্যা নীল করয়ে গর্জন ॥  
 দক্ষিণদ্বারে অঙ্গদবীর ছাড়ে সিংহনাদ । উত্তর দুয়ারে উপনীত মেঘনাদ ॥  
 উত্তরদ্বারেতে রাজা সিংহনাদ ছাড়ে । উত্তরদ্বার ছাড়্যা বীর পালাইল রড়ে ॥  
 পশ্চিম দুয়ারে গেল রাবণ-নন্দন । চোখ চোখ বাণে বিদ্রোহ ভাই দুইজন ॥  
 ধনু লয়া রাম লক্ষ্মণ অতি বড় রোষে । চোখ বাণ এডে ইন্দ্রজিতের উদ্দেশে ॥  
 মন্ত্র পড়্যা এডে রাম বাণ যে পবন । প্রলয়ের ঝড়ে উড়াইল মেঘগণ ॥  
 রামের বাণ কাটে বীর রাবণ-কুমার । চারিমেঘে মহাবীরের পড়িল হাকার ॥  
 নিঃশব্দ হইয়া যুঝে নিশাভাগ রাতি । নানা বর্ণের বাণ পড়ে ধরে নানা জ্যোতি ॥  
 যত যত বাণ বীর করে বরিষণ । অল্পসারে কাটে সব ত্রীরাম লক্ষ্মণ ॥  
 মনে মনে ভাবে বীর জিনিতে না পারি । কোন লাজে যাব আজি পিতা বরাবরি ॥  
 পাতালপুরে গেল বাপ দিগবিজয়েতে । নাগরাজ কন্যা দিলা হৈয়া বড় ভীতে ॥  
 সহস্র কণা বিভা দিলা যৌতুক দিলা বিষ । কালকূট খায়্যা জ্ঞান হর্যাছিল ইস ॥  
 সেই বিষ ইন্দ্রজিত কৈল সগুণ । বিষ বরিষণেতে মারিব কপিগণ ॥  
 বাণে মেঘ করিলেক রাবণ-কোণ্ড । আবর্ত সম্বর্ত আর দ্রোণ পুষ্কর ॥  
 সর্পের গরল বিষ মেঘের সঞ্চারে । অন্তরীক্ষে গেল সব দুয়ারে দুয়ারে ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামপদ সার । আজি মনে রঘুন্যাসের নাহিক নিস্তার ॥

### সর্পবিষ বর্ষণ

বিষপূর্ণ হইল পুষ্কর মেঘ গুটি । নীলের কটকে বিষ বর্ষে ফুটি ফুটি ॥  
 ঘন ঘন ঢালে বিষ মেঘের গর্জনে । ডাকিয়া ডাকিয়া করে বিষ-বরিষণে ॥  
 মুঘলের ধারে বর্ষে অগ্নির উছাল । গরলিয়া পড়ে কপি মুখে ভাঙ্গে নাল ॥  
 কোটি অপার বানর পড়িল পূর্বভিতে । দ্রোণ মেঘ চালাইল দক্ষিণদিগেতে ॥  
 পড়িছে অগ্নির ছড়া যেন পড়ে বাজ । ছুটি আঁখি মুদ্রিয়া পড়িল যুবরাজ ॥  
 আশি কোটি সেনাপতি প্রধান প্রধান । চারি অপার বানর পড়ে বিষ কর্যা পান ॥  
 আবর্ত নামেতে মেঘ উত্তর দুয়ারে । অগ্নির উছাল বিষ মুঘলের ধারে ॥  
 চালিছে বিষম বিষ স্ত্রীবি-কটকে । ঝড়ে-মুড়ে জড় হয়্যা পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥  
 পুত্রসহ স্ত্রীবি পড়িল বিষজালে । কোটি অপার বানর পড়ে ইকুল উকুলে ॥

সম্বর্ত নামেতে মেঘ বিষপূর্ণ কর্যা । পশ্চিম দুয়ারে বর্ষে সব কটক ঘের্যা ॥  
 পনস কেশরী জাহ্নবান আদি যত । বিষের জালায় পড়্যা সতে হইল হত ॥  
 চৌদিকে উথলে বিষ জলে ধিকি ধিকি । শ্রীরাম বলেন উদ্ধার নইল জানকী ॥  
 বিদেশে বিপাকে প্রাণ হায় মোদের গেল । রমণী মোহনী লাগ্যা মরিল মরিল ।  
 আগাইতে লক্ষণ বলেন রহ রহ । না রয়্য এপানে ভাই পালাইয়া যাহ ॥  
 আর কি আগায়া রণ করিবে লক্ষণ । কালকূটি নিক্ষেপিল রাবণ-নন্দন ॥  
 বিধাতা সাধিল বাদ শুন প্রাণের ভাই । গুরু দিলা অস্ত্র মন্ত্র মনে পড়ে নাই ॥  
 প্রথমে লাগিল বিধি প্রবেশিহু বন । দ্বিতীয়ে দারুণ দুখ পিতার মরণ ॥  
 তৃতীয়ে জানকী হব্যা রাবণ আনিল । আজি রণে নিশ্চয় পরাণ মনে গেল ॥  
 কিছু নয় সাহস ভাই আপনাকে রাখ । পলাইয়া যাহ ভাই আর কিবা দেখ ॥  
 কহিয় মায়েব কাছে লঙ্কায় রাম মল । কৈকইয়েব মনেব বাসনা পূর্ণ হল ॥  
 ভবত ভায়েরে মোর বল্য সমাচার । কাননে শ্রীবাম সীতা মরিল তোমাব ॥  
 লক্ষণ এতেক শুনি বুক নাগ্নি বাক্কে । রামপাশে দাওয়ায় লক্ষণবীর কান্দে ॥  
 লক্ষণ বলেন বাম আমি বাণে মরি । আপনি উদ্ধার সীতা জনক-ঝিয়ারী ॥  
 সবংশে রাবণে বধ্যা অযোধ্যায় যাম । লঙ্কায় লক্ষণ রৈল জননীয়ে কঅ ॥  
 তোর কথা শুন্না ভাই মোব প্রাণ ফাটে । লক্ষণ এমন কথা না কঅ নিকটে ॥  
 লক্ষণ বলেন প্রভু বস্ত্রা থাক তুমি । কোন তুচ্ছ বিষবাণ কাটা দিব আমি ॥  
 ফিরাতে নাবিল বিষ স্তমিত্রা-কোণব । পড়িল অগ্নির তুল্য দু'হার উপর ॥  
 হাহাকার করে দেখ্যা যত দেবগণ । অস্থির হইয়া পড়ে ভাই দুইজন ॥  
 জলস্ত আনল যেন পড়ে দু'হ গায় । গুণ গণ্ডি দূরে পড়ে ধুলায় লুটায় ॥  
 বণজয় করিয়া চলিল ইন্দ্রজিত । বাপেব নিকটে সব কহিল তুরিত ॥  
 শ্রীবাম লক্ষণে বাপা আব নাহি ডর । যুগে যুগে রাজ্য কর লঙ্কাব ভিতব ॥  
 শুনি আনন্দিত রাজা দিলেন প্রসাদ । বিদায় হইয়া গৃহে গেল মেঘনাদ ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাম্বীকি পুরাণ । শুনিলে রামের লীলা সর্বত্র কল্যাণ ॥

### গরুড়কর্তৃক পাশমোচন

আপনা হইতে বাড়া ভক্তের মহত্ত্ব । রামকে চাহিতে রামনাম বড় মত্ব ॥  
 নাম-তেজে রক্ষা পাল্য হই বিভীষণ । চারিধারমধ্যে আর নাহি কোনজন ॥  
 দুই ভায়ে দেখ্যা দৌহে ভানে অশ্রুজলে । বিলাপিয়া কান্দে কত পড়্যা পদতলে ॥  
 বিভীষণ বলে হই নাহি প্রতিকার । আশ্বাস দিয়াছে পূর্বে কণ্ঠপকুমার ॥  
 নাগপাশমুক্ত গরুড় কৈল দুইজনে । কহিল শ্রবণ কর্য বিষ-বরিষণে ॥

বিপত্তে বাপেন বন্ধু ভগ্নাছি পুরাণে । তুমি আমি ষাঠি চল গরুড়ের স্থানে ॥  
 কৃষ্ণদ্বীপে উপনীত হইলা দুইজন । দেখিল পৰ্বতে বস্ত্রা কণ্ঠপনমন ॥  
 বাম বাম বল্যা হস্ত ধবলী লোটায় । পাথা পসাবিয় পক্ষ কোলে নিল তায় ॥  
 জিজ্ঞাসিতে পক্ষবাজে কহে দুইজন । বিষ-বরিষণে মল্য শ্রীবাম লক্ষণ ॥  
 গরুড় বলে চল শীঘ্র ষাঠি অমবাবতী । না দিলে অমৃত আনি জিহ্না শচীপতি ॥  
 শুনজন যায়। উদ্ভে কহিল কাহিনী । বিষ-বরিষণে পড়্যাছেন বসুমণি ॥  
 শাপনি অমৃত নিতে আইলা হনুমান । গরুড় বলে নাহি দিলে হবেক সংগ্রাম ॥  
 উদ্ভে বলে বামচন্দ্র সভাব পুঞ্জিত । বণে কিবা কার্য যোব লেহ না অমৃত ॥  
 স্মগলুব উপব গরুড় উড়া যায় । বিভীষণ হনুমানে কবিতা বিদায় ॥  
 গরুড়ের পাথেই অমৃতকণ্ড ঢাকে । কলসে কলসে স্তম্ভা ভবিলেক পাথে ॥  
 দুই পাথে অমৃত ভবিল বাশি বাশি । উধায় কবিল পক্ষ অন্তরীক্ষে আসি ॥  
 লক্ষ্য আসিয়া পক্ষ বামনাম ডাকে । উপব গগনে পক্ষ আচ্ছাদিল পাথে ॥  
 দুই পাথ ঝাড়াইয়া চলিল দ্বাবে দ্বাবে । গবল হবিয়া প্রাণ দিলেন সভাবে ॥  
 স্ম লক্ষণের আস্তা সন্দিল চবণ । দোহাঁব উপবে কবে স্তম্ভা-বরিষণ ॥  
 চাঁব মেঘ জিহ্না পেলে অমৃতের বাব । গা ঝাড়া বানব উঠে অপাব অপাব ॥  
 চাবিদ্বাবে বাচ্যা উঠে স্বত কপিগণ । হাতে ধনুর্বাণ উঠে শ্রীবাম লক্ষণ ॥  
 বামে চবণযুগ পক্ষবাজ বন্দে । কোলেতে কবিল বাম পবম আনন্দে ॥  
 বাবে বাবে তোমা হৈতে সঙ্কট এড়াই । তোম' দান দিয়ে হেন ধন যোব নাঞি ॥  
 গরুড় বলেন গোসাঞি তুমি যোব ধন । কল্পে কল্পে হই আমি তোমাব বাহন ॥  
 স্নেহক বলিয়া পক্ষ তইল বিদায় । চক্ষের নিমিবে কৃষ্ণদ্বীপ গিয়া পায় ॥  
 দ্বারে দ্বাবে বামজয় ডাকে কপিগণ । সতে আস্তা কবিলেক বাম-দবশন ॥  
 স্নেহদূবে বিষ-বরিষণ তইল সাগ । দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বামেব রূপায় ॥

### মায়াসীতা বধ

ঠবিষে বানব সব ছাড়ে সিংহনাদ । লক্ষ্য বাবণ হো'খা গগিছে প্রমাদ ॥  
 বিষ-বরিষণ বণে কৈল উদ্ভিজ্জিত । সঙ্কটে নাটক মনে পুত্রকে প্রতীত ॥  
 মিচা বণ কব্যা বেটা ভাণ্ডে বাবে বাবে । ভাবুটি কবিতা আসে প্রসাদের হবে ॥  
 বাপের বচনে বীৰ লজ্জিত হইলা । যজ্ঞ করিবারে হবে চলে নিকৃন্তিলা ॥  
 শ্রীমহা হুয়া কুণ্ডে দিছে পুষ্প বাশি বাশি । মন্ত পড়া স্বত ঢালে কলসি কলসি ॥  
 কোটি কোটি কাট্যা দিল ছাগল গাডব । লক্ষ লক্ষ মহিম গণ্ডাব কঁত নব ॥  
 শেষে কাঁটারে চাহে আপনাব মাথা । আসি মূর্তিমান অগ্নি হইল বরদাতা ॥



ইন্দ্রজিতে ডাক্যা বলে মাগ্যা লহ বর । এবার যে চাহ পাবে রাবণ-কোঙর ॥  
 চারি বর সত্যবন্দী ছিলাম তব ঠাক্রি । এবার পূজিলে আর দেখা পাবে নাঞি ॥  
 ইন্দ্রজিত বৃষিতে নারিল দেবকথা । বর মাগে নির্গাণিয়া দেহ মায়াসীতা ॥  
 বর মাগ্যা নানা জ্ঞতি করিল বিস্তর । তুষ্ট হয়্যা অগ্নি বর দিয়া গেলা ঘর ॥  
 বর পায়্যা ইন্দ্রজিত ছাড়ে সিংহনাদ । বিশ্বকর্মে মায়াসীতা গডায় মেঘনাদ ॥  
 রথে কর্যা লয়্যা গেল রাম লক্ষণ যথা । কেশে ধর্যা বলে বীর কাটি তোর সীতা ॥  
 কোথা মোর প্রভু রাম দেয়র লক্ষণ । ইন্দ্রজিত কাটে মোরে বাঁচাহ জীবন ॥  
 ধাওরে বানর সেনা বীর হুত্মান । প্রভুর সাক্ষাতে পাপী বধে মোর প্রাণ ॥  
 ইন্দ্রজিত কাটে মোবে বাঁচাতে নারিলে । বিক্রম হইল বৃথা সমুদ্র বাঁধিলে ॥  
 লক্ষণে বলেন রাম জানকীরে কাটে । পবাণ ধরিতে নারি শোকে প্রাণ কাটে ॥  
 চিকুরে ধবিয়া খঙা তুলে বারে বারে । মায়াসীতা বলে রাম বাঁচাহ আমারে ॥  
 কান্দিয়া আকুল সীতা মই কাটিলেক । জানকী মরিলে তাই মোর কি হবেক ॥  
 মায়াসীতা কাটিয়া কবিল দুইখান । হা সীতা বলিয়া রাম ধরণী লোটান ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ভাবি রঘুবব । কটক সম্মেত রাম শোকের সাগর ॥

### মায়াসীতার মৃত্যুতে রামের শোক

লক্ষণ ধাঙ্কী বলে : জননী ছাড়িয়া গেলে : মোরে ডাক্যা মবিল জানকী ।  
 অকারণে ধবি তীর : অকারণে বলে বীর : ধিক থাকু কিসেব ধাঙ্কী ॥  
 দাওাইয়। দেখি মাকে : লক্ষণ বলিয়া ডাকে : রক্ষা কর কহে কতবার ।  
 আর বোল নাহি মুখে সভাই কান্দয়ে শোকে : কি করিল রাবণ-কুমাব ॥  
 এত বলি অচেতনে . ধারা বহে দুন্নয়নে : মহাবীর হইলা অজ্ঞান ।  
 মাথায় মারিয়া বা : ভূমে আছাড়িয়া গা . ফুকরিয়া কান্দে হুত্মান ॥  
 সকল বানর কান্দে : শোকে বুক নাঞি বান্ধে : হাহাকাব কবে সর্বজনে ।  
 রোদনের শব্দ পায়্যা : বিভীষণ আইল ধায়্যা : দেখে ভাঁহে পড়্যা অচেতনে ॥  
 চেতন করায়্যা বামে . দ্বিজাসিল বিভীষণে : কেন প্রভু এতেক প্রমাদ ।  
 রণে কোন ভক্ত মল্য : জানকীর কিবা হল্য : কোন মায়া কৈল মেঘনাদ ॥  
 শ্রীরাম বলেন মিতা : মোরে ছাড়্যা গেল সীতা : আর জানকীরে নাঞি পাব ॥  
 কহিতে বিদরে বুক : হোর মিতা চায়্যা দেখ : আমি মেনে বলিতে নারিব ॥  
 শরিয়া সীতার জটে : খঙে ইন্দ্রজিত কাটে : ভূমে পড়্যা আছে দুইখানি ।  
 জিনিয়া চন্দ্রের আভা : কমলবয়ান-শোভা : অক তার জিনিয়া নবনী ॥  
 রাক্ষস কাটিতে ধ্বংসে : পড়্যা তার পদতলে : দশে তুণ ধর্যা সীতা বলে ।

স্বীবধ নাহিক কর : না শুনিল নিশাচর : খড়্গ ধর্যা ধরে সীতার চুলে ॥  
 অনেক কান্দিল সীতা : না দেখিছু মাতাপিতা : না দেখিছু ভরথ শক্রঘন ॥  
 না দেখি অযোধ্যাবাসী : তপোবনে মুনিঋষি : না দেখিছু কৌশল্যা-চরণ ॥  
 যতেক কান্দিল সীতা : দুই না শুনিল কথা : খড়্গে কাটা করে দুইখান ।  
 কাটা মুখ মোরে ডাকি : পড়িল বিমান থাকি : ভূমে পড়া তেজিল পরাণ ॥  
 ভাসে রাম অশ্রুজলে : সীতামুণ্ড কর্যা কোলে : মায়া মুখে করেন চুষন ।  
 বন আসিবার কালে : মোর মানা না শুনিলে : সঙ্গে আস্তা হারালে জীবন ॥  
 রামের বিলাপ শুনি : কান্দেন ভল্পুক জ্ঞানী : ফুকরিয়া কান্দেন লক্ষ্মণ ।  
 জননী জননী বল্যা : কান্দে হুহু বাহ তুল্যা : মাথে হাত বালীর নন্দন ॥  
 স্ত্রীগ্রীব পড়িয়া ক্ষিতি : কান্দে নীল সেনাপতি : চতুর্দিকে কান্দে বীরভাগে ।  
 মন্ত্রণা করিয়া সার : কহে ব্রহ্মার কুমার : রুতাঞ্জলি রামচন্দ্র-আগে ॥  
 শুন রাম দয়াময় : মোর মনে যেই হয় : সীতামাতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।  
 অগ্নে বিধে খড়্গে শূলে : নাহি মৃত্যু কোনকালে ; প্রভু ইহা ব্রহ্মজ্ঞানে জানি ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে : অশোকবনে দেখ্যা আলে : তবে মনে হইব প্রত্যয় ।  
 কান্দ্য না কান্দ্য না রাম : নবদূর্বাদল শ্রাম : সীতা কভু মরিবার নয় ॥

### সীতাদর্শনে রামের আনন্দ

মঞ্জীর বচন শুষ্ঠা বলে বিভীষণ । ছুঁয় না ছুঁয় না মুণ্ড না কর রোদন ॥  
 আপন ঘরের কথা সব আমি জানি । ব্রহ্মা আল্যে না দেখয়ে জনক-নন্দিনী ॥  
 আমি জানি প্রভু রাম বটে মায়াসীতা । অগ্নি পূজ্যা পায়্যাছিল বীর ইন্দ্রজিতা ॥  
 রাম বলে মোর মনে না হয় প্রত্যয় । অশোকবনে হুহু যাক বিভীষণ কয় ॥  
 কান্দ্যা কয় দয়াময় দেখ্যা আস্ত দেখি । এক লক্ষ্মে গেল হুহু যেখানে জানকী ॥  
 রাক্ষসী পালাল হুহু করিল প্রণাম । সীতা বলে কুশল কি বাছা হুহুমান ॥  
 বিবরিয়া হুহুমান কহিল সকল । হরিষ বিষাদে তার চক্ষে পড়ে জল ॥  
 শোকেতে কান্দিছে রাম যাব শীঘ্রগতি । প্রণমিতে আশিসিয়া বিদায় দিল সতী ॥  
 প্রণমিয়া হুহু বলে রামের চরণে । কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে ॥  
 রাম বলে ইহা শুষ্ঠা মনস্থির নয় ॥ মাথায় করিল রাখে পবন-তনয় ।  
 ত্রিকুট পর্বতচূড়ে উঠে লক্ষ দিয়া । অশোকের বনে সীতা দেখিলেন চায়্যা ॥  
 অপুত্রের পুত্র মর্যা পাইলে জীবন । সীতা দেখ্যা রাঘবের হইল তেমন ॥  
 উষ্ম মুখ কর্যা সীতা দেখিবারে পান । লোটায়া রামের পদে করিল প্রণাম ॥  
 অস্থিচর্মসার সীতা দেখ্যা রঘুমণি । স্বরায় উচ্চার কর কহে ঠাকুরাণী ॥

সীত। রাম হুঁহে কবে হহুর কল্যাণ । বামকে মাথায় কব্যা নাখে হহুমান ॥  
হহু কথাসিদ্ধ বাম কহেন সভায় ॥ এতদূবে মায়াসীতাৰ অধ্যা হল্য সায ॥  
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বামের কীর্তন । শুনিলে বামের লীলা পাপ-বিমোচন ॥

### নিকুন্তিলা যজ্ঞ

হোথা ইন্দ্রজিত বীৰ আনন্দিত হয়্যা । আনন্দে কবয়ে যজ্ঞ নিকুন্তিলা যায়্যা ॥  
বাম-আগে জোড়হাতে কহে বিভীষণ । যজ্ঞ কবে ইন্দ্রজিতা শুনহ কাবণ ॥  
যজ্ঞভঙ্গ হৈলে ইন্দ্রজিতা পাপী মবে । মোব সাথে এই বেল। দেহ লক্ষ্মণেবে ॥  
ইন্দ্রজিতে মায়ে কালি বাবণে মাবিব । সিদ্ধু জিনি গোপদেব জলে কি কবিব ॥  
বানব কটক সঙ্গে গেলেন লক্ষ্মণ । দ্বাব ভাঙ্গ্যা যজ্ঞশালে গেল বিভীষণ ॥  
বানবের চাপান দেখিয়া মেঘনাদ ॥ খুড়া বিভীষণে কহে জোড় কব্যা হাত ॥  
বানব কটক খুড়া বাবি কব্যা নে । যজ্ঞকুণ্ডে একটি আর্জতি দিতে দে ॥  
বাক্স হইয়া খুড়া মানুষে মিশালি । সভাবে মাব্যাহ আছি দিতে জলাঞ্জলি ॥  
বিভীষণ বলে আমি কাবে নাহি মাবি । বাবণেব অধর্মে মজিল লঙ্কাপুবা ॥  
লক্ষ্মণ সাজিয়া আল মো হতে কি হয় ॥ বানব কটক কেহ বণ মোব নয় ॥  
বাঁড়ি মাব্য হহুমান আগুন নিভায় । মেঘনাদ গেনা বাগি প্রবন্ধে পালায় ॥  
ইন্দ্রজিত মায়েব চবণে কবে নতি । যুদ্ধ কবিবাবে মোবে দেহ অশ্রুমতি ॥  
শ্রীবাম মানুষ নয় কহি বাবে বাবে ॥ যুদ্ধে কাজ নাই বাপু বস্ত্র। থাক ঘবে ।  
সব পুত্রে যুদ্ধে কাটাইল তোব পিতা । সে যাকু সমবে য়েব। অনিন্দনক স' তা ॥  
আব কেহ নাগ্নি মোব তোমা পুত্র বিহ্ন । সকল বাডের খাত। কোল হল্য গুত্ন ॥  
বুক ফ্যাট্যা যায় বাছ। দেখ্যা যত বাঁড়ী । মায়ে পোষে চল বাছ। বামের পায পড়ি  
মায়েব শুনিয়া কথা ইন্দ্রজিত হাসে । ন হাজাব যুবতী বেড়িয়া সর্বে ভাষে ।  
যাঅ না যাঅ না বণে প্রাণনাথ কই । বামনামে প্রাণ কান্দে বাঁড় পাছে হই ॥  
সভাবে প্রবোধ কব্যা প্রবেশে সমবে । দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে শ্রীবামের ববে ॥

### ইন্দ্রজিত বধ

বথে চড়ি ইন্দ্রজিত ডাকে মান মায । বীবে দেখ্যা লক্ষ্মণে লাগয়ে চমৎকার ।  
কখন আসে কখন যায় বুঝিতে না পাবি । ইন্দ্রজিত-বাণে পাছে আমি আজি মবি  
লক্ষ্মণে আশ্বাস কবি বন্ধ বিভীষণ । স্থানে স্থানে নিয়োজিত কবে কপিগণ ॥  
আজ্ঞা পায়্যা অন্তবীক্ষে বহে হহুমান । পাতালে বহিল নীল নেউল প্রমাণ ॥  
চোখ চোখ বাণ এডে বাবণ-মন্দন । মহেশ্বর-বাণ এডে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥

বাণ খাষা ইন্দ্রজিত আকাশেতে চড়ে । ষাড়ে ধব্যা হুয়মান অবনীতে পাড়ে ॥  
 হুয়মান বলে সতে ধাতবে তুৰিত । চাপাচাপি কবিতা মাৰিব ইন্দ্রজিত ॥  
 ৭ লক্ষ বানব ধবে সতে মহাবলী । ইন্দ্রজিত উঠিল কবিতা তেলোঠেলি ॥  
 বানবে বিক্ৰিয়া বাণে কবিল দুৰ্জব । ইন্দ্রজিত ষাতে চায় লক্ষাব ভিতব ॥  
 পিডকি দুয়াবে ষাতে দেখি বিভীষণ । লক্ষণে ডাকিয়া বলে বধস্মা জীবন ॥  
 পবম্পব ধনু ধব্যা যুঝে দুইজন । বাণে ধবাতন ছন্ন ঢাকিল গগন ॥  
 দিবানিৰ্ণি ছবদিন হয় ঘোব বণ । পবম্পব চিন্তা কবে বাখিতে জীবন ॥  
 ইন্দ্রজিত বাণ এড়ে সৰ্প হয়্যা বায় । লক্ষণেব গরুডবাণ ধব্যা ধব্যা খাষ ॥  
 ব্রহ্ম অস্ত্রে কাটে বীৰ ইন্দ্রজিতেব মাথা । আকাশে চন্দ্রতি বাজে প্রশংসে দেবতা ॥  
 ইন্দ্রজিত পড়ে বণে গুণ্ডা দূতবে মুখে । ভূমে পড়ে দশানন শেল বাজে বৃকে ॥  
 য'ব ডবে দেবাস্তব কাপে জিভুবন । মাতৃসেব হাতে তাব হইল মবণ ॥  
 দ্বিভুবনে ইন্দ্রজিত কাব বাপে মাৰি । বিভীষণা মজাইল কনক লক্ষাপুৰী ॥  
 ইন্দ্রজিতে বসি সবে গেল বামপাশে । প্রাৰ্মিক কবপুটে বিভীষণ ভানে ॥  
 ইন্দ্রজিতে বধিলেন ঠাকুব লক্ষণ । লক্ষাজন হল্য কালি মাৰিব বাবণ ॥  
 লক্ষণে বসিন বামচন্দ্র দিল কোল কবিচন্দ্র বলে ধনু বামজয বোঁন ॥

### মন্দোদরীর পুত্রশোক

শুনিসা দত্তেব মখে কান্দে বাণী পুত্রশোকে এবাষে নোটায মন্দোদরী ।  
 না শুনিলে মে'ব কথা পাঠিলে গ্রাম'ব মাথা । মজাইলে সৰ্গ লক্ষাপুৰী ॥  
 ডাকে অভাগিনী মায়া গবে বাড়া গায আন । শোকে প'ন ন'চি দেপি চে পে ।  
 এউ ব'ড় হল্য য'ন মা'মি একাউন প'ন ম বন্য কে ডাকিবেক মা'ক ॥  
 ইন্দ্রজিত ব'ড়া মন্য ইন্দ্রেব আনন্দ হল্য গনন্দে ঘুমাক দেবগণ ।  
 ব মদাৰা বাড়া হবে সেই পায়ে ব'ড়া মনে সান্নিধ্যে চিত্তাচ বিভীষণ ।  
 বুঝ'ইল্য বাবে ব'বে অবজ্ঞা ক'বয়া মো'বে দাকন সমবে কেন গেলে  
 জীবনে নাইক কাজ দেশ ছুড়্যা হল্য ল'ভ মাতৃসেব হানে প্রাণ দিবে  
 মাতৃসে নহেন বাম বিধাতা তোমা'বে বাম মে'ব কথা । তা'বে নাঞ্চি কচে ।  
 কহিলাম বাবে বাবে সীতা লয়া দেহ তা'বে শ্রীবামেব বাণে কেবা বাঁচে ॥  
 বুঝাতে না পাবে কেউ : কান্দেন হাজার বউ : জড় হল্য জাগা যত ব'ড়া ।  
 বিবসন হল্য প্রায় : সতে কবে হাস হাস্য গলগলি যায় গড়গড়ি ॥  
 কেবা কাব ধবে বোল : অন্তঃপুরে মহাবোল দ্বিজ কবিচন্দ্র এস গায ।  
 অপত্য বাহাব মবে : শোক পাসরিতে নাবে . জন্মাবধি সে পিতামাতা ॥

### বীরবাহুর যুদ্ধ

মন্দোদরীকে রাজা প্রবোধ করিয়া । সীতাকে কাটিতে যায় হাতে খড়্গা লয়া ॥  
 কোপ করি দশানন গেল অশোকবনে । তারে দেখি জানকী ভাবেন মনে মনে ॥  
 আজি কাটিবেক মোকে ইন্দ্রজিত-শোকে । হতুমান লয়া যাতে চন্দ্ৰাছিল মোকে ॥  
 না বুঝিয়া না রাখিছু হতুর বচন । রাবণের হাতে হল্য আমার মরণ ॥  
 অধোমুখে থাকে সীতা অন্তরে ডরায় । ক্রিয়য়া রাবণ তারে কাটিবাবে যায় ॥  
 অরবিন্দ রাক্ষস বুঝায় দশাননে । রাজা হয়্যা নারীবধ করিবে কেমনে ॥  
 বাণে রামে কাট গিয়া যদি লাগে চিত্তে । সীতা নাঞ্চি ভজিবেক রঘুনাথ জিতে ॥  
 এত শুনি চন্দ্রমুখী আড নয়নে চায় । মনে করে দশানন সীতা দিল সায় ॥  
 সমরে যাইতে চায় রাবণ রাজা কোপে । হেনকালে বীরবাহু আস্ত্রা কহে বাপে ॥  
 কোন কাজে মহারাজা সাজ্যাছ আপনি । শ্রীরাম লক্ষ্মণে আমি মারিব এখনি ॥  
 বানর কটকে আজি মারিব সমরে । পালাইয়া নাই যায় যদি মোর ডরে ॥  
 বীরবাহু রামের সমরে সাজ্যা যাতে । মানা করে জননী ধবিয়া তার হাতে ॥  
 মন্দোদরী কান্দ্যা মরে ইন্দ্রজিত-শোকে । রাম-সনে যুদ্ধে গেলে কান্দাইবি মাকে ॥  
 বৈকুণ্ঠের নাথ রাম রাজীবলোচন । কির্যা না আসিবি ঘরে হারাবি জীবন ॥  
 বীরবাহু বলে যাহ আশীর্বাদ করি । রাম-বাণে মর্যা যেন যাই স্বর্গপুরী ॥  
 ব্রহ্মা দিয়াছেন গজ অজয় অমর । হাথিতে চড়িয়া গেল কবিতে সমর ॥  
 কোটি কোটি সেনা নড়ে তাহার সংহতি । ইন্দ্র বরুণ আদি কাপে বহুমতী ॥  
 কোপ করি রণমাঝে গেল বীরবাহু । চন্দ্র সূর্য গরাসিতে যেন আল্য রাত ॥  
 বীরবাহু ডাক্যা বলে শোন কপিগণ । তোরা কি যুকিবি ডাক শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥  
 সমরের মাঝে যদি জিনিস বানরে । তবে সে দেখিবি বামে চক্ষের গোচবে ॥  
 এত শুনি কোপ করি এডে খর বাণ । ভঙ্গ দিল রণে কেহ হারায় পবাণ ॥  
 নল নীল গবাক্ষ কুণিল হতুমান । মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর অঙ্গদ প্রধান ॥  
 গাছ পাথর কত সব পেল গজমুণ্ডে । মাতা হাতি সাতজনে বেড়াইল শুণ্ডে ॥  
 কুপিয়া অবনীতলে মারিল আছাড় । সাত বীর পড়ে যেন পর্বত পাহাড় ॥  
 তা দেখিয়া স্তম্ভীব আইল রণস্থলে । মিত্র ডাক্যা আন বেটা বীরবাহু ধলে ॥  
 কুপিয়া স্তম্ভীব পেল গাছ কি পাথর । পেল্যা দিল তাহার উপরে গজবর ॥  
 শুণ্ডে বেড়াইয়া তারে আছাড়্যা পেলিল । পর্বতের চূড়া যেন স্তম্ভীব পড়িল ॥  
 রঘুনাথ আসি এখা চতুর্দিকে চান । দৃষ্টে স্বধারুণী করি সন্তারে বাচান ॥  
 বীরবাহু শ্রীরাম লক্ষ্মণরূপ দেখি । ভাবে প্রেমে পুলকিত ছলছল আঁখি ॥  
 ক্লান্ত দেখি মোহিত হইয়া বীর পড়ে । প্রণাম করিয়া স্তব করে করজোড়ে ॥

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর । পরম পুরুষ বিশ্বময় পরাংপর ॥  
 এই হেতু পৃথিবীতে রাম অবতার । রক্ষকুল সভাকার করিতে সংহার ॥  
 চারি বেদে ব্রহ্মা ধারে না পায় ধোয়ানে । অভয় চরণ ছুটি দেখিছ নয়ানে ॥  
 বীরবাহ ডাক্যা বলে প্রভু রঘুবীর । পাদপদ্ম পাই যেন কাট মোর শিব ॥  
 রামচন্দ্র ডাকিয়া কহেন বিভীষণে । বীরবাহুসম ভক্ত নাহি জিভুবনে ॥  
 জন্মিয়া রাক্ষসকূলে এমন ভকতি । সুধন্ত রাবণ রাজা এমন সন্ততি ॥  
 সীতা লাগি আমি যদি মারি এ ভকতে । কেহ নাই ভজিবেক মোরে ত্রিজগতে ॥  
 ডাক্যা বলে রামচন্দ্র কির্যা যাই ঘরে । লঙ্কার রাজত্ব আমি দিলাম তোমারে ॥  
 আর না করিব আমি সীতার উদ্ধার । বিভীষণে দিহু আমি অযোধ্যাধিকার ॥  
 বামচন্দ্র ডাক্যা বলে আশ্র কোলে করি । বিদায় হইয়া যাই অযোধ্যানগরী ॥  
 বীরবাহ বলে কেন করিছ স্তবন । রামচন্দ্র হাতে মোর না হল্য মরণ ॥  
 এত বলি রামচন্দ্রে বলে অহঙ্কারে । প্রাণ লয়া যাতে চাহ অযোধ্যানগরে ॥  
 বাবণের বেটা আমি নাম বীরবাহ । তোমা আমা যুদ্ধ যেন চন্দ্রে পর্শে রাহ ॥  
 এত শুনি বিভীষণে কহে রঘুপতি । ক্ষেণে ক্ষেণে কহে কটু ক্ষেণে করে নতি ॥  
 বুঝিতে না পারি আমি কহে বিভীষণ । রাক্ষসে বিশ্বাস নাহি বধহ জীবন ॥  
 পরস্পর করে ছুঁহে বাণ-বরিষণ । নাগপাশ বাণ এডে রাবণনন্দন ॥  
 গরুড় বাণেতে রাম করিল সংহার । বীরবাহ কুপ্যা বাণ পেলে পুনবার ॥  
 সংশিত বাণ কোপে পেলে রঘুবর । মুচুঁ হলা বীরবাহ হাতির উপর ॥  
 ভস্মাক্ষ দেখিয়া রাম কন বিভীষণে । চক্ষুমোদ। কোন বীর সাজ্যা আল্য রণে ॥  
 পায়্যাছে ব্রহ্মার বর বিভীষণে কয় । যার পানে চায় সেই হয় ভস্মময় ॥  
 বাম বলে বিভীষণ কিসে হয় ক্ষয় । দর্পণ অস্ত্র সৃষ্টি কর বিভীষণ কয় ॥  
 ব্রহ্মাস্ত্রে দর্পণ অস্ত্র সৃজে রঘুনাথে । ঢাকিল বদন সর্ব দর্পণ কর্যা হাতে ॥  
 শ্রীরামে ভস্মাক্ষ ভস্ম করিবারে চায় । দর্পণে আপনা দেখ্যা ভস্ম হয়্যা যায় ॥  
 ভস্মাক্ষ হইল ভস্ম সুখী দেবগণ । হেনকালে বীরবাহ পাইল চেতন ॥  
 বীরবাহ বাণ এডে পালায় কপিগণ । পর্বত পেলিয়া মারে সূর্যের নন্দন ॥  
 বাণেতে পর্বত কাট্যা করে চারিখান । বাণ খায়্যা সুগ্রীব বীর ধরণী লোটান ॥  
 কুল্যা হুগুমান পড়ে হাথির উপরে । ছুহাতে ধরিয়া দন্ত নাড়িতে না পারে ॥  
 বীরবাহ কুপিয়া দারুণ বাণ এডে । অচেতন হৈয়া হস্তমাক্ষ স্রুমে পড়ে ॥  
 কোপে বিভীষণ করে বাণ-বরিষণ । ছুঁহাকার-বাণে যায়্যা ঢাকিল গগন ॥  
 জাঠা এড়ে বীরবাহ কাপে বিভীষণ । লঙ্কণে ডাকিয়া বলে বাঁচাহ জীবন ॥  
 তনিয়া লঙ্কণ বাণ এড়ে চারি গোটা । চারিখান করিয়া কাটিয়া পেলে জাঠা ॥

বিভীষণে বাঁচাইলে আপনি সামাল । বীৰবাহু বাণ এডে অগ্নিব উছাল ॥  
 তিন বাণে লক্ষ্মণে কবিল অচেতন । ধনুক ধবিয়া বাম আগালা তখন ॥  
 দুই বাণ এডে ধনু নাই গেল কাটা । খলখল কর্যা হাসে বাবণের বেটা ॥  
 অজয় আমার ধনু কে কাটিতে পারে । বাম বলে এইবার কাটিব এই শবে ॥  
 বীৰবাহু বাণ এডে যমের দোসব । বাণে বাণে বিদ্যা বামে কবিল জর্জব ॥  
 কুপিলো জানকীনাথ বক্তাক্ত শবাব । বীৰবাহু ধনুক কাটিলো বঘুবীৰ ॥  
 পুনৰপি এডে জাঠা বাবণ-কোণব । ছয় বাণে সাত খান কবে বঘুবব ॥  
 ব্রহ্ম অস্ত্রে মুণ্ড কাট্যা পেলো বঘুপতি । পৰ্বত-প্রমাণ ভূমে পড়ে মাতা হাথি ॥  
 ধনু কাটা গেল আব চড়নের হাথি । মৰণ জানিয়া বামে কবে বহু স্বতি ॥  
 পতিততাবণ তুমি ভকতবংশল । অন্তকালে চবণযুগলে দিয় স্থল ॥  
 দযাব ঠাকব বাম জাতিভেদ নাঞি । দীনহীন জনে রূপা কবহ গোসাঞি ॥  
 আমা হেন ভাগ্যবান নাঞি ত্রিভুবনে । অভয় চবণ তুটি দৈগন্ত নমনে ॥  
 বীৰবাহু বলে খড়া সার্থক জীবন । বামপদদ্বন্দ্বে আস্তা লষাছ শবণ ॥  
 জগিয়া বান্ধসকলে ধর্ম অবতাব । তোমা হতে হব খড়া বংশেব উদ্ধাব ॥  
 অপবাদ স্মেম কট কহিয়াছি কত । বিদায় হইয়া যাউ এ জন্মেব মত ॥  
 অশীবাদ বণ যেন বামপদ পাই । মনিষা বামেব হাতে স্বর্ণপুৰী যাউ ॥  
 বিষ্ণুপবায়ণ তুমি কহে বিভীষণ । অন্তকালে পাবে তুমি বামেব চবণ ॥  
 গুনিয়া খড়াব কথা হবব অন্তবে । যুদ্ধ দেই বলা বীৰ বলেন বামবে ॥  
 ধনুবাণ নাঞি মোব দেখ শুধু হান । আগাইয়া যুদ্ধ মোবে দেহ বঘুনাথ ॥  
 তজন করিষা বীৰ আসে শবদাবে । ব্রহ্ম অস্ত্র বঘুনাথ এডেন তাহাবে ॥  
 কিবীটী সমেত বাম কাটে তাব মাথা । গন্ধাবতে নাচে গায় মতেক দেবতা ॥  
 কাটা মুণ্ড অবিবত বাম বাম বো । পুণ্যেব নাঞিব গব পড়া পদতলে ॥  
 বঘুনাথ বামবাণি শুনি তাব মুখে । প্রেমান্বেশ কাটা মুণ্ড কবিলেন বুকে ॥  
 তা দেখিয়া বিভীষণ মাণু সাধু বলে । এমন বৈষ্ণব ছিল বান্ধসেব বুনে ॥  
 ধন্য ধন্য পালমা ও কহে বিভীষণ । স্বর্গেতে তুন্ডভি বাজে পুষ্প ববিসণ ॥  
 বামজয় সর্গ কবি নাচে কপিগণ । বীৰবাহু পড়ে বদ্ধে শুনিল বাবণ ॥  
 পুত্রে বে অবিবত কান্দে দশানন । স্ববাহু বাবণ আগে কহিছে বচন ॥  
 অজ্ঞ কব মতাবাজ কবি নিবেদন । আজি বণে মাৰি আমি শ্রীবাম লক্ষ্মণ ॥  
 বানব ভল ক পৃথিবীতে নাই থব । তব আজ্ঞা পালে আমি সভাবে মাৰিব ॥  
 এত শুনা দশানন বলিছে বচন । কোটি অমৃত সেনা লহ কব গিয়া বণ ॥  
 আজ্ঞা পাব্যা মহাবীৰ কবিল প্রণাম । বীরভাগে বন্দে বীর ভাবিয়া শ্রীবাম ॥

মায়ে বলি মহাবীর কবিল প্রগতি । যুদ্ধ কবিবাবে মাগে দেহ অকৃত্তি ॥  
 সবংশ উদ্ধার হল্য শ্রীবামের বাণে । আজ্ঞা পালি দেখি গিয়া বাঘবে ময়ানে ॥  
 বামব্রজ বামব্রজ বামব্রজ সাব । বামচন্দ্র বিনে মাতা কে তাবিবে আব ॥  
 আজ্ঞা দেহ মোবে মাগে বণে সাজ্যা যাউ । বাম-বাণে পড়্য। যেন স্বর্গপুরী পাউ ।  
 নৃপ চুষ কবা বলে শুনহ বচন । অবা যাম্য। লহ বাছা বামের শরণ ॥  
 মায়েব চরণে বীর প্রণাম কবিল । সাজন কবিয়া বীর বথেতে চড়িল ॥  
 কাটি অযুত সেন। চলে তাহার সংহতি । যুদ্ধ কবিবাবে যায স্তবাহ স্তম্ভি ॥  
 বং অথ সাবধি ডাকয়ে বামনাম । অপিবত বামনাম বলে গণ্ডিগাম ॥  
 সেনার পায়ের ধলা লাগিল গগনে । বহুমতী টলটল কাপে দেবগণে ॥  
 বন্য নাম ডাক্য। বীর গেল যুদ্ধস্থলে । হনুমানে দেখ্য। বীর পড়ে ভূমিতে  
 প্রণাম কবিয়া বীর হনুমানের কথ । আমাবে দেখ্য। ছুটি বামের অভয় ॥  
 হনুমান কহে শুন বাবন-তনয় । বানরে জিনিয়া আগে দেখিহ অভয় ॥  
 আম। সভা হাতে যদি হাবায় পবাণ । দখিও না পালে তবে দবাদাশ্রয় ॥  
 হনুমানের বণ। অত্যা কোবে কাপে লীদ । বহু টঙ্কারিতে হয় গজন গভীর ॥  
 পাশপ অগ্নিবান এডে বাবননন্দন । ধবাত্ত আচ্ছাদি টাকিল গগন ॥  
 বাম সূর্যব। বাম ধবে হনুমান । জালি বাণ্য। অগ্নিবান কবে তিন গন ॥  
 বণ্য। দেখ্য। বীর কোপিত হইল । টঙ্কারিয়া বহু গুণ দিয়া অধ্বনি ॥  
 একবারে শত বহুকেটে জুড়ে । ছাড়া দিল দোব ধবে হনু বহু পদ ॥  
 বাম বাম ডাক্য। হনু পড়ে ভূমিতলে । অচেতন হয্য। বীর বধে বহুস্থলে ॥  
 বণ্য। দখ্য। গজদবীর বাউবেগে বয় । পবন পেরি যা মাঝে স্তবাহ গায় ॥  
 বহু কবিচন্দ্র কহে অধুনা বখন । শুনিলে বামের লীলা পাণ বিমোচন ॥

### সুবাহুর যুদ্ধ

পদত দেখিয়া বীর বাণ হস্ত নিল । চারি বাণে গিবি গোটা পণ্ড ৩৩ ৩৩ ৩৩ ৩৩ ॥  
 কাপে অগ্নি বাণ বীর জুড়িল বহুকে । ছাড়া দিল ধবে বাজে অঙ্গদে বৃন্দ ॥  
 সুবাহু পড়িল বীর অবনীমণ্ডলে । নৃপ বৃকে বক্রস্রোত সদত নিকলে ॥  
 বাম দেখিয়া নলবীর বাউবেগে বায় । দশ বাণ গায়া বীর ধবলী লোটার ॥  
 একে একে সব ধীবে মূর্ত্তিত কবিল । ধনুক ধবিয়া তবে লক্ষ্মণ আগায়া ॥  
 আগায়া লক্ষ্মণ বীর চাহে পবিচয় । মোবে পবিচয় দেহ কাহার তনয় ॥  
 এত শুনি কহে তবে বাবননন্দন । সুবাহু আমাব নাম পিতা দশানন ॥  
 মোব পবিচয় আমি দিহু তবে কাছে । বামকে দেখিতে মোব চিন্তে বাজ্য। আছে ॥



লক্ষণ বলেন শুন আমার বচন । মিছা কেন আলে হেথা হারাতে জীবন ॥  
 লক্ষণের কথা শুন্না কহিছে বচন । ফির্যা নাঞ্চি দেশে যাবে শুনরে লক্ষণ ॥  
 দুইজনে এইমত হইল বোলচাল । দুজনে বরিষে বাণ অগ্নির উছাল ॥  
 হেনকালে লক্ষণ বাণ এড়ে আচস্থিতে । সুবাহুর সেনা সব কাটিল তুরিতে ॥  
 এইমত কতক্ষণ ঘোর যুদ্ধ হল্য । অগ্নিবাণ মহাবীর লক্ষণে মারিল ॥  
 বাণ খায়্যা লক্ষণ পড়িল ভূমিতলে । মুখে বৃকে নাসিকায় গুণিত নিকলে ॥  
 বাণ খায়্যা লক্ষণ হইল অচেতন । ধনুক ধরিয়া রাম আগাল্য তখন ॥  
 রণস্থলে রঘুনাথ চতুর্দিকে চান । দৃষ্টে সুধাবৃষ্টি করি সভারে বাঁচান ॥  
 রামরূপে বিমোহিত সুবাহু স্তম্ভর । স্তব করে নানামতে কর্যা জোড়কর ॥  
 দুর্বাদলশ্রাম রাম রাজীবলোচন । তুমি বিশ্বরূপ প্রভু পতিতপাবন ॥  
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর । বারেক করহ দয়া দেব গদাধর ॥  
 রামরূপে আপনি ত দেব ভগবান । বারেক করহ দয়া প্রভু নারায়ণ ॥  
 এইরূপে নানামতে করিল স্তবন । বিভীষণে ডাক্য রাম কহেন তখন ॥  
 রাক্ষসের কুলে জন্ম এমন ভকতি । এমন ভকতে মাল্যে থাকে অথেষ্যাতি ॥  
 সুবাহুরে ডাক্য রাম কহিছেন কথা । লঙ্কার রাজত্ব তোমা দিলাম সর্বথা ॥  
 আর না করিব আমি সীতার উদ্ধার । বিভীষণে অযোধ্যার দিলাম অধিকার ॥  
 রামবাণী শুন্না বীর ভাবে মনে মন । রামচন্দ্র-হাথে মোর না হল্য মরণ ॥  
 মিছা স্তব কৈহু রামে না বুঝি কারণ । অতএব বাম হল্যা রাজীবলোচন ॥  
 রামেরে ডাকিয়া বীর কহে কটুত্তর । ফির্যা দেশে যাবে মনে কর রঘুবর ॥  
 মোর হাথে ঠেক আজি বাঁচ্যা যাবি কোথা । মোর হাথে আজি তোর কাটা

যাবে মাথা ॥

ক্রোধে রঘুনাথ কহে করিয়া তর্জন । পিতামাতা এই বেলা করহ স্মরণ ॥  
 এইমত কটুত্তর কহিল বিস্তর । তর্জন করয়ে বীর রথের উপর ॥  
 বিভীষণে ডাক দিয়া কহে রঘুপতি । ক্ষেপে ক্ষেপে কটু কহে ক্ষেপে করে নতি ॥  
 বুঝিতে না পারি আমি কহে বিভীষণ । রাক্ষসে বিশ্বাস নাঞ্চি বধহু জীবন ॥  
 বিভীষণের কথা শুন্না কোপে রঘুপতি । হাতে ধনুর্বাণ নিলা ঘেন সূর্য্যজ্যোতি ॥  
 ধনুকে টঙ্কার দিলা দেব রঘুপতি । তিমলোক কম্পমান কাঁপে বহুমতী ॥  
 ধরা টলটল করে রামপদভরে । ঘোর শব্দ কর্যা শিবা ডাকয়ে সমরে ॥  
 অকস্মাৎ লঙ্কাপুরে ঘোর শব্দ কৈল । স্বর্গে দেবগণ কাঁপে রক্তবৃষ্টি হল্য ।  
 ধনু টঙ্কারিয়া রাম দিব্য অস্ত্র নিল । একবারে সাজ বাণ সন্ধান ছাড়িল ॥

শূচীমুখ বাণ এড়ে রাবণনন্দন । রামচন্দ্রের বাণ বীর কাটিল তখন ॥  
 বাণ ব্যর্থ দেখ্যা রাম কুপিত হইল। শিলীমুখ বাণ রাম ধনুকে জুড়িল ॥  
 তঙ্কার ছাড়িয়া রাম সন্ধান ছাড়িল । অগ্নিতুল্য বাণ গোটা আকাশে চলিল ॥  
 বাণ দেখ্যা সুবাহুর উড়িল পরাণ । ত্রাসে বিফুযান বীর পুরিল সন্ধান ॥  
 চাড্যা দিল বাণ গোটা সুবাহু স্তম্বর । দুইবাণ আকাশেতে যুঝে পরস্পর ॥  
 আকাশেতে দুইবাণ হইল নির্বাণ । তা দেখিয়া রামচন্দ্র কোপে কম্পমান ॥  
 সুবাহুরে ডাক্যা রাম কহেন তখন । এই তিন বাণে তুমি দেখিবে শমন ॥  
 তিন বাণে তোরে যদি না মারিতে পারি । আর ধনু না ধরিব কহি সত্য করি ॥  
 এত বলি রামচন্দ্র রুদ্র অস্ত্র নিল । সন্ধান পুরিয়া রাম বাণ ছাড়ি দিল ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব কথন । রামলীল। সুধারস অমৃত ঘেমন ॥

### তরঙ্গীর সমরসজ্জা

দশ বাণ মহাবীর জুড়িল ধনুকে । আকাশে উঠিল বাণ যেমন পাবকে ॥  
 রঘুনাথের রুদ্র অস্ত্র করিল বারণ । বাণ ব্যর্থ কৈল বীর রাবণনন্দন ॥  
 বিষ্ণু অস্ত্র রঘুনাথ কৈল অবতার । বৈষ্ণব অস্ত্রেতে বীর করিল সংহার ॥  
 বাণ ব্যর্থ দেখ্যা রাম ভাবিতে লাগিল। ব্রহ্ম অস্ত্র বামচন্দ্র সন্ধান করিল ॥  
 তারকব্রহ্ম অস্ত্র চলে আপনার তেজে । বাণের চৌদিকে শত শত ঘণ্টা বাজে ॥  
 বাণ দেখ্যা দেবগণ আকাশেতে ধায় । স্থিরতর নহে কেহ ভয়েতে পালায় ॥  
 তারকব্রহ্ম অস্ত্র বাণ কি কহিব কথ। । কুণ্ডল সহিত কাটে সুবাহুর মাথা ॥  
 কাটা মুণ্ড পড়ে যায়্যা রামপদতলে । রামনাম অবিরত ভাবভরে বলে ॥  
 কাটা মুণ্ড রামচন্দ্র করিলেন বুকে । ভাবভরে গদগদ চুষ দেন মুখে ॥  
 আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে । হেন বৈষ্ণবের জন্ম রাক্ষসের ঘরে ॥  
 ধনু ধনু বলিয়া ডাকিছে বিভীষণ । ধনু সে তোমার জন্ম সার্থক জীবন ॥  
 রামজয় ধ্বনি করে নাচে কপিগণ । সুবাহু পড়িল যুদ্ধে গুনিল রাবণ ॥  
 সুবাহুর শোকে রাজা বুক নাঞি বাজে । করাঘাত ভালে হানে ফুকরিয়া কান্দে ॥  
 পাত্র মিত্র কান্দে আর রাণী মন্দোদরী । ক্ষেপে ক্ষেপে মুছ' হয় লঙ্কা-অধিকারী ॥  
 রাজা বলে সৈন্য মোর নিদ্রার আগ্নাস । বিষয় শূন্য মোর নাঞি নাগপাশ ॥  
 আর কে যাবেক মোর নাঞি ইন্দ্রজিত । আর বীর রণ জিনে না হয় প্রতীত ॥  
 তরঙ্গীকে বলে রাজা তুমি রণে যাবে । মনেতে তরঙ্গী ভাবে এত ভাগ্য হবে ॥  
 আমি কি দেখিব সেই রামের চরণ । কৃতাজলি বলে ক্ষমতা কর দশানন ॥

আমি বণে যাইয়া বধিব ছুই ভাই । বানব বলিয়া পৃথিবীতে থুব নাঞি ॥  
 পুনৰপি রাজ্য বলে মনে নাঞি লয় । তব পিতা পাইয়াছে রামেব অভয় ॥  
 পিতা সঙ্গে লবে তুমি রামেব শরণ । শ্রীৰামেব মিতা তোব পিতা বিভীষণ ॥  
 রত্নাঞ্জলি বলে বিভীষণেব কুমাৰ । মোব পিতা হইয়াছে কুলেব খাঁকাৰ ॥  
 হাতে গলে আগে আমি বান্ধিব পিতাবে । পশ্চাতে বধিব নব সকল বানবে ॥  
 মন্দোদরী বলে মোব কৈল সৰ্বনাশ । বণ কব্যা মরু কিম্বা থাকু পিতৃপাশ ॥  
 শূনি আনন্দিত বাজা কবিল চুখন । প্রসাদ দিলেন তাবে নান্য আভরণ ॥  
 বথ বখী ঘোড়া হাতি বহু সঙ্গে দিল । কোলেতে কবিয়া বাজা কহিতে লাগিল ।  
 তোমা হৈতে মৃত্যু এডি যদি জিন বণ । লক্ষ্যপাটে তোমা আমি কবিব বাজন ॥  
 বাছা পিতা দিব দশ হাজাৰ স্তম্ভবী । তবণী বলিল যদি জিনিবাবে পাবি ॥  
 এন বলি প্রণমিয়া হইল বিদায় । কবিচন্দ্র কহে বীর মাষেব কাছে যাব ॥

### মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ

বাজবাজ বাজে সঙ্গে নিযুত সত্ৰবি । ঢাক ঢোল কাড়া পড়া বীণা বাশি তবী ॥  
 সাটি লক্ষ বশ চলে আশি লক্ষ হাতি । শত কোটি ঘোড়া চলে অসংখ্য পদাশি ॥  
 সাজিল তবণা বীর বড়ই সুবেশ । দশন মুকুতা জিনি চামৰিয়া কেশ ॥  
 কানাস্তব জিহি জিনি হাতেব গাণ্ডবাণ । বথেব উপবে চড়ে কন্দৰ্পসমান ॥  
 বজব শুনি প্রাণা সবম্য স্তম্ভবী । তখন তবণী গেল বথ পবিত্রি ॥  
 মাষেব চবণে বয়া মহাবীর কল । বাম-দৰশনে সাই যদি আজ্ঞা হয় ॥  
 বাজ-আজ্ঞা হৈল মাতা । সংগ্রাম কবিতৈ । এত শুনি মাষেব টনক নড়ে মাগৈ ॥  
 দুখে চুখ থায়া বনে পৰা ডাটি হাতি । আমায় অনাথ কিবা কবে বধুনাথ ॥  
 কে তোবে বলিল বাছা মৰিবাব তবে । হেদেবে তবণী কোথা বাখা যাহ মোবে ॥  
 নিশানেব বন তুমি আঁধলাব নডি । নয়ানেব ভাবা তুমি বাণিজ্যেব কডি ॥  
 একে অনাথিনি কব্যা গেছে তব পিতা । অশোকেব বনে থাকি সেবি মাত্ৰ মীতা ॥  
 তব পিতা বামচন্দ্রেব লটল শবণ । কেমনে বামেব সঙ্গে হবে তোব বণ ॥  
 দশমে ছাওয়াল তুমি কি বণ কবিয়ে । পৰ্ব্বপ্রক্ষ বামচন্দ্রে জিনিতে নাবিবে ॥  
 গুহুকাৰ কব্যা মনে বণে যোবা গেল । কুন্তকৰ্ণ অতিক্যাঙ্গি কিব্যা নাঞি আল্য ॥  
 বাসী তেন বীর যে পড়িল বাম-বাণে । বনেব বানব বন্দী হল্য যাব গুণে ॥  
 পাষণ্ড মাতৃষী হল্য পদবজ পায়া । তাব সঙ্গে বণে যাহ মাষেব মংখা পায়া ॥  
 তবণী বলিল মাতা কবি নিবেদন । বণে যাতে আজ্ঞা দিল বাজা দশানন ॥  
 না গেলে বধিব পালাবাব স্থান নাঞি । যে আজ্ঞা কবেন বাম তাঁব কাছে সাই ॥  
 যেখানে বাথেন বাম সেইখানে রব । তোমাৰ আমার বাক্যে বল কি হইব ॥

শে বাম সভার কর্তা সর্ব স্থান তাঁরি । জীবন মরণ ভয় কিসের তবে করি ॥  
 সবমা বলেন স্বতঃসিদ্ধ তব জ্ঞান । তোমার গুণেতে বাছা আমি পাব রাম ॥  
 লক্ষ প্রণাম মোর রামকে জানায়া । সীতাব কুশল বার্তা বামচন্দ্রে দিয় ॥  
 যে আজ্ঞা বলিয়া বীর করিল প্রণাম । সবমা বলেন তোমা দয়া করুন বাম ॥  
 লক্ষ দিয়া বথে চাপে ডাকে বামজয় । লক্ষাকাণ্ডে বামলীলা কবিসন্দ্রে কয় ॥

### অঙ্গদ ও তবণীর যুদ্ধ

ববিব কিরণ যেন রূপে করে আলা । গলায় পর্যাছে বীব পার্বিজাত-মালা ॥  
 নানা বাজবাঘ বাজে বধেব চৌভিতে । শিবদত্ত অঙ্গয় গাণ্ডীব শোভে হাপে ॥  
 বথচক্র রাম বল্যা উচ্চস্ববে ডাকে । বাম বাম সদা বলে হাথেব ধতুকে ॥  
 জয় সীতাপতি বলে স্বর্ণবথচূড়া । বামনাম শুভা বেগে ধায় অষ্ট ঘোড়া ॥  
 শূন্তভাবে থাকি বলে যত দেবগন । এত বামতত্ত্ব নিভীষণেব নন্দন ॥  
 শবাম দেখিতে বীব যায় বথপবে । প্রজাপতি চায়া বলে ঠাকুর শঙ্কবে ॥  
 মার্জি ঘোব যুদ্ধ হব মার্জিল তবণী । বণেতে বিস্ময় মার্জি হব বধুমণি ॥  
 নানা অস্ত্র লয়্যা সৈন্ত বাউবেগে ধায় । মাব মাব ববেতে উত্তবপুৰী পায় ॥  
 সেনা দেখি কপি সব সিংহনাদ হাড়ে । কোপে গাচ পাথব বানব সব এড়ে ॥  
 অঙ্গদ ডাকিয়া বলে পবিচয় দে । কাব পুত্র পৌত্র বঠ তুমি বঠ কে ॥  
 পবিচয় দিয়া বলে নাম যে তবণী । বাবণেব ভ্রাতৃশুভ্র লক্ষ্য বধুমণি ।  
 অঙ্গদ বলেন তোব এত অহঙ্কার । আগে যুদ্ধ কব দেখি সংহতি আমাব ॥  
 আগে মোর হাতে তোব বাঁচয়ে জীবন । তবে সে পশ্চাতে দেখ কমললোচন ॥  
 কত কোটি বক্ষ আমি কব্যাতি সংহাব । মোব হাতে ওবে পাপী যাবি যমদ্বাব ॥  
 শুনি কোপে হৈল যেন মধ্যাহ্নে ভাত । স্বর্গ মর্ত্য চমৎকার টঙ্কাবিত্তে ধন ॥  
 অঙ্গদ বলে ধন্য ববে আমি না পালাব । ঠেকিলি আমাব হাতে পবানে বধিব ॥  
 আগে বাণ সন্ধান পূরিয়া মাব বৃকে । তোব যা সহিয়া আজি বধিব তোমাকে ॥  
 শুনিয়া সন্ধান বীব পুবিব তবণী । অগ্নিবাণ দেখ্যা অঙ্গদ ভাবে বধুমণি ॥  
 বাণ গোটা লুক্যা ধবে বালীব তনয় । জাঙ্গে বাথ্যা ভাঙ্গে বাণ ডাকে রামজয় ॥  
 টিটকারি দিয়া এড়ে গিবি অর্থান । অর্শত যোজন এড়ে অর্শত বাণ ॥  
 খণ্ড খণ্ড কর্যা গিবি কাটেন গগনে । আশি বাণ দিয়া বিধে বালীব নন্দনে ॥  
 অঙ্গদ লোটায় ভূমে বক্ত উঠে মুখে । তা দেখ্যা স্ত্রীবাঁ বাজা বহ বহ ডাকে ॥  
 বানব কটক লয়্যা শিলা তরু ফিকে । পালায় রাক্ষসগণ পরিত্রাহি ডাকে ॥  
 একেক রাক্ষসে ধরে কপি পাঁচ সাত । আঁচড় পঁচড় কেহ কামডায় মাথে ॥

হাখি ষোড়া উটমুণ্ড হাতে কর্যা ছিঁড়ে । জটে ধর্যা রথিগণে ভূমিতে আছাড়ে ॥  
 পদ মুণ্ড ছিণ্ডি কার ভাজিলেক হাখ । পদাঘাত মার্যা কার বারি কল্যা আঁত ॥  
 রাক্ষস পড়িল কোপে আইল তরঙ্গী । সূত্রীব রাজারে ডাক্যা বলে কোপবাণী ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বান্দ্বীকি অভূত । সংখ্যা নাঞি বানরে পাথর এডে যত ॥

### লক্ষ্মণ ও তরঙ্গীর যুদ্ধ

ঘোর অন্ধকার হৈল পাথর বরিষণে । ক্ষেণমাত্রে উড়াইয়া দিল বাউবাণে ॥  
 রাক্ষস এড়িল বাণ সূত্রীব-উপর । বাম হাথে ধর্যা ভাঙ্গে সূর্যের কোণ্ডর ॥  
 লক্ষ লক্ষ অস্ত্র ব্যর্থ দেখে বীর চায়্যা । সূর্য অস্ত্র মারে বীর পড়ে মুর্ছা হয়্যা ॥  
 গয় গবয় গবাক্ষ শরত গন্ধমাদন । তিন তিন বাণে পড়ে এক এক জন ॥  
 অর্ধচন্দ্র বাণে পড়ে পনস কেশরী । শরত সম্প্রতি আদি নল নীল করি ॥  
 জর্জর হইল বাণে মন্ত্রী জাম্ববান । কোপে রণে সান্তাইল বীর হুহমান ॥  
 পঞ্চাশ যোজন হেমগিরি লয়্যা হাথে । মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর কপি লয়্যা সাথে ॥  
 শত সূর্যসম দর্পে আলা হুহমান । হুহমানে দেখ্যা বীর করিল প্রণাম ॥  
 জোড়হাথে কহে তুমি রামভক্তের মূল । দেখাহ ত্রীরামে মোরে হয়্যা অহুকূল ॥  
 কুপিয়া কহিছে বীর পবন-তনয় । অহঙ্কার কোথা গেল কেন পাল্য ভয় ॥  
 বানরের রাজ্য রণে বধিয়াছ তুমি । তে কারণে হেমগিরি আইলাম আমি ॥  
 এত বলি গিরি গোটা বাউবেগে ফিকে । ইথে সাক্ষী হয়্যা রাম বল্যা বীর ডাকে ॥  
 সাত বাণে গিরি কাট্যা করে খান খান । সহস্র বাণ দিয়া বিক্ষে বীর হুহমান ॥  
 বজ্রসম বাণ পড়ে হুহমানের বৃকে । মুখে বক্ত উঠে হুহ রাম বল্যা ডাকে ॥  
 দেবেন্দ্র পড়িল তার শত বাণ খায়্যা । বজ্রবাণে মহেন্দ্র পড়িল লোটায়্যা ॥  
 পালায় বানরগণ আউদড চুলি । রাম-আগে কহে সবে হয়্যা কৃতান্তলি ॥  
 আজি রণে আইল প্রভু বীর একজন । তার বাণে মরে তব পবননন্দন ॥  
 পড়িল অঙ্গদবীর বালী রাজার সূত । সূত্রীব পড়িল আর কপিগণ যত ॥  
 রাম বলে তত্ত্ব আন মিতা বিভীষণ । আজি রণ করিবারে আলা কোনজন ॥  
 রামের আজ্ঞায় চলে সংগ্রাম ভিতর । রথের উপরে দেখে তরঙ্গী কোণ্ডর ॥  
 মনে মনে বন্দে বীর পিতার চরণ । পুত্রে চাহি বলিছে ধার্মিক বিভীষণ ॥  
 কার বোলে আলে্য তুমি সংগ্রাম করিতে । রাম-দরশনে পুত্রে চল আয় সাথে ॥  
 তরঙ্গী বলেন মোর পথ স্বতস্তর । তব সঙ্গে গেলে না পাইব গদাধর ॥  
 সমুখ সংগ্রামে মোর হবেক মরণ । তবে সে পাইব আমি রামের চরণ ॥  
 রণ কর বাপে ডাক্যা কহিল তরঙ্গী । তব সঙ্গে রণ করিবেন রঘুশশি ॥

সঙ্কেত বচন কর্যা রামের কাছে যায় । সাবধান আজি রণে নিবেদিত পায় ॥  
 কোটি ইজ্জতিত তুল্য আইল তরঙ্গী । আমি নিম্নকুলে বাই শুন রঘুমণি ॥  
 জ্ঞান পায়্যা লক্ষণে কহিছে চক্রপাণি । উদ্ধারিতে নারিলাম জনকনন্দিনী ॥  
 গা তুলিতে লক্ষণের ধরেন রাঘব । তোমা ধনে পাছে হারা পাঠাতে নারিব ॥  
 স্বমেরু তুলিতে পারি তোমা ভজি যদি । কোন তুচ্ছ রাক্ষস বধিব গুণনিধি ॥  
 প্রণমিয়া লক্ষণ প্রবেশ কৈলা রণ । কোপযুত হৈলা দেখা যত কপিগণ ॥  
 বধিয়াছ কপিগণ ভয় নাঞি বুকে । মোরে রাম পাঠাইলা বধিতে তোমাকে ॥  
 তরঙ্গী বলিছে শুন স্বমিত্রা-সন্ততি । মোর হাতে যাবে তুমি যমের বসতি ॥  
 রামহাতে মৃত্যু মোর কে করিবে আন । তুমি অহঙ্কার কর তেজিবে পরাণ ॥  
 স্বমিত্রা-নন্দন তুমি মেয়্যার তনয় । তোমা সঙ্গে মোর রণ উপযুক্ত নয় ॥  
 শুনিয়া লক্ষণ কোপে ধহু লয়্যা হাথে । এড়িলা অনন্ত অস্ত্র যায় শূন্যপথে ॥  
 সহস্র ফণাতে আচ্ছাদিল দিনমণি । দিবা দুই প্রহরেতে হইল রজনী ॥  
 বাণ দেখা তরঙ্গী জুড়িল প্রলয়বাণ । প্রলয়ে অনন্ত অস্ত্র হল্য সমাধান ॥  
 কালরাত্রিবাণ এড়ে লক্ষণ-উপর । মহারুদ্ধ বাণে কাটে স্বমিত্রা-কোণ্ডর ॥  
 তরঙ্গী বৈষ্ণববাণ জুড়িল ধনুকে । বুকে বাজে লক্ষণের রক্ত উঠে মুখে ॥  
 হাহাকার শব্দ কর্যা উঠে কপিগণ । ধহু হাতে সীতাপতি প্রবেশিলা রণ ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাস্মাতীকি পুরাণ । যেই জন শুনে তার সর্বত্র কল্যাণ ॥

### লক্ষণের পতনে রামের বিলাপ

লক্ষণে করিয়া কোলে : ভাসে রাম অশ্রুজলে : মানা তোরে করিহু লক্ষণ ।  
 অহঙ্কারে রণে আলে : কার কথা না শুনিলে : বাণ খায়্যা তেজিলে জীবন ॥  
 রামের পরশ পায়্যা : গা তুলিলা ধহু লয়্যা : চেতন পাইল হতমান ।  
 স্ত্রীবাধি কপি উঠে : বীর কহে করপুটে : ধন্য ধন্য ধন্য প্রভু রাম ॥  
 তুমি অখিলের সার : বিশ্ববিধি বিধাতার : তুমি মহাবিষ্ণু রঘুমণি ।  
 বিরিকি বাসব যত : পদ সেবে অবিরত : হেন পদ মাগিছে তরঙ্গী ॥  
 ধন্য তপ কর্যাছিহু : প্রভু-দরশন পামু : ইবে ধন্য হল্য মোর মা ।  
 জন্মদাতা পিতা ধন্য : কর্যাছেন কত পুণ্য : সেই ফলে পামু তব পা ॥  
 \* তরঙ্গীর স্তুতি শুনি : কহিছেন রঘুমণি : কিরা বাহ রণে নাহি কাজ ।  
 কি নাম কাহার স্তুত : পরিচয় দেহ জ্ঞাত : ধন্য তুমি ভকতের রাজ ॥  
 তরঙ্গী আমার নাম : শুন দুর্বাদলস্তাম : রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র আমি ।  
 সাজিলে নাহিক কিরি : সংহার করিয়ে ঐরি : বিভীষণের স্থানে শূন্য তুমি ॥

মোর ইষ্ট লক্ষ্মীপতি : তাঁহারে করিহু স্তুতি : তাহা তুমি বাসহ আপনা ।  
 আমার যে অস্ত্র যত : সহ দেখি রঘুনাথ : তবে সে তোমাকে যাবে জানা ॥  
 ঠেকিলে আমার ঠাঞি : তোমার নিষ্ঠুরি নাঞি : দেখিব কেমন ক্ষেত্রী ভূমি ।  
 আমার প্রতিজ্ঞা শুন : তুমি যত অস্ত্র জান : তাহা সব কাটিব যে আমি ॥  
 শুনি রাম কোপে জ্বলে : তরণীকে ডাক্য বলে : তিন বাণে তোমারে কাটিব ।  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : তেমন ধাতুকী নয় : পরাভব পাইবে রাখব ॥

### রাম ও তরণীর যুদ্ধ

প্রতিজ্ঞা করিল। রাম বাণেতে কাটিব । হিন বাণ রামচন্দ্রে এড়িতে না দিব ॥  
 আপন বীরত্ব আজি দেখাব বিজয়মান । এত বলি ধনুকেতে জোড়ে অগ্নিবর্ণ ॥  
 ধনুশব্দে কাঁপিতে লাগিল ত্রিভুবন । প্রলয়কালেতে অগ্নি করে বরিষণ ॥  
 স্বর্ণ মর্ত্য পাতাল পুড়ে বাণের প্রতাপে । ব্রহ্মা ইন্দ্র মহেশ্বর অনন্তাদি কাপে ॥  
 বাণ দেখ্য। পালাইল তারা চন্দ্র সূর্য । কোপেতে ধনুকে বাণ জুড়ে বরুণেন্দ্র ॥  
 ব্রহ্মাও পুরিয়া জল হৈল রামের বাণে । তরণীর অগ্নিবাণ করিল বারণে ॥  
 হুঙ্কার ছাড়িয়া বীর এডিল রাক্ষসে । রক্ষবাণে সংসার সকল ধর্য। গ্রাসে ॥  
 পর্বত পাহাড় গিলে যেঘ ধর্য। থায় । দেখিয়া বানর সব ভয়েতে পালায় ॥  
 রাক্ষস দেখিয়া জুড়ে বাণ নারায়ণ । রক্ষবাণ কাটিয়া পাড়িল সুদর্শন ॥  
 তখন তরণী বীর দিব্য বাণ এডে । মহাকল্প বাণে রাম বাণ কাটি পাড়ে ॥  
 সে বাণ কাটিতে বীর এডে সর্পবাণ । আকাশ পাতাল জুড়ে অনন্তসমান ॥  
 পাশুপত বাণ জুড়ে রাজীবলোচন । তরণীর যত সর্প করিল ভক্ষণ ॥  
 গন্ধর্ববাণ এডিলেক তরণী স্তম্ভর । বাণেব মুখেতে বাণ বারায় ভয়ঙ্কর ॥  
 সূচীমুখ শিলীমুখ অর্ধচন্দ্র বাণ । ঝাঁকে ঝাঁকে বাহিরায় অনলসমান ॥  
 ক্ষুরপা সিংহ শাদুল পূর্ণচন্দ্র আর । বরিষার বরিষণ পুড়ে অনিবার ॥  
 আর অন্ধকার হলা বাণ-বরিষণে । গন্ধর্ববাণের সন্ধি রাম তাহা জানে ॥  
 এডিলেক বিষুখান বাউবেগে ছুটে । তরণীর গন্ধর্ববাণ নিমিষেতে কাটে ॥  
 মায়ামোহ বাণ এডে তরণী তখন । শিবের অঙ্গনা নাচে সন্ধে যোগিগণ ॥  
 বাণ দেখ্য। কৈলা রাম কল্প অবতাব । তরগৌরী স্তমিলন আনন্দ সভাব ॥  
 তখন তরণী বাণ এডে ব্রহ্মময় । ব্রহ্মা বিষু রুদ্র আর চণ্ডী বারি হয় ॥  
 দেখি হাহাকার করে কাঁপিল ব্রহ্মাও । কূর্ম অস্থির ঘোরে অনন্তের গুণ ॥  
 মহাপ্রলয় বাণ এডে রাজীবলোচন । তরণীর বাণ রাম কাটিল। তখন ॥  
 ব্রহ্মা বিষু নিবর্তিল শিব চণ্ডী থাকে । নিভারে পড়িল বাণ রামচন্দ্রের বুকে ॥

অচেতন হল্যা রাম লোটান ধরনী । হাহাকার কর্যা তবে কান্দিছে তরনী ॥  
 অচেতন দেখ্যা রাম লক্ষণ এড়ে বাণ । পড়িল তরনী-বুকে ডাকে রামনাম ॥  
 মুখে বুকে রক্ত পড়ে হইল মুছিত । রামনাম হতে বীর পাইল সন্নিহিত ॥  
 ভাল ভাল ভাল বলি ধলু টঙ্কারিল । চুই বীরে হানাহানি সংগ্রাম বাজিল ॥  
 শূন্যপথে কাটাকাটি বাণমাত্র ক্ষয় । কেহ কারে নাগ্রি আঁটে জয়-পরাজয় ।  
 ঠনঠন ঝনঝন বাণশব্দ শুনি । কাটাকাটি করে বাণ জলিছে আগুনি ॥  
 অবচন্দ্র বাণ বীর জুড়িল শত্ৰুকে । বুকে বাজ্যা লক্ষণের রক্ত উঠে মুখে ॥  
 রামপাশে লক্ষণ পড়িল। অচেতন । দেখি মহাকোপে ধায় পবননন্দন ॥  
 রথখান ধরে হুহু ছাড়ি হুহুকার । সমুদ্রে ফেলিয়া দিল পবনকুমার ॥  
 মহাবীর শব্দে রথ পড়ে সিঁদুজলে । মংশ কূর্ম আদি কাঁপে অনন্ত পাতালে ॥  
 পড়িল দারুণ বাণ তরনী-উপরে । রাম রাখ রাখ বল্যা ডাকে উচ্চস্বরে ॥  
 সারথি মরিল আর মারা গেল ঘোড়া । রামনামে ঘুচিল গলার যত দড়া ॥  
 রামজয় বল্যা বীর উঠে আচম্বিতে । ভক্তিবান মারে বীর চাপ্যা এক রথে ॥  
 অচেতন হয়্যা পড়ে বীর হুহুমান । তখনে চেতন পাল্যা দুর্বাদলশ্যাম ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অদ্ভুত পয়ার । রাম হতে রামনাম সকলের সার ॥

### তরনী বধ

বহু স্তুতি করে রাম হইলা সদয় । কেমনে হইব মৃত্যু তরনী ভাবয় ॥  
 ধলু লয়্যা করে পুন নিজ অহঙ্কার । তিন বাণে কাটি রাম কৈলা অঙ্গীকার ॥  
 তরণীর কথা শুন্না কহেন রাঘব । তিন বাণে না কাটিলে ধলু না ধরিব ॥  
 শূন্যে থাকি দেবগণ করে হাহাকার । দুর্জয় ধানুকী বীর তরনীকুমার ॥  
 ধলুকে টঙ্কার দিলা প্রভু রঘুমণি । ইবে মোর ধন্য হল্য কহিছে তরনী ॥  
 মস্তপূত কর্যা অস্ত্র জুড়ে প্রভু রাম । সাঙ্গাত হইল যেন শিব মূর্তিমান ॥  
 বুধপর পঞ্চানন শূল শিখা হাতে । পালাইলা দেবগণ দেখ্যা ভূতনাথে ॥  
 প্রলয়ের কালে যেন করয়ে সংহার । কপালের আগুনেতে পোড়াল্য সংসার ॥  
 শূল ঘুরাইয়া ধায় ভাসিতে ব্রহ্মাণ্ড । অঙ্ককার হইল ভয়ে পালাইল চণ্ড ॥  
 তা দেখ্যা তরনী বীর শক্তি অস্ত্র জুড়ে । ধলুক হইতে বাণ মহাবেগে ছাড়ে ॥  
 সাজিছেন দশভুজা সিংহের উপরে । তা দেখিয়া তরণীর আনন্দ অন্তরে ॥  
 ত্রিভুবন আল করে হেন রূপঘটা । এক কোটি সূর্যতেজ ষার রূপছটা ॥  
 শক্তি পায়্যা হরষিত হইলেন শূলী । শিবদুর্গা কৈলাসেতে হুঁই গেলো চলি ॥  
 হরিব বিষাদে রাম জুড়ে ব্রহ্মবাণ । গর্জনে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে সতে কম্পমান ॥



দশদিগ আলা করে বাণের প্রতাপে । ইন্দ্র চন্দ্র বাউ বরুণ ধরাধর কাঁপে ॥  
 দেখিয়া তরণী বীর ভাবে মনে মনে । উপায় না দেখি আর বিষ্ণুবাণ বিনে ॥  
 বিষ্ণু অস্ত্র এড়ে বিভীষণের নন্দন । শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গরুড়বাহন ॥  
 মহাঘোর দর্প কর্যা মহাবাণ ছুটে । শ্রীরামের ব্রহ্ম অস্ত্র বিষ্ণু অস্ত্রে কাটে ॥  
 মহামন্ত্রে মহাবিষ্ণু বাণ অবতার । সহস্র সহস্র পদ মন্তক যাহার ॥  
 বাণ-বক্ষস্থলে শোভে দেব নারায়ণ । নাভিপদ্মে ব্রহ্মা ললাটে ত্রিলোচন ॥  
 ইন্দ্র যম কুবের বরুণ বৈসে পাকে । কালপুরুষ বৈসে তথা যেমন পাবকে ॥  
 শূন্যপথে উঠে বাণ বিশ্বরূপ হয়্যা । বাণ দেখ্যা তরণী ত পড়ে লোটাঁইয়া ॥  
 জোড়হাথে বলে বীর তুমি ভগবান । উদ্ধার করিলে মোরে দিয়া বিষ্ণুবাণ ॥  
 তপস্তা সার্থক মোর সফল জীবন । বিষ্ণু অস্ত্রে পড়্যা যাই বৈকুণ্ঠভুবন ॥  
 জাতি অম্বসারে রাম কৈষ্ঠ কদাচার । সে সকল পাপ মোর হইল সংহার ॥  
 দেবমানে তপ ষাটি সহস্র বৎসর । ইবে ধন্য হইল প্রজাপতি দিল বর ॥  
 পুনরপি মহাবীর ভাবে মনে মন । চন্দ্র সূর্য সাক্ষী করি করিলাম পণ ॥  
 মাথে হাথ দিয়া নতি করে ভূমে পডি । ডাক্যা কয় রামচন্দ্রে ছুটি কর জুড়ি ॥  
 নিজ শক্তি দিয়া বাণ জুড়িলে রাখব । তব পদ ভজি যদি বাণকে কাটিব ॥  
 আমি অপরাধী প্রভু দোষ না লইবে । ক্ষেত্রীদের ধর্ম প্রভু আপনি বুঝিবে ॥  
 এত বলি প্রণাম করিল রঘুনাথে । ভক্তিবাণ মহাবীর জুড়ে ধনুকেতে ॥  
 রামনাম কর্যা বাণ উঠে শূন্যপথে । শ্রীরামেব মহাবিষ্ণু কাটে আচম্বিতে ॥  
 দুইখান হয়্যা বাণ পড়ে ভূমিতলে । চন্দ্র সূর্যপাত যেন প্রলয়ের কালে ॥  
 আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন লোটাঁয় ধরণী । প্রলয়ের কালে যেন ঘোর শব্দ শুনি ॥  
 শ্রীরাম লক্ষ্মণে বলে সর্বনাশ হয় । পূর্ব পুরুষ মোর অধোগতে গেল ॥  
 অঙ্গীকার ব্যর্থ হল তেজিব পরাণ । তখনে গর্জন কর্যা উঠে অববাণ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তেজে বাণ উঠে । কুণ্ডল সহিত তরণীর মাথা কাটে ॥  
 ভূতলে পড়িয়া মুণ্ড রামগুণ গায় । লোটাঁয়া পড়িল মুণ্ড শ্রীরামের পায় ॥  
 অবিরত কাটা মুখ রাম রাম বলে । দয়ার ঠাকুর রাম করিলেন কোলে ॥  
 মুণ্ড বলে আপনাকে ধন্য কর্যা মানি । যে চরণ ধ্যান করে শিব পদ্মশোনি ॥  
 কমলা-সেবিত পদ প্রভু দিলা মোরে । রাম-কোলে মহাবীর রামনাম করে ॥  
 কোন তুচ্ছ সীতা লাগি ভক্ত বধিলাম । শ্রীরাম বলেন আমি কি কর্ম কৈলাম ॥  
 অরে ভাই ভক্তবৎসল নামে হল্য কালি । কাটা মুখ রাম বল্যা করিছে বিকলি ॥  
 ভক্তমুণ্ড কোলে কর্যা কান্দে রামচন্দ্রে । লক্ষ্মণ শূত্রীব আর জাশ্বান কান্দে ॥

চতুর্দিকে কপি কান্দে হুহু অচেতন । রামের নিকটে আলা ধার্মিক বিভীষণ ॥  
দেখিল তরণী কোলে রামগুণ গায় ॥ দ্বিজ কবিক্স বলে রাজা পড়ে পায় ॥

### ভরণীর পূর্বকথা

বিভীষণ বলে কোথা যাহ রে তরণী । তোমায় কি নিজ পদ দিলা রঘুমণি ॥  
তরণীর মুখ বলে ধন্য তুমি পিতা । সার্থক জানকীসেবা কৈল মোর মাতা ॥  
সার্থক রাবণ রাজা তুমি যার ভাই । তোমাদের পুণ্যে পিতা প্রভুপদ পাই ॥  
চমৎকার হন্য্য বলে কৌশল্যাকুমার । হে মিতা তরণী বীর পুত্র কি তোমার ॥  
পরিচয় হেতু মিতা আপনি আইলে । রাবণের ভ্রাতৃপুত্র বল্যা কেন গেলে ॥  
তব পুত্র বল্যা আমি জানিতাম যদি । কি কাজ সীতায় ছিল কহে গুণনিধি ॥  
বিভীষণ বলে শুন করি নিবেদন । উদ্ধার করিলে মোর তরণী বাছন ॥  
এত বলি কোলে নিল তরণীর মাথা । কাটা মুখ বলে রামপদে দেহ পিতা ॥  
রামপদ ছাড়্যা আমি রহিতে না পারি । আপনার কর্যা মোরে লয়াছেন হরি ॥  
ধন্য ধন্য বল্যা চান্দমুখে চুষ খায় । পুনরপি দিল মৃগু শ্রীরামের পায় ॥  
বিভীষণ বলে রাম বাছায় দেহ স্থান । কোলে লয়া চুষন করেন প্রভু রাম ॥  
আকাশেতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ । রাম জয় জয় [ধ্বনি উঠিছে সঘন] ॥  
আনন্দিত হুহুমান বিভীষণ সঙ্গে । তরণীকে স্থান রাম দিলা নিজ অঙ্গে ॥  
হেনকালে চারি রাগ সঙ্গে ত্রিলোচন । স্তব কর্যা বলে শুন রাজীবলোচন ॥  
কৌশিকের শাপে রক্ষ হলা রাগগণ । দিনে দিনে মুক্ত কৈলে কমললোচন ॥  
বসন্তরাগ নিজ অঙ্গে যদি দিলে স্থান । কিবা লয়া তব গুণ আমি করি গান ॥  
করজাপ্যে গাঁথে হর কাটা মৃগু লয়া । বসন্তরাগ দিলা রাম সদয় হইয়া ॥  
মূর্তিমন্ত পঞ্চরাগ হরের সহিতে । হিন্দোলে করহ মুরু কহে জোড়হাতে ॥  
ক্রকুটি করিয়া ভোলা নাচিতে নাচিতে । গায় রামগুণ হর রামের সাক্ষাতে ॥  
শিবসঙ্গে হুহু নাচে নারদ আইল । তরণীকে লয়া শিব কৈলাসেতে গেল ॥  
তরণীর দেহ হুহু প্রয়াগেতে দিল । মিতার কাছে রামের লজ্জা অধিক হইল ॥  
বিভীষণ বলে প্রভু নিবেদি চরণে । তরণী তনয় নয় রহিবেক কেনে ॥  
ছয় ব্রাহ্ম ছত্রিশ রাগিনী তব বাণী । রাগ উদ্ধারিতে রাম আইলা আপনি ॥  
আপনি আপন জনে করিবে উদ্ধার । ইথে কহ গুণনিধি কি শোক আমার ॥  
বাহ পসারিয়া রাম মিতা কৈলা কোলে । অনেক ভাগ্যের ক্ষেত্রেছেন মিত্র মিলে ॥  
তোমার বাছনে রণে বখিলাম আমি । তখাচ আমারে কিছু না বলিলে তুমি ॥  
বিভীষণ বলে প্রভু সকলি তোমার । তব মায়াজালে বন্দী সকলি সংসার ॥

কেন মায়া দিয়া প্রভু ভূলাহ আমারে । শুনিয়া লক্ষণ বীর সাধু সাধু করে ॥  
 তরঙ্গী পড়িল বার্তা শুনে লঙ্কেশ্বর । অচেতন হয়্যা পড়ে ভূমের উপর ॥  
 সংজ্ঞা পায়্যা বলে দত্ত তরঙ্গী বাছন । ত্রিভুবনে হেন কার্য করে কোনজন ॥  
 পিতা যার শরণ লয় তার সঙ্গে রণ । আমার লাগিয়া বাছা হারালে জীবন ॥  
 তথা অশোকের বনে ডাকয়ে সরমা । কোথাকারে গেলে বাছা না শুনিয়া মানা ॥  
 জানকী করুণা করে সরমার সনে । আপন পর দয়ানিধি না চিনেন কেনে ॥  
 লব কুশ গায় গান রামের নিকটে । কৌশল্যেয় বলে হায় শুভা প্রাণ কাটে ॥  
 আপন পর যদি রামের হইত সে মনে । অর্ধ অঙ্গ ছাড়্যা বনে পাঠাবেন কেনে ॥  
 কৌশল্যেয় বলে রাগ স্বরূপ গায়ন । আলাপ বসন্ত রাগ তরঙ্গী যেমন ॥  
 আলাপিল বসন্ত হইল মূর্তিমান । হায় হায় বলিয়া কান্দেন প্রভু রাম ॥  
 সেদিন গায়ন সভা হইল বিদায় । এত দূরে তরঙ্গীর অধ্যা হল্য সায় ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অন্তত কখন । শুনিলে রামের লীলা পাপ-বিমোচন ॥

### অরুণি উপাখ্যান

তরঙ্গীর শোকে কান্দে সরমা স্তম্ভরী । অরুণির প্রাণ কান্দে হাহাকাব কবি ॥  
 মহাবীর অরুণি ত স্থির হতে নারে । ঘন অঙ্গ কাঁপে বীর ছটপট করে ॥  
 উপনীত হৈল গিয়া বরুণ-নিকটে । কান্দিতে কান্দিতে বীব কহে করপুটে ॥  
 শিশুকাল হৈতে মাতাপিতা নাঞ্চি জানি । অকস্মাৎ আজি কেন কান্দে মোব প্রাণি ॥  
 এত শুনি বরুণ বসিল ধ্যান ধব্যা । জানিল সকল তত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান করা ॥  
 বরুণ বলিল বাছা শুনের অরুণি । তব জ্যেষ্ঠ ভাই রণে মরিল ভবণী ॥  
 তাহার শোকেতে কান্দে জননী তোমার । তে কারণে প্রাণ তোব করে হাহাকাব ॥  
 এত শুনি বলে বীর বিদায় করহ । দ্রাতৃশত্রু বধ করি অমুমতি দেহ ॥  
 বরুণ বলেন তুমি না জান কাহিনী । দশরথের পুত্র হল্যা দেব চক্রপাণি ॥  
 পিতৃসত্য উপলক্ষ্য আইলা কানন । তাহার জানকী হয়্যা লইল রাবণ ॥  
 সেতুবন্ধ কব্যা র ম হয়্যাছেন পার । দিনে দিনে রক্ষকুল করেন সংহার ॥  
 রামের শরণ লয়্যাছেন তব পিতা । তিনি মাত্র রবেন কূলে পাবেন দণ্ড ছাতা ॥  
 রামকে জিনিতে সাধ্য আছয়ে কাহার । বাঅ না রামের হাতে হইবে সংহার ॥  
 অরুণি কহেন পুন করিয়া প্রণাম । রামনাম শুভা মোর জুড়াইল প্রাণ ॥  
 কূলে কেহ না রহিবে কহিলে আপনি । তবে কেন সেখানে রহিতে পাব আমি ॥  
 আপন বীরত্ব আমি রামকে দেখাব । তাঁর বিমুখাণে পড়্যা বৈকুণ্ঠকে বাব ॥  
 বরুণ কহেন তারে হয়্যা অমূল্য । সংগ্রাম করিতে দিল আপনার শূল ॥

গজে আরোহণ কর্যা হইল বিদায়। নিমিষে অরনি বীর কনক লঙ্কা পায়।  
 দূরে হতে রাবণ রাজ্য দেখিবারে পায়। তরণী আইল বল্যা রাবণ ডরায় ॥  
 বিভীষণের পুত্র বল্যা রাম বাঁচাইল। মোর সঙ্গে রণ করিবারে পাঠাইল ॥  
 ভানিতে ভাষিতে রাজ্য আলা বিজ্ঞমান। গজে হতে নাব্যা বীর করিল প্রণাম ॥  
 কোলে কর্যা রাজ্য বলে কেমনে বাঁচিলে। তরণী নই মহারাজ অরনি আমি বলে ॥  
 বরুণ বলে রামচন্দ্র বধিল তরণী। প্রাণ কান্দে কথা শুণ্য শীঘ্র আলাম আমি ॥  
 রাজ্য বলে ভ্রাতৃশত্রুসহ কর রণ। বীরত্ব করিয়া লঙ্কা রাখহ বাহন ॥  
 অরনি বলে লঙ্কা রাখিবেন মোর পিতা। অগ্রে যে রাখিব আর কহ কেন বুধা ॥  
 রাম-হাথে মরি মায়ে হইয়া বিদায়। এত বলি অরনি ত মায়ের কাছে যায় ॥  
 আইসহ তরণী বল্যা ধাইল জননী। দয়া কর্যা তোরে কি বাঁচাল্য রঘুমণি ॥  
 তরণীর শোকে মাগে। কাতর হইলে। তাহার অহুজ আমি চিনিতে নারিলে ॥  
 প্রসবিয়া পেল্যা দিলে বরুণ পালি। অকস্মাৎ আজি প্রাণ কান্দিতে লাগিল ॥  
 বরুণ কহিলা সব আছোপাস্ত কথা। রাম-দরশনে যাই বিদায় দেহ মাতা ॥  
 রাম-বাণে তরণী যায় বৈকুণ্ঠনগরে। সেই আশীর্বাদ মাতা করহ আমারে ॥  
 উদরে ধরিয়া তোরে পালন না কৈলু। নিষ্ঠুর হইয়া তোরে পেসাইয়া দিগু ॥  
 হারাধন গোসাঞি আনিয়া দিল ঘরে। প্রাণের বাহন ছাড়্যা দিব নাঞি তোরে ॥  
 নিজ পদ তরণীকে দিয়াছেন রাম। তোমারে পাঠাল্য মোর বাঁচাইতে প্রাণ ॥  
 তব পিতা রাজ্য হলো যুবরাজ হবে। কেন রণ কর্যা বাছা পরাণ হারাবে ॥  
 এত শুণ্য মায়ে পুন বলয়ে অরনি। তক্ত বিনে কেন ডাকিবেন রঘুমণি ॥  
 উদরে ধর্যাছ যেন কহিলে নিশ্চয়। পথত্রঞ্জে পথিকের বাসা যেন হয় ॥  
 কেবা কার মাতা পিতা কে কার তনয়। পথিকে পথিকে যেন পথের পরিচয় ॥  
 যে যেমন কার্য করে সে তেমন পায়। তুমি কেন রাখিবারে পারিবে আমার ॥  
 কিসের লাগিয়া মাতা করহ রোদন। আজ্ঞা কর রামসঙ্গে করি গিয়া রণ ॥  
 সরমা সার্থক—মোর গর্ভে তব জন্ম। তোমা বাছা হৈতে মোর পূর্ণ সব ধর্ম ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব কথন। সংক্ষেপে রচিলা পোখা গানের কারণ ॥

### অরণির যুদ্ধযাত্রা

যখন রামের পদ তরণী পাইল। নিষ্ঠুর হইয়া মোরে কিছু না-কলিল ॥  
 সত্য মিথ্যা চক্ষে কিছু দেখিতে না পাই। অরনি কয় তোমা আগে সত্য কর্যা বাই  
 আমা অভাগাকে যবে ক্রপাবান হব। সীতারাম পদযুগ তোমাকে দেখাব ॥  
 সরমা বলেন সীতা অশোকের বনে। রাবণ না করে যদি বাইবেন কেনে ॥

সীতা ছাড়া রাম নহে শুন গো জননী । যখন ডাকিব মাতা চায়া দেখ্য তুমি ॥  
 দেহ গো বিদায় মোরে ধরি ছুটি পায় । সরমা বলে প্রণাম কয়্য তোমার পিতায় ॥  
 স্বরায় আসেন যেন দূর্বাদলশ্রাম । এত শুন্না অরনি মায়ে করিল প্রণাম ॥  
 আশিসিলা লীন হয়্য রাম-পদাশুজে । বিদায় হইয়া বীর চাপিলেক গজে ॥  
 হাথে ধন্ব একা রণে যায় মহাবীর । উত্তর দুয়ারে গজ হইল বাহির ॥  
 ঐরাবতে চাপি যেন বাহিরিল ইন্দ্র । অন্ধকারনাশে যেন উদয় হল চন্দ্র ॥  
 প্রভাতে উদয় যেন করে দিনমণি । বানর কটক বলে আইল তরণী ॥  
 বৈষ্ণব মিত্রের পুত্র বাঁচালেন রাম । ধন্য ধন্য বল্যা সতে করয়ে বাঞ্ছন ॥  
 মায়ে দেখা কর্যা আলা সন্তাষ রাজার । এত শুনি হাসি বলে অরণিকুমার ॥  
 পশুজাতি বুদ্ধিহীন পাগল হয়্যাছ । কোথাকার তরণী কাহারে দেখ্যাছ ॥  
 পাঠালা রাবণ সতে করিব সংহার । বাণরুষ্টি করে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥  
 চারিদ্বারে কপি আইল ঘোর শব্দ শুনি । চৌদিগ বেডিল মধ্যে রহিল অরনি ॥  
 অহঙ্কারে বলে শুন বানরের ঠাট । রামসনে রণ মোর ছাড়া দেহ বাট ॥  
 বনপশু হয়্যা তোরা রণ জান কিবা । সিংহের নিকটে কি করিতে পারে শিবা ॥  
 পরের লাগিয়া যুব হয়্যা ক্ষুদ্রজীবী । মোর বাণে পড়্যা সতে যমঘর যাবি ॥  
 কপিগণ বলে বেটা শুনহ প্রচণ্ড । নখেতে ছিণ্ডিব মোরা রাক্ষসের মূণ্ড ॥  
 রণ করিবারে আলা যত নিশাচর । সংগ্রাম জিনিয়া তোর কেবা গেল ঘর ॥  
 অরনি বলিল তারা রণের জানে কি । জয় করিবারে আজি সাজ্যা আস্তাছি ॥  
 বানর বলিয়া পৃথিবীতে নাঞ্চি থুব । মরা বাঁচে আজি তার পথ ঘুচাইব ॥  
 শুনি কোপে গাছ পাথর বরিষে বানর । মুঘলধারায় যেন বর্ষে জলধর ॥  
 আকাশ ছাইল গাছ পাথর বরিষণে । রুঘিল অরনি বীর বাণ জুড়ে গুণে ॥  
 লক্ষ লক্ষ বাণ জুড়ে তারা যেন ছুটে । শৃঙ্গপথে বানরের শিলা তরু কাটে ॥  
 আপনা রাখিয়া বীর ছাড়ে সিংহনাদ । চোখ চোখ বাণ মারে পড়িল প্রমাদ ॥  
 কাটিয়া বানর-মুণ্ড কৈল রাশি রাশি । দেখি কোপে অঙ্গদ সংগ্রামে গেল পশি ॥  
 মহা মহাবীর প্রবেশিল তার সঙ্গে । মাতিল বালীর পুত্র সমর-তরঙ্গে ॥  
 হাতটানে উপাডিয়া এড়িলেক বৃক্ষ । বৃক্ষ কাটিয়া বানরে বিক্সিল লক্ষ লক্ষ ॥  
 পূর্ণচন্দ্র বাণ মারে অঙ্গদের বৃকে । অর্ধচন্দ্র বাণে নীলের রক্ত উঠে মুখে ॥  
 চক্র খায়া কেশরী সে পড়িল বিকল । মৃদগরেতে চূর্ণ হয়্যা পড়্যা গেল নল ॥  
 শিলীমুখ বাণে পড়ে বানর সম্প্রতি । ইন্দ্রজাল বাণে পড়ে কুমুদ সেনাপতি ॥  
 অগ্নিবাণে অচেতন বানর গবয় । বরুণবাণে স্রব্ধে পড়ে পবনবাণে গয় ॥  
 গন্ধমাদনের বৃকে মারে রক্তবাণ । বাণ খায়া ঘুর্যা পড়ে বানর প্রধান ॥

সিংহবাণে ফুটিয়া পড়িল ঋষিমুখ । শেলাঘাতে ভাঙ্গিলেক পনসের বুক ॥  
 ব্রহ্ম অস্ত্রে অচেতন ময়ী জাম্ববান । বিষ্ণু অস্ত্রে মুছ' হলা বীর হনুমান ॥  
 সূগ্রীবের সঙ্গেতে হইল ঘোর রণ । সূর্যবাণে সূর্যসুত হইল অচেতন ॥  
 পালায়্যা বানর কহে শুন প্রভু রাম । আইল সাজিয়া বীর তরণী-সমান ॥  
 অবয়ব আবয়ব সব তরণী কেবল । সূগ্রীব হনুমান আদি মারিল সকল ॥  
 রাম বলে কেবা আইল দেখ দেখি মিতা । বাণে বাণে বানরের করিল অবস্থা ॥  
 রামের বোলে বিভীষণ গেল রণস্থলে । অরণিকে দেখিয়া ভাসিল অশ্রুজলে ॥  
 কে তোরে বাঁচায়্যা দিল বাছন তরণী । কবিচন্দ্র বলে বীরে কহ নাঞ্চি চিনি ॥

### অরণির পরাক্রম

বিভীষণ বলে মোর তরণী আশ্র কোলে । এত গুণ্ডা মহাবীর হাঙ্গা হাঙ্গা বলে ॥  
 কে তব তরণী বটে কাকে তুমি ডাক । পুত্রশোক পাইয়া সভাবে পুত্র দেখ ॥  
 হেন মোহ কেন তব রামভক্ত হয়্যা । কে কাব তনয় বটে দেখ না ভাবিয়া ॥  
 মরিল তোমাব বাছা । শোকে হেন হলে । মায়ায় মোহিত হয়্যা চিনিতে নারিলে ॥  
 এত বলি গজ চালাইয়া বীর যায় । অচেতন বিভীষণ ধরণী লোটিয়া ॥  
 অরণি কয় পিতা পাছে তেজয়ে জীবন । আর বার বলে বর দিল ত্রিলোচন ॥  
 মরিলে বাঁচাতে পাণে দূর্বাদলশ্রাম । যে হকু পিতার পদে করিব প্রণাম ॥  
 বশ্যাছেন রামচন্দ্র কর্যা বীরাসন । দক্ষিণেতে বশ্যাছেন স্মিতানন্দন ॥  
 কত ভক্ত চতুর্দিকে রামগুণ গায় । মনেতে অরণি নতি করে রামের পায় ॥  
 ভক্তিভাবে কৈলে রাম না বধিবে মোরে । পরাক্রম দেখাইব রামের গোচরে ॥  
 শেষে বিষ্ণু অস্ত্রে পড়্যা রামপদ পাব । রাম রাম বলিয়া বৈকুণ্ঠপুরী যাব ॥  
 এত ভাবি দিল বীর ধনুকে টঙ্কার । অকস্মাৎ দেখ্যা রামে লাগে চমৎকাব ॥  
 তঙ্কার ছাড়িয়া বলে গর্জন গভীরে । আসিয়াছ লঙ্কাপুরে মরিবার তরে ॥  
 আত্মাঙ্কিলে সাজাইয়া বানর কটকে । অহঙ্কারে মরে কপি আমার নিকটে ॥  
 আজিকার রণে সতে তেজিল জীবন । বাণে প্রাণ হারালা রাক্ষস বিভীষণ ॥  
 এত বল্যা করে বীর বাণ-বরিষণ । ব্যস্ত হয়্যা গা তুলি'গা ভাই ছুইজন ॥  
 শ্রীরাম বলেন বীর তুমি বঠ কে । কার পুত্র কিবা নাম পরিচয় দে ॥  
 অরণি কয় এখন তোমার নাঞ্চি লাজ । এখন মরিবে পরিচয়ে কিবা কাজ ॥  
 এত বলি অগ্নিবাণ ধনুকে জুড়িল । লক্ষ্মণ বক্রণ বাণে জঙ্ঘা নিবারিল ॥  
 ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে তাহা লক্ষ্মণ বীর কাটে । ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে তাহা বাজিল লসান্দে ॥  
 ভায়ে দেখ্যা রামচন্দ্র ভাসে অশ্রুজলে । কান্দেন জানকীনাথ লক্ষ্মণ লয়্যা কোলে ॥

অবশেষে কপিগণ যে ছিল ষথায় । বাণে অচেতন সত্তে ভূতলে নোটার ।  
বাণ-বরিষণ করে রামের উপর । কবিচন্দ্র বলে কোপে উঠে রঘুবর ।

### রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ

মহাকোপে উঠে রাম ধরিয়া কোদণ্ড । চতুর্দিকে সেনা পড়ে হিয়া লগুভণ্ড ।  
দাণ্ডাইয়া একামাত্র জগত-গোসাঞি । কাতর হইয়া কান্দে আর কেহ নাঞি ।  
কি হল্য আমার দৈবে বজ্রাঘাত মাথে । দোসর নাহিক কেহ মন্ত্রণা করিতে ।  
সামর্থ্য নাহিক মোর সদা প্রাণ কাটে । হায় বিধি আজি বড় পাড়িলি সন্ধটে ।  
ধরিতে না পারি ধনু রাক্ষস মারুক । আর শোক সইতে নারি পরাণ যাউক ।  
সীতা হারাইয়া দেহ বিকিলেক ঘুণে । কেমনে বাঁচিব আর হারায়্য লক্ষ্মণে ।  
বনের বানর সব মোর সঙ্গে ছিল । স্বীপুত্র ছাড়িয়া তারা পরাণ হারায়্য ।  
আপনা বিস্মৃত ও ছু ন রদের শাপে । ক্ষেণেক চিন্তিলা রাম ক্রোধে অঙ্গ কাঁপে ।  
শ্রীরাম বলেন বেটা আর কোথা যাবি । ইহার উচিত ফল এইক্ষণে পাবি ।  
এত বলি অগ্নিবাণ জ্বলিলা ধনুকে । ত্রিভুবন কাঁপে দেখ্যা প্রলয়-পাবকে ।  
দেখিয়া অরণি বীর এডে বক্রবাণ । শ্রীবামের অগ্নিবাণ করিল নির্বাণ ।  
রামের উপর এডিলেক সর্পবাণ । গরুডবাণে নিবারিল দূর্বাদলশ্যাম ।  
বাণ ফিরাইয়া পুন এডিলা গরুড । দুই পাখা ডাকে যেন মেঘের হুড় হুড় ।  
আকাশে উঠিল বাণ দশ সূর্য জিনি । দেখি রুদ্র বজ্রবাণ এডিল অরণি ।  
দুই বাণে গরুডবাণ করিল সংহার । দেখি বিষ্ণুযান এডে কৌশল্যাকুমার ।  
রুদ্র অস্ত্রে বিষ্ণুযান বাণ বীর কাটে । বজ্র অস্ত্রে গরুডবাণ ভাঙ্গে শৈলপাটে ।  
সূর্যবাণ এডে রাম কেতুবাণে গ্রাসে । যত বাণ এডে রাম বাণেতে বিনাশে ।  
অরণি বলিছে রাম নিত্য কর রণ । সেই সব বাণে কাটাকাটি অকারণ ।  
কৃতান্তের কৃতার্থবাণ সহ দেখি রাম । এত বল্যা নিক্ষেপিল কালরাত্রি বাণ ।  
ঘোর অন্ধকার হৈল ত্রিভুবন কম্পে । পালাইল চন্দ্র সূর্য ব্রহ্মবাণ-দণ্ডে ।  
বাণের তেজে পবনের নাহিক সঞ্চার । সকাতরে দেবগণ করে হাহাকার ।  
বিষ্ণুবাণ এড়ি রাম কাটে কালরাত্রি । অরণি-উপরে রাম এডেন পবিত্রি ।  
পবিত্রি বৈষ্ণব বাণ জগত ব্যাপিল । দেখিয়া অরণি বীর হৃদয়ে কম্পিল ।  
যে বাগে চাহয়ে বীর বিষ্ণুময় দেখে । আপন জীবন বীর ধন্য কর্যা লেখে ।  
পূর্ণব্রহ্মবাণ পাল্য তপস্কার ফলে । সেই বাণ অবতার কৈল রণস্থলে ।  
পূর্ণব্রহ্মবাণে সব বিষ্ণু নিবারিল । তা দেখিয়া দেবগণ কাঁপিতে লাগিল ।  
ব্রহ্মাধি দেবতা সব পাল্য চমৎকার । ভক্তের মহত্ব বুঝিবারে সাধ্য কার ।

রাম জানে ভক্তে ভক্তজন জানে রাম । আপন ভক্তিতে পায় যার যেরা ধাম ॥  
 পূর্ণব্রহ্মবাণ রাম জুড়িলা ধনুকে । দেখিয়া অরনি বীর রাম বল্যা ডাকে ॥  
 সহস্র বাণের শির দুই শত চক্ষ । দুই শত হস্ত পদ বাণ দেখে লক্ষ ॥  
 বিশ্বরূপ হয়্যা বাণ উঠিল গগন । নাভিপদ্মে ব্রহ্ম আর বক্ষে নারায়ণ ॥  
 ললাটে শঙ্কর যার বাহতে ভবানী । নিঃশ্বাসে পবন বয় প্রতাপে আগুনি ॥  
 বাণের তেজেতে ধরা করে টলটল । উথলিয়া পড়ে সাত সমুদ্রের জল ॥  
 লক্ষ লক্ষ সূর্যসম গলে শোভে মালা । বাণের ছটায় দশদিগ করে আলা ॥  
 দেখিয়া অরনি বীর লাগিল নাচিতে । ধনুর্বাণ ফেল্যা শীঘ্র নামে রথ হতে ॥  
 লক্ষ লক্ষ নতি করে অবনী লোটায়া । বাণে কোল দিতে ডাকে উর্ধ্বমুখ হয়্যা ॥  
 তুমি ভগবান প্রভু সংসারের সার । শ্রীরামের অংশে বাণ তুমি অবতার ॥  
 সদয় হইয়া মোর মুণ্ড কাটা লহ । এই নিবেদন মোরে রামপদে দেহ ॥  
 অরনির ভক্তি দেখি শ্রীরাম কাতর । হৃদয়নে ধারা বহে কান্দে রঘুব ॥  
 অরনির ভক্তি দেখি যাইতে না পারে । প্রচণ্ড প্রতাপ বাণ গগন-উপরে ॥  
 তক্ত মরে দেখ্যা বড় কাতর শ্রীরাম । রামনামে চেতন পাইলা হনুমান ॥  
 জোড়হাতে অরনি লয় রামের শরণ । অচেতনে পড়্যা আছে ঠাকুর লক্ষণ ॥  
 অরনি বলিছে আমি কি কাজ করিছ । রামসঙ্গে লক্ষণেরে দেখিতে না পাই ॥  
 পদে ধর্যা বলে উঠ লক্ষণ ধাহুকী । অন্ত্যকালে রামসঙ্গে একাসনে দেখি ॥  
 রামনাম করিলে হয় যে পুণ্য সঞ্চয় । মোর সে সকল পুণ্য পুঞ্জ পুঞ্জ হয় ॥  
 সে সকল পুণ্য আমি কৈল সমর্পণ । মোর পুণ্যে প্রাণ পায়্যা উঠুক কপিগণ ॥  
 অরনি আপন পুণ্য যখন করে দান । সেই পুণ্যে সর্বজন পাইলেক প্রাণ ॥  
 সংজ্ঞা পায়্যা কপিগণ ডাকে রামজয় । চেতন পাইয়া উঠে স্মিতপ্রাতনয় ॥  
 বাণকে অরনি বলে তিলেক মোরে রাখ । দিন যায় রাম ভজি এইখানে থাক ॥  
 ভক্তি দেখি বাণ রহে মাথার উপরে । ধন্য ধন্য করে সতে যতেক অমরে ॥  
 জাহ্নবান হনুমান নাচে তার সঙ্গে । রাম রাম সদা মুখে নাচে কত ভঞ্জে ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে পুরাণের সার । রামনাম কৈলে ভবে জন্ম নাশি আর ॥

### অরনির রামস্তব

গলে বস্ত্র পুটপাণি স্তব করে অরনি : তুমি রাম অখিলের বন্ধু ।  
 মায়াজে মানব হয়্যা : অনন্তেরে সঙ্গে লয়্যা : উদ্ধারিতে আলো কুশাসিন্দু ॥  
 জগতজীবন তুমি : চরাচর চিন্তামণি : তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ভোলানাথ ।  
 ইন্দ্র বরুণ আদি : তোমা তজ্জে পশুপতি : তুমি বত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ ॥



তরাইতে নিশাচর : আলে নীল কলেবর : জনক-দুহিতা সঙ্গে লয়্যা ।  
 নিজ মায়া প্রকাশিলে : জগজনে ভুলাইলে : মায়াসীতা কাননে হারায়্যা ॥  
 ব্রহ্মাণ্ডের পতি গতি : জ্ঞানকীর প্রাণপতি . সীতারাম একুই শরীর ।  
 কভু ভিন্ন ভিন্ন নয় : মায়াতে লুকায়্যা রয় : কত লীলা কর রঘুবীর ॥  
 দিয়া পাদপদ্মরেণু : পাষণ মাহুঘী তহু : করিলে যেদিন নারায়ণ ।  
 বিভা অবলম্ব হলা ; সেহেতু অহল্যা পাল্য : তব পদ কৈল দরশন ॥  
 যজ্ঞ উপলক্ষ্য করি : যেদিন আইলে হরি . রাজরাণী কৌশল্যার বাসে ।  
 দরশন কৈল রাণী : প্রভু অখিলের মণি : জগতজননী বাম পাশে ॥  
 আর কথা কহি রাম : যবে পাল্য হতমান : ঋগ্মন্ত্রসংগিরি বনমাঝে ।  
 হতকে করিলে দয়া : প্রভু বিশ্বরূপ হয়্যা : বামদিকে জানকী বিরাজে ॥  
 যদি লক্ষ্মী-অধিকারী : সত্য সীতা কৈল চুরি : যদি তব সঙ্গে সীতা নাঞি ।  
 যুগল মুরতি হতে : ভক্তে দরশন দিতে : কোথা সীতা পাইতে গোসাঞি ॥  
 কে বুঝে তোমার কর্ম : মায়াতে মোহিলে ব্রহ্ম : কিস্তি জানয়ে ত্রিনয়ান ।  
 আপনি সদয় যারে : সেই সে বুঝিতে পাবে কিছু কিছু জানে হতমান ॥  
 প্রভু মোরে কর দয়া : দেহ পাদপদ্ম-ছায়া : পঙ্কজ নয়ানকোণে চাহ ।  
 সীতারাম রূপ হয়্যা : লক্ষ্মণের সঙ্গে লয়্যা : অভাগারে দরশন দেহ ॥  
 আমি আসিবার কালে : জননী আমারে বলে : সীতারাম করাবে দর্শন ।  
 মায়ের বাসনা পূর্ণ : হে হরি করহ তূর্ণ : বাঙ্কাকল্পতরু নাবায়ণ ॥  
 ভক্তের বাসনা দেখি : বাম অঙ্গে জানকী : দক্ষিণে লক্ষ্মণ দাণ্ডাইলা ।  
 ভুবনমোহন বেশ : শিরে ছত্র সুবিশেষ : প্রকাশে ভুবন করে আলা ॥  
 মার্কণ্ডাদি মুনি যত : শৌনকাদি শত শত : মুহমূঢ় করিছে স্তবন ।  
 নারদ তদ্বরা আদি : লয়্যা যন্ত্র নানাবিধি : সুস্বরেতে গায় রামায়ণ ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : তার রাম দয়াময় : বারেক করহ মোরে দয়া ।  
 গুন রাম গুণনিধি : তুমি অখিলের পতি : অভাগাবে দেহ পদছায়া ।

### অরণির পরিচয় দান

বাণে বলে মোর মুণ্ড তরা কাট্যা লহ । সীতারাম-পাদপদ্মে মোবে লয়্যা দেহ  
 তোমার প্রসাদে যেন রামপদ পাই । ইহা না করিলে তোরে রামের দুহাই :  
 হেনকালে বাণ গোটা কাটিলেক মাথা । অরণি পড়িল গিয়া যথা রামসীতা ॥  
 সাপটিয়া সীতা রাম লক্ষ্মণে ধরিল । কাটা স্বল্প তিনজনে তুলিয়া লইল ॥  
 নিযুক্ত করিল মুণ্ড রামের চরণে । তিনজনে লয়্যা স্বল্পে উঠিল গগনে ॥

দেখি যত দেবগণ সন্তে মোহ পায় । কপি সব বলে কোথা রামে লয়া যায় ॥  
 শূন্যে গিয়া মহাবীর মা বলিয়া ডাকে । দেখ সীতারাম দয়া করিলা আমাকে ॥  
 অরণি ডাকিতে দেখে সরমা চাহিয়া । অবনী-উপরে পড়ে ঘূঁহিত হইয়া ॥  
 চেতন পাইয়া পুন সরমা ত উঠে । কত স্তব করে রামে হয়া করপুটে ॥  
 অরণিরে ধন্য ধন্য করে কত বার । সার্থক তোমার জন্ম গর্তেতে আমার ॥  
 তব গুণে রামসীতা দেখিছু নয়নে । তব তুল্য কেহ নাঞি হৈল ত্রিভুবনে ॥  
 কাটা স্বপ্ন উপরেতে রামকে রাখ্যাছ । কাটা মুণ্ড রামপদে নিযুক্ত কর্যাছ ॥  
 মুণ্ড গোটা ডাক্যা বলে শুনগো জননী । তব অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিষ্ঠ রাজরাণী ॥  
 তব আশীর্বাদে পড়িয়াছি রাম-পায় । এখন জননী মোরে করগো বিদায় ॥  
 একথা শুনিয়া চায়্যা দেখয়ে রাবণ । হাহাকার কর্যা বলে হইল কেমন ॥  
 ভ্রায় প্রবেশে অশোকবনের ভিতরে । দেখিল জানকী পড়া ধরনী-উপরে ॥  
 পুনরপি চায়্যা শীঘ্র দেখয়ে রাবণ । নিশ্চয় জানিল রাজা আপন মরণ ॥  
 সবমা স্তম্ভরী দিল বাছনে বিদায় । তখন অরণি লয়া রামকে নাবায় ॥  
 কাটা মুণ্ড উচ্চস্বরে রাম রাম বলে । দয়ার ঠাকুর তুল্যা করিলেন কোলে ॥  
 অবগিত মুণ্ড পুন কহিছে ডাকিয়া । কোথা পিতা বিভীষণ দেখহ আসিয়া ॥  
 এত শুন্না চেতন পাইল বিভীষণ । দেখে কাটা মুণ্ড রাম বলে ঘনে ঘন ॥  
 অতি বেগে ধায়্যা বিভীষণ গেলা তথা । অবগিত মুণ্ড বলে ধন্য তুমি পিতা ॥  
 সার্থক রামের সেবা করিয়াছ তুমি । তব পুণ্যে রামপদ পাইলাম আমি ॥  
 বিভীষণ বলে পুত্র তরণী আমার । সেই বই মোর পুত্র থাকে নাঞি আর ॥  
 বিভীষণ বলে মুণ্ড দেহ দয়াময় । কোলে লয়া কাটা মুণ্ড মাগে পরিচয় ॥  
 কেবা তুমি কার পুত্র কোথা বা জনম । অরণি বলিছে পিতা শুন দিয়া মন ॥  
 ইন্দ্র জিন্যা স্বর্গেতে রহিল লঙ্কেশ্বর । নিকৃষ্টিলা যজ্ঞ করে রাবণ-কোঙর ॥  
 আর যত বীরভাগ রাবণের সনে । কুস্তকর্ণ মহাবীৰ নিজা অচেতনে ॥  
 সেইদিন মাতা মোর কৈল ঋতুমান । সেইদিন পরে তুমি কৈলে তপ ধ্যান ॥  
 তপস্তা করিতে গেলে মহেন্দ্র-শিখর । তোমার তপস্তা তথা হৈল সঙ্ঘৎসর ॥  
 হেনকালে মধু দৈত্য বেড়ে লঙ্কাপুরী । শূন্যঘরে কুন্তনসী করিলেক চুরি ॥  
 পঞ্চ বৎসর তখন তরণী বীর ছিল । দৈত্যের সহিত রণ করিবারে গেল ॥  
 আছাড় খাইল মাতা তরণীর শোকে । সেইক্ষণে করিলেন প্রসব আমাকে ॥  
 প্রসব হইবামাত্র ভাবিল অন্তরে । বহুদিন হৈল মোর স্বামী নাঞি ঘরে ॥  
 ঋতুরক্ষা কর্যা গেলা তপের কারণে । সে কথা এখন তার না পড়িব মনে ॥  
 এ পুত্র দেখিলে মোরে করিবে বর্জন । এত ভাবি ত্যাগ করিবারে কৈল মন ॥

পদে ধর্যা ফিক্যা পেলায় দিলেক আমায় । হেনকালে বরুণ সেথায় রথে যায় ॥  
 অনাথ দেখিয়া মোরে বরুণ লয়্যা গেল । নিজ গৃহে রাখি মোরে পালন করিল  
 সেই হতে ছিহু আমি পরম আনন্দে । অকস্মাৎ আজি মোর প্রাণ বড় কান্দে ॥  
 জিজ্ঞাসিতে বরুণ সব कहিল কাহিনী । রামপাদপদ্ম পাল্য বৈষ্ণব তরণী ॥  
 একথা শুনিয়া মোর আনন্দ অন্তরে । আইলাম রামপদে শরণের তরে ॥  
 তব পুণ্যবলে পড্যা শ্রীরামের পায় । লীন হয়্যা যাই পদে করহ বিদায় ॥  
 এত শুতা অচেতন হয়্যা ভূমে পড়ে । তুলিতে চেতন পায়্যা ঘন স্বাস ছাড়ে ॥  
 মুণ্ড কোলে কর্যা কান্দে হইয়া বিকল । লজ্জিত হইয়া কান্দে ভকতবৎসল ॥  
 অরণি कहিল আর কেন কর মোহ । রামের চরণে মোবে শীঘ্র করি দেহ ॥  
 এত শুনি বিভীষণ দিল রামেব পায় । অবিরত কাটা মুণ্ড রামগুণ গায় ॥  
 গান শুতা শূলপাণি আইলা শীঘ্রগতি । পঞ্চমুখে গায়্যা নৃত্য করে পশুপতি ॥  
 আর পঞ্চরাগ সঙ্গে রামগুণ গায় । স্তুতি করে দিগম্বব রামচন্দ্র-পায় ॥  
 মুণ্ড লয়্যা করজাপ্যে গাঁথে ত্রিপুরারি । হিন্দোল হইল মুণ্ড রামনাম কবি ॥  
 মূর্তিমন্ত হৈল রাগ রামের সাক্ষাতে । গায় গুণ গৌরীকান্ত নাচিতে নাচিতে ॥  
 ভয় রাগ রাম আগে পরিচয় দিয়া । বৈকুণ্ঠে গমন কৈল রথেতে চড়িয়া ॥  
 তুন্দুভি বাজয়ে নাচে অঙ্গরী কিন্নর । দেবে পুষ্পবৃষ্টি করে রামের উপব ॥  
 তম্বুব কৌশিক পায়্যা রাগেবে বন্দিল । নারদাদি গুণিগণ গাইতে লাগিল ॥  
 আকাশে থাকিয়া বলে যত দেবগণ । অতঃপব কর রাম রাবণ-নিধন ॥  
 লঙ্কায় নাহিক কেহ নিব্বার হইল । মহীতলে কেবল মহীরাবণ রহিল ॥  
 এত বল্যা দেবগণ করিল গমন । কৈলাস শিখরে গেলা দেব পঞ্চানন ॥  
 বিভীষণে প্রবোধিলা স্তমিত্রা-তনয় । দেখহ অরণি পাল্য রামের অভয় ॥  
 হহুয়ানে ডাকিয়া বলেন প্রভু রাম । প্রয়াগে অরণি-দেহ দেহ হহুয়ান ॥  
 রামের আজ্ঞায় হহু অবিলম্বে চলে । অরণির দেহ দিল প্রয়াগের জলে ॥  
 আনন্দে বানরগণ রামগুণ গায় । বানবের দম্ভ শুতা রাবণ ডরায় ॥  
 বিভীষণে ভাবে রাম মধুর বচনে । বাহ পসারিয়া দিলা দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥  
 হহুয়ান জাম্ববান অঙ্গদ স্তম্ভীব । ক্রমে ক্রমে কোল সন্ভে দিলেন রাঘব ॥  
 ভয় পাইক কহে অরণি-মরণ । বিলাপ করিয়া রাজা করয়ে রোদন ॥  
 স্বামী প্রবোধিয়া তবে বলে মন্দোদরী । তব পাপে মজিল কনক লঙ্কাপুরী ॥  
 সীতা দিয়া রঘুনাথের লহ গা শরণ । মোর বাক্য শুন রাজা প্রাণ বড় ধন ॥  
 হেন পুত্র মরিল জীবনে নাহি সাধ । তব পাপে মজিল কুণ্ডর মেঘনাদ ॥

রাবণ বলে দৈব কতু না যায় থগুন । পোড়া ঘাস লবণছটা দেহ কি কারণ ॥  
 এত দূরে অরণির অধ্যা হল্য সায় । ভাবিয়া রাঘব-পদ কবিত্তে গায় ॥  
 বেজন শ্রবণ করে একচিন্ত হয়্যা । রথে চাপ্যা বৈকুণ্ঠ যায় যম দেখে চায়্যা ॥

### মহীরাবণের উপাখ্যান

রাম জয়ধ্বনি করি নাচে কপিগণ । লঙ্কাজয় হল্য বল্যা কহে বিভীষণ ॥  
 পুত্রাদি শোকেতে কান্দে রাজ্য দশানন । নিকষা আসিয়া তারে করিল বারণ ॥  
 বীরঘটা মল্য সর্বে নাহি একজন । পাতালে প্রবেশ কর লয়্যা পরিজন ॥  
 পাতালের নাম শুন্না মহী পড়ে মনে । স্তুতিমাত্র আল মহী তার বিগ্ধমানে ॥  
 প্রণমিয়া বলে কেন ডাকিলে আমারে । বিবর্যা রাবণ সব কহিল তাহারে ॥  
 তব শত্রু দুইজনে পাতালেতে লব । ভদ্রকালী আছে তথা বলিদান দিব ॥  
 রাক্ষসের মায়া জানে বিভীষণ আছে । সাবধান হয়্য বাছা বিভীষণার কাছে ॥  
 মহীরাবণ বলে কিবা জানে বিভীষণ । মায়ায় পাতালে লব শ্রীরাম লক্ষণ ॥  
 মহীর প্রতাপে শোক ঘুচিল কান্দনা । তিন লোকে চমৎকার উঠিল বাজনা ॥  
 অরণি পড়িল যুদ্ধে কোন বীর সাজে । তুমি বল বীর নাঞি কিসের বাঘ বাজে ॥  
 বিভীষণ পক্ষ হয়্যা লঙ্কাপুরে গেল । রামে আশ্রা মহীর কথা বিবর্যা কহিল ॥  
 মন্দোদরীর পুত্র মহী পাতালেতে থাকে । বিপাকে পড়িয়া রাজ্য আনিয়াছে তাকে ॥  
 সাবধান হয়্য সর্বে মহীরাবণ আল্য । নানা মায়া জানে মহী সর্বনাশ হল্য ॥  
 এত শুন্না বিভীষণে কহে হনুমান । সমুখে পাইলে তার বধিব পরাণ ॥  
 উপায় করহ বাপু পবননন্দন । মায়ায় হরিয়া লবে শ্রীরাম লক্ষণ ॥  
 দুই শত যোজন শরীর করে উচ্চ । তিন শত যোজন বেড়ায়্যা রাখে পুচ্ছ ॥  
 বাম লক্ষণ কপি থাকে তাহার ভিতরে । জাগ্যা থাক্য নিশাভাগে কহেন হনুরে ॥  
 যতেক বৃত্তান্ত কথা কহে হনুমানে । প্রবেশ করিতে গড়ে না দিবে পবনে ॥  
 নানা মায়া করিয়া আসিবে কতবার । পাতালে লবেক রামে ছাড়িলে ছুয়ার ॥  
 হনুমানে নীত কয়্যা যায় বিভীষণ । হেনকালে আল্য তথা রাবননন্দন ॥  
 আকাশে ঠেক্যাছে পুচ্ছ ভাবে মনে মনে । দ্বারে যায়্যা কহে গিয়া পবননন্দনে ॥  
 বিভীষণের রূপে যাতে আন্য বিভীষণ । ভয়ে দূরে ছাড়্যা গেল সে মহীরাবণ ॥  
 হনুমানে তত্ত্ব কয়্যা বিভীষণ গেল । কৌশল্যার রূপ ধর্যা মহীরাবণ আল্য ॥  
 হনুমান্নে কহে দুটি চলছিল আঁধি । দ্বার ছাড়্যা দেহ বাছা রাম যায়্যা দেখি ॥  
 হনু বলে সাগর কেননে হলে পার । বিভীষণ আইল মল্ল হইল সংহার ॥  
 হনুরে বৃত্তান্ত কয়্যা গেল বিভীষণ । বিশ্বামিত্ররূপে আশ্রা দিল দরশন ॥

ষার ছাড্যা দেহ বাণু পবননন্দন । চিরদিনে করি গিয়া রাম-দরশন ॥  
 হেনকালে সেইস্থানে বিভীষণ যায় । মহীরাবণ মোহ পায়া ভয়েতে পালায় ॥  
 জনকের রূপে আশ্রা কান্দ্যা কয় কথা । হুহুর কাছে যায়্যা কয় সীতা মোর কোথা ॥  
 কোপ করি তাহারে কহেন হুহুমান । সীতা দেখ্যা আশ্র গিয়া অশোকের বনে ॥  
 মোহিত হইলা মহী আপন মায়ায় । বিভীষণ আসে পাপী দূরেতে পালায় ॥  
 গডের বাহিরে বীর বিভীষণ যাতে । বিভীষণরূপে আলায় হুহুর সাক্ষাতে ॥  
 সাবধান হয়্যা হুহু দ্বারে থাক তুমি । শ্রীরাম লক্ষ্মণে যায়্যা দেখ্যা আসি আমি ॥  
 এত বলি প্রবেশিল গডের ভিতরে । সত্বরে নিদাটি দিল মহামায়ার বরে ॥  
 স্থলঙ্গের পথে লয় শ্রীরাম লক্ষ্মণে । বন্দী কর্যা রাখ্যা গেল আপন ভবনে ॥  
 বিভীষণ যাতে দ্বারে হুহুমান বলে । এই প্রবেশিলে গড়ে কোন পথে আলে ॥  
 শূন্য বিভীষণ বলে সর্বনাশ হল্য । শ্রীরাম লক্ষ্মণে মহীরাবণ লয়্যা গেল ॥  
 চায়্যা দেখে বানর কটক অচেতন । রাম লক্ষ্মণ নাঞি দেখ্যা দুঁহে অচেতন ॥  
 হুহুমান বিভীষণ করয়ে বোদন । চেতন পাইয়া কান্দে যত কপিগণ ॥  
 নল নীল কান্দে আর মস্ত্রী জাম্ববান । স্ত্রীব অঙ্গদ কান্দে বানর প্রধান ॥  
 ধরণী লোটায়্যা বীর কান্দে বিভীষণ । কোপ কবি কহে তারে পবননন্দন ॥  
 মিছা কর্যা কান্দে বেটা মায়ার কান্দনা । বাবণের চর তুঞি ভাবে গেল জানা ॥  
 বিশ্বাসঘাতকী পাপী তোর যত নাট । পবাণ হারাবি মোর হাতে যাবি কাট ॥  
 লেজ্ঞেতে বাক্সিয়া তোরে ডুবা ব সাগরে । চাপিয়া মারিব তোরে সকল বানবে ॥  
 ঘাড়ে ধব্যা ধাকা মার্যা ঘসাডিব মুখ । নখে চির্যা তুখান করিয়া দিব বুক ॥  
 মোর ঠাঞি ঠেকিলি রে কিসের ভারিভুরি । মহীরাবণরূপ ধর্যা রাম কৈলি চুবি ॥  
 একে একে খুঁজিয়া দেখিব ত্রিভুবনে । রাম না পাইলে তোরে বধিব পরাণে ॥  
 সগণ সমেত আজি রাবণে মারিব । লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া সাগরে পেলিব ॥  
 বৃথা যত শ্রম সবে করিছ জীবনে । পুড়িয়া মরিব আজি জলন্ত আগুনে ॥  
 হুহুর শুনিয়া বাণী কান্দে কপিগণ । গাছ পাথর লয়্যা যায় মারিতে বিভীষণ ॥  
 কাতর হইয়া জাম্ববান পানে চায় । বানরে নিষেধ করি প্রবেশিল তায় ॥  
 জাম্ববান বলে মতি জানিয়ে উহার । ধার্মিক বিভীষণ বটে ধর্ম অবতার ॥  
 এত শুনি হুহুমান তারে করে কোপ । বৃদ্ধকালেতে তোর বুদ্ধি হল্য লোপ ॥  
 কোনজনে করিবেক রাক্ষসে বিশ্বাস । ভেদী হয়্যা আশ্রা বেটা কৈল সর্বনাশ ॥  
 হুহুমান বলে আমি জানি উহার কথা । কি বুঝিয়া রঘুনাথ করিলা মিত্রতা ॥  
 লক্ষ্মণ ঠাকুর রামে কর্যাছিল মানা । এই চুরি করালেক ভাবে গেল জানা ॥

এত শুনি পুটপাণি কহে বিভীষণ । সকাতরে স্ত্রীবে করয়ে নিবেদন ॥  
 রাম বিনে অস্ত্রে যদি আছে মোর মন । কোটি পুরুষ আমার নরকে গমন ॥  
 তোমাদের আগে আমি দিব্য কর্যা কই । শ্রীরামের বিনে আমি আর কার নই ॥  
 প্রতারণা কর্যা যদি কই সভার আগে । গোবধ ব্রাহ্মণবধ আস্ত্রা মোরে লাগে ॥  
 স্ত্রীহত্যা সুরাপানে যত পাপ হয় । তত পাপের পাপী হই কহিয়ে নিশ্চয় ॥  
 হনুমান বলে হাতে হাতে দাগা পাবি । মিছামিছি দিব্য কর্যা পালাইয়া যাবি ॥  
 রাক্ষস হইয়া সুরা যেইজন খায় । কে যাবে প্রত্যয় ভাই তাহার কথায় ॥  
 খুঁজ্যা আস্ত্রা রামচন্দ্রে কহে হনুমানে । না পাইলে কর্য সতে যেবা আসে মনে ॥  
 তারপর কপিগণে জাহ্নবান কয় । শ্রীরাম লক্ষ্মণ দু'হে মরিবার নয় ॥  
 ব্রহ্মময় সনাতনে কে পারে মারিতে । কোন ভক্তে গেলা রাম কৃতার্থ করিতে ॥  
 তল্লুক বলেন বাছা বীর হনুমান । কতেক বিপদে বাছা তুমি কৈলে ত্রাণ ॥  
 বিশেষে তোমার তেজ সব জানি আমি । স্নলন্ধে পাতালপুরী প্রবেশ হুঁমি ॥  
 খুঁজ্যা আস্ত্র একে একে যাইয়া পাতালে । না পাইলে প্রবেশিব সভাই অনলে ॥  
 সাবধানে বাধিবে সভাই বিভীষণে । পালাইয়া যায় পাছে নানা মায়া জানে ॥  
 স্ত্রীবে জাহ্নবানে বীর করিয়া প্রণতি । স্নলন্ধে পাতালপুরী প্রবেশে মারুতি ॥  
 গেলেন কাঞ্চনাপুরে পুরী স্বর্ণময় । নানা চিত্র অমরাবতীর ভ্রম হয় ॥  
 দীঘি এক দেখে বীর পুর্বীর বাহিরে । মর্কট হইয়া থাকে গাছের উপরে ॥  
 স্বর্ণকুণ্ড কাঁখে করি যুবতী সকল । সন্ধ্যাকালে সভাই লইতে আসে জল ॥  
 তার পাছু ধিরি ধিরি এক বুড়ী যায় । শাখায় বানর দেখ্যা কহেন সভায় ॥  
 মরণ জানিহ সতে রাম চুরি করে । শিব বলে মারি তোরে নর আর বানরে ॥  
 সভার ঘুচিল মেনে বসতির আশ । নর আর বানর আলায় রাজার বিনাশ ॥  
 রাম লক্ষ্মণ হরে মহী যত দেবে বেথা । ব্রহ্মারে কহিল দেব যত সব কথা ॥  
 বিধি বলে শত্রুবধ পঞ্চদ্বন্দ্ব আছিল । অষ্টাবক্র বিহসিয়া রাক্ষস হটল ॥  
 হনুমান তারে মার্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণ । আনিবেক লঙ্কাপুরে গুন দেবগণ ॥  
 দূতমুখে বার্তা পায়্যা স্থখী দেবগণ । দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় রামের কীর্তন ॥

### মহীরাবণ বধ

কালীর ঘরে গেল হনু শুনি বুড়ীর কথা । হনুমান বলে গুন জগতের মাতা ॥  
 জানিলাম মহীরাবণ তব মায়াবরে । শ্রীরাম লক্ষ্মণে আনে কাঞ্চননগরে ॥  
 বলিদান থাকে তুমি কর্যাছ মনেতে । নরবলি খায়াইব লেজের বাঁড়িতে ॥  
 রাক্ষসী হয়্যাছ তুমি রাক্ষসের বাসে । হনুমানের কথা শুণ্ডা ভদ্রকালী হাসে ॥

কৈলাসে চলিয়া যাহ হেথা কিবা কাজ । রাক্ষসের বাসে থাক নাই বাস লাজ ॥  
 কালী বলে আছি মহীরাবণের ঘরে । শ্রীরাম লক্ষ্মণ দু'হা দেধিবার ভরে ॥  
 মহীরাবণ মার্যা কর রামেরে খালাস ॥ রাম-দরশন কর্যা বাইব কৈলাস ॥  
 এত শুনি শূন্যবেশে কারাগারে গেল । শ্রীরাম লক্ষ্মণে বীর চেতন করাল্য ॥  
 কহ হুহুমান মোরে কে আনিল এথা । মিতা বিভীষণ মোর কপিগণ কোথা ॥  
 হুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল সেনাপতি । জাম্ববান কোথা মোর বিদরয়ে ছাতি ॥  
 মনে মনে চিন্তা করে পবননন্দন । জানা গেল বৈষ্ণব ধার্মিক বিভীষণ ॥  
 জাম্ববানের কথা সত্য বলে ব্রহ্মজ্ঞানে । বাঁচাতে নারিতাম রামে মাল্যে বিভীষণে ॥  
 তোমাতে আত্মাছে মহী হুহুমান কয় । দেবতা গন্ধর্ব আদি কা হতে কি হয় ॥  
 অলক্ষিতে কান্ধে কর্যা লয়্যা যাতে পারি । মহীরাবণেরে তবে কাব বাপে মারি ॥  
 এই কথা মহীরে কহিবে রঘুমণি । দণ্ডবৎ কেমন সে দেখাহ আপনি ॥  
 মহী প্রণমিলে আমি কাটিব তাহারে । উপদেশ কর্যা গেল ভদ্রকালীর ঘরে ॥  
 প্রাতে দেবী পূজিবারে রাজা আগুসার । ছাগল মহিষ মেঘ নৈবেদ্য আপার ॥  
 নগরে পড়িল ঢাক বাজয়ে বাজনা । আবালবনিতাবৃদ্ধ ধায় যত জনা ॥  
 আউশেষ মৃত্যুযোগ করে কপালেতে । দুই ভায়ে লয়্যা যায় বলিদান দিতে ॥  
 প্রবেশ করিল যায়্যা ভদ্রকালী-ঘবে । বিধিমত বলিদান রাজা পূজা করে ॥  
 হাতে ধর্যা বসাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণে । দুটি ভাই চায়্যা আছে ভদ্রকালী-পানে ॥  
 মহী বলে রামচন্দ্র তুমি পুণ্যবান । তব রক্ত ভদ্রকালী কবিবেন পান ॥  
 এত শুনি লক্ষ্মণ চাহে রামের বদন । দেখিতে না পাই প্রহু পবননন্দন ॥  
 মহী বলে কাটি দুটি ভাই হয়্য স্থির । দণ্ডবৎ কর দৌহে নত কর্যা শির ॥  
 মোর পিতা দশরথ অযোধ্যার রাজা । দেবলোক নরলোক যার করে পূজা ॥  
 রাজবংশে জন্ম মোর কহে রঘুমণি । দণ্ডবৎ কেমন সে দেখাহ আপনি ॥  
 দৈবের নির্বন্ধ যে খণ্ডন নাই যায় । নত শির হয়্যা বীর রামকে দেখায় ॥  
 দেবীর আদেশ পায়্যা হুহুমান উঠে । খজাঘাতে তার মাথা কাটে এক চোটে ॥  
 লাফায়্যা উঠিল স্বদ্ধ ভূমে পড়ে মুণ্ড । কাট কাট বলিয়া সঘনে ডাকে তুণ্ড ॥  
 ঘোর শব্দ হলা তার প্রলয় নির্ঘাত । মহীরাবণের নারী হল্য গর্ভপাত ॥  
 মায়ে জিহ্বাসয়ে বীর কি শব্দ হইল । রাণী বলে তব পিতার মাথা কাটা গেল ।  
 আঁচল কাঁকালে বান্ধ্যা ধায় উভরড়ে । হুহুরে মারিতে যায় নিঃশব্দ ছাড়ে ॥  
 অস্ত্রের রহিত দৌহাকার হাত পা । বজ্র চড়ে হুহুমানের না কাঁপিল গা ॥  
 হাতাহাতি ঘোর রণ হুঁহেতে প্রবল । পদভরে ধরণী করিছে দলদল ॥  
 প্রথর নখেতে হুহু আঁচড়য়ে বৃকে । মহীর বেটা অহি যুগ্মে রক্ত উঠে মুখে ॥

দুই বীরে ধরাধরি পাছড়া-পাছড়ি । অবনীমণ্ডলে দু'হে যায় গড়াগড়ি ॥  
 ধরিতে না পারে হস্ত পিছলিয়া যায় । কোপে কাঁপে হুমান করে হায় হায় ॥  
 পবনে স্মরণ করে বিপদে ঠেকিয়া । ধূলায় ধূসর বীর ধরিল আঁটিয়া ॥  
 কক্ষে চাপি বন্ধ ভাঙ্গে মারয়ে আছাড় । মাথার খুলি ভাঙিয়া তার গুঁড়া হৈল হাড় ॥  
 পড়িল মহীর পুত্র কান্দে তার মাতা । ছয় সেনাপতি ধায় কোটি গজ মাতা ॥  
 হস্ত সন্ধে আসিয়া করিল ঘোর রণ ॥ রক্তের নদী বহে তেজিল জীবন ॥  
 ভদ্রকালী শ্রীরামের কহে মুখ হেরি । রাবণ মারিয়া যাহ অঘোধ্যানগরী ॥  
 এত বলি ভদ্রকালী গেল নিজ স্থান । শত্রুধনু শাপান্ত হইতে পাল্য জ্ঞান ॥  
 দুই ভাই দুই স্বন্ধে হস্ত লঙ্কা চলে । কটক-রোদন শুভা জাম্ববান বলে ॥  
 রাম লক্ষণ আনে হস্ত বলিতে বলিতে । দুই ভাই কান্ধে হস্ত আলা আচম্বিতে ॥  
 হস্ত-স্বন্ধে রাম লক্ষণ দেখিবারে পায় । লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি কপিগণ ধায় ॥  
 জুড়াল্য সভার প্রাণ রাম রাম বলে । মৃতদেহে গ্ৰাণ যেন পাইল সকলে ॥  
 রামজয় জয় বল্যা নাচে কপিগণ । লঙ্কায় থাকিয়া শুনে রাজা দশানন ॥  
 শুক সাবণেরে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর । কিবা হেতু সিংহনাদ করিছে বানর ॥  
 শুক সারণ বলে রাজা শুন মন দিয়া । রাম লক্ষণ আনে হস্ত মহীরে মারিয়া ॥  
 শুনি রাজা দশানন শোকে অচেতন । মন্দোদরী তথা আসি দিল দরশন ॥  
 কেন কান্দ মহারাজা হয় অচেতন । তব পাপে মরিল যতেক বীরগণ ॥  
 ইন্দ্রজিত পুত্র মৈল শুন নরপতি । অতিকাঙ্গি পুত্র মরে পাইলে পীরিতি ॥  
 নিষ্ঠুর তোমার হিয়া কি কহিব আর । রাজা বলে আর না বলিহ বারে বার ॥  
 একে পুত্রশোকে মোর দম্ব কলেবর । অস্থির হয়্যাছি মুণ্ডি শরীর জর্জর ॥  
 দ্বিজ কবিশ্রদ্ধ কহে রামপদ সার । কোপে দশানন রাজা কহে পুনর্বার ॥

### রাবণের যুদ্ধযাত্রা

হা হা পুত্র বল্যা রাণী সদা বলে মুখে । কান্দে রাণী মন্দোদরী গেল বাজে বুকে ॥  
 যুবতীর রোদন শুনিয়া দশানন । বিষৃণিত কুড়ি আঁখি করয়ে তর্জন ॥  
 কুটক সমেত মারি শ্রীরাম লক্ষণ । রক্তে মৃতজনাদের করিব তর্পণ ॥  
 সাজে যত বীরঘটা সাজিল রাবণ । কনক মুকুট শিরে নানা আভরণ ॥  
 স্বর্ণরথে চড়ে রাজা নানা অস্ত্রধারী । পুরী হতে বারি হলা বাজে শম্ভু ভেরী ॥  
 সসৈন্তে রাবণ আলা দেখিবারে পায় । পর্বত হাতে কর্যা সর্ব কপিগণ ধায় ॥  
 কুপিল রাক্ষস ঝাঁকে ঝাঁকে এড়ে বাণ । বানর কটক বিদ্ধা করে খান খান ॥  
 বাণ খায়্যা ঘোর শব্দ কুপিল বানর । রাবণ রাজ্য পেল্যা মারে গাছ পাথর ॥



কুপিল রাবণ রাজা পুরিল সন্ধান । একেক বানরে মারে কুড়ি কুড়ি বাণ ॥  
 শত বাণে নলে বিদ্যা করিল জর্জর । হুহুমান শত বাণ মারে লঙ্কেশ্বর ॥  
 আশি বাণ মারে রাজা বালীর নন্দনে । শত বাণ মারিল রাক্ষস বিভীষণে ॥  
 গবাক্ষে পঁচাশি বাণ পুরিল সন্ধান । দধিমুখে দশানন মারে বাটি বাণ ॥  
 বাণে বিদ্যা বানরে করিল জরজর । ভয় পায়্যা ভঙ্গ দিল সকল বানর ॥  
 বিরূপাক্ষ বীর যুঝে দেখি ভয়ঙ্কর । ক্রমিল স্ত্রীবি রাজা যমের দোসর ॥  
 সেনায় আবৃত স্থান শিলাতাল হাতে । শব্দ কর্যা পেলে যত রাক্ষসের মাথে ॥  
 পর্বত-সমান রক্ষ কেবা পড়ে কোথা । গুণিতে ভাসিল সিন্ধু রাজা পায় বেথা ॥  
 বিরূপাক্ষ ডাক্যা বলে স্ত্রীবি রাজারে । আজি তোরে বধিয়া পাঠাব যমঘরে ॥  
 ঘোর খড়্গ তুলে বীর স্ত্রীবি মারিতে । শত খান করে খড়্গ শিলার আঘাতে ॥  
 কুপিয়া স্ত্রীবি মারে ললাটে চাপড় । বিরূপাক্ষ বীর মরে কর্যা ধড়পড় ॥  
 মর্তবীর দেখে বিরূপাক্ষ মল্য রণে । খড়্গ লয়্যা ধায় বীর স্ত্রীবীরের পানে ॥  
 হস্তে হতে স্ত্রীবি কাড়িয়া লয় খাঁড়া । মুষ্টির আঘাতে তার মাথা কৈল গুঁড়া ॥  
 মর্তবীর বধিতে উন্নত বেগে ধায় । জাঠা পেল্যা মারে বীর অঙ্গদের গায় ॥  
 আপনা সারিয়া বজ্রমুষ্টি মারে বৃকে । ভূমে পড়ি প্রাণ ছাড়ে রক্ত উঠে মুখে ॥  
 সারথিরে ডাক্যা কয় রাজা দশানন । তথা রথ লেহ যথা শ্রীরাম লক্ষণ ॥  
 লেখাব দক্ষিণদিগে পেছায় বসতি । রামলীলা কহে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ॥

### রাবণের ক্রোধ

যুদ্ধেতে মার্যাছে ইস্তজিত হেন তোক । রাম লক্ষণ মারিয়া ঘুচাব পুত্রশোক ॥  
 রঘুবংশের বৃক্ষ রাম সীতা পুষ্প-ফলে । সভাই মরিব রাম লক্ষণ মরিলে ॥  
 সারথি চালাল্য রথ রামের গোচরে । ভঙ্গ দিল কটক সব দেখ্যা লঙ্কেশ্ববে ॥  
 কটকে আশ্বাসি রাম কহে বিভীষণে । ধনুর্বাণ রথোপরি আলা কোনজনে ॥  
 বিভীষণ বলে গোসাঞি নিবেদন করি । রাবণ উহার নাম লক্ষা অধিকারী ॥  
 কামুক ধরিয়া রাম করয়ে তর্জন । বহু ভাগ্যে তোর সঙ্গে হল্য দরশন ॥  
 রামসঙ্গে স্ত্রীবি সুষেণ বিভীষণ । ভায়ের কাছে কাছে যান স্ত্রিমিত্রানন্দন ॥  
 রাবণের পানে দৃষ্টি করি দয়ানিধি । গর্জিয়া উত্তর কন কোপে সীতাপতি ॥  
 ভাগ্যফলে রক্ষণলে দেখা তব সঙ্গ । আইছ যদি যুঝ তবে পাছে দেহ ভঙ্গ ॥  
 অগ্ন দশমাস মধ্যে দেখা তব সনে । মোর ভাগ্যে বিধি আনি মিলাল্য যতনে ॥  
 কর্যা বহু সংগ্রাম আত্মাছ সীতা নারী । অত্যাধি তোমার বিক্রম সদা স্মরি ॥  
 যত বাণশিকা আজি মনের সাধে যুঝ । ফির্যা যাবে লঙ্কায় এমন আশ তেজ ॥

শুনিয়া রামের বাক্য হাসে দশানন । অবনীতে খ্যাত আমি অজয় রাবণ ॥  
 জাতে যে রাক্ষস আমি ভক্ষণ বানর । সংহারি সকল কপি আজি যাব ঘর ॥  
 দুর্লভ মনুষ্য-মাংস খুঁজি নিরবধি । মনের মানসে আত্মা মুখে দিল বিধি ॥  
 শ্রীরাম রাবণে বাক্য হয় যথোচিত । ধনুকে টঙ্কার দিলা স্মিত্রার হৃত ॥  
 সিংহনাদ ছাড়িয়া রাবণপানে চান । ওরে পাপী দুষ্ট তোর বধিব পরাণ ॥  
 রাবণ বলে তোর লাগ্যা আইছি আজি রণে । আজি তোর হবে দেখা ইন্দ্রজিত-সনে ॥  
 বাণের প্রতাপ পারা দেখ নাই মোর । এক বাণ সহিবি এত জীবন কোথা তোর ॥  
 লক্ষ্মণ বলেন দর্প তোর সব জানি । যুদ্ধ কর্যা জিত্যা যাসি তবে সে বাখানি ॥  
 এত শুনি রাবণ কাঁপিছে কোপাবেশে । রুঘিলা শ্রীবামচন্দ্র কবিচন্দ্র ভাষে ॥

### লক্ষ্মণের শক্তিশেল

রামের উদ্दिশে বাণ ছাড়ে দশানন । শূন্যপথে বাণ কাটে কমললোচন ॥  
 বাণ গোটা বার্থ কোপে কাঁপে লঙ্কেশ্বর । জাঠাগাছ গর্জিয়া এড়িল তারপর ॥  
 বাজিল বামের ভালে হল্য রক্তপাত । বুক বায়্যা পড়ে ধারা যুঁহা রঘুনাথ ॥  
 জ্ঞান পায়্যা কতক্ষণে গুণে বাণ ছুড়ি । কোপে পূর্ণ রাবণ উদ্दिশে দিলা ছাড়ি ॥  
 অগ্নিবৃষ্টি করে বেগে বাণ গোটা চলে । ঘন ঘন গর্জে বাজে রাবণ-কপালে ॥  
 ফলা গোটা ভালে বাজে ভক্ষয়ে রুধির । বাহুবলে বহ যত্নে করিলা বাহির ॥  
 ব্যস্ত হয়্যা হস্ত দিয়া সম্বরে গুণিত । কোপাবেশে বাণ বর্ধে শ্রীরাম চিস্তিত ॥  
 দশ হস্তে সব্য শর ধনু দশ হাতে । আকাশেতে দেবগণ লাগিলা দেখিতে ॥  
 আছিল আকাশপথে প্রশংসে অমর । আগালা স্মিত্রাহৃত লয়্যা ধনুঃশর ॥  
 কুপিয়া লক্ষ্মণ দিল ধনুকে টঙ্কার । শব্দে দশদিগ পূর্ণ বিষয় সভার ॥  
 রাবণ বলেন বীর আর কোথা যাবি । না পালাস থাক থাক পরাণে মরিবি ॥  
 লক্ষ্মণ বলেন তোর কি করে কথায় । বীরের বীরত্বপনা যুদ্ধে জানা যায় ॥  
 অরে পাপ দুরাচার পালাইবি কোথা । বাণে কাট্যা পেলিব এখন দশ মাথা ॥  
 কুপিল রাবণ রাজা পূরিল সন্ধান । কাটিয়া স্মিত্রাহৃত করে খান খান ॥  
 এডিল হাজার বাণ বীর দশানন । আচ্ছন্ন হইলা বাণে স্মিত্রানন্দন ॥  
 বিভীষণ স্ত্রীবাদি যতেক বানরে । পরাত্তব কর্যা ধায় রামের উপরে ॥  
 রাবণে বিদ্ধিয়া রাম করিলা জর্জর । দুই গজে ঘেন যুদ্ধ হয় পরস্পর ॥  
 পৃথিবী ঘুরিয়া বলে করে টলবল । বাণশব্দে ত্রাস পায় রাক্ষস স্ককুল ॥  
 রাবণ মারয়ে বাণ শ্রীরামের গায় । রুঘিয়া জানকীনাথ ভল্লৈ কাটে তায় ॥  
 পরস্পর বাণবৃষ্টি ঢাকিল গগন । রণশূর দুই বীর শ্রীরাম রাবণ ॥

রঘুনাথ বাণবৃষ্টি করে অবিরত । পতাকা কবচ ঘোড়া কাটিলেন রথ ॥  
 লাফ দিয়া রাবণ চড়িল আর রথে । সম্মোহন অস্ত্রে মোহ করে রঘুনাথে ॥  
 হেনকালে বিভীষণ স্ত্রী ব লক্ষণ । রাবণ উপরে করে বাণ-বরষণ ॥  
 কোপ করি দশানন কহে বিভীষণে । কুলাস্তক পাপমতি গেলি এতদিনে ॥  
 পতাকা সারথি ঘোড়া কাটিল লক্ষণ । গদার আঘাতে রথ তাকে বিভীষণ ॥  
 বিরথী হইয়া রাজা চাপে অস্ত্র রথে । বিভীষণে মারিবারে বাণ কৈল হাথে ॥  
 এড়িলেক বোর বাণ পুরিয়া সন্ধান । অৰ্পণে কাটে লক্ষণ করি খান খান ॥  
 পুনর্বার শক্তি এডে রাজা দশানন । ডাক্য বলে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষণ ॥  
 লক্ষণ এড়িল বাণ তারা যেন ছুটে । তিন খান করিয়া রাজার শক্তি কাটে ॥  
 শেলপাট কাটা গেল কোপে দশানন । ডাক দিয়া বলে বীর গুনরে লক্ষণ ॥  
 বারে বারে রক্ষা তুমি বিভীষণে কর । এবার যাইতে তোবে হল্য যমঘর ॥  
 ময়দত্ত ঘোর শক্তি তুল্যা নিল হাতে । ভেদিব তোমার বুক শক্তিব আঘাতে ॥  
 এত বলি দশানন শক্তি ধরে কোপে । চমকিত রঘুনাথ দেবাসুর কাঁপে ॥  
 হেন শক্তি লক্ষণ বহিতে বীর তুলে । সূর্যের সমান তেজ মুখে অগ্নি জলে ॥  
 লক্ষণে ডাকিয়া বলে রাজা দশানন । পিতামাতা এইকালে করহ স্মরণ ॥  
 যুবতীরে পুনরপি আর না দেখিবে । শেলাঘাতে মোর হাতে পরাণ হারাবে ॥  
 এড়িল দারুণ শক্তি মেঘ যেন গাজে । দশদিগ অগ্নিময় শত ঘণ্টা বাজে ॥  
 দারুণ শক্তির তেজে দেবাসুর কাঁপে । রামচন্দ্র চমকিত ভয় তিন লোকে ॥  
 দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রে বাক্য নাঞি সরে । স্তম্বেণ স্ত্রী ব ময়ী হাহাকাব করে ॥  
 যতেক বানরগণ চতুর্দিগে চায় । হুহ বলে বিভীষণ কি করি উপায় ॥  
 শেল দেখ্যা লক্ষণের গুথাইল মুখ । ভাই পানে চান রাম ফাট্য যায় বুক ॥  
 মোহেতে ব্যাকুল তহু শেলপানে চায়্যা । বিনয়ে বলেন কিছু কৃতান্তলি হয়্যা ॥  
 দেবরূপে শেল তুমি জিতুবন খ্যাত । রাবণ পায়্যাছে ময় দানবের দত্ত ॥  
 গুণাছি তোমার বল ব্রহ্মাদি বাখানে । জোড়হাতে বলি আমি না বাজ্য লক্ষণে ॥  
 প্রাণাধিক আমার লক্ষণ গুণমণি । তব ঠাঞি ভাই দান মাগ্যা নিলাম আমি ॥  
 ব্যাকুলি করেন রাম শেল নাঞি শুনে । আল কর্যা আইসে বেগে গর্জিয়া গগনে ॥  
 কত স্তব কৈলা রাম শেল না ফিরিল । ডাক্য কন রামচন্দ্র সর্বনাশ হল্য ॥  
 ঝাটি ঝগড়া শেল মুঘল মুদারে । নানা অস্ত্র এডে লক্ষণ শেলের উপরে ॥  
 শেল কাটিবারে বীর নানা অস্ত্র এডে । যত বাণ এডে বীর শেলমুখে পুড়ে ॥  
 ফিরাতে না পার্যা শেল লক্ষণের ভয় । ময়দত্ত শেল সেই দেবের দুর্জয় ॥  
 হেদেদে দারুণ শেল বলিরে তোমাকে । লক্ষণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বুক ॥

অব্যর্থ দারুণ শেল সেহ নাকি কিরে । লক্ষ্মণের বৃকে ভেদ করিল নির্ভরে ॥  
 শেলাঘাতে মহাবীর হইল অজ্ঞান । ঠাকুর লক্ষ্মণ তবে ধরণী লোটান ॥  
 ভূমে পড়্য শ্রীরাম শ্রীরাম বলি ডাকে । অচেতন হল্য রাম লক্ষ্মণের শোকে ॥  
 রথে হতে রাবণ নাখিলা অবনীতে । আঁকড়িয়া লক্ষ্মণে তুলিতে চায় রথে ॥  
 ভূমি ছাড়া লক্ষ্মণে করিতে রাজ্য নারে । বিস্ময় ভাবিয়া নিন্দা করে আপনারে ॥  
 অনাথের নাথ প্রভু লোকের আশ্রয় । অনন্ত অমৃত শক্তি দেব বিষ্ণুময় ॥  
 রাবণের কিবা তেজ তাহারে উঠায় । হেনকালে হুম্মান দেখিবারে পায় ॥  
 মাথায় মারয়ে মুষ্টি পবননন্দন । মুছ' হয়্য ভূমেতে পড়িল দশানন ॥  
 ঘুর্য্য বুলে দশানন রক্ত উঠে মুখে । পুন পদাঘাত হুহু মারে তার বৃকে ॥  
 চেতন পাইয়া রাজ্য চাপিলেন রথে । লক্ষ্মণে আনিল হুহু রামের সাক্ষাতে ॥  
 তখনে রাবণ করে বাণ-বরিষণ । লক্ষ্মণে ছাড়িয়া যায় যত কপিগণ ॥  
 রামচন্দ্র ডাকিয়া কহেন কপিগণে । ভয় নাঞি ভঙ্গ কেহ নাঞি দিহ রণে ॥  
 সতে মেল্য রক্ষা কর প্রাণের লক্ষ্মণে । রণেতে মারিব আজি রাজ্য দশাননে ॥  
 রাবণ মারুক মোরে আমি বা রাবণে । দণ্ড দুই বই এবে দেখিবে নয়ানে ॥  
 রাজ্যনাশ বনবাস সীতার হরণে । ঘুচাব সকল দুঃখ বধিয়া রাবণে ॥  
 বালীবধ সেতুবন্ধ কৈল যে কারণে । রাবণ বধিয়া যশ খুব জিভুবনে ॥  
 রামের কথায় সতে সাহসে দেই ভর । আগুনিয়া রহিল লক্ষ্মণ ধনুর্ধর ॥  
 ভ্রাতৃশোকে যুঝে রাম শরগণি হাথে । বাজিল দারুণ যুদ্ধ রাবণের সাথে ॥  
 পরস্পর দুই বীরে হয় ঘোর রণ । বাণাঘাতে কাতর হইল দশানন ॥  
 মুকুট কাটিল্য রাম অর্ধচন্দ্র বাণে । রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইল দশাননে ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে আধ্যাত্মিক মত । লঙ্কাকাণ্ডে রামলীলা বাল্মীকি [কথিত] ॥

### লক্ষ্মণের পতন

রণ জিত্য আল্য রাম লক্ষ্মণের কাছে । ধূলায়ে ধূসর তহু পড়িয়া রয়্যাছে ॥  
 স্ববেণে ডাকেন রাম বৃক নাঞি বাঞ্ছে । পড়িয়া অবনীতলে রামচন্দ্র কান্দে ॥  
 ইন্দ্রজিত হেন বীর মারিলে যুদ্ধেতে । নড়িতে চড়িতে নার শেলের আঘাতে ॥  
 জঁটী বাকল পর্যা বনে মোর সঙ্গে আলে । হুর্জয় দারুণ শেলে পরাণ হারালে ॥  
 না বাঁচিব একদণ্ড আমি তোমা বিহু । কেমনে ধরিব হিয়া তিয়াগিব তহু ॥  
 লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বল্য রামচন্দ্র ডাকে । আগেতে মরিলে ভাই রাখিয়া আমাকে ॥  
 আগে মোর জন্ম কর্ম বেদবিদ্যা শিক্ষা । বিবাহ আমার আগে গুরুকূলে দীক্ষা ॥  
 বৃকিতে নারিহু আমি ধাতার লিখন । পশ্চাতে লিখিল কেন আমার মরণ ॥

কৈকয়ের বচনে বাপ বনবাস দিল । বনবাস দিয়া মোরে পরাণ ছাড়িল ॥  
 হায় হায় দেশেতে মরিল মোর পিতা । পঞ্চবটা বনে আমি হারাইছ সীতা ॥  
 সমুদ্র বান্ধিছ আমি হারায়্যা জানকী । আজি যুদ্ধে হারাইছ লক্ষ্মণ ধানুকী ॥  
 তোমা হারাইয়া যাব অযোধ্যানগরে । কি বল্যা বলিব যায়া স্মিত্রা মায়েরে ॥  
 কাতর হইয়া রাম কান্দে অবিরত । অযোধ্যা যাইতে ভাই না রাখিলে পথ ॥  
 কি বল্যা বলিব রে ভরথ শরৎধনে । সভাই মরিব শোকে না দেখ্যা লক্ষ্মণে ॥  
 আর নাঞি যাব ভাই অযোধ্যানগরী । জপিয়া তোমার নাম হব দেশান্তরী ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বান্দীকি পুরাণ । রামলীলা শুনে যেই সর্বত্র কল্যাণ ॥

### রামের বিলাপ

ধূলায় পড়িয়া রাম : প্রভু দুর্বাদলশ্যাম : কান্দেন লক্ষ্মণ কব্যা বুকে ।  
 আর কি পরাণে জিব : কোথা গেলে তোমা পাব : কি বলিব অযোধ্যাবাসীকে ॥  
 লক্ষ্মণের পানে চায়্যা : পড়ে প্রভু মুছা হইয়া : খস্তা পড়ে হাতের ধনুক ।  
 লোচন রক্তের ছটা : ভূতলে লোটায় জটা . অশ্রুধাবা পড়ে বায়্যা বুক ॥  
 একবার উঠে ভ্রমে . কখন পড়েন ভ্রমে কভু ডাকে উঠ ভাই বল্যা ।  
 কভু বুক বুক দিয়া . চান্দমুখ নিরখিয়া . কখন কান্দেন ফুল্যা ফুল্যা ॥  
 কখন ধরেন গলে : ডাকেন শ্রবণ-মূলে : উঠ ভাই ডাকে তব বাম ।  
 আমার সঙ্গতি ছাড়ি : কি স্থখে ধূলায় পডি . বুঝি প্রায় হবে মোরে বাম ॥  
 এত কেনে অভিমান : মুগ্ধা থাক ছু নয়ান : বিদেশে হারান্ন আমি আনি ।  
 না যাব অযোধ্যাপুরী : তোমা বিনে দেশান্তরী : ছাড়্যা গেল জনকনন্দিনী ॥  
 আমার তপস্তা বক্র : দারুণ বিধির চক্র : তিনজনে আইলাম বন ।  
 তাহাতে লাগিল ধাতা : কাননে হারান্ন সীতা : আপন বুদ্ধে হারান্ন লক্ষ্মণ ॥  
 স্তম্ভিকার ভাণ্ড লাগি : সোনার গাগরী ভাঙ্গি : কেমনে দেখাব এনা মুখ ।  
 লক্ষ্মণে বান্ধিয়া গলে : ভাসিব সাগরজলে : ঘুচাইব মনের যত দুখ ॥  
 না বহে নাসায় শ্বাস : রকতে ভিজিছে পাশ : ভূমেতে রয়্যাছ মহাবীর ।  
 আমি ডাকি পুন পুন : শুভ্রা কেন নাঞি শুন : তেমনি রয়্যাছে ধনুতীর ॥  
 স্থির হল্য দুটি আঁখি : মরণের চিহ্ন দেখি : মলিন হইল চান্দমুখ ।  
 মোরে ছাড়্যা না যাইহ : আমারে সঙ্গতি লেহ : বিদরিয়া যায় মোর বুক ॥  
 বন আসিবার পথে : তোমা লয়্যা হাথে হাথে : সঁপ্যা দিল স্মিত্রা জননী ।  
 মরিলে আমার লাগি : হল্যাম তব বধভাগী : লোটায়্যা কান্দেন রঘুমণি ॥  
 বানর না ধরে প্রাণ : কান্দে বীর হুমান : যত কটক লক্ষ্মণের মোহে ।

কটকে কান্দনা রোল : কার নাঞ্চি মুখে বোল : পঙ্কিল বসুধা হল্য লোহে ॥  
 রকত মুছান যত : রকত পড়য়ে তত : শেলের ঘা কি মুছাইলে রয় ।  
 দূরে ফেল্যা ধন্য তীর : শোকে ভাসে রঘুবীর : রামলীলা কবিচন্দ্র কয় ॥

### ঐষধ সন্ধানে হনুমানের যাত্রা

আর যুদ্ধে কাজ নাঞ্চি রামচন্দ্র বলে । রণে পড়্যা ভাই মোর রয়্যাছে ভূতলে ॥  
 কি কাজ জীবনে আর কি কাজ জানকী । শেলে হারাইলু আজি অজয় ধাতুকী ।  
 হায় মরি হিয়া কাটে না বলিলে কিছু । ধন্য হাতে কে বুলিব মোর পাছু পাছু ॥  
 বিভীষণে ডাক্যা রাম কহে বারে বার । সত্যে বন্দী রহিলাম না শুধিহু ধার ॥  
 ভরথে আগ্নাহ মিত্র অযোধ্যা হইতে । মারিবেক লঙ্কেশ্বরে দেখিবে সাক্ষাতে ॥  
 রাবণ মরিলে হব সীতার উদ্ধার । তুমি রাজা হবে আমি সত্যে হব পার ॥  
 স্ত্রীবে কহেন মিত্র কার মুখ চাহ । বানর কটক লয়্যা কিস্কিন্দ্যায় যাহ ॥  
 রামচন্দ্র কোলে কর্যা কহে হনুমানে । অতঃপর মহাবীর যাহ নিজ স্থানে ॥  
 পুন আর অযোধ্যানগরে নাঞ্চি যাব । লক্ষ্মণের নাম জপ্যা ভিক্ষা মাগ্যা খাব ॥  
 লক্ষ্মণে দেখিয়া রাম মুছাগত হল্য । অবনীমণ্ডলে শোকে শ্রীরাম পড়িল ॥  
 হইয়া মানবদেহ বাড়ে বড় শোক । বুঝ্যা দেখ অণ্ডে কিসে লাগে নরলোক ॥  
 জোড়হাতে কহে ধন্যস্তরির নন্দন । শোক না করিহ রাম বাঁচিবে লক্ষ্মণ ॥  
 আঁথে মুখে মরণের চিহ্ন আমি জানি । লক্ষ্মণের শ্বাস বহে দেখ রঘুমানি ॥  
 লক্ষ্মণে করিয়া কোলে বসিলেন রাম । স্নেহে বলেন শুন বীর হনুমান ॥  
 গন্ধমাদনে আছে বিশল্যকরণী । ঐষধ পরশে মৃতজন পায় প্রাণি ॥  
 হরিত বর্ণের ফল পীতবর্ণ পাতা । রক্তবর্ণ ফুল তার রাক্ষা রাক্ষা লতা ॥  
 হাহা হুহু গন্ধর্ব আছে গিরিমাথে । যুদ্ধ কর্যা থাক পাছে তাহাদের সাথে ॥  
 সাধহ রামের কার্য চল বাউপথে । ঐষধ আনিবে বাত্রি থাকিতে থাকিতে ॥  
 সূর্যের উদয় হল্যে বাঁচাতে নারিব । দারুণ শেলের ঘায়ে লক্ষ্মণ মরিব ॥  
 রামচন্দ্র বলে শুন পবননন্দন । ত্রিভুবনে যশ রাখ বাঁচায়্যা লক্ষ্মণ ॥  
 রামপদদ্বন্দ্ব বন্দ্যা কহে জোড়করে । প্রাণ যায় প্রাণ দিব লক্ষ্মণের তরে ॥  
 লক্ষ্য দিয়া মহাবীর উঠে বাউপথে । কবিচন্দ্র কহে যায় ঐষধ আনিতে ॥

### কালনেমি বধ

লঙ্কার উপরে যায় পবননন্দন । কালনেমি পাড়ে ডাক্যা দৈত্যরাক্ষস রাবণ ॥  
 মূনিবেশে থাক গিয়া গন্ধমাদনে । সরোবরে পাঠাইবে বীর হনুমানে ॥

কুন্তীরিণী আছে এক সেই সরোবরে । হুহুমানের লাগ পালো ভরিবে উদরে ॥  
 হুহুমান মলে হেথা মরিব লক্ষ্মণ । লক্ষ্মণ মরিলে রাম তেজিব জীবন ॥  
 বিভাগ করিয়া লক্ষা দুইজনে খাব । কর্মসিদ্ধ কর্যা আলে অর্ধরাজ্য দিব ॥  
 এত শুণ্য কালনেমি কহে লঙ্কেশ্বরে । মারীর দশ প্রায় করিলি আমারে ॥  
 ঘরপোড়ার হাতে আমি তিলেক না জিব । পরাণে বাঁচিয়া আলে অর্ধরাজ্য খাব ॥  
 দড়ি পেল্যা বাঁট্যা লব অর্ধ লক্ষাপুরী । ভাল ভাল বাছ্যা লব দশ হাজার নারী ॥  
 মনের গমনে গেল গন্ধমাদন । মায়ায় করিল বীর দিব্য তপোবন ॥  
 মুনিবেশ গিরে জটা বুক জুড়্যা দাড়ি । করে করজাপ্য মালা কমণ্ডলুধারী ॥  
 বাউবেগে এথা হুহুমান কথোক্ষণে । উপনীত হল্য গিয়া গন্ধমাদনে ॥  
 মুনির আশ্রম দেখি পর্বত নিকটে । কাছে গেল হুহুমান কালনেমি উঠে ॥  
 তপস্বী দেখিয়া বীর করিল প্রণাম । পরিচয় দিল মোর নাম হুহুমান ॥  
 মুনি বলে কপিরাজ আমাব অতিথি । শ্রম দূব কর বাপু জুড়াহ সম্প্রতি ॥  
 ঔষধের তরে তুমি কর্যাছ গমন । যোগবলে দেখি আমি বাঁচিব লক্ষ্মণ ॥  
 হুহুমান বলে গোসাঞি কোথা পাব জল ॥ তপস্বী দেখায়া দিল দিব্য সর্বোবব ॥  
 সরোবর-জলে নামে পবননন্দনে । ভয়ঙ্কর কুন্তীরিণী ধবিল চবণে ॥  
 বাস্ত হুহুমান মহাবীর কোপে লক্ষ দিল । কুন্তীর সহিত গিয়া পাডেতে পড়িল ॥  
 দুহাতে ধবিয়া মুখ চিবিয়া পেলিল । মৃত হুহুমান গন্ধকালি রখেতে চড়িল ॥  
 হুহুমানে কহে নারী হুহুমান ক্রুতাজলি । গন্ধবী আছিল আমি নাম গন্ধকালি ॥  
 যক্ষ নামে মুনি অঙ্গে পদ-পরশন । কুন্তীরিণী হৈল মুনিশাপের কাবণ ॥  
 রাববের দূত তুমি পবনেন সূত । পাপে মৃত তব অঙ্গ-পরশনে প্রীত ॥  
 আস্তাছ ঔষধ নিতে জানিহু সকল । মুনির আশ্রমে নাই খাঅ ফল জল ॥  
 রাববের চব বেটা কহিয়ে তোমাবে । ভজন যজন বেটা মিছামিছি করে ॥  
 সাবধান হয় হুহু তপস্বীর স্থানে । গন্ধকালি কর্যা গেল মুনি ভাবে মনে ॥  
 কালনেমি কত কথা ভাবে মনে মনে । বতিলাম কপি বেটা মৈল এতক্ষণে ॥  
 বুদ্ধিবলে সিদ্ধ হৈল অসম্ভব কাজ । অতঃপর হব গিয়া লক্ষ্মণহীরাজ ॥  
 পূর্বভাগে লক্ষার অর্ধেক যায়্যা লব । পশ্চিমদিগের অংশ দশাননে দিব ॥  
 পাত্র মিত্র সেনাপতি বাঁট্যা নিব অস্ত্র । বারি কর্যা বাছ্যা নিব ভাল ভাল বস্ত্র ॥  
 মাথায় বান্ধিব চির্যা যত খাসাজোড়া । তবলে বান্ধিব লয়্যা বাছা বাছা ঘোড়া ॥  
 আর এক মনে আছে অগ্রেতে করিব । বাছ্যা বাছ্যা অর্ধগুলা বিভাধরী লব ॥  
 আর এক কথা আমি মনে মনে করি । কার ভাগ্যে পড়ে মেনে রাগী মন্দোদরী ॥  
 কুন্তীরিণী হুহুমানে করিলেক গ্রাস । অতঃপর লক্ষ্মণের হইল বিনাশ ॥

দূরে আস্য হুম্মান দেখিবারে পায় । আস আস হুম্মান ডাকে উত্তরায় ॥  
 হের আস্য হুম্মান উপদেশ কই । বিজ্ঞাবলে অবহেলে ঔষধ চিনই ॥  
 গ্রহণ করহ মন্ত্র ভক্তিভাবে লেহ । চিরজীবী হবে গুরু-দক্ষিণা ত দেহ ॥  
 বজ্রমুষ্টি ধর্যা বলে গোসাঞি আগ্যাহ । রূপা কর্যা বুক পাত্যা গুরুদক্ষি লেহ ॥  
 এত বল্য বজ্রমুষ্টি মারে তার বুক । অষ্ট মণ্ড ধর্যা বীর মার মার ডাকে ॥  
 ঘোর যুদ্ধ হয় দু'হে হস্তপদাঘাতে । দৌহে খণ্ড খণ্ড হয় দু'হার যুদ্ধেতে ॥  
 ওষ্ঠাগত কালনেমি ধরিল শিয়ান । ব্রহ্মতালু তাকিয়া কিলায় হুম্মান ॥  
 হস্ত পদ মণ্ড তার পেটে ঢুকাইল । মাংসপিণ্ডবৎ যেন কালনেমি হল্য ॥  
 কালনেমিবধ কথা এতদূরে সায় । আধ্যাত্মিক রামলীলা কবিচন্দ্র গায় ॥

### হুম্মানের ঔষধ-সন্ধান

কালনেমি বধ করি : শ্রীরাম স্মরণ করি : হুম্মান সামালে আপনা ।  
 দুহাতে ধরিয়া তায় : শূণ্যপথে উঠ্যা যায় : ফেল্যা দিল যেখানে রাবণা ॥  
 ছাদশ বর্ষের পথ : গন্ধমাদন পর্বত : শুনিতে আশ্চর্য লাগে মনে ।  
 বাহুবলে ফিকে হস্ত : পড়ে কালনেমি-তনু : দশানন বসিয়া যেখানে ॥  
 দেখিয়া কম্পিত ভূপ : বলে একি অপরূপ : কেবা ত পড়িল মাংসপিণ্ড ।  
 নিশ্চয় জানিতে নারে : মনে অহুমান করে : রয় রাজা চায়া চারিদণ্ড ॥  
 পাত্র মিত্র অস্ত্রভাবে : কালনেমি বলে সতে : রাবণ রহিল চিত্রবৎ ।  
 হায় কালনেমি মৈল : সেইকালে কয়্যাছিল : বিধিমতে মোরে হিতপথ ॥  
 দশানন ভাবে বেথা : বীর হুম্মান হোথা : উঠে গিয়া পর্বত উপর ।  
 ঔষধ খুঁজিয়া বুলে : দেখে বীর হেনকালে : পর্বতে আভাস দিবাকর ॥  
 দেখ্যা বীর চমকিত : মনে ভাবে সচিস্তিত : তবে কি করিহু বীরপনা ।  
 সূর্যের উদয় হলে : ঠাকুর মরিব হলে : বুখা হল্য এতেক যন্ত্রণা ॥  
 ছাড়িয়া পর্বত অগ্র : চলে বীর মহা ব্যগ্র : পূর্বদিগ ভাস্করের কাছে ।  
 ওখা রবি লয়্যা দড়া : সাজন রথের ঘোড়া : উদয়ে বিলম্ব কিছু আছে ॥  
 হেনকালে গেল হস্ত : ভূমেতে লোটায়া তনু : প্রণাম করিল ভক্তিভাবে ।  
 উঠে ধরা পরিহারি : দুটি হস্ত জোড় করি : আখ্যান জিজ্ঞাসা করে তবে ॥  
 হাশ্চা হাশ্চা সূর্য কয় : শুন কপি মহাশয় : প্রধান আখ্যান নাম ভাছু ।  
 শুনিয়া রবির উক্তি : বলে বীর মহামতি : গোসাঞি আগ্যার নাম হস্ত ॥  
 অন্ত্যাক্ষরে মিলাইল : মিতা বল্যা মোরে বল : রূপা কর করি কোলাকুলি ।  
 বিধির ঘটনা ভাল : কোল দিতে সূর্য গেল : হুম্মান রাখে ঝাঁকতলি ॥



রথ সম সূর্য লয়া : যান বীর বেগে ধায়া : বিস্তর আনন্দ হলা মনে ।  
 রাখ্যাছি রবিরে চাকি : আর মোর ভয় কি : যাই কে ন পারি যতক্ষণে ॥  
 এরূপ আনন্দ ভাবে : আসিয়া পর্বতে নাবে : যক্ষগণ দেখয়ে সকল ।  
 আসিয়া নিকটে তার : জিজ্ঞাসেন সমাচার : বিশল্যকরণী কোথা বল ॥  
 আমি পবনের স্তত : রাখব রামের দূত : লক্ষণ পড়িয়া শক্তিশেলে ।  
 কিবা কহ নাঞ্চি বুঝি : সতত ঔষধ খুঁজি : লক্ষণ মরিবে রাত্রি গেলে ॥  
 শুভ্রা এত বিবরণ : হস্তা উঠে যক্ষগণ : কেবা রাম লক্ষণ কোথা থাকে ।  
 কেহ কেহ কয় হস্তা জিজ্ঞাসা করয়ে আশা : মরণ ছুটপটি পারা তোকে ॥  
 কেহ কানে দেয় কাঠি : কেহ বা মারয়ে লাথি : কেহ কেহ লেজে ধর্যা টানে ।  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় : হস্ত হলা বজ্রকায় : সংহার করিল যক্ষগণে ॥

### বাঁটুলের আঘাতে হনুমানের পতন

বিনাশ করিল বীর তিন কোটি গন্ধর্বে । ভ্রমণ করয়ে বীর ঔষধ-সন্দেহে ॥  
 স্রবণ ঔষধ চিহ্ন বল্যাছিল যা । ভুল্যাছে পবন-স্তত স্মৃতি নাই তা ॥  
 অহুমান করে তবে পবন-তনয় । গন্ধমাদন গিরি এ বটে নিশ্চয় ॥  
 ইহাতে ঔষধ আছে নয় অন্মত । মাথে কর্যা লয়া যাই সম্যক পর্বত ॥  
 এই যুক্তি হনুমান সারাৎসার কৈল । রাবণ নিকটে দূত উপনীত হলা ॥  
 জোড়হাতে দূত কহে শুন দশানন । যে জন্তু পাঠালে মোরে করি নিবেদন ॥  
 পূর্বদিগে উদয় হইতে সূর্য গেল । সেই স্থলে হনুমান উপনীত হলা ॥  
 দুইজনে কথা কহে হাসিয়া হাসিয়া । আমরা দেখিয়ে চায়া অন্তরে থাকিয়া ॥  
 হনুমান কিবা বলে ভাঙ্গ নাড়ে মাথা । বুঝিতে নারিত্ত দেব-বানরের কথা ॥  
 হনুমান মহাবীর কহিয়ে তোমারে । সূর্যেরে ধরিয়া রাখে কক্ষের ভিতরে ॥  
 শুনি দশানন রাজা ভাবে মনে মনে । মরণ নিশ্চয় মোর হলা এতদিনে ॥  
 হেথা সেইখানে বীর পবননন্দনে । পর্বত ধরিয়া বীর দুই হাতে টানে ॥  
 পর্বত উপাড়া লয় বীর হনুমান । মাথে কর্যা মহাবীর করিল পয়ান ॥  
 দশ যোজন দীর্ঘে আড়ে পঞ্চ যোজন । দেবগণ বলে ধন্ত পবননন্দন ॥  
 ত্রীরামের কথা মারুতির পড়ে মনে । নন্দীগ্রাম দিয়া যায় উঠিয়া গগনে ॥  
 আছিল পূর্ণমা তিথি হলা অন্ধকার । ধাইল সকল প্রজা কর্যা হাহাকার ॥  
 ধাইল ভরথ বীর দেখে বাউপথে । বজ্র বাঁটুল নিল গুলতাঞ্চিত হাতে ॥  
 পাঁচকা লজিয়া যায় দেখিয়া নয়নে । বজ্র বাঁটুল মারে বীর হনুমানে ॥

অবনীমণ্ডলে পড়ে মুছ'গত প্রায় । রাম রাম বলি মুখে ধরণী লোচায় ॥  
 রামনাম উচ্চস্বরে শুনিবারে পায় । বিস্ময় ভাবিয়া মনে ভরথ বীর ধায় ॥  
 পুলকে পূরিত ধারা বহে অবিশ্রাম । চতুর্দশ বর্ষে শুনিলাম রামনাম ॥  
 পর্বত দেখিয়া মাথে লাগিল বিস্ময় । প্রভু রামচন্দ্রে ডাকে কেবা মনে হয় ॥  
 কেবা তুমি কোথা ঘর কিবা তব নাম । বাঁটল থাইয়া কেন ডাক রাম রাম ॥  
 পবনের পুত্র আমি স্ত্রীবেদের চর । হনুমান নাম মোর রামেব কিস্কর ॥  
 মন দিয়া শুন প্রভু করি নিবেদন । অযোধ্যার রাম দশরথের নন্দন ॥  
 পিতৃসত্য রক্ষাহেতু রাম গেলা বন । তাহার জানকী হরে লঙ্কার রাবণ ॥  
 রাম রাবণেতে হল্য ঘোরতর রণ । রাবণের শক্তিশেলে পড়্যাছে লক্ষণ ॥  
 ঔষধ লইয়া যাই পর্বত কর্যা মাথে । বাঁটলে হারাই প্রাণ কোন বীরের হাথে ।  
 প্রতিজ্ঞা করিয়া আশ্র প্রভু রামের স্থানে । হায় হায় বাঁচাইতে নারিছ লক্ষণে ।  
 ভবথ ভূমেতে পড়ি জ্ঞান হল্য হত । বাজিল দারুণ শোক কান্দে অবিরত ॥  
 ধবণী লোচায় তি'হ করে হায় হায় । হনুমান মহাবীর তাহারে স্তম্ভায় ॥  
 কেবা তুমি কিবা নাম কাহার তনয় । পরিচয় দেহ মোবে শুন মহাশয় ॥  
 দশরথ-পুত্র মোরা অযোধ্যা নিবাস । ভরথ আমার নাম শ্রীরামের দাস ॥  
 হনুমান বলে তুমি রামের শত্রু ছিলে । না বাঁচে লক্ষণ আর বাঁটল কেনে মালে ॥  
 পাড়কা লজিয়া বাছা যাতেছিলে তুমি । পক্ষভ্রমে বাঁটল মারিছ তোরে আমি ॥  
 কৌশল্যা স্মিত্রা ডাকি শত্রুঘন আনে । মাথায় পর্বত হনু পড়্যা যেইখানে ॥  
 হনুমান বলে দু'হে আমি নাগ্রি চিনি । ভরত বলে আগে যেবা রামের জননী ॥  
 হনু বলে ঠাকুরাণী রামচন্দ্রের মা । উঠ্যা যাতে নাগ্নি আমি শিরে দেহ পা ॥  
 কৌশল্যা বলেন মোর রাম লক্ষণ কোথা । মাথায় পর্বত দেখি তুমি কেনে হেথা ॥  
 রাম রাবণেতে হল্য ঘোরতর রণ । রাবণের শক্তিশেলে পড়্যাছে লক্ষণ ॥  
 ঔষধ লইয়া যাই পর্বত কর্যা মাথে । বাঁটলে মরিছ নারি লক্ষণ বাঁচাতে ॥  
 শুনিয়া কৌশল্যা কান্দে ধূলায়ে ধূসর । লক্ষণ বিনে নাগ্রি মোর রামের দোসর ॥  
 কপাল ভাজিল মোর বিধি হল্য বাম । লক্ষণ মরিলে মোর না বাঁচিবে রাম ॥  
 ইহা বল্যা কান্দে রাম রাজীবলোচন । স্মিত্রারে কি বলিব হারায়্যা লক্ষণ ॥  
 আমার রামেরে হনু कहिय বচন । বাঁচ্যা থাকু রাম মোর মরুক লক্ষণ ॥  
 যেমনি বল্যাছি বাছা তেমনি কর্যাছে । সীতারাম লাগ্যা বাছা পরাণ ছাড়্যাছে ॥  
 ধন্য রে ধার্মিক পুত্র লক্ষণ আমার । এতদিনে স্তম্ভিল আমার দু'ধের দার ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাগ্মীকি পুরাণ । লঙ্কাকাণ্ডে রামলীলা অপূর্ব আখ্যান ॥

### স্বমিত্রার বচনগ্রবণে হনুমানের আশঙ্ক

হনু বচন শুনি : স্বমিত্রা রাজার রাণী : মনে কিছু না কৈল বিষাদ ।  
 বাছা থাকি রামসনে : ভক্ত নাঞ্চি দিলে রণে : না করিলে লোক অপবাদ ॥  
 পরিহরি বাপ মায় : ভজিলে কমল পায় : সেবিয়া বুলিলে বনে বন ।  
 যুঝিয়া সংগ্রাম মাঝে : মরিলে রামের কাজে : যশ ধূলে ভরিয়া ভুবন ॥  
 করিয়া দুর্জয় রণ : আগে লইলে মরণ : শেল না বাজিল শ্রাম অঙ্গে ।  
 আহা হা লক্ষ্মণ করি : নিছনি লইয়া মরি : ভাল হল্যে গেলে রামসঙ্গে ॥  
 আমার জীবন ধন্য : কতেক করিছ পুণ্য ; তপস্যা করিছ জন্মান্তরে ।  
 দেব আরাধনা করি : সাগর সঙ্গমে মরি : তেঞি তোমা ধরিছ উদরে ॥  
 মা হইয়া হেন কয় : সভার হল্যে বিষয় : অশ্রুজলে ভরিল নয়ান ।  
 আনন্দে আকুল তনু : পুলকিত হল্যে হনু : করুণাতে হরিল গেয়ান ॥  
 যতেক রাজার রাণী , স্বমিত্রা-বচন শুনি : সতে চাহি স্বমিত্রার মুখ ।  
 ভরথ মায়ের পানে : চাহিয়া আখের কোণে : যাহার লাগিয়া এত দুখ ॥  
 স্বিজ কবিচন্দ্র বাণী : শুন সতে রাজরাণী : না হইবে স্বমিত্রারে বাম ।  
 বধিয়া রাক্ষসনাথে : জানকী লক্ষ্মণ সাথে : দেশেরে আসিব প্রভু রাম ॥

### লক্ষ্মণের জীবনলাভ

ভরথ বলেন চল লঙ্কাপুরে যাব । সগণ সমেত রাজা রাবণে মারিব ॥  
 আজ্ঞা বিনে যাতে্যে নারি বড় হল্যে লাজ । কি বুদ্ধি করিব বাপু কহ কপিবাজ ॥  
 হনু বলে গিরি তুল্যা দিতে পার মোরে । সাহস করিয়া তবে যাউ লঙ্কাপুরে ॥  
 এত শুনা বাউবাণ হাতে কর্যা নিল । গুণ দিয়া ধনুকেতে সজ্জান পুরিল ॥  
 ভরথ বলেন হনু বস্ত্র মোর বাণে । পর্বত সমেত উড়ে পবননন্দনে ॥  
 মাথায় পর্বত আনে শ্রীরামেব পাশে । হনুমানের তেজ দেখ্যা রামচন্দ্র হাসে ॥  
 পর্বত রাখিয়া কথা কহেন রামেরে । স্রষণে ঔষধ আনে পর্বত উপরে ॥  
 শিলে বাট্যা ঔষধ দিলেন নাসিকায় । উঠিলা লক্ষ্মণ বীর রামপানে চায় ॥  
 লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি রামচন্দ্র ডাকে । প্রেমধারা পড়ে রাম করিলেন বৃকে ॥  
 হনুমান প্রাণদান দিলে বায়ে বার । কোলে আস্য কি দিয়া স্রধিব তোর ধার ॥  
 লোটায়া পড়িল হনু রাম পদতলে । দয়ার ঠাকুর রাম করিলেন কোলে ॥  
 সিংহনাদ ছাড়ে কপি রামজয় বলি । পরম্পর বানরে বানরে কোলাকুলি ॥  
 রঘুনাথ বলে শুন পবনকুমার । পৃথিবী জুড়িয়া যশ রহিল তোমার ॥  
 কটক ভরিয়া হনুমানের যশ গায় । কেহ কোল দৌই কেহ ধরে গিয়া পায় ॥

নিজ স্থানে পর্বত রাগিল হুহুয়ানে । পুনরপি আল্য বীর ক্রীরামের স্থানে ॥  
 স্বর্ষেরে ছাড়িয়া দিল পবননন্দন । পূর্বদিকে হল্য গিয়া রবির কিরণ ॥  
 রামের চরিত্র লীলা কবিত্ত্ব গায় । হরি হরি বল সর্বে পালা হল্য সায় ॥

### রাবণের পুনর্বীর যুদ্ধযাত্রা

সিংহনাদ ছাড়ে কপি রামজয় গায় । লঙ্কাপুরে দশানন শুনিবারে পায় ॥  
 মারিলে না মরে শত্রু কহে দশাননে । লঙ্কাপুরী আমার মজিল এতদিনে ॥  
 এত বলি কোপ করি সাজে দশানন । বিঘূর্ণিত কুড়ি আঁখি করয়ে তর্জন ॥  
 মার মার শব্দ মুখে তঙ্কার গর্জন । সাজাহ সাজাহ রথ কহিছে রাবণ ॥  
 এতেক শুনিয়া রথ সাজায় সারথি । আট ঘোড়া পর্বতীয়া জুড়ে শীঘ্রগতি ॥  
 নানা অস্ত্র তাহার উপর তুল্য নিল । দশানন মহাবীর সাজন করিল ॥  
 দশ মুণ্ডে সোনার মুকুট রাজ্য পরে । কর্ণেতে কুণ্ডল পরে ঝলমল করে ॥  
 অঙ্গেতে পরিল রাজ্য নানা আভরণ । লক্ষ দিয়া রথে চড়ে রাজ্য দশানন ॥  
 ক্রোধেতে রাবণ রণে কৈল আশুসার । রণে যায় মুখে সদা ডাকে মার মার ॥  
 যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে দশাননে । কালসর্প বামদিকে জম্বুকী দক্ষিণে ॥  
 শুকিনি গিধিনি উড়ে মাথার উপরে । নানা অমঙ্গল দেখে যাইতে সমরে ।  
 এ সকল অমঙ্গল কিছু নাশ্রি মানে । লঙ্কার ছাড়িয়া রাজ্য প্রবেশিল রণে ॥  
 সাজ্য আল্য দশানন চাপ্য স্বর্ণরথে । দেবতা পাঠাল্য রথ রাম চাপে তাতে ॥  
 ইঞ্জিত বুঝিয়া রথ চালায় মাতলি । পরস্পর দুই বীরে করে গালাগালি ॥  
 রামচন্দ্র ডাক্য বলে শুনরে রাবণ । হরিলি আমার সীতা হারাতে জীবন ॥  
 হরিয়া পরের দার। পালাইবি কোথা । পাপে পূর্ণ হলি পাপী কাটাইবি মাথা ॥  
 তবে রাম নামধর জামুক জগত । তোরে মার্যা বিভীষণে ধরাব রাজত্ব ॥  
 কোটি রাম হত্যে রে আমার নাশ্রি ভয় । ইন্দ্রাদি দেবতা গেল তো হতে কি হয় ॥  
 বালীকে মারিয়া তোর বুক বাড়িয়াছে । রাবণ আমার নাম আয় দেখি কাছে ॥  
 এত বলি পরস্পর করে ঘোর রণ । নাগপাশ বাণ এড়ে লঙ্কার রাবণ ॥  
 দুর্প কর্যা বাণ চলে সর্পের আকার । গরুড় বাণেতে রাম করিল সংহার ॥  
 জাঠাগাছ হাতে করি গর্জয়ে রাজন । আপন রাখ পরের বোলে বাঁচালি লক্ষ্মণ ॥  
 ময় পড়ি জাঠা এড়ে লঙ্কার রাবণ । স্বর্গ মর্ত্য তিন লোক কাঁপে দেবগণ ॥  
 যত বাণ এড়ে রাম জাঠামুখে পোড়ে । তা দেখিয়া মাতলি ক্রুদ্ধ করজোড়ে ॥  
 মাতলির কথায় রাখেন শেলপাট । ফাফরে রাবণ পড়ে জাঠা গেল কাট ॥  
 ঘোর যুদ্ধ দুই বীরে ঠেকাঠেকি রথে । জর্জর হইলা দৌহে দু'হার বাণাঘাতে ॥

তুলনা নাহিক দিতে ব্যাসের [ভাবনা] । রাম রাবণের যুদ্ধ নাহিক তুলনা ॥  
 বানর কটকে ডাকে শ্রীরামের জয় । আকাশ ঢাকিল বাণে দেবতার ভয় ॥  
 হেনকালে রামচন্দ্র সন্ধান যে পুরে । আকর্ষণ পুরিয়া মারে রাবণের শিরে ॥  
 এক মাথা রাম তার কাটিল তুরিত । সেইক্ষণে আর মাথা উঠে আচম্বিত ॥  
 দুই মাথা কাটি রাম পাড়িল ভূমেতে । ব্রহ্মাবরে আর মাথা উঠে আচম্বিতে ।  
 তিন মাথা কাটে রাম চোখ চোখ বাণে । আর তিন মাথা তার উঠে সেইক্ষণে ॥  
 চারি মাথা কাটে রাম বাণ সত্য সার । আব চারি মাথা উঠে দেখি চমৎকার ।  
 পাঁচ মাথা কাটে রাম রঘুব নন্দন । আর পাঁচ মাথা তার উঠে ততক্ষণ ॥  
 তা দেখিয়া রঘুনাথ হইলা চিস্তিত । ছয় মাথা কাটি রাম পেল আচম্বিত ॥  
 ছয় মাথা কাটা গেল রণে নাই টুটে । ব্রহ্মাববে ছয় মাথা ততক্ষণে উঠে ॥  
 সাত মাথা কাটে রাম বাণ অবতার । সেইক্ষণে সাত মাথা উঠে আব বার ॥  
 আট মাথা রাম তার কাটি পাড়ে কোপে । আর বাব আট মাথা উঠে এক চাপে ॥  
 নয় মাথা রাম তাব কাটিল তখন । নয় মাথা উঠে তার যুঝে ত রাবণ ॥  
 দশ মাথা কাটে রাম হাথেব তড়বডি । ভাদ্রমাসে তাল যেন যায় গড়াগডি ॥  
 দশ মাথা কাটা গেল দশ মাথা দেখি । রাবণ নাগ্রিক পড়ে দেবতা অস্থখী ॥  
 অর্ধচন্দ্র বাণ রাম করিল সন্ধান । মাথা কাটি বাম তার কৈলা দুই খান ॥  
 অর্ধদেহ পড়ে তার দেউলের চূড়া । ব্রহ্মাববে পুনবপি উঠ্যা লাগে জোড়া ॥  
 এক শ একাশি বার কাটে দশ মাথা । না পড়ে রাবণ তবু রামের মনে বেথা ॥  
 দেবতা দানব লয়া ইন্দ্রের উত্তর । পবনে ডাকিয়া সতে কহেন সত্ত্বর ॥  
 রাম রাবণেতে বড় বাজিয়াছে রণ । রামবাণ ব্যর্থ করে রাজা দশানন ॥  
 কোপ করি আস্ত্রাছেন দেবী ভগবতী । রাবণের দশ সন্ধে কর্যাছেন স্থিতি ॥  
 উদ্দেশ্য লাগিয়া করি অশক্যসাধন । বিনয়ে দেবীকে রাম করুন স্তবন ॥

### রামচন্দ্রের দেবীস্তব

পবন শুনিয়া বোল মাগিলা মেলানি । আঁথের নিমিষে গেলা যথা রঘুমণি ॥  
 সম্মুখে যাইয়া তি'হ জোড় কৈল হাত । অবধান কর প্রভু রঘুবংশের নাথ ॥  
 কোপ করি আস্ত্রাছেন জগতের মাতা । রাবণের সন্ধে আছে শুন মোর কথা ॥  
 আপনার কার্য রাম করয়ে সাধন । অতএব দেবীকে তুমি করহ স্তবন ॥  
 আপনা না জান প্রভু তুমি কোনজন । দেবীকে সহায় করি মার দশানন ॥  
 এতেক বলিয়া তি'হ গেলা শীঘ্রগতি । হেঁটমাথা করিয়া চিস্তেন রঘুপতি ॥  
 কোদণ্ড পেলিয়া পৃষ্ঠে রঘুবংশের নাথ । দেবীকে করেম স্তুতি জোড় করি হাত ॥

ককারে কালিকা তুমি কমলনয়ানী । কাত্যায়নী কালরাত্রি মহা তপস্বিনী ॥  
 ঘোর রণ কর তুমি ঘোর ঘোর নাদিনী । ঘোর নাদ মহানাদ দৈত্য-বিনাশিনী ॥  
 জয়া বিজয়া তুমি জগতজননী । জয়ন্তী জয়া পদ্মা জগজনে জানি ॥  
 চণ্ডিকা চর্চিকা তুমি চারি চক্র হাত । চতুর্দশ ভুবনের তুমি বট নাথ ॥  
 মোরে রূপা কর মাগো ছাড় রাবণ রাজা । ই তিন ভুবন তোমা করিবেক পূজা ॥  
 শরৎকাল গুরুপক্ষ অষ্টমী তিথি পায়্যা । আনন্দে করিব পূজা প্রজাগণ লয়্যা ॥  
 রামনাম যাবদ থাকিব সংসারে । তাবত তোমার পূজা করিবেক নরে ॥  
 এত শুনি হরষিত হরের অঙ্গনা । রামের দক্ষিণ হাতে হৈলা মূর্তিমানা ॥  
 বিধির নির্বন্ধে পড়ে অনেক বিতথা । বিপত্ত পড়িলে ছাড়ে ইষ্টদেবতা ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বান্দীকি বর্ণন । লঙ্কাকাণ্ডে রামলীলা অপূর্ব কথন ॥

### মায়াবাণের সাহায্যে রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন

দিব্য বাণ ধরুকে জড়িলা রঘুনাথ । হেনকালে বিভীষণ জোড় কৈলা হাত ॥  
 অকারণে বাণ জুড়িয়াছ গদাধর । উ বাণে না মরে গোশাক্ষি রাজা লঙ্কেশ্বর ॥  
 যে বাণে রাবণ মরে আমি ভাল জানি । অবধানে শুন প্রভু আমার কাহিনী ॥  
 এককালে স্তব করি তিন সহোদর । উগ্র তপ করি দশ সহস্র বৎসর ॥  
 বর দিতে আলায় ব্রহ্মা লয়্যা দেবগণ । আমাকে বলিলা বর মাগ বিভীষণ ॥  
 আমি কহিলাম বর দিবে প্রজাপতি । জন্মে জন্মে হকু মোর বিমুতে ভকতি ॥  
 সেই বর ব্রহ্মা মোরে দিলা ততক্ষণ । তে কারণে সেবি তব দুখানি চরণ ॥  
 কুস্তকর্ণে বলে ব্রহ্মা তুমি মাগ বর । কুস্তকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর ॥  
 সেই বর ব্রহ্মা তারে দিলা বিত্তমান । ছয় মাসে একদিন হবেক গেয়ান ॥  
 রাবণে বলিল ব্রহ্মা তুমি মাগ বর । রাবণ বলে তব বরে হইব অমর ॥  
 এতেক শুনিয়া ব্রহ্মার উপজিল হাস । নর বানরের হাতে তোমার বিনাশ ॥  
 ব্রহ্মা বলে বাণ আমি কর্যাছি নির্মাণ । ব্রহ্ম অস্ত্রে রাজা তুমি হারাবে পরাণ ॥  
 এতেক শুনিয়া তবে রাজা লঙ্কেশ্বর । বাণ লাগি তপ করে ছাদশ বৎসর ॥  
 তখন আসিয়া ব্রহ্মা কহেন রাবণে । এমন কঠোর তপ কর কি কারণে ॥  
 রাবণ বলে যেই বাণে আমার মরণ । সেই বাণ দেহ নাথ ধরিয়ে চরণ ॥  
 অন্যথা না কৈল ব্রহ্মা রাবণ বচন । ব্রহ্ম অস্ত্র বাড়াইয়া দিলা ততক্ষণ ॥  
 বাণ পায়্যা রাবণের আনন্দ আপার । ব্রহ্মায় ভূমিষ্ঠ হয়্যা কৈল নমস্কার ॥  
 বাণ পায়্যা রাবণ রাজা গেল নিজ ঘর । অরাস্তরি গেল মনোদীর্ঘনি গোচর ॥  
 মনোদীরীর হাতে বাণ কৈল সমর্পণ । সেই বাণ আন্তা মার রাজা দশানন ॥  
 এত বলি বিভীষণ জোড় কৈল হাত । হেঁটমাথা করিয়া চিস্তেন রঘুনাথ ॥

রাম বলে যে বোল বলিলে বিতীষণ । হেন বুঝি না মরিল লঙ্কার রাবণ ॥  
 এতেক বলিয়া চিন্তে কমললোচন । হেনকালে জোড়হাথে বলিছে লক্ষ্মণ ॥  
 লক্ষ্মণ বলেন রাম করি নিবেদন । মায়ামোহ বাণ প্রভু করহ স্মরণ ।  
 মোর বোল রাখ প্রভু কমললোচন । মায়াতেজে হব বাণ সাক্ষাত রাবণ ॥  
 পাসরিয়া ছিলা রাম হইল স্মরণ । মায়ামোহ বাণ গুণে জুড়িলা তখন ॥  
 মায়াতেজে বাণ হইল সাক্ষাত রাবণ । মন্দোদরী ঠাঞি যায়্যা দিল দরশন ॥  
 মন্দোদরী বলি পরিত্রাহি ডাকে বাণ । আস্তে ব্যস্তে মন্দোদরী আইল বিজ্ঞমান ॥  
 তোমার ঠাঞি যেই বাণ কৈল সমর্পণ । সেই বাণ আন লয়্যা বাঁচাই জীবন ॥  
 এতেক শুনিয়া রাণী গেল অন্তঃপুরী । হাথে বাণ কর্যা শীঘ্র আনে মন্দোদরী ॥  
 স্বামীর জ্ঞানেতে বাণ কৈল সমর্পণ । বাণ লয়্যা বাণ তবে করিল গমন ॥  
 রামের সাক্ষাতে আসি দিল দরশন । রামচন্দ্র সেই বাণ নিলেন তখন ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব আখ্যান । এই বাণে রাবণেব যাবেক পবাণ ॥

### রাবণ বধ

ব্রহ্ম অস্ত্র হাথে কহে কমললোচন । তোবে বধ্যা পাঠাইব শমনভবন ॥  
 ব্রহ্ম অস্ত্র হাথে দেখ্যা কাঁপে দশানন । জানিল রাবণ রাজা আপন মরণ ॥  
 দুর্বাদলখ্যাম রাম দেব রঘুবর । বিরাট শরীর তাঁর দেখে লঙ্কেশ্বর ॥  
 ব্রহ্মময় পরাংপর দেখয়ে শ্রীরামে । স্তব করে দেবগণ লক্ষ্মী বস্ত্রা বামে ॥  
 দেখি রাবণের মনে হইল বিস্ময় । জানিল রাবণ রাজা মরণ নিশ্চয় ॥  
 জোড়হাথে স্তব করে রাজা দশানন । তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু পতিতপাবন ॥  
 দেবের দুর্লভ তুমি প্রভু নারায়ণ । নরহরি রূপ তুমি হুসিংহ বাঙন ॥  
 তুমি জল তুমি স্থল জীবের জীবন । অনন্ত মূর্তিতে পৃথ্বী কর্যাছ ধারণ ॥  
 তুমি ইন্দ্র তুমি শিব বরাহ শ্রীহরি । তব মায়্য রামচন্দ্র বুঝিতে না পারি ॥  
 আমি মুচ্যমতি রাম কি জানি ভকতি । তব অঙ্গে বাণ মার্যা কিবা হব গতি ॥  
 রাজীবলোচন তুমি ভকতবৎসল । মায়ায় অস্ত্র নষ্ট করিলে সকল ॥  
 সৃষ্টি স্থিতি পরাংপর সর্বরূপী তুমি । যা বলাহ তাই বলি কি করিব আমি ॥  
 ক্ষেম অপরাধ প্রভু রাজীবলোচন । অন্তকালে পাই যেন রাতুল চরণ ॥  
 এইমত নানা স্তব করিল বিস্তর । বিতীষণে ডাকিয়া কহেন রঘুবর ॥  
 রাবণ সমান ভক্ত নাঞি জিহুবনে । সীতা লাগি হেন ভক্ত বধিব কেমনে ॥  
 সীতা লাগি যদি আমি মারি এ ভকতে । কেহ নাঞি ভজিবেক মোরে জিজ্ঞাগতে  
 ডাক্যা কহে রামচন্দ্র কির্যা যাই ঘর । কির্যা যাহ দশানন লঙ্কার ভিতর ॥

আর না করিব আমি সীতার উদ্ধার । মিতা বিভীষণে দিহু অযোধ্যাধিকার ॥  
 রামমুখে কথা শুন্না কহে দেবগণ । প্রলয় হইল নাঞ্চি মল্য দশানন ॥  
 বিধিরে কহেন দেব করহ উপায় । কেনেক চিন্তিয়া বিধি কহেন সভায় ॥  
 সরস্বতী যায়্যা তুমি বৈমহ জিহ্মায় । তবে সে রাবণ মরে কহিহু উপায় ॥  
 এতেক শুনিয়া তবে দেবী সরস্বতী । রাবণের হৃদয়েতে করিলেন স্থিতি ॥  
 ব্রহ্মজ্ঞান গেল রাজা কহে কটুত্তর । রামচন্দ্রে ডাক্যা কহে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥  
 অহঙ্কার কর্যা কহে রাজা দশানন । পালাইয়া যাতে চাহ অযোধ্যাভুবন ॥  
 বাণে মাথা কাটিব যেমন ফল পাকা । আজি তোবে করাইব যমসনে দেখা ॥  
 এত শুনি বিভীষণে কহে রঘুপতি । ক্ষেণে ক্ষেণে কহে কটু ক্ষেণে করে নতি ॥  
 জোড়হাখে রবুনাখে কহে বিভীষণ । বাক্সে বিশ্বাস নাঞ্চি বধহ জীবন ॥  
 কোণে রামচন্দ্র দিলা ধনুকে টঙ্কার । শঙ্গে দশদিগ পূর্ণ বিশ্বয় সভার ॥  
 ঘোর শব্দ শুনে স্বর্ণ পাতাল মবতে । মেঘেব গর্জন যেন প্রলয় কালেতে ॥  
 মন্বন্তয়ে ব্রহ্ম অস্থ পুরিল সন্ধান । শূন্যপথে ঘোব শব্দে ধায়্যা আইসে বাণ ॥  
 প্রলয় কালেতে যেন মেঘগণ গাজে । বাণমুখে অগ্নি জলে শত ঘটা বাজে ॥  
 ঘোর রবে আইসে বাণ দশদিগ জাল । রাবণের বুক ভেঙা পাতাল পশিল ॥  
 ব্রহ্ম অস্থ বুক বাজে পড়ে দশানন । শ্রীরামের পানে চায়্যা তেজিল জীবন ॥  
 আকাশে ছন্দুতি বাজে স্বর্গে জয় জয় । রাবণ মরিল ঘুচে দেবতার ভয় ॥  
 গন্ধর্বেতে নাচে গায় পুষ্প-বরিষণ । রামজয় বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ ॥  
 মুক্ত হয়্যা রাবণ পাইল নিজ স্থান । বায়ীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥

### রাবণের মৃত্যুতে রাণীদের শোক

অবনীমণ্ডলে পড়িয়াছে দশানন । ভ্রাতৃশোকে কান্দে ভূমে পড়্যা বিভীষণ ॥  
 রাবণ পড়িতে কপি কোটি কোটি ছুটে । রাবণের নানা ধন অন্তঃপুর লুটে ॥  
 প্রবাল মুকুতা হীরা রজত কাঞ্চন । দেবকন্টার কাড়্যা লয় অজের ভূষণ ॥  
 বিভীষণে কহে রাম প্রবোধ বচন । মোর বাণে পড়্যা গেল বৈকুণ্ঠভূবন ॥  
 না কান্দ না কান্দ মিতা শোক তেজ দূরে । রাবণের সংকার কর সমুদ্রের ভীরে ॥  
 ব্রাহ্মচন্দ্র তার শোক করিল বারণ । সমুদ্রের তটে লয়্যা পোড়াহ রাবণ ॥  
 তোমা বিনে জলাঞ্জলি কেহ নাঞ্চি দিতে । রাবণের কুলক্রিয়া কর বিধিমতে ॥  
 এত শুনি বিভীষণ চলিল সঙ্ঘরে । মন্দোদরী বার্তা পাইল থাকি অন্তঃপুরে ॥  
 রাণীভাগ ধায়্যা আইল কেহ নাঞ্চি থাকে । ধায়্যা আইল রাণীভাগ সর্বলোক দেখে ॥  
 স্রবের উদগ্ন নাঞ্চি দেখে যেট নারী । হেন সব নারী আইসে ছাড়ি অন্তঃপুরী ॥



রণস্থলে কান্দে তারা আউদড় চূলে । চরণে ধরিয়া কান্দে লোটায়। ভুতলে ॥  
 বিস্তর জিনিলে প্রভু কারে নাঞি মানে । স্নমেক পর্বত পড়্যা মাছুষের বাণে ॥  
 ইন্দ্রজিতের মাতা কান্দে শোকে অচেতন । প্রবোধ না দেহ কেন রাজা দশানন ॥  
 লজ্জা নাঞি প্রভু তুমি পড়্যা কার বাণে । নররূপে বধিলা আপনি নারায়ণে ॥  
 নর হয়্যা না করেন নরের সে কাজ । যার বাণে ফুটিয়া পড়িল বালিরাজ ॥  
 গাছ পাথর দিয়া সাগরের জল বান্ধে । দুর্জয় রাক্ষস রড়ে শ্রীরামের গঞ্জে ॥  
 হেন রামে সীতা দিতে বলি বারে বারে । কার কথা না শুনিলে মন্ত অহঙ্কারে ॥  
 বিভীষণ তাই তব বুঝাইল হিত । সীতা দিয়া রামসঙ্গে করহ পীরিত ॥  
 সতী পতিব্রতা সীতা স্বধর্মচারিণী । বশিষ্ঠের অরুন্ধতী শিবের সর্বাঙ্গী ॥  
 ইন্দ্র যম কুবের জিনিলে ত্রশা-বরে । কার দর্পে আন সীতা লঙ্কার ভিতরে ॥  
 বিনা হেতু মৃত্যু নাঞি তাই আন সীতা । আপনি মরিলে প্রভু সীতা রইল কোথা ॥  
 জনক দানব মোর স্বামী লঙ্কেশ্বর । ভুবন ভিতরে মোর কাবে নাহি ডর ॥  
 একেবারে নষ্ট মোর এতেক সম্পদ । স্বপ্নেহ না দেখি প্রভু তোমার আপদ ॥  
 বাছ্যা বিভা কৈলে দেবদানবকুমারী । রূপে গুণে কুলে শীলে পরমা সুনন্দরী ॥  
 অস্তঃপুরে থাকে স্বীসব নপুংসকে রাখে । তোমা বই স্ত্রীসব স্বর্থ নাহি দেখে ॥  
 মোর তবে দেহ প্রভু প্রবোধ বচন । কুড়ি হস্ত পসারিয়া দেহ আলিঙ্গন ॥  
 রাবণে করিয়া কোলে কান্দে মন্দোদরী । দশ হাজার সতিনী সে প্রবোধ দিতে নাবি ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বায়ীকি পুরাণ । লঙ্কাকাণ্ডে রামলীলা অপূর্ব আখ্যান ॥

### মন্দোদরীর ক্রন্দন

কান্দে রাণী মন্দোদরী : যুত পতি কোলে করি : অভাগীবে ছাড়্যা গেলে কোথা ।  
 তিন লোক কৈলে জয় : নামে যম চমকয় : ইন্দ্র আদি যতেক দেবতা ॥  
 না শুন্না মাঝীচ-কথা : হরিলে রামের সীতা : না জানিলে প্রভু সীতার ভাব ।  
 বিধবা করিলে লঙ্কা : কেহ না করিব শঙ্কা : মোদের বৈধব্য দশা লাভ ॥  
 সে হেন সুনন্দ গায় : শুকিনি গিধিনি খায় : রাজাক্রান্ত কর্দম শরীরে ।  
 মরিল যতেক শূর : শুন্না হলা লঙ্কাপুর : পাসরিলে অভাগী জায়ারে ॥  
 দুর্বাদলশ্রাম রাম : বিধাতা তোমায় বাম : বাদ কৈলে রঘুনাথের সাথে ।  
 হায় হায় মরি মরি : মিছা প্রাণ আমি ধরি : বাণেতে পড়িলে রামের হাতে ॥  
 খর দুষণ কবন্ধেরে : যেজন লীলায় মারে : স্পর্শনথার কাটে কান নাশা ।  
 প্রভু রাম পূর্ণব্রহ্ম : একি মাছুষের কর্ম : গেল তবে জীবনের আশা ॥  
 হিতপথ নিবেদন : কর্যাছিল বিভীষণ : সীতা দিয়া পশুগ্যা শরণ ।

তার বাক্য নাঞি কচে : বিধির না লিখন ধুচে : পদে তারে করিলে বর্জন ॥  
 সিন্ধু কাঁপে যার ত্রাসে : জলে শিলা তরু ভাসে : অতি দুর্গ দ্বাদশ যোজন ।  
 দূরন্ত অসাধ্য কর্ম : একি মাহুষের ধর্ম : অনায়াসে করিল বন্ধন ॥  
 করাঘাত ভালে মারে : না যাবে শয়নঘরে : ঘাট পাট কেবা নিল পুরী ।  
 তোমার দশ মুকুটে : শরীর ধূলায় লুটে : হায় হায় বালাই লয়া মরি ॥  
 পুষ্পরথে আরোহণ : অন্তরীক্ষে দেবগণ : হেন রথ কারে সমর্পিলে ।  
 ত্রিভুবন জয় কৈলে : ছাডি মোরে কোথা গেলে . আজি প্রভু লুটিছ ভূতলে ।  
 নিশিচন্তে রাজন ইন্দ্র : স্বচ্ছন্দে ষাউক নিন্দ্র : স্বচ্ছন্দে ভ্রমুক দিবাকর ।  
 অমরাবতী-ঈশ্বর : খণ্ডিল তাহার ডর : রাবণের দেখিয়া সংহার ॥  
 যবে প্রভু অস্ত্র ধরে : ত্রিভুবন কাঁপে ডরে : স্থির নহে কেহ তার বাণে ।  
 পাপিষ্ঠ সে বিভীষণে : মন্ত্রণা কবিয়া আনে : রাম আনি বধিল পরাণে ॥  
 অযোনিসম্ভবা নারী : আনিলে তার স্তন্যরী . হরিয়া আনিলে বীৰদাপে ।  
 সতী পতিব্রতা জানি : ব্যর্থ নহে তার বাণী : লক্ষ্মা মজিল তার শাপে ॥  
 রামলক্ষ্মণ রূপ ধরি : সংসারে আইলা হরি : রাক্ষসেরে কারতে বিনাশ ।  
 জ্ঞানকীর গতি পতি : নাহি তার গ্রন্থ মতি : পূর্ণ কর কবিচন্দ্র-আশ ॥

### মন্দোদরীর রাম দর্শন

কান্দিতে কান্দিতে রাণী বলিলা ভূতলে । ঘন ঘন করাঘাত হানিছে কপালে  
 বংশনাশ হইল মোর নাহি একজন । সাগরেতে নাপি দিয়া তেজিব জীবন ॥  
 ব্যাকুল হইয়া কান্দে বড় উতরোল । বামেবে দেখিতে যায় নাহি শুনে বোল  
 রণ-অবসানে বসিয়াছেন শ্রীরাম । রামের চরণে রাণী করিল প্রণাম ॥  
 বিভীষণের স্ত্রী হেন বুঝি মন্দোদরী । সাবিত্রী সমান হয় বলিলা শ্রীহরি ॥  
 এতেক বলিলা যদি কমললোচন । সময় পাইয়া বলে করুণ বচন ॥  
 দেবদেব মহাদেব তুমি নারায়ণ । অধুত বর প্রভু দিলা কি কারণ ॥  
 চন্দ্র সূর্য পৃথিবীতে যদি তেজ ছাড়ে । তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাঞি নড়ে ॥  
 সীতা বই রঘুনাথের অন্ন নাহি মন । সীতা হেন দেখে রাম বাণীর লক্ষণ ॥  
 বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম । কাহার স্তন্যরী এই কিবা উহার নাম ॥  
 জোড়হাথে বিভীষণ করে পরিচয় । অবধান করি প্রভু শুন মহাশয় ॥  
 ময় দানবের কণ্ঠা নাম মন্দোদরী । ইন্দ্রজিত-মাতা এই রাবণের নারী ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বচন বিনয় । জোড়হাত করি রাণী করে পরিচয় ॥

### মন্দোদরীর পরিচয়দান

জগত বিদিত বার : নাম শুনিয়াছ তার : নাম তার ময় সে দানব ।  
 বাহার ঘৌতুক শেলে : ত্রিভুবন কাঁপে হেলে : লক্ষ্মণে পাইলা পরাত্তব ॥  
 শুন রাম মহাশয় : মুক্তি দেও পরিচয় : তুমি প্রভু জগতের নাথ ।  
 লঙ্কার ঈশ্বরী : রাণী মন্দোদরী : তোমারে করয়ে জোড়হাথ ॥  
 অমর ঈশ্বর : দেব পুরন্দর : বাঙ্কিয়া আনিল যেই ।  
 যেই লক্ষ্মণে মারি : ইন্দ্রজিত অধিকারী : তাহার জননী আমি হই ॥  
 জন্ম আয়ত করি : বর দিলেন শ্রীহরি : এ বাক্য না হবেক আন ।  
 শুন প্রভু রাঘব : কার আয়ত করিব : প্রভু দেখি কর সম্বিধান ॥  
 সত্য আদি চারি যুগে : ব্যর্থ নহে তব বাক্যে : না হবেক ব্যর্থ হেন জানি ।  
 দারুণ প্রহারে : সংহারিলে প্রভুরে : তারে বর দিলা চক্রপাণি ॥  
 চাক্র চন্দ্রবদন : দশরথ-নন্দন : শুনি প্রভু হইলা বিস্মিত ।  
 শুভসূচক বাক্যে : শুনিয়া রাণীর মুখে : রামচন্দ্র হইলা লজ্জিত ॥  
 এই মহিতলে : যাবদ চিতা জলে : তাবদ থাকিবে আয়তে ।  
 শুন শুন মন্দোদরী : চলহ আপন পুরী : রামপদ কবিচন্দ্র-চিত্তে ॥

### রাবণের শেষকৃত্য

শ্রীরামের বর পায়্যা রাণী মন্দোদরী । দশ হাজার সতিনী তায় প্রবোধিতে নারি ॥  
 শ্রীরাম বলেন শুন মিতা বিভীষণ । মৃত দেহ কাট লয়্যা পোড়াহ রাবণ ॥  
 সবংশে রাবণ মৈল আপনার দোষে । সতে মাত্র তুমি আছ একেশ্বর বংশে ॥  
 রামমুখে শুনি বাণী রাক্ষস বিভীষণ ! সমুদ্রের কূলে নিল রাজা দশানন ॥  
 চন্দন কাষ্ঠের চিতা সাগরের কূলে । রাবণে করাল স্নান সাগরের জলে ॥  
 দিব্য বস্ত্র পরাইল দিব্য উত্তরী । সর্বাক্ষে লেপিয়া দিল কুমকুম কস্তুরী ॥  
 স্নান চিতার পর উত্তর শিয়রে । নানা রত্ন মণি মাণিক খুইল থরে থরে ॥  
 হাথে অগ্নি লয়্যা কান্দে রাক্ষস বিভীষণ । কোনমতে পোড়াইব ভাই দশানন ॥  
 মৃতের সংকার কৈল মৃতের আনলে । রামের বরে চিতা তার সর্বকাল জলে ॥  
 শ্রীরাম বলেন শুন রাক্ষস অধিকারী । স্বীগণে পাঠাইয়া দেহ অন্তঃপুরী ॥  
 রামের আজ্ঞায় তারা করিল গমন । সীতা লাগি সবংশেতে মজিল রাবণ ॥  
 রণসজ্জা এড়িয়া বলিলা রঘুবর । ভ্রুমেতে রাগিলা রাম হাথের ধনুশর ॥  
 ইন্দ্রের মাতলি তবে মাণিল মেলানি । মাতলিরে রামচন্দ্র কহেন মধুবাণী ॥  
 ইন্দ্রের ঠাণ্ডি কহিয় এসব সমাচার । তার শত্রু রাবণেরে করিহু সংহার ॥

চলিল মাতলি রামচন্দ্রের বচনে । রামের কথা কহে গিয়া ইঞ্জের সদনে ॥  
 হরষিত দেবরাজ আনন্দিত মন । বিস্তর রামের তবে করিল স্তবন ॥  
 সূর্যবংশ ধন্ত হল্য শ্রীরাম কারণ । ধন্ত রে সূত্রীব রাজা ধন্ত রে জীবন ॥  
 সূত্রীবে দেখিয়া রাম সহাস্তবদন । বাহু পসারিয়া তারে দিলা আলিঙ্গন ॥  
 তোমার প্রসাদে মিতা সত্যে হল্যম পার । তোমার প্রসাদে সীতা করিছ উদ্ধার ॥  
 এক বাক্য আমার শুধিতে আছে ধার । মিতা বিভীষণে দিব লঙ্কার অধিকার ॥  
 চারি যুগে থাকে যেন আমার শিয়াতি । বিভীষণে করিয়া লঙ্কার অধিপতি ॥  
 রঘুনাথের বাক্য লংহিব কোনজন্য । বিভীষণ রাজা হব পড়িল ঘোষণা ॥  
 সাগরের জল আইল সাত শ কলসী । স্নানদ্রব্য লয়া আইল যতেক রূপসী ॥  
 শুভক্ষণে সিংহাসনে বৈসে বিভীষণ । আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষণ ॥  
 রঘুনাথের আজ্ঞা হইল পাষণের রেখ । সিদ্ধজলে বিভীষণের হল্য অভিষেক ॥  
 অভিষেক কর্যা দিল রাণী মন্দোদরী । ছত্রদণ্ড দিলা আর কনক লঙ্কাপুরী ॥  
 বিভীষণ রাজা হৈল তিন লোক সূত্রী । এখন রামের কীর্তি বিভীষণ সাক্ষী ॥  
 কটক লইয়া রাম করেন অহুমান । সীতার উদ্দেশে যায় বীর হহুমান ॥  
 বিভীষণ ডাকিয়া কহেন হহুমানে । অবিলম্বে যাহ তুমি জানকীর স্থানে ॥  
 অবিলম্বে গেলা হহু জানকীর পাশে । প্রণাম করিয়া বিভীষণ উক্তি ভাষে ॥  
 সগণ সমেত দশানন রণে মল্য । লঙ্কার ভিতরে রাজ্য বিভীষণ হল্য ॥  
 এত শুনি জানকী না কহেন উত্তরে । বিশ্বয় হইল বড় হহুয় অন্তরে ॥  
 হহু বলে কোন অপরাধ মোর হল্য । উত্তর না দেহ কেন দশানন মল্য ॥  
 সীতা বলে স্তন বাছা পবননন্দন । তব উপযুক্ত দান চিন্তি মনে মন ॥  
 মণি মাণিক দিও যদি রাজ্য অধিকার । তথাপিহ তোমার শুধিতে নারি ধার ॥  
 হহুমান বলে রাজ্য না চাই ঠাকুরাণী । রঘুনাথের বার্তা আমি এইমাত্র জানি ॥  
 এক দান দিবে মোরে না করিবে আন । মোরে দান দিলে তুষ্ট হব ভগবান ॥  
 তোমার কাছে আছে যত রাবণের চেড়ী । মোর বিহুয়ানে তোমা উঠায়াছে বারি ॥  
 মোর আগে তোমার করিল অপমান । চেড়ীসভার প্রাণ লব এই মাগো দান ॥  
 দুষ্ট উপাড়িয়া চুল ছিড়ি গোছে গোছে । আছাড়িয়া প্রাণ লব বড় বড় গাছে ॥  
 হহুমানের কথা শুন্না চেড়ীসভার ত্রাস । ত্রাসে চেড়ীগণ গেল সীতাদেবীর পাশ ॥  
 চেড়ী সব বলে স্তন সীতা ঠাকুরাণী । হহুমান প্রাণ লবে রাখহ আপনি ॥  
 সীতা বলে হহুমান বিচারে পণ্ডিত । যত দুখ পাই আমি ললাটলিখিত ॥  
 রাজমন্ত্রী কপি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি । জীবধ করিয়া কেন রাখ অথৈয়াতি ॥  
 এখন সবংশে পড়্যা রাজ্য দশানন । কর্যাছে বিস্তর সেবা এই চেড়ীগণ ॥

প্রভুর ঠাঞি কহ গিয়া মোর স্বত দুখ । দশ মাস বাদে দেখি গিয়া চান্দমুখ ॥  
 শ্রীরামের দেখি যদি সে চন্দ্রবদন । তবে সব দুখ মোর হব বিমোচন ॥  
 চলিলেন হনুমান সীতার আদেশে । রামচন্দ্রে কহে হনু অশেষ বিশেষে ॥  
 যে সীতা লাগিয়া গোসাঞি এত মহামার । হেন সীতা দেখিলাম অস্থিচর্মসার ॥  
 বড দুখ দিয়াছে কর্যাছে অপমান । তোমা দবশনে হব দুখ অবসান ॥  
 এত যদি হনুমান কহিল বচন । সীতারে আনিতে রাম পাঠান বিভীষণ ॥  
 চলিল ত বিভীষণ রামের বচনে । মাথা হুয়াইয়া বলে সীতার চরণে ।  
 সীতাপদে প্রণমিয়া কহে বিভীষণ । অঙ্গভূষা করি পর বস্ত্র আভরণ ॥  
 জানকী মধুব বাণী কহে বিভীষণে । নারিব কবিতে বেশ শ্রীবাম বিহনে ॥  
 বিভীষণের উপরোধ এড়াতে নারিলা । বেশভূষা পটুবস্ত্র অযত্নে পরিলা ॥  
 মন্দোদরী বলে মোর কৈলি বংশনাশ । বিষচক্ষে পড সীতা গেলে রামের পাশ ॥  
 সীতারে চাপায়্যা লয় চতুরঙ্গ দোলে । কান্ধে কবি লয়্যা যায় বামজয় বোলে ।  
 হনু বিভীষণ করে চামরের বা । বানবের হুড়াহুড়ি দেখ্যা রাক্ষা পা ॥  
 আজ্ঞা পায়্যা পদব্রজে গেলা রামপাশে । নবম পুবাণ কথা কবিচন্দ্রে ভাষে ॥

### রাম ও সীতার লাক্ষাণ

রামেরে বিমুখ দেখি : কান্দে সীতা চন্দ্রমুখী : লক্ষণ করেন হায় হায় ।  
 হনুমান বিভীষণ : মৃততুল্য দুইজন : পরস্পর সভাই শুধায় ॥  
 চান লক্ষণের পানে : কভু হনু বিভীষণে : কান্দেন বামের পানে চায়্যা ।  
 পদনখে খোলে ক্ষিতি : বিদবিয়া যায় ছাতি : অশ্রু বহে মুখ বুক বায়্যা ॥  
 শ্রীরাম সীতারে কয় কান্দিলে কি আর হয় : যেথা ইচ্ছা সেথা তুমি যাহ ।  
 লোকে দোষ দিত মোরে : উদ্ধার কবিত্ত তোরে : অকারণে মোর মুখ চাহ ॥  
 জানকী কহিল রাম : বিধাতা আমাবে বাম : তোমা ছাড়ি কোথা আমি যাব ।  
 কোন অপরাধ হল্য : কি কুকর্ম কুৎসা কৈল : তোমা হেন আব নাঞি পাব ॥  
 তুমি বিনে নাঞি জানি : না ছাড়হ রঘুমনি : অভাগীর আর কেহ নাঞি ।  
 শুন রাম দয়াময় : করুণা করিয়া কয় : অভাগীর আর কোথা ঠাঞি ॥  
 রামচন্দ্রে কহ কথা : অভাগী যাবেক কোথা : দেয়র লক্ষণ কিবা দেখ ।  
 দেশে যাবে ছুটি ভাই : আমি রব কার ঠাঞি : বলিয়া কহিয়া মোরে রাখ ॥  
 এত যদি তব মনে . সমুদ্র বাজিলে কেনে : কি লাগিয়া করিলে উদ্ধার ।  
 হেন জানিতাম যদি : ওহে প্রভু দয়ানিধি : বুঝ্যা করিতাম প্রতিকাব ॥  
 আশ্র লক্ষণ ছাড় মোহ : অগ্নিকুণ্ড করি দেহ : তোমাতে দিলাম আমি ভার ।

কোথা যাব রাম বিহু : না রাখিব পাপ তহু : পোড়ায়্য করিব ছারখার ॥  
 কে জানে কেমন পাপ : লোকে জনে দেই তাপ : তিলার্ধ জীবনে নাগ্রি কাজ ।  
 জাগা শুভা রঘুনাথে : পদ নাহি দেন ছুঁতে : ঘুচাইব রঘুবংশলাজ ॥  
 লক্ষণ পরম জানী : শুনিয়া রামের বাণী : কুণ্ড কাটি দিলেন অরায় ।  
 শুনিলে অবয়ে চিত্ত : পুরাণ সঙ্গীত গীত : শ্রীকবি শঙ্কর রস গায় ॥

### সীতার অগ্নিপরীক্ষা

চন্দনের কাষ্ঠ কুণ্ডে দিল রাশি রাশি । হুমান ঘৃত ঢালে কলসি কলসি ॥  
 স্নান করি জানকী পরিল পাটশাড়ী । রাম পানে চায়্যা থাকে ছুই কর জুড়ি ॥  
 আপনি জানকী কুণ্ডে দিলেন আনল । লাগিল অগ্নির শিখা গগনমণ্ডল ॥  
 রামরূপ দেখে সীতা ভরিয়া লোচন । প্রদক্ষিণ করি কৈল চরণ বন্দন ॥  
 অগ্নি প্রদক্ষিণ সীতা কৈল সাত বার । দেবতা উদ্दिশে সীতা কৈল নমস্কাব ॥  
 বীরভাগে সীতাদেবী আশীর্বাদ করি । প্রবেশিলা অগ্নিকুণ্ডে রামমুখ হেরি ॥  
 কুণ্ডে প্রবেশিয়া সীতা ডাকে রাম রাম । আঁখি মুদি হৃদে ভাবে দ্বীর্বাদলশ্রাম ॥  
 স্বর্গে থাকিয়া দেখে ব্রহ্মাদি দেবতা । দশরথ মহারাজা শ্রীরামের পিতা ॥  
 আনন্দে রহিলা সীতা অনলের কোলে । পদ্য ফুট্যা থাকে যেন স্তম্ভীতল জলে ॥  
 সীতা না দেখিয়া রাম হল্যা অচেতন । কি হল্যা কি হল্যা বলে ঠাকুর লক্ষণ ॥  
 সংসার হইল শূন্য দেখে রঘুবর । ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া কাতর ॥  
 আপন কুবুদ্ধে ভাই সীতা হারালাম । সাগর তরিয়া নৌকা কূলে ডুবালাম ॥  
 সীতা বৈ লক্ষণ মোর সকলি অসার । অযোধ্যার ছত্রদণ্ড না ধরিব আর ॥  
 শুনরে লক্ষণ ভাই সীতা কোথা পাব । দেশে যায়্যা সভাকারে কি বোল বলিব ॥  
 লক্ষণ বলেন প্রভু না হয়্যা কাতর । আজ্ঞা কর যাই আমি অগ্নির ভিতর ॥  
 আসিব জনক রাজা শুধাইব কথা । দ্বীর্বাদলশ্রাম রাম সীতা মোর কোথা ॥  
 লক্ষণ বলেন রাম একি নাকি হয় । লক্ষ্মী নারায়ণ ছাড়া কোনযুগে নয় ॥  
 পরাণ তেজিলে মোরে করি অভিমান । কি করিতে কিবা হন্য শুনরে লক্ষণ ॥  
 লক্ষণ বলেন প্রভু নিবারহ শোক । মিছা কর হস্তাঙ্গদ কি বলিব লোক ॥  
 বাঁচাতে নাহিলে মোরে কহিয়ে তোমারে । হায় হায় বিধি বাম হইল আমারে ॥  
 লক্ষণ ঠাকুর রামে অচেতন দেখি । বিভীষণ জাঘবান হস্তমানে ডাকি ॥  
 পড়িয়া লক্ষণ-কোলে জানকীরে ডাকে । বীরভাগ যত বলে উন্মাদ না টুটে ॥  
 রাম প্রতি অবশেষে জাঘবান কয় । পূর্ণব্রহ্ম হয়্যা শোক উপযুক্ত নয় ॥

শোকে কহে কপিগণ কোথা গেলে না । অগ্নি হত্যে উঠ্যা আস্ত দেখি ছুটি পা ॥  
 রামের ক্রন্দনে কান্দে ঠাকুর লক্ষণ । হৃদ্রীষ কান্দিছে আর রাক্ষস বিভীষণ ॥  
 অগ্নি হত্যে উঠ সীতা জনককুমারী । তোমার বিহনে হ্রাণ ধরিতে না পারি ॥  
 তোমার লাগিয়া সীতা বড় পাই দুখ । অগ্নি হত্যে উঠ সীতা দেখি চান্দমুখ ॥  
 লঙ্কার রাবণ রাজ্য দশমুণ্ড ধরে । কুড়ি হাথে যুঝে যেন যমের দোসরে ॥  
 সে রাবণ মারি তোমা করিছ উদ্ধার । অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা হল্য ছারখার ॥  
 রামের ক্রন্দনে কান্দে যত দেবগণ । কুবের বরুণ যম কান্দেন পবন ॥  
 অষ্ট লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর । জলের ভিতর থাক্যা কান্দেন সাগর ॥  
 হহুমান বলে তুমি না কান্দ লক্ষণ । আমি জানি সীতাদেবীর নাহিক মরণ ॥  
 বিজ্ঞ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব আখ্যান । শুনিলে কলুষনাশ ভবভয়ে ত্রাণ ॥

### ব্রহ্মা কর্তৃক রামের স্বরূপবর্ণন

উচ্চস্বরে কান্দে রাম জানকীর তরে । সকল দেবতা আইল রামের গোচরে ॥  
 হংসবাহনে ব্রহ্মা জগতের কর্তা । বলদ বাহনে শিব কান্দে সর্পপৈতা ॥  
 ঐরাবত বাহনে আইলা দেব পুরন্দর । আপন বাহনে আইলা বরুণ জলেশ্বর ॥  
 হরিণ বাহনে আইলা দেবতা পবন । মহিম বাহনে আইলা সূর্যের নন্দন ॥  
 চন্দ্র সূর্য রাত্রি দিবা আইলা গ্রহণ । সকলে দেবতা আসি করেন স্তবন ॥  
 আপনি কহেন ব্রহ্মা ত্রীরামেরে ডাকি । কার বাক্যে অগ্নিমধ্যে থুয়াছ জানকী ॥  
 নর নহ রঘুনাথ ত্রৈলোক্যের পতি । নর হেন রঘুনাথ তব কেন মতি ॥  
 রাম বলে নব আমি নরকুলে জন্ম । মহুশ্য হইয়া করি মহুশ্যের কর্ম ॥  
 ব্রহ্মা বলে নাহি জান আপন অবতার । অনাথের নাথ তুমি সংসারের সার ॥  
 তোমার অংশেতে জন্ম যত দেবগণ । লক্ষ্মীদেবী সীতা আর তুমি নারায়ণ ॥  
 মৎশরূপে কৈলা আগে দেবের উদ্ধার । কূর্ম অবতারে প্রভু স্থাপিলা সংসার ॥  
 তৃতীয় যুগেতে প্রভু বরাহরূপ ধরি । পৃথিবী উদ্ধার কৈলা দশনে বিদারি ॥  
 হিরণ্যকশ্যপ ছিল বলে মহাবল । দেবতা দানব তেজে জিনিল সকল ॥  
 অষ্ট লোকপাল কাঁপে অস্থর প্রতাপে । তাহারে বধিলা তুমি নরসিংহরূপে ॥  
 বাঙন যুরতি ধরি পঞ্চ অবতারে । বলিরাজে বন্দী করি থুলে পাতালপুরে ॥  
 অষ্টম অবতারেতে হইলে পরশুরাম । নিকৈত্রী কারণে পৃথ্বী করিলা সংগ্রাম ॥  
 এত অবতারে তুমি অংশরূপ ধরি । রাম অবতারে তুমি আপনি ত্রীহরি ॥  
 তুমি বিষ্ণু ক্ষেত্রী তুমি পূর্ণ অবতার । সবংশে রাবণ রাজ্য করিলে সংহার ॥

বত বত ক্ষেত্রী ছিল পৃথিবীমণ্ডলে । সত্যারে বিষম বড় রাবণ মহাবলে ॥  
 রাক্ষস না যায় মারা অন্ডজনের শরে । বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আইলে রাবণ বধিবারে ॥  
 তুমি সে সত্যারে জান তোমা কেবা জানে । আমি হেন কোটি ব্রহ্মা না পাই দিগ্বানে ॥  
 রামচন্দ্রে কহে ব্রহ্মা প্রবোধ বচন । সীতা সীতা বল্যা রাম করেন ক্রন্দন ॥  
 শ্রীরাম করুণা লীলা কবিচন্দ্র গান । রামের করুণা দেখি অগ্নি মূর্তিমান ॥

### দশরথের উপদেশ

জানকী লইয়া দিলা রাম সন্নিধান । আকাশে হৃদভি বাজে পুষ্প-বরিশণ ॥  
 কপিগণ সবে নাচে ডাকে রামজয় । জোড়হাতে অগ্নি কিছু রামচন্দ্রে কয় ॥  
 লক্ষ্মণের কোলে রাম মৃদাছিল ঐপি । অগ্নি বলে লহ রাম সীতা চন্দ্রমুখী ॥  
 সীতা নাম শুনি রাম চমকি উঠিল । প্রেমাবেশে রামচন্দ্র জানকী দেখিল ॥  
 অনলে সীতার অঙ্গে ঐচ না লাগ্যাছে । বসন ভূষণ হার তেমনি রয়াছে ॥  
 জানকী কান্দিয়া পড়ে রাম-পদতলে । আস্ত প্রাণেশ্বরী বল্যা রাম কৈলা কোলে ॥  
 মোর অপরাধ কিছু না লইবে তুমি । রাম বলে লোকভয়ে এত করি আমি ॥  
 লক্ষ্মণ প্রণাম করে বিভীষণ আদি । বীরভাগ জানকীরে করিল প্রণতি ॥  
 ব্রহ্মা বলে রাম তুমি কৈলে বড় কাজ । রাবণ মার্যা রক্ষা কৈলে দেবের সমাজ ॥  
 দশরথ রাজা মৈল তোমা অদর্শনে । মরা বাপ আসিয়াছে তোমা সম্ভাষণে ॥  
 মরা বাপ দেখ রাম অপূর্ব দর্শন । দুই ভায়ে কর বাপের চরণ বন্দন ॥  
 হাথে ধরি পুত্রবধু রাজা রথে তুলে । দুই পুত্র কোল রাজা দিল কুতূহলে ॥  
 অন্তরে পুড়িছে আমি কৈকেইর বচনে । প্রাণ ছাড়িলাম আমি তোমা অদর্শনে ॥  
 ভরথের মা তোমায় কৈল কুবচন । মায়ে পোয়ে দুজনায় করিছ বর্জন ॥  
 ভরথের নাঞি লই শ্রদ্ধ তর্পণ । কহিছ সকল কথা স্বরূপ বচন ॥  
 সীতা শুদ্ধমতি বাছা লহ মোর বোলে । অভিমত বর মাগ প্রতিজ্ঞা রাখিলে ॥  
 রাম বলে বাপা যদি বর দিবে মোরে । না শাপিয় ভরথ ভাই আর কৈকেইরে ॥  
 ভরথের বর দিলে প্রীত পাই মনে । ভরথের বর দেহ দেব বিচক্ষমানে ॥  
 রঘুনাথের কথা রাজা না করিল আন । ভরথের পিণ্ড খায় অমৃত সমান ॥  
 দশরথ রাজা কহে ডাকিয়া লক্ষ্মণে । করিহ রামের সেবা সফল জীবনে ॥  
 রামের ভাই বলি তবে সুখিব সংসার । রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইশুক অবতার ॥  
 সীতার তরে আর বার বলেন বচন । আমার বটনে মাগো সঙ্কল ক্রন্দন ॥  
 দশ মাস ছিলে তুমি রাবণের ঘরে । অবিচারে রঘুনাথ তোমা নিতে নারে ॥



অগ্নিশুদ্ধ হলো তুমি দেব বিজ্ঞমানে । তোমার চরিত্রে চমৎকার দেবগণে ॥  
 যেইজন্য শুনিবেক তোমার চবিত্র । সর্ব পাপে মুক্ত হয়্যা হবেক পবিত্র ॥  
 দেবরথে চড়ে রাজা দেববেশধারী । পুত্রবধ সন্তাবিয়া যায় স্বর্গপুরী ॥  
 বামে দেখি মুক্ত হয়্যা ব্রহ্মলোকে চলে । রামের চরিত্র লীলা কবিচন্দ্র বলে ॥

### ইন্দ্রের বরদান

সংশে রাবণ মল্য হরিষ পুরন্দর । ইন্দ্র বলে বাম তুমি মাগ্যা লহ বর ॥  
 বাবণ মারিয়া রক্ষা কৈলে দেবগণ । বর মাগ বুধা নহে আমাব বচন ॥  
 রামচন্দ্র বলে মোবে যদি দিবে বর । তব বরে জিয়া উঠুক যতেক বানর ॥  
 জীপুত্র এডিয়া আইল আপন বসতি । কপি সব জিয়াইলে পাইয়ে পীরতি ॥  
 বনে হারাইয়া সীতা পায়্যা হল্যাম স্থখী । বানবের স্বী সব কান্দ্যা হব তখী ॥  
 বামকথা শুন্না হাসে দেব পুন্দর । ভুবনদুর্লভ রাম মাগ্যা লহে বর ॥  
 ইন্দ্র বলে রাম তুমি পাসর আপনা । আপনা না জান গোসাঞি তুমি কোনজন্য ॥  
 মারিয়া জিয়াতে পার এ তিন ভুবন । সকল তোমাব মায়া যতেক সৃজন ॥  
 তুমি বর চাহ আমি না করিব আন । রূপে বেশে কপি হব দেবেব সমান ॥  
 ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত বরিষে । জিয়া উঠে মরা কপি ঠেলিয়া রাক্ষসে ॥  
 কাটা হাথ পা সভার লাগ্যা গেল জোড়া । চাবিদ্ধারে কপি উঠে মাঝিয়া গাঝাড়া ॥  
 যে যে কপি পড়িয়াছে বাক্সের বাণে । মার মার বলি তার ডাকয়ে সঘনে ॥  
 কুজকর্ণ ইন্দ্রজিত মাররে ত্রিশিবা । রাবণ রাজ্য মার পরস্বী গোরা ॥  
 কোথা মার কাট দেখ কোথায় সংগ্রাম । বাবণ পড়িল রণে জিনিল শ্রীবাম ॥  
 রামের আসিয়া দেখ জ্ঞানকী সুল্লবী । সকল দেবতা দেখ এই স্বর্গপুবী ॥  
 হরিষে যুদ্ধেব কথা কহিল বানর । প্রণমিয়া কহে কপি বামের গোচর ॥  
 মনে প্রাণ পাই গোসাঞি তোমা আরাধনে । সেবা করি রব প্রভু তোমাব চরণে ॥  
 মেলানি করিয়া সভে গেলা যথাস্থানে । বিভীষণ রাজা বড় আনন্দিত মনে ॥  
 সরমা সুল্লরী ভাসে আনন্দ-মাগরে । সীতাবাম লয়্যা গেল নিজ অন্তঃপুরে ॥  
 শতকোটি রামায়ণ বাগ্মীকি বর্ণন । সীতার বাসর শুন কাব্য রামায়ণ ॥  
 যে জন গায়ায় ইহা তার স্বর্গে যশ । ধর্মে মতি হয় কভু নহে যমবশ ॥  
 সীতার বাসর শুনে সধবা রমণী । পুত্রবতী হয় আর স্বামী সুহাগিনী ॥  
 সধবা শুনিলে হয় স্বামীতে ভকতি । বিধবা শুনিলে অস্তে পায় নিজ পতি ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব আখ্যান । রামলীলা স্ফূটারস অমৃত সমান ॥

### রামসীতার পুষ্পবাসর

বিভীষণ রাজা ভাসে আনন্দ-সাগরে । সীতারাম লয়া গেল আপন মন্দিরে ॥  
 হুমধুর ফল আত্মা দিল হতুমান । সীতাসঙ্গে ভোজন করিলা প্রভু রাম ॥  
 সোনার মন্দিরে করে পুষ্পের বিছানা । সরমা পুষ্পের শয্যা করিল রচনা ॥  
 রজনী আইল দোঁছে প্রবেশিলা ঘরে । শয্যায় বসেন রাম লইয়া সীতারে ॥  
 কুণ্ডল ছিলিছে কর্ণে কপালে সিন্দুর । কটিতে কিঙ্কিণী তার চরণে নুপুর ॥  
 ত্রিভুবন মধ্যে যত স্তম্ভরী নায়িকা । তা সভারে জিনি সীতা কনকলতিকা ॥  
 রূপের নাহিক সীমা দেব রঘুবর । সীতার সঙ্কেতে রাম বঞ্জন বাসর ॥  
 রাম-দরশনে সীতার যত তাপ গেল । অশোকবনের দুঃখ সব পাসরিল ॥  
 রামহস্ত শোভে সীতার স্তনের উপরে । পূজেন সোনার শঙ্খ যেন ইন্দ্রবরে ॥  
 তা দেখিয়া কামদেব শঙ্খপূজায় বসে । যাহার লোমাঞ্চ বাণ সর্বাঙ্গে বরিষে ॥  
 নীবি খসাইতে তেঁই কি কি শব্দ করে । কামের প্রহবী যেন জাগিয়া হাঁকারে ॥  
 সীতারে করিয়া কোরে রাজীবলোচন । অঙ্গে অঙ্গে মিশাইতে করিল যতন ॥  
 সীতার সহিত রতি রামের রমণ । তা দেখিয়া রতিকেলি মিশিলা মদন ॥  
 কন্দর্প পাইল রতি করিতে রমণ । রসযুক্ত কৈলা রাম মদনে রমণ ॥  
 রামসঙ্গে জানকীর অধিক উল্লাস । প্রেমে সীতা রাম করে হাস পরিহাস ॥  
 তোমার আমার রণে জয় পরাজয় । কামদেব সাক্ষী আছে কহিলে কি হয় ॥  
 যেই তেজে মািল্যে তুমি দুর্জয় রাবণ । তত তেজ সহিলাম তব আলিঙ্গন ॥  
 ধন্য ধর্যা কুন্তকর্ণে মািল্যে যেই করে । সে কর তোমার ধরি কুচের উপরে ॥  
 দণ্ড আগে কোঁতুকে ধরিলে বহুমর্তী । সহিলাম তোমার সে দণ্ডের আওতি ॥  
 হিরণ্যকশপ বিদারিলে নথ আগে । সে নথ আমার কুচে পরশিতে ভাগে ॥  
 হউক সকল তবু হারিহু তোমায় । পরিহার মানিলাম প্রভু তব পায় ॥  
 সীতার বিনয়ে রাম ক্ষেমা দিলা রতি । মধু খায়্যা মধুকর ছাড়িল মালতী ॥  
 সীতাসঙ্গে বাসর বঞ্চিলা রঘুনাথ । বাত বাজে হুমঙ্গল হল্য স্প্রভাত ॥

### অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন

প্রভাতে উঠিয়া রাম কৈলা স্নান দান । কুবের পাঠায়্যা দিলা পুষ্পক বিমান ॥  
 কুবের পাঠায়্যা রথ শ্রীরামের স্থানে । রাম সীতা চাপিলেন পুষ্পক বিমানে ॥  
 বিভীষণ স্ত্রীবিসহ চাপি সেই রথে । কপিবল নিলা রাবণের সাথে ॥  
 সকল বানর সঙ্গে নিলা রঘুপতি । গগনে উঠিল রথ চলে বাউগতি ॥  
 শ্রীরাম বলেন সীতা মোর বোল রাখ । সাদরে কনক লঙ্কা ঐ চায়্যা দেখ ॥

কুন্তকর্ণ রাবণের ঐ সংকার স্থান । এইখানে হল্য যুদ্ধ দেখে বিগ্ৰহমান ॥  
 লোচনে সাগর দেখে ঐ সেতুবন্ধ । ঘুচুক তোমার সীতা লোচনের ধন্দ ॥  
 রাম আজ্ঞা পায়্যা লক্ষণ গণ্ডি লয়্যা চলে । ঠ ঞ্জি তিন ভাঙ্গা দিল ধনুকের হলে ॥  
 প্রথমে বসত কর্যাছিলাম এই তটে । কহিতে সে সব কথা কত তাপ উঠে ॥  
 ঞ্জয়্যুক গিরি দেখে ঞ্জগ্রীবের দেশ । এই পত্রশালা যাথে বড় পালে ক্লেশ ॥  
 চোন্দ হাজার রাক্ষস মারিহু এইখানে । চিত্রকূট পর্বত সীতা দেখে বিগ্ৰহমানে ॥  
 এখানে ভরথ ভাই আস্তাছিল নিতে । বাণ্মীকি মূনির স্থান দেখে ভালমতে ॥  
 বমুন সরযু দেখে জানকীসুন্দরী । সমুখে চাহিয়া দেখে অযোধ্যানগরী ॥  
 রামবাণী শুনি সবে আনন্দেতে যায় । দেখয়ে অযোধ্যাপুরী অমরাবতী প্রায় ॥  
 চোন্দ বৎসর পূর্ণ তিথি পঞ্চমীতে । ফাল্গুনের শুক্ল পক্ষ দিবা প্রহরেতে ॥  
 ভরথাজে প্রণমিয়া রামচন্দ্র কয় । ভরথের তত্ত্ব কহে মূনি মহাশয় ॥  
 রামচন্দ্রে কহে মূনি আশীর্বাদ করি । নন্দীগ্রামে আছে ভরথ জটাবাকলধারী ॥  
 মন্ত্র করি তব নাম জপে রাত্রিদিনে । এত শুনি বহে ধারা রামের নয়নে ॥  
 মূনি বলে অত এ আশ্রমে রাম রহ । আমার আতিথ্য পাণ্ড অর্থ রাম লহ ॥  
 অকালে ফলিল বৃক্ষ মূনির বচনে । ক্ষরিয় পড়িল মধু যত বৃক্ষগণে ॥  
 কটক সমেত মূনি করাল্য ভোজনে । খাট পাট সিংহাসন দিলা জনে জনে ॥  
 লেখার দক্ষিণে ঘর পেছায় বসতি । রামলীলা কহে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ॥

### গোহাকে সংবাদদান

মূনির আজ্ঞায় রাম বঞ্চে এক নিশা । প্রণমিয়া আজ্ঞা পায়্যা চলিলা প্রত্যাষা ॥  
 হহুমান কহে রাম অযোধ্যায় যাহ । আমার বৃত্তান্ত যত ভরথেরে কহ ॥  
 শৃঙ্গবের পুর মিত্র কহিবে গোহায় । জননী সকল যেন সমাচার পায় ॥  
 বাউগতি গেল হহু শৃঙ্গবের পুরে । প্রভু রাম আলা দেশে কহিল গোহারে ॥  
 চণ্ডাল কহিল রাম আসে কতদূরে । কতক্ষণে নয়ানে দেখিব আমি তারে ॥  
 কহিয়া গোহায় হহু বাউগতি চলে । চণ্ডালের গণ যত নাচে কুতূহলে ॥  
 রামচন্দ্র আলা দেশে পড়িল ঘোষণা । আবালবনিতা যায় নাচে সর্বজনা ॥

রামজয় পড়ে সাড়া : নাচয়ে চণ্ডাল পাড়া : টেমক দগড় কাঁসি বাজে ।

ঘুচিল সত্যর শোক : চতুর্দিগে ধায় লোক : স্ত্রীরামে দেখিল রথমাঝে ॥

রাম রাম বল্যা মুঞ্চে : চণ্ডাল পড়িল ভূঞ্চে : ভাবভরে ধরণী লোটায়ে ।

জানকী লক্ষণ সাথে : নাথ্যা রাম রথ হতে : হাথে ধর্যা উঠালা গোহাত ॥

চণ্ডালে করিয়া কোলে : নদীর ঠাকুর বলে : কহ মিথা আছয়ে কুশলে ।  
 গোহা বলে তোরে বলি : মিথা বড় কষ্ট পালি : প্রাণ লয়্যা আলি ভালে ভালে ।  
 শুনিয়া সভাই হাসে : সর্বের রাম পরিতোষে : পুনরপি চাপিলেন রথে ।  
 শিখ কবিচন্দ্রে বলে : শুন সতে কুতূহলে : হু হু গেলা ভরথ সাক্ষাতে ॥

### অযোধ্যায় প্রজাদের আনন্দ

ভরথ পাছুকা লয়্যা অভিষেক করে । চামর ঢুলায় রামে ভাবেন অন্তরে ॥  
 রাম রাম বলিয়া ভরথ বীর ডাকে । ছাড়িয়া রহিলে রাম পাসরি আমাকে ॥  
 শত্রুঘনে ডাক্য ভরথ কহিতে লাগিল । চোন্দ বৎসর গেল রাম নাঞি আলা ॥  
 প্রভু রাম বিনে আমি তিলেক না জিব । অগ্নিকুণ্ড কর্যা দেহ পরাণ তেজিব ॥  
 পড়িয়া ভরথ ভূমে ডাকে রাম রাম । হেনকালে আইল তথা বীর হুমান ॥  
 প্রণাম করিয়া হু হু কহে জোড়করে । রাম লক্ষণ সীতা আলা অযোধ্যানগরে ॥  
 শুনিয়া রামের নাম হুমানের মুখে । ঘূঁচা হয়্যা ভরথ তেঁই পড়িলেন ভূখে ॥  
 ধরণী ধরিয়া উঠে আধ আধ বোল । হুমানের বাহ পসারিয়া দিল কোল ॥  
 কি কথা কহিলে হু প্রাণের দোসর । কোটি তঙ্কা লহ তুমি সোনার মোহর ॥  
 বোল সহস্র দাসী দিল গোধান হাজার । প্রবাল মুকুতা হীরা দিল কণ্ঠহার ॥  
 রামের বৃত্তান্ত কহ পবননন্দন । জোড়হাথে হস্ত কহে করি নিবেদন ॥  
 অযোধ্যায় মল্য রাজা রাম যাতে বনে । চিত্রকূটে পাছুকা আনিলে তুষ্ট মনে ॥  
 সূর্যপথার লক্ষণ কাটিল নাক কান । রামের সীতা হরে রাবণ পায়্যা অপমান ॥  
 স্ত্রীবে করিয়া সখা বালী বধ কৈল । বহু সৈন্য লয়্যা রাম সমুদ্র বাঞ্চিল ॥  
 সবংশে মরিল রণে রাজা দশানন । জানকী পরীক্ষা দিলা কহিছ কারণ ॥  
 সসৈন্তে আস্তাছে রাম মুনি-তপোবনে । অবিলম্বে চল তুমি ভাই সন্তাষণে ॥  
 ভরথ বলে শত্রুঘন স্বরাপরে ঘাছ । কৌশল্যা স্মিত্রা মাকে সমাচার দেছ ॥  
 কৌশল্যা স্মিত্রা দৌছে বস্তা একাসনে । কৌশল্যা বলেন রামে দেখিছ নয়নে ॥  
 রাঘব রাম রাক্ষস বানর দুই পাশে । স্বপনে দেখিছ বাছা আস্তাছেন দেশে ॥  
 স্মিত্রা বলেন আর হেন দিন হব । রাম লক্ষণ সীতা আর নয়ানে দেখিব ॥  
 হেনকালে শত্রুঘন কহে জোড়করে । রাম লক্ষণ সীতা আলা অযোধ্যানগরে ॥  
 রামের বিরহানলে মনে পাই বেথা । এমন সময়ে কেন কহ মিথ্যা কথা ॥  
 শুন গো জননী মোর বাক্য মিথ্যা নয় । বারি হয়্যা শুন প্রজা ডাকে রামজয় ॥  
 শত্রুঘনে বরি রাণী করিলেন বৃকে । বার দশ চুষন করিলা চাঁদমুখে ॥  
 হু সতীবে গলাপলি ভাবেতে বিস্তোর । প্রেমের সমুদ্রে ভাসে নাঞি পায় ওর ॥

সাত শ উনপঞ্চাশ রাণী ডাক দিয়া আনে । কৈকেইর হরষ বিবাদ হল্য মনে ॥  
 দূৰ্বা ধাত্য মালা হাতে চলিলা ব্রাহ্মণ । অগোর কস্তুরী চূয়া ডাবরে চন্দন ॥  
 প্রজাগণ বলে আজি হল্য সুপ্রভাত । চিরদিনে লোচনে দেখিব রঘুনাথ ॥  
 হরি বল্যা ধায় যত লোকের আনন্দ । রাম সীতা লক্ষ্মণের দেখিব পদদ্বন্দ্ব ॥  
 অন্ধ কুন্ড খন্ড ধায় শিশু যত সতী । জয় হলাহলি দেশে আশ্রয় রঘুপতি ॥  
 পুরী শোভা নগবে চত্বরে বনমালা । পতাকা চামর কত পক্ষ করে খেলা ॥  
 বশিষ্ঠ প্রভৃতি যত ধায় মুনিবর্গে । সূর্য্যস্বাদি মন্ত্রী ধায় লয়্যা প্রজা সর্বে ॥  
 দামামা দগড বাজে কাঁসি কবতাল । রাজবাণ বাজে কত ফুকের কাহাল ॥  
 উট-পিঠে গজদ্বন্দ্ব চাপে দিব্যরথে । পতাকা চামর চূড়া লাগে বাউপথে ॥  
 হাতিনী হাজার হয় সাজিল অযুত । উট-পিঠে বাজে দামা পদাতি রাউত ॥  
 যে নারীরে চন্দ্র সূর্য দেখিতে না পাই । হেন মেয়্যা সর্বে যায় কর্যা ধায়াধাই ॥  
 কেহ বলে অন্ধ ভাই তুমি যাহ কেনে । চাপাচাপি করি পাছে মরহ পরাণে ॥  
 অন্ধ বলে ওহে ভাই নিবেদি চরণে । তোমরা দেখিবে আমি শুনিব শ্রবণে ॥  
 অগতির গতি রাম পতিতপাবন । রামনাম লয়্যা অন্ধ পাইল লোচন ॥  
 মুনিবর্গ মাতৃবর্গ প্রজাবর্গ লয়্যা । আনিতে চলিলা রামে আনন্দিত হয়্যা ॥  
 দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে নবম প্রাণ । শুনিলে সংসার তরি বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥

### ভরতের প্রত্যাগমন

পাছুকা করিয়া মাথে : ভরথ চলিল পথে : মুনিবেশ শিরে জটাধারী ।  
 চামর ব্যঞ্জন তায় : ভাবভরে চল্যা যায় : কোথা অযোধ্যার অধিকারী ॥  
 হস্ত ভরথেরে কম : বুখা কান্দ মহাশয় : বৃক্ষে মধু মূনির আশ্রয় ।  
 না কান্দিহ অবিরত : দেখিবারে পাই রথ : আগে রাম দেখাব তোমায় ॥  
 জানকী লক্ষ্মণ সাথে : রথে দেখি রঘুনাথে : ভরথ পড়িল ভূমিতলে ।  
 লক্ষ্মণ জানকী সাথে : নাব্য্য রাম রথে হতে : ভূমেতে ভরথ কৈলা কোলে ॥  
 ভরথে করিয়া বৃকে : চুষন করিয়া মুখে : হাথে ধরি রথেতে উঠায় ।  
 নতি করে জানকীরে : কোলে নিল লক্ষ্মণেরে : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায় ॥

### রাম ও ভরতের মিলন

রথের উপর হোর চায়্যা দেখ রাম । বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ অঙ্গুশাম ॥  
 রথে হতে বিপ্রবর্গে দেখ্যা উলে রাম । জানকী লক্ষ্মণ সাথে করিলা প্রণাম ॥  
 বেদশাঠ পড়ি সর্বে হইলা হরিষ । দূৰ্বা ধাত্য মালা দিয়া করিলা আশিস ॥

পুষ্পক বিমান রাম কুবেরে পাঠায় । পাতৃকা ভরথ দিল রামচন্দ্রের পায় ॥  
 সিংহের ভার বহিবারে পারে কি শিবায় । রাজ্য হয় রামচন্দ্র নিবেদিয়ে পায় ॥  
 ভরথের ভাব বুঝি রাম দিলা সায় । জটা মোক্ষ নন্দীগ্রামে অযোধ্যাকে যায় ॥  
 অন্তঃপুরে যায়্যা রাম প্রণমিলা মায় । সেবিয়া রামের পদ কবিচন্দ্র গায় ॥

### কৈকেয়ীর শোচনা

কোলে আস্ত রাম গুণনিধি ।

চৌদ্দ বৎসর বৈ : মায়ে পোয়ে কথা কই : হারাধন হাথে দিলা বিধি ॥  
 ক্রীরাম করিয়া কোলে : ভাসে রাণী অশ্রুজলে : গলা ধরি করয়ে রোদন ।  
 বাহু ধর্যা করে বুকে : কোথা ছাড়্যাছিলে মাকে : চান্দমুখে কবেন চুশন ॥  
 আব কি বলিব রাম আব কি বলিব । অনেক দিনের সাধ রাজার মা হব ॥  
 ক্রমে সম্ভামিলা রাম ছিল যত মাতা । কৈকেইবে প্রণমিতে হেঁট কৈলা মাথা ॥  
 অপবাধ ক্ষেমা কর মৃতবৎ আছি । কেমনে দেখাব মুখ বনে পাঠায়াছি ॥  
 তুমি যদি বনবাস না দিতে আমারে । তবে কি আমার গুণ গাইত সংসাবে ॥  
 তোমা হত্যে জানিলাম নিজ বান্দবল । কেমনে ভায়ের ভাব জানিহু সকল ॥  
 হহুবে পাল্যাম যার কারে নাগ্রি শঙ্কা । বীরঘটা বিনাশিয়া জয় কৈলাম লঙ্কা ॥  
 তোমা হত্যে জানা গেল সীতা কেমন সতী । আজ্ঞা পালে অযোধ্যায় তই নবপতি  
 কৈকেই ভরথ বলে মোর বোল ধর । এইক্ষণে রামে রাজ্য অভিষেক কর ॥

### হনুমানের দর্পচূর্ণ

ভরথের আদেশে চলিলা বীরবর্গে । সিদ্ধুজল আনিবারে শীঘ্র যান সর্বে ॥  
 বাউবেগে হনুমান চলে অরাপর । তৃষ্ণাতুর হয়্যা গেল ভগ্নবাহুর ঘব ॥  
 স্তম্বেক উপরে আছে পল্লব আডালে । তাহার রমণী তারে করিয়াছে কোলে ।  
 মুনিজ্ঞানে হনুমান জল মাগে তারে । সতী বলে ছাড়্যা দিলে পতি পাছে মরে ॥  
 হহু বলে আমি ধরি জল তুমি দেহ । শত বার নিষেধিয়া শেষে বলে লহ ॥  
 বাম হাথে ধরে ঘাড়ে চাপ্যা পড়ে গায় । হহু বলে লেহ মাতা পরাণ বারায় ॥  
 ভগ্নবাহুর চাপে হহু হইল বিকল । পতি ধরে সতী কমণ্ডলে দিয়া জল ॥  
 তখনে সম্বিত পায়্যা হহু জিজ্ঞাসিল । এমন বীরের দশা কোন বীর কৈল ॥  
 সতী বলে সপ্ত ভাই তারা বলবন্ত । কত শক্তি ধরে কেহ না পাইল অন্ত ॥  
 বহু ভাঙ্গ্যা হস্তী চিপ্যা কৈল অপমান । জয়পত্র দিয়া পালাইল মথবান ॥  
 দ্বিধিজয় করিতে সাজেন সপ্ত জন । বিনয় করিয়া বলে যত দেবগণ ॥

এ পথে ভল্লুক যাবে ব্রহ্মার তনয় । ত্রিভুবন জই হবে তারে কৈলে জয় ॥  
 জাম্ববান সঙ্গে দেখা কথোদিন পরে । সপ্ত ভাই ইহার। ভল্লুকে যায়। ধরে ॥  
 অজয় অক্ষয় ভল্লুক অসংখ্য প্রতাপ । এক লক্ষ যোজন বার এক গোটা লক্ষ ॥  
 সপ্ত ভাই মহাদর্পে ধরিল তাহারে । অঙ্গ নাড়া দিতে সতে পড়ে গিয়া দূরে ॥  
 কে কোথা পড়িল গিয়া জানিতে না পারি । আমি এই নিজ নাথে রাখিয়াছি ধরি ॥  
 অহঙ্কার চূর্ণ চমৎকার হনুমান । বলে ভাল বলী বঠে বুড়া জাম্ববান ॥  
 অহঙ্কার দূরে গেল চলে শীঘ্রগতি । কথোদূরে দেখে এক অপূর্ব মুরতি ॥  
 স্ববর্ণ সদশী অঙ্গ মুখটি শূকর । বৃত্তান্ত শুধায় তারে পবনকুণ্ডর ॥  
 মুনি বলে বহু দান কৈলাম ব্রাহ্মণে । কাঞ্চন সমান দেহ ইল্য দানের গুণে ॥  
 বক্রমুখ হয়। দান করি নিরন্তর । তে কারণে মোর মুখ হইল শূকর ॥  
 হস্ত বলে দয়ানিধি জ্ঞান মোরে দিলে । বক্রমুখ কর্যা আলাম আসিবার কালে ॥  
 সেইখান হতে বীর পবনবেগে যায় । নবম পুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

### রামের সিংহাসনলাভ

রামের চরণে কৈল অসংখ্য প্রণাম । স্তুতি করে ক্ষীরোদের কূলে হনুমান ॥  
 রামেব রূপায় তেজ হইল শত গুণ । অমৃত লইয়া চলে পবননন্দন ॥  
 লগ্নসিদ্ধজল গিয়া আনিল বানর । স্ববর্ণের পাটেতে বসিলা রঘুবর ॥  
 বেদমন্ত্র গান করে যত মুনিগণ । রামেব মাথায় জল ঢালে মস্তিগণ ॥  
 স্ত্রীবি বিভীষণ জাম্ববান হনুমান । নর বানর আর যতেক প্রধান ॥  
 কন্যাগণ জানকীর মাথে জল ঢালে । নেতবজ্রে দৌহার অঙ্গের জল তুলে ॥  
 নীতা রাম পরিলেন বিচিত্র বসন । নানা রত্ন অলঙ্কার পরিলা ভূষণ ॥  
 সূর্য অর্থ দিলা রাম করিয়া অঞ্জলি । আকাশমণ্ডলে পড়ে মঙ্গল হলাহলি ॥  
 গন্ধর্বে নাচে গায় অঙ্গরী অঙ্গর । দুন্দুভি নিনাদ কত অযোধ্যা ভিতর ॥  
 রবি কোটি তেজ জিনি ভূষিত চন্দন । মাথায় কিরীটা কোটি শশির বরণ ॥  
 সিংহাসনে বসিলেন বামেতে জানকী । দক্ষিণে ধরিল। ছত্র লক্ষ্মণ ধাতুকী ॥  
 পুনর্বহু নিবডিল পুত্র। নক্ষত্র । শুভক্ষণে রামচন্দ্রে ধরিলেন ছত্র ॥  
 রামচন্দ্র রাজা হল্য। ভরথ যুবরাজ । শান্তমত করিলেন বেদবিধি কাজ ॥  
 ত্রিভুবনে জয়ধ্বনি করে যত প্রজা । ত্রিলোকের নাথ অযোধ্যায় হল্য। রাজা ॥  
 শঙ্করন বিভীষণ চামর ঢুলায় । হস্ত সঙ্গে লয়। শিব রামগুণ গায় ॥  
 শিব ব্রহ্মা আদি দেবে পূজে রামচন্দ্র । তারপর পারিজাত মালা দিল ইন্দ্র ॥  
 নাগরাজ অনন্ত মণির হার দিল । রত্নাকর হস্ত রত্নে পরিপূর্ণ হল্য ॥

হৃদয়ের আনিয়া কর দিল নানা ধর্ম । শব্দে আনি কর দিল বত সেবগণ ।  
 রাম রাজা হইল। আনন্দ বসুধাতী । নানা জাতি শব্দে পরিপূর্ণ হৈল কিত্তি ।  
 হৃদয়ীন পাতীর হইল বহু কীর । পুত্রহীনদের পুত্র দেখা ছুট রঘুবীর ।  
 দূর্ব্বা শব্দে আনিবার মূনি কর দিল । র. কন্যাপীথ আনি নির্ব্বহন কৈল ।  
 প্রজা পরিপূর্ণ খালে দিল রয় কর । নানা রয়ে মুনিকে তুলিল। রঘুবীর ।  
 শত কোটি গাভীপুত্র মানিকে মণ্ডিত । যথিতে তুঘিত মিলে কৈল। রঘুনাম ।  
 নানা রম্য দিলা প্রভু অলংকার ভাঙার । গজ বাজী রথ কত দেখ দিলা আর ।  
 অদরিত্র ধরণী করিলা রঘুমণি । নানা ধন দেন প্রভু হিবল রজনী ।  
 দ্বিজের কত গ্রাম দিলা দরিত্রে বসন । আনন্দ-সাগরেতে ভালয়ে সর্ব্বজন ।  
 গন্য শত স্বর্ণসহ স্ত্রীদেবের তরে । এইমত ধন রাম দিলা অকমেতরে ।  
 স্ত্রীবে ডাকিয়া বাম দিলা আজিজন । দিলেন কুণ্ডল হার মুকুট বিচক্ষণ ।  
 শ্রীরাম বলেন শুন পরাণের মিত । বালীকে মারিয়া আমি কৈল অহুচিত ।  
 জিতুবন মাঝে আমি বড় পাই লাজ । পালিহ আমার বাড়ী অঙ্গন সুবরাজ ।  
 নল নীল কুমুদ আর অপর বানর । সত্কাভাবে প্রত্যেকে তুলিল রঘুবর ।  
 বাটি কোটি তুল্লক সহিত জাম্ববান । নানা দ্রব্যে সত্তারে তুলিল। প্রভু রাম ।  
 বিভীষণে তুঘি আর চণ্ডাল রাজার । তিন ভায়ে তুঘি আর বতেক মাতার ।  
 চন্দ্রকোটি হার দিলা জানকীর গলে । হৃদয়ানে জানকী ডাকিয়া কিছু বলে ।  
 সে হার হৃদয় গলে দিলেন জানকী । নবে কর্যা ভাঙ্গে হুহু কোশে লক্ষণ দেখি ।  
 লক্ষণ বলে কেন হেন কৈলে হৃদয়ান । হুহু বলে ইহাতে দ্বাহিক রায়নাম ।  
 লক্ষণ বলে পশু জাতি জানিতে না পারে । রায়নাম কত প্রায় আছে শরীরে ।  
 লক্ষণের কোশ দেখি বীর হৃদয়ান । বুক চির্যা হিয়ার দেখার রায়নাম ।  
 সাধু সাধু হৃদয়ানে বলে সর্ব্বজন । হৃদয় মাথার করে পুষ্প বরিষণ ।  
 কোলে লগ্ন্য রাম বলে শুন ভক্তরাজে । তোমা যোগ্য দান নাহি জিতুবন মাঝে ।  
 সশস্ত্র সমেত ধরা যদি করি দান । তবু যোগ্য নহে বাছা তোমার লহান ।  
 অবোধ্যায় রাজা যদি করি দণ্ডধারী । তথাপি তোমার ধার শুভিতে না পারি ।  
 কি ধন তোমারে দিব বাছন মারুতি । মিনি মুখে তুঘি কিত্তি মিলে দাঁপরখি ।  
 হৃদয়ান ককে রামে হুহু। কড়াঙ্গলি । বনে কিবা কাঙ্ক্ষ জোরে বেহ পদগুলি ।  
 বে চরণ ধলায়। আমের সজ্জবতী । বে চরণ হইতে আইলা ভাগীরথী ।  
 অহল্যা। রাহুবা। হুহু। পায়া। বেহ। রেহু । তাহা দিলা তুট কর হৃদয়ানের তহু ।  
 কোলে করায় বহু ভাঙ্গে দিলা। অহু রাম । চারিধর অঙ্গন হুহু। বাঁক হৃদয়ান ।  
 হৃদয়ান বলে নিত্য রাহি। তোমার । দিব করি। রাম। রাম দিলা। দার ।



### লক্ষ্মণের কুটুম্ব সাধন

হুয়ান বলে প্রভু কি কাজ করিলে । জানকী-জননী ধরা তার স্বামী হৈলে ।  
 তরুণ বলেন রাম লক্ষ্মণের নাম । আপনি কি বল বাছা তুমি বার জাম ।  
 অন্ধ বলে আমিাদের তাথে দোষ নাঞি । বর্ষ ভিন্ন কি কারণে প্রভু চারি ভাই ।  
 সুগ্রীব বলে অন্ধ কি বলেন তোমাকে । এখন যুবরাজ আর গিতা বলে কাকে ।  
 হুয়ান বলে তৌমাধের তত্ত্ব জানি । ইন্দ্রপুত্র বালী তব বাপ দিনমণি ।  
 অন্ধ বলে আর কিবা বল হুয়ান । সভামধ্যে শাশুড়্যা হইলা প্রভু রাম ।  
 হেনকালে নিজা আসি লক্ষ্মণে আকর্ষে । সুধা তুবায় আবুল হয়্য মহাবীর হাসে ।  
 লক্ষ্মণের হাসি দেখি তাবেন নারায়ণ । মোরে মনে নিম্মা কর্যা হাসেন লক্ষ্মণ ।  
 চোঞ্চ বৎসর দুঃখ পাল্য বনের ভিতরে । রাজা হলাম না বলিলাম সুমিত্রাকুমারে ।  
 তরুণ বলে মোরে দেখ্যা হাসেন লক্ষ্মণ । মোর জননীর বোলে রাম গেলা বন ।  
 চোঞ্চ বৎসর বলে লক্ষ্মণ রামের সংহতি । কলয়ল খায় লক্ষ্মণ নিজা নাঞি রাতি ।  
 রামের সোশর হয়্য সাধে রামের কাজ । আজি রাম আমাকে করিলা যুবরাজ ।  
 যুবরাজ হয়্য আমি বসি রামের পাশে । আমাকে দেখিয়া তেঞি লক্ষ্মণবীর হাসে ।  
 কৈকই ত কুঞ্জীকে ডাকিয়া কিছু বলে । আমি রামকে বনে পাঠাইলাম তোব বোলে ।  
 সভায় বস্তাছি এখন কোশল্যার পাশে । আমাকে দেখিয়া তেঞি লক্ষ্মণবীর হাসে ।  
 সুগ্রীব বিতীর্ণ মনে তাবে চমৎকার । জ্যেষ্ঠ ভাই বধ্য মোরা লইহু রাজ্যভার ।  
 রামের লক্ষে এত দুঃখ পাল্য বনবাসে । আমাদিগে দেখি তেঞি লক্ষ্মণবীর হাসে ।  
 গোহা বলে আমি চণ্ডাল রাম নারায়ণ । আমায় মিতা বলেন তেঞি হাসেন লক্ষ্মণ ।  
 হুয়ান জাম্ববান যত সভাখণ্ড । আপ্ত কথা তাবে সতে হেঁট করিয়া মুণ্ড ।  
 সীতা বলে ছিলাম আমি রাক্ষসের ঘরে । লক্ষ্মণে দিলাম গালি পত্রের কুটিরে ।  
 সোনার যুগ দেখ্যা হৈলাম আনন্দিত মন । আমার লাগ্যা কত কষ্ট পাইল লক্ষ্মণ ।  
 আমার লাগি জটাউ পক্ষ তেজিল জীবন । আমার লাগি বধ হইল ইন্দ্রের নন্দন ।  
 জিতুবন হৈতে আইল যতেক বানর । আমার লাগি বান্দিলেক দুঃখ সাগর ।  
 সবংশে রাবণ রাজ্য করিয়া সংহার । কত দুঃখ পায়্য কৈল আমার উদ্ধার ।  
 অতি দুখে বস্তা আছি স্ত্রীরামের পাশে । আমাকে দেখিয়া তেঞি লক্ষ্মণবীর হাসে ।  
 পরস্পর সর্বজন ভাবিতে ভাবিতে । হেনকালে অগস্ত্য আত্মা ভার্গব ঈহিতৈ ।  
 সান্নিধ্য বশিলা রাম মুনির চরণ । অগস্ত্য বলেন মোরে দেখাহ লক্ষ্মণ ।  
 চিহ্ন আছে তিনি তেঞি তরুণে জোয়ার । শত্রু লক্ষ্মণে প্রভু চেনা নাই দ্বার ।  
 সান্নিধ্য ইহিতে প্রভু রাম দেখাইল । লক্ষ্মণের গলে দিলা পারিজাত ফাল ।  
 লক্ষ্মণ বলেন মুনি কি কব জোয়ারে । তাঁহুর থাকিতে কেন মালা ঐ নকরে ।

রাম বলেন মূনি তোমার সকল গোচর । সকল কথা জান তুমি গুণের সাগর ॥  
 কি কারণে সভার করিলে অপমান । অগস্ত্য বলেন শুন দুর্বারলঙ্কায় ॥  
 সংসারের সার তুমি সভাকার মূল । বস্ত শাখা তোমার সভাই সমতুল ॥  
 মূল শাখা তোমার লক্ষণ ধরুধর । লক্ষ্যতি লক্ষণ গুণ করিব গোচর ॥  
 অতিক্যা ইন্দ্রজিত পড়ে লক্ষণের বাণে । সভা আগে মালা আমি দিলাম লক্ষণে ॥  
 রাম বলেন রাবণ কুন্তকর্ণ মহাবীর । বাহার সংগ্রামে জিতুবন নহে স্থির ॥  
 তা হতে অতিক্যা ইন্দ্রজিত কিবা গণি । অগস্ত্য বলেন শুন দেব চক্রপাণি ॥  
 যতপি দুরন্ত রাবণ বন্দী কত ঠাকি । অতিক্যা ইন্দ্রজিত কত পরাজয় নাঞ্চি ॥  
 কঠিন তপস্তা কৈল রাবণ কোণ্ডর । তপে বশ ব্রহ্মা শিব দিতে আইলা বর ॥  
 অমর না হব ইন্দ্রজিত মাগে বর । উপবাসে থাকিবে যে চৌদ্দ বৎসর ॥  
 কণ্ঠ বিরোধিব যেন ছাড়ি অন্ন পানি । ব্রহ্ম অস্ত্রে তার হাতে মরিব ত আমি ॥  
 তথাস্ত বলিয়া ব্রহ্মা বর দিলা তারে । অজয় হইল বীর শঙ্করের বরে ॥  
 অতিক্যা মাগিল বর নির্মোহির হাতে । চৌদ্দ বৎসর নিদ্রা নাঞ্চি বাহার চক্ষেতে ॥  
 স্বীর মুখ নাঞ্চি দেখে চৌদ্দ বৎসর । তবে সে হবেক তার সিদ্ধ কলেবর ॥  
 তার হাতে বিষ্ণু অস্ত্রে আমার মরণ । সদয় হইয়া বর দিলা পঞ্চানন ॥  
 মহাবিশু লক্ষণ তেঞি নির্মোহ হইলা । তে কারণে পূজিলাম দিয়া দিব্যমালা ॥  
 মূনির বচনে রামে লাগে চমৎকার । জিজ্ঞাসিতে সত্য বলে স্মিতাক্ষমার ॥  
 প্রথম বেদিন বাস তমসার ভীয়ে । নিদ্রা আসি আকর্ষণ করিল আমারে ॥  
 কহিলাম ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রার গোচর । মোরে ক্ষেমা দেহ তোমরা এ চৌদ্দ বৎসর ॥  
 চৌদ্দ বৎসর রঘুনাথ সত্যে হব পার । তিন জন দেশেতে করিব আগুসার ॥  
 অভিষেক হব রাম রাজ সিংহাসন । মোর ঠাকি তবে তোমরা করিবে গমন ॥  
 সেই হত্যে তিন জনে ক্ষেমা দিল মোরে । চতু ধর্যা বলিতে সভাই আস্তা ধরে ॥  
 কিবা কথা কহ তোমরা তাহে নাহি মন । এই হেতু হাসিলাম স্তন নারায়ণ ॥  
 এত শুনা শ্রীরামের চক্ষে পড়ে জল । আপনি লক্ষণ তুমি দিতে বনফল ॥  
 বিভাগ করিয়া তোমা আমি দিতাম আগে । কি করিতে হৈল কহ বৃকে জাঠা লাগে ॥  
 লক্ষণ বলেন আজ্ঞা না হত্য হেলন । ধর বল্যা দিতে ফল কর্যাছি ধারণ ॥  
 অগস্ত্য বলেন দত্ত লক্ষণ ধারুকী । তুণে ফল ধরিয়াছ ঢালা দেহ দেখি ॥  
 লক্ষণ বলেন তুণ আন হইমান । তুলিতে নারিল বীর পাল্য অপমান ॥  
 মাথে হাথ দিয়া হুহু ফুহুরিয়া কান্দে । লক্ষণে করয়ে স্তুতি আপনাকে নিন্দে ॥  
 গন্ধবাদন আন্যা মোর ইল্য অহঙ্কার । আজি তুণ নাঞ্চি উত্তেজিত চরবার ॥  
 সদয় হইয়া লক্ষণ বলে না কান্দহ আর । আন তুণ তুলিবারে পারিবে এবার ॥

তুলারাপি সম ভূণ তুলিয়া আনিব । লক্ষণ-বচনে ফল চািলিতে লাগিল ।  
 অগস্ত্য বলেন লক্ষণ যোয় পানে চাহ । যেদিনের বেই ফল চিনাইয়া দেহ ।  
 গা তুলিয়া ঠাই ঠাই করেন লক্ষণ । যেদিনের বেই ফল চিনেন নারায়ণ ।  
 আনা বায়া গোহার ছুদিনের পানিকল । দেখি ফুরিয়া কান্দে ডকডবংল ।  
 পর পূর্ব দুইদিন তরষাজ আশ্রমে । ছুদিনের ফল দেন সভা বিস্তমানে ।  
 মতল মুনিক্সী স্ববর্ণা ঠাকুরাণী । তাহার অমৃত ফল রামচন্দ্র চিনি ।  
 পর্বত চাপা দিয়াছিল শবনকুমার । তথাকার ফল দিল স্বমিত্রাকুমার ।  
 দেখিতে দেখিতে উঠে রৌদ্রনেব ঘটা । শববী আশ্রমেব ফল দিল দাঁত কাটা ।  
 যেদিনের বত ফল দেখাইল তা । গলায় ধবিয়া কান্দে রামচন্দ্রের মা ।  
 চোন্দ বৎসরের ফল দিলেন নিকটে । গণিতে গণিতে তিনদিনে নাঞ্চি আটে ।  
 প্রথম উপাল প্রভু যেদিন গেল বন । তাবপবে উপবাস সীতাব হরণ ।  
 যেদিন শক্তিশেলে পড়্যাছিলাম আমি । কেবা দিল কি খাইলে তাহা নাঞ্চি জানি ।  
 হাহাকার করে সতে সে কথা শুনিয়া । সীতা বাম পডিলেন ভূমে মূর্ছা হয়্যা ।  
 চেতন পায়্যা গলে, ধর্যা কান্দে বধুমণি । এত ধাব কতদিনে শোধ দিব আমি ।  
 বলরাম নাম হবে বোহিণী কোণব । অগ্জ কৃষ্ণ হয়্যা আমি হইব নকব ।  
 বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব আখ্যান । শুনিলে বামেব লীলা ভবভযে ত্রাণ ॥

### স্বজনমিলন

লক্ষণ লইয়া কোণে দয়ার ঠাকুর বলে এত দুখ পালে প্রাণেব ভাই ।  
 আমা কঠিনের সনে শুখাইলে প্রাণপণে : চোন্দ বৎসর খাঅ কিছু নাই ।  
 ফল রাশি রাশি দেখি : কান্দে সীতা চন্দ্রমুখী বলে ধন্ত লক্ষণ ঠাকুর ।  
 এবে তুমি বড় হল্যো : তোমাব চবণতলে : প্রণমিব বলিয়া ভাস্কর ।  
 সতে বলে ধন্ত ধন্ত : তবু কোটি চন্দ্র বর্ষ : কদাচিত না হল্য মলিন ।  
 কে জানে তোমার মর্ম : সকল তোমার কর্ম তুমি প্রভু পুরুষ প্রবীণ ।  
 বত রাজ্য ভূমণ্ডলে : লক্ষণের পদতলে : নিছিয়া পেলিল গলাব হার ।  
 স্বর্ণ মর্ত্য পাতাল আদি : ববি চন্দ্র বরুণ বিধি : সতে করে জয়জয়কার ।  
 ভরথ লইয়া বৃকে : চুষন করয়ে হৃথে : তুমি কৈলে রবিকুলস্থাপন ।  
 কোলে লয়া কৈকই বলে : কুলের দীপক হল্যো : তুমি কৈলে কলকমোচন ।  
 কৌশল্যার বুরে শুন : কোলে নিলা দুইজন : সভামাথে বৈলে রাজরাণী ।  
 অহুজ লক্ষণ সবে : রাম দুহু খান ব্রজে : সতে করে জয় জয় জনি ॥





হরিজ্ঞা জননী বলে : হোর ধার শুধ্যা আলে : বিকাইলে কোশল্যার ঠাক্রি ।  
বিজ কবিচন্দ্রে ভাবে : রাম বলে তুয়া পাশে : তোমার সমান কেহ নাঞি ।

### অবোধ্যায় আনন্দোৎসব

শ্রীরাম বলেন সীতা শুনহঁ বচন । যরায় বাইয়া তুমি করহ রক্ষন ।  
আয়োজন কর্যা দেহ পবননন্দন । সভাকারে দয়ানিধি করেন আহব্ৰণ ।  
যথাকালে সীতাদেবী করিলা রক্ষন । আগে মুনি দেবগণে করাল্যা ভোজন ।  
যক্ষ রক্ষ নাগ নর জিহুবনের রাজ্য । ভোজন করিলা আর চারি আতি প্রজা ।  
বানর বানরী আর যত দাস দাসী । যে বেখানে ছিল রাম সভাকারে তুমি ।  
সকল ভক্তকে রাম করাল্যা ভোজন । অবশেষে ভোজন করিল সব জন ।  
কেবল লুকায়া রহে বীর হনুমান । তিন ভায়ে লয়া শেষে বসিলেন বাম ।  
আগে অন্ন দিতে চান লক্ষ্মণের মুখে । লক্ষ্মণ বলেন খাত্যে না দিবে আমাকে ।  
প্রসাদ পাইব চোদ্ধ বৎসরের পর । তোমার অগ্রভাগ কবে খায়্যাছে নফর ।  
দেখে থাক্যা উপবাসী ভবধ শক্রঘন । প্রসাদ পাইব মোরা ভাই তিনজন ।  
ভায়ের প্রেমায় অন্ন নিলা চান্দমুখে । হাথে হাথে প্রসাদ দিলেন একে একে ।  
ভোজন সমাপ্ত বায় কৈলা আশ্রয়ন । তাহুল কপূর্ব আদি করিলা ভোজন ।  
প্রসাদ পাইতে সীতার জুড়াইল প্রাণ । হেনকালে উপনীত হৈল হনুমান ।  
হনুমান বলে রাম সভারে খায়্যালে । কি দোষ কবিহু কেন মোরে নাঞি দিলে ।  
লজ্জিত হইলা রাম ভাই চাবিজন । হনুমানে লয়া গেলা জানকীর স্থানে ।  
জানকী প্রসাদ পান চিস্তেন রাঘব । সীতা বলে আশ্র বাছা মায়ে পোয়ে খাব ।  
হাথ পাতি অন্ন নিলা পবননন্দন । যথাকালে মহাবীর করিলা ভোজন ।  
প্রসাদ পাইয়া হনু বলে পরিপূর্ণ । জয় জয় সীতারাম বঙ্গে সর্ব বর্ণ ।  
রামের রাজত্বে কার আধি ব্যাধি নাই । শস্ত্রে পরিপূর্ণ ধবা দুহু দেই গাই ।  
রামের চবিত্র নীলা অমৃত সমান । এত দূরে রাজ্য সায় কবিচন্দ্রে গান ।  
যে জন শ্রবণ করে বাম উপাখ্যান । মনোনীত ফল তাবে দেন ভগবান ।  
ভক্তি মুক্তি হুই হয় যার যেরা ভাব । যার ধোবা সেংসা সেইমত হয় লাভ ।  
অপুত্রকের পুত্র হয় নির্ধনের ধন । বাস্তুকি কহিলা হনু পাপ বিমোচন ।  
সাতকাণ্ড একত্তরে থাকে যার ঘরে । লক্ষ্মী নারায়ণ নিত্য আলে তাব দ্বাখে ।  
হরি হুরি বসয়ে সকল বন্ধুজন । সাতকাণ্ড সম্পূর্ণ হইল রামায়ণ ।

## সংশোধন

আমাদের অনবধানতাবশতঃ কিছু ভুল প্রমাণ ঘটেছে। উপজীব্য পুঁথির পাঠ সম্পর্কেও আমরা সর্বত্র নিঃসংশয় নই। প্রয়োজনীয় তুলণ্ডলি সংশোধন করা হলো।

পৃষ্ঠা / পংক্তি	অনুদ্ব	তদ্ব
৭।৬	পৌলস্তের	পুলস্তের
ঐ।৩০	ধিরল	ধরিল
১৫।৩	শ্রুতিকীর্তি	শ্রুতকীর্তি
ঐ।২৩.	ধিরাতি	ধিয়াতি
১৬।১৪	রূপি মৃত্যুকলা	রূপি মর্তকলা
ঐ।২৬	গরিয়সী	গরীয়সী
১৮।২৪	অনর্ক	অলর্ক
২৬।৮	কব	কবে
ঐ।২২	বলেণ	বলে
৩৬।২৩, ১৫৬।১৭	তধুর	তধুরু
৫৭।২	মোকে	লোকে
৫৮।১৫, ৯২।২, ১২৮।২	মনে	মেনে
৬৩।২	ছিল	দিল
৭৪।১০	দক্ষিণদিগে রজত	দক্ষিণদিগের যত
৯০।২	সাগর	সেতুর
৯২।৯, ঐ।১০, ৯৪।১২	স্ববেণু	স্ববেলু (= স্ববেল)
৯৯।১১	থগেস্ত্র	থজোত
১০২।১৫	কলি	কালি
১১৯।৪	অর্ধধান	অর্ধবাণ
১২৭।১৬	হর্যাছিল ইল	হার্যাছিল ঈশ
১৩৬।৮	দেই	দেহ
১৫৪।২৯	স্বক্ষে	স্বক্স
১৫৯।২০	মারি	মারে
১৬৮।২৭	রাববের	রাধবের
১৮১।১৪	বায়	বাকু
১৮৪।১৫	গ্রহণ	গ্রহ[ণ]্
ঐ।২৩	দেবের	বেবের

## অপ্রচলিত বা অপ্রচলিত শব্দাবলী

অমুরত ৮।২৩=অমুরত

অস্তরে ১৭।১৮=দূরে

অপ ৫।৩১=জল

অপেক্ষণ ৬।১৮=করণা

অবয়-আবয় ১৫।১৫=অবয়ব (অমুরকার শব্দ)

অব্যপ ৭।৬৩=আশ্রয়

অশক্য ১৭।২২=অসাধ্য, তুল.

কোণে মূনি শাপ দিল বড়ই অশক্য  
—কুস্তিবাস

আইছ ১৬।২৬=এসেছ

আই মা ২৩।১=বিশ্বয়চ্চক অব্যয়,  
তুল. আই মা বলিয়া দাসী আডালে  
লুকায়—রূপরাম

আওয়ারি ৩৬।১২=বাসগৃহ, তুল.

সাথে ফিরে আওয়ারি আওয়ারি  
—মুকন্দরাম

আওয়ারাল ৫।১২=আবাস

আঁকড়ি ২৫।২২=আঁকড়া

আঁঠা ১০।১৫=এঁটো, উচ্ছিষ্ট

আডেয়োড়ে ১৫।১২=আডালে-

আবডালে

আখাস্তর ৭।৬১৬=দুর্দশা, তুল.-

আন্ধা দুখমতী লজা ভৈল আখাস্তর  
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আত্মদৃষ্টে ১১।২৭=সজল নয়নে

আখলার নড়ি ২০।১০=অন্ধের লাঠি,  
তুল আন্ধলের নড়ি বাছা নিধনের  
কড়ি—মুকন্দরাম

আন ৬।১৫=অপার

আপে ৮।১৫<অপু=জলে, এখানে  
ধুঁ বা লালার

আয়ড় ২০।২=আড়াল

আয়ত ১৮।১৭<অবিধবায়=সম্ভাব্য  
অবস্থা

আয়াল ১৩।২২=আবাস

আলচুপে ৮।১২০=মুক্তকেশে

আহু ২৭।৭=আহুক

ঈশ ৫।১২৫=শিব

উখাড়িয়া ৪৮।৬=উপড়ে, তুল.

উখাড়িয়া পড়ে যেন পর্বতের গোড়া  
—দুঃখীশ্রামদাসের গোবিন্দমঙ্গল

উগিয়া ৭।৮=উকি দিয়া, তুল.

পিড়াএ উঠিল মিশ্র ঘরে দিল উগি  
—চুডামণিদাসের গৌরাকবিজয়

উছাল ১২।২৩=ফীতি, শিখা

উঝটিয়া ১৫।১৭=হোঁচট খেয়ে, পায়ে  
ঠেলে, তুল. উঝটে তারিতে পারি

লিংহল ভুবন—দ্বিজ রামদেব

উতবোল ১৭।১৮=আকুলি-বিকুলি,  
তুল. উতবল ভৈলা মনে—শ্রীকৃষ্ণ-  
কীর্তন

উত্তরে ৫৩।১২=উত্তরণ করে,

পৌছার

উদ্ধার ১২।১১=উদ্ধার কর

উধায় ১২।১১=উর্ধ্বে উঠে, তুল.

উধা করি বার পক্ষ গগনমণ্ডলে—

বাহুনাথের ধর্মপুরাণ

উকড়িয়া ৬৪।১৮=লাফিয়ে, তুল.

সভেক্রি উকরিক্রি আইল—কবি-  
শেখরের গোপালবিজয়

উভরায় ৮৩।১৫=উচ্চতরে

উলে ১২।১৬=আবে, তুল. রথে

হৈতে ধরলী উলিয়া আয়াপতি

—কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল



উর্যা ৬৬৫—অবতীর্ণ হয়ে, তুল. উর  
রম আবার আসরে—রূপরাম

এছনি ৫২।১২—এ খেন

এনা ১৬৬।২১—এই, তুল. এনা এক  
কুট পাণী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ওর—১১।২—সীমা, তুল. হারারি  
দুখের নাহি ওর—বিজ্ঞাপতি

ককা ১।৫—কলহ, বিতর্ক, তুল. ককায়  
হারিয়া লভে করে অভিমান  
—চূড়ামণিদাসের গৌরাকবিজয়,  
দেবতা মনুষ্যে ককা সর্বথায় নাট  
রকা—জগজ্জীবন

কচ ১৫।২—কেশ

কবচ ১৬৪।১—বর্ম

কমল ৫৮।২—এখানে ‘কমললোচন’  
অর্থে

কলা ৩।১৩—ছলচাতুরী, তুল. তিরি-  
কলা পাতি ভাণ্ডিবারে চাহ কাহে  
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

কস্ত ১৮।২১—কণ্ঠ

কাপে কাপে ৮৬।১২—সুবিজ্ঞস্তভাবে

কাম ৫৬।১৬—কর্ম—কার্য

কুতান ৫২।২৫—অমঙ্গল

কুদরত [আ] ১২২।১৫—সামর্থ্য

কুল্যা ১৩৫।২৭—কুর্গন—লক্ষ্যবিন্দু

দিয়ে  
কুররীর ৭৭।২০—কুরল পক্ষিগীর, তুল.

কাম্বিব কাম্বিগীদেবী কুররীর পারা—  
রামেশ্বরের শিবায়ন

কেলা ১২২।২০—কেনলা

কোটরা ১৪।২৫—পাত্র

কীরসধনের ৫০।২৫—কীরসদৃশ ?

কেপ ৫।৬—বায়. এখানে ‘বোকা’ অর্থে  
খাই ২৩।৭—গর্ভ, তুল. বাহিরে খাই

কাটে বডই গহনে—কবিশেষণের  
গোপালবিজয়

খাখার ২৩।২—কলহ, তুল. কুর্গবংশে  
রহিল খাখার—কবীন্দ্র মহাকারত

খাখার ৪২।১৩—কঠিন

খালা ৪৭।২২—[জল রাখবার] পাত্র

খালি ১০।১১—খাইলি

খিতি ৮২।৬—ছোট, ক্ষীণ

খুসিলা ৫১।২৩—স্বাগিল

খোলাডাই ১০২।১৪—যে খাই সন্তো-  
জাত শিশুর নাকী কেটে আশোডা

খোলায় নিয়ে মাটিতে পুতে দেয়,  
তুল. জয়দাতা জনক জননী

খোলাডাই—কেতকাদাস কেমানন্দ  
গহলে ৫০।২২—গহ্বরে

গাজে ১৬৪।১৭—গর্জন করে

গাড়িয়া ৪৮।৫—পুতে,

গুড়াইল ২।১৭—বাগন করল

গুড়গুলা ৮৬।৭—দুর্মদ

গুণি ৬৫।২৭—গণনা করি

গুণে ৮০।১৫—জ্যা-তে, ছিলায়

গুমাণ [কা] ৪১।১৩—গর্ব

গোড়ায়্যছিল ২৪।২৮—অনুগমন

করেছিল

গোহার ২৬।১১—নিবাদের

গ্যা ৫২।১৫—গিয় (আকলিক

প্রয়োগ)

গ্রহণ ১৮৪।১৫—লিপিপ্রমাদ, সম্ভবতঃ  
‘গ্রহগণ’

ঘটা ৮।১৮—দল, তুল. বৃহস্পতি আদি  
চলে ব্রাহ্মণের ঘটা—রামেশ্বরের

শিবায়ন

ঘাড়কাতা ৪৫।২২—ঘাড়কাঁকা, তুল.

দাড়িতে ধরিত্তা কেহ মারে ঘাড়গাতা  
—বিজয়গুপ্ত

ঘাসবৃদ্ধে ১০৩।১—তৃণবৃদ্ধি, নিবোধ

চক্র ৫৬।২—পৃথিবী

চড়া ১২।৮—টান, ছিলা

চার্টে ৩২।২৩—আবাত করে  
 চাঠ্যা চাঠ্যা ১২০।২০—চেটে চেটে  
 চায়া [ফা চারহ্] ১১৪।১৫—উপায়  
 চিকুরে ১৩০।১১—কুস্তলে  
 চোখ ১১২।১৮—চোক—ভীক্ষ,  
 ধারাল, তুল তখন বামনবর চোখা  
 চোখা মারে শর—সতীময়না ও

লোরচন্দ্রানী ।

চোটায়্যা ২৭।১১—জোরে কোপ মেরে  
 চৌরস ১ ৪।১৩—প্রশস্ত  
 ছড় ৩১।২৬—অঁচডের দাগ  
 ছনছন ২৮।২৫—ব্যথিত সন্দেহ  
 ছন্ন ১৩৩।৬—সন্ন—আচ্ছাদিত  
 ছাতি ২।১৩—বুক, তুল. হেরি বিদরয়ে  
 ছাতি—জানদাস

জই ১২২।১=জয়ী ।  
 জটিল ৫৬।২১—জটধারী  
 জাকু ১৮।১৬—যাউক, যাক  
 জাক্কে ১৩৭।১৬—জাহুতে  
 জাতে ২৫।১২—যাত্রায়  
 জিয়া ১২।২৪—বৈঁচে  
 জিহি ১৪০।১৫—জিহ্মা  
 জুতি ৭।২৫=জ্যোতি, তুল. মানিক  
 জিনিঞা দশন জুতি - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন  
 জুভায় ৩১।৪=জিহ্মায়  
 জুয়ায় ২১।২৭—যোগ্য হয় তুল. ভান্না  
 নাএ চঢ়িতে না জুয়ায়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন  
 ঝকঝকাতে ২২।২০—ঝামেলায়  
 ঝঞ্জন ১১২।৩১—বজ্র  
 ঝরকা [হি. ঝরকহি] ১২।১৫—জানাল  
 কাট ২২।৭—স্বরা  
 কলভেঝোড়ে ১৫।১২—ঝোপজঙ্কলে,  
 তুল নেহালয়ঝোড়েঝোড়ে—মুকুন্দরাম  
 ঝিক্যা ৬৪।৫—ঝিকি মেরে, ঝাকা  
 মেরে  
 কোরে ১০২।১৪—ঝর্ণায়, নীলায়  
 ঠাঠ ৩৪।৭—সৈন্তদল, তুল. পাজসাহী

ঠাঠে কবে কেবা ঝাটে—ভারতচন্দ্র  
 ঠাটা ১১২।৮—রোখা  
 ঠারে ৫৭।২৮—ইদ্বিতে  
 ঠেক ৭০।৭—টেকা, সঙ্কট  
 ঠেলে ৬৩।১৬—চাপে  
 তড ২৩।৬—চড়া, তুল. জল হতেটান  
 দিয়া তডে তোলে পাণ্ড—বিজয়গুপ্ত  
 তদন্ত ৭৫।২২—তার শেষ. তৎ + অন্ত)  
 তবলে [আ. ইন্তবল] : ৬৮।২৮—  
 অশ্বশালে  
 তম্বর ৩৬।২৩—সুন্ধ 'তুম্বক', গন্ধর্ববিশেষ  
 তাত ১১।২ < তপ্ত—গরম  
 তাত ২৩।৩০—পিতা, পিতৃতুল্য ব্যক্তি  
 তার ১৫৪।২৩=তারণ কর  
 আসে ৪৫।৭=অন্ত হয়  
 তুটে ১১২।১৮—টুটে, ধসে  
 তুও ১৬০।২৫—মুখ ( প্রাচীন বাংলায়  
 বহু ব্যবহৃত )

তুরিত ৫।১৪—ক্রত  
 তুর্ণ ১৫৪।১৮—শীঘ্র  
 তেজে ২৩।৬ } = ত্যজে  
 তেজি ২৬।১৪ } = ত্যজিয়া  
 তেজিল ২৮।২১ } ত্যজিল  
 তোক ৭।২, ১৪—পুত্র, তুল. বাহাৎ  
 কারণে মৈল বায়ইব তোক—বেণ্যা  
 ধর্মদাস,

থুনি ১১১।১২—  
 দরায় ১৭।২৩=দরিয়ায়  
 দাপনি ৩৬।১৫ < দর্পণ—আয়না, তুল.  
 হাথের কান্ধায় মা লোটু দাপণ—  
 চর্চাগীতি; বিনোদ পাটের খোপ  
 রসের দাপনি—মুকুন্দরাম  
 দাবেন ৩৮।১২—চাপেন  
 দুনা ৫৮।৭—দ্বিগুণ  
 দুয়াকর ৮৮।২৬—কটুক্তি, তুল. আর  
 দুয়াকর খুইলেক বাণী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন  
 বে ২৭।২৩=বেহ

বক্স ২১।১২—সিউক, হিউ  
 দেববানে ১৪৬।১২—দেবতাগণে, তুল.  
 দেববানে তপ কৈলে স্বাধন বৎসর—  
 শ্রীকৃষ্ণবিজয়  
 দেবানে [ কণ. ] ২৬।২০—দয়বার  
 দোসর ১৮৪।৫—দ্বিতীয়, সঙ্গী, তুল.  
 যার কাক বলে দেবর মাথা—শ্রীকৃষ্ণ-  
 কীর্তন ; একা নামে রক্ষা নাই স্বর্গীষ  
 দোসর—কৃতিবাল  
 দ্বোপীতে ৩৩।১৩—ডোকাতে  
 ধেরা ১।২০—চিন্তা ক'রে  
 নইল ১২৮।৩=না হল  
 নক্রে ২৮।২৪—কুড়ীরে  
 নাই ১০২।২৪ < স্নেহ—আদুরে,  
 আশকারা-পাওয়া  
 নান্দী ১৬।২৫—নাটকাদির আরম্ভে  
 মঙ্গলাচরণকারী  
 ন্যায় ১১।১৭—নাবিক  
 নিকলে ৬৬।১১—বাহির হয়, তুল  
 ঝলকে ঝলকে বক্ত নিকলে তুণে—  
 মুকুন্দরায়  
 নিছনি ৮৮।২২ < নির্মলিকা—বালাই,  
 তুল. নিছন লইয়া কাহাঞি থাকু  
 একবার্টে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রঃ শঙ্ক-  
 তত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ  
 নিদাটি ১৫৮।৮—নিজামত—যাতে  
 সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তুল নগরে নিদাটি  
 দিয়া সভারে রেখেছে অচেতন—  
 ঘনরায়  
 নিধন ৬।১১—মুদিত, হস্ত  
 নিম্ন ১৭২।৮—নিম্না, তুল নিম্ন  
 বিহনে হইনা জইসো—চর্চাসীতি ;  
 চোখে নিম্ন না আইসে—শ্রীকৃষ্ণ-  
 কীর্তন  
 নিপট ৫২।৩—অত্যন্ত, নিভাত  
 ( আকস্মিক প্রয়োগ )  
 নিবড়িল ১২২।২৪—শেষ হইল, তুল.

আশিন যানের শেষে নিবড়িল দাঙ্গিরা  
 —শ্রীকৃষ্ণকীর্তন  
 নিবর্তিল ৫৪।১৬—উপশয় করিল,  
 তুল না কাটিয়া রক্ত অন্ন নিবর্তিতে  
 নাকি—অভিযায় দাল  
 নিভারে ১৪৪।২২—নির্ভরে,  
 নিশ্চিতভাবে  
 নিয়ড়ে ১২৪।২৫—নিকটে, তুল.  
 নিয়তিবোধি দূর মা জাহী—চর্চাসীতি ;  
 তোর সনে আছে মোর নিয়ড় লক্ষ  
 —শ্রীকৃষ্ণকীর্তন  
 নীত ৩০।১০=নীতি  
 নেউটিয়া ৩০।২১—কিরিয়া, তুল.  
 নেউটিয়া গদাধর তারে যুদ্ধ দিল—  
 শ্রীকৃষ্ণবিজয়  
 পচাল ২৫।১৫—কদম্ব গালাগালি  
 পড়া ১৪০।১২ < পটহ—ঢাক  
 পদ্ধতি ৪২।১০—বিজ্ঞান, প্রণালী  
 পরিকর ১৫।১২—কটিবন্ধ  
 পরিবাদ ৪৫।২—অপবাদ  
 পরিহার ৪।২২—বিনতি, তুল.  
 পরিহার বোলে বনমালী—  
 শ্রীকৃষ্ণকীর্তন  
 পর্বে ৩৭।১০—পরিবেশন করে, তুল.  
 মোহিনী হইয়া স্বধা পরিবেশ হরি  
 —কেতকাহাল কেরানন্দ  
 পাকল ৬৮।২০—ঘণিত  
 পালাতা ১২৪।১৩—পায়-পড়া  
 পাটে ১৭।২১—সিংহাসনে, তুল. না  
 মানসি কংসরায় পাটে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন  
 পানা ১৪।২৫ < পানক—শরবত  
 পারা ১১।২৬—সবজুয়া  
 পালে—১১।১৭—পাইলে  
 পাণ্ড ৩।১১৩—নির্ভরতা, বিড়ম্বনা,  
 তুল. পাণ্ড পাড়িল তাতে শঙ্কর-  
 দাঙ্গিরা—অগজীবন  
 পূর্বব ১২২।২৪—বক্ষণনিষেধ,

গুরটের ১৫।১—সোনার, তুল. গুরট

রচিত দেহারা—মুকুন্দরাম

শেলে ১৫।১৩=কেলে

প্রভাবী ১৫।৭—স্বাক্ষরিক রায়স্বপ্নে  
'স্বপ্নপ্রভা'

প্রাণী ৫৯।২৫=প্রাণ

ফারা ৬৪।১৬—ভেদ, তুল. বুকে পিঠে

ফুটে শাল পিঠে হল কার—খনরাম

ফুকরে ১০।৮—উচ্চরব করে, তুল.

বাহা বাহা কবি তবে রাখি। ফুকরে

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বক্র ১৬৬।১১—অসিদ্ধ

বক্র ৪২।৭—যাপন কর, তুল. কেমনে

বক্রিমো মোঞে একসরী ফুঁছে

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বর্ণ ১।৮=বর্ণনা কর

বাগে ১৫২।২৬—দিকে

বাজ্য ১৬৪।২৪—আঘাত কর

বায় ১১১।১৫—বেয়ে বায়, রগড়ায়

বাবি ১১৮।১—বাহির, তুল. টাঙ্গি

দিয়া গলা কাটা বারি কৈল কল—

রামেশ্বরের শিবায়ন

বার্তা ১৮।১২—এখানে 'দূত' অর্থে

বাল্যে ৬৪।১০=বালীকে

বাহুড়িয়া ৫৫।৩—কিরিয়া, তুল

বাহুড়িয়া চল সে নিবধ বনমালী

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বিতথা ৫০।২৩—বিপদ, তুল. কর্গসেনে

বিয়া দিয়া বড়ই বিতথা—মানিক-

রায়ের ধর্মমঙ্গল

বিপথ ৩০।৪—বিপত্তি

বিবোগে ৫০।২২—বিড়ম্বনায়, তুল.

বিবোগে অগ্নির হুগিল চেষ্টন

—বিদ্যাস

বুড়ে ৫৬।২—ভুঁকে, 'তুল. বুড়িজে

ভিলা বুড়ে—মুকুন্দরাম

বুড়ে ১০২।১৩—এজিয়াতে ?

বুল ১৬২।১—বুঁরে বেড়াও, তুল. বুঁই

নীব কি বুঁই ভায়র—প্রাকৃত শৈবল

বেলি ৩।৬—বেলা, তুল. উ বেলি না

জাইহ মধুর হাটেল—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বেণর ২৩।১৪—অর্ধচন্দ্রাকার নাকের

গহনা

ভক্যানিত ৫১।১৩—ভোজনলু

ভবে ১।১৫—ভবনে

ভবে ৫৬।৩—শিবকে, তুল. ভব নাম

ভব করিতে পার—ভারতচন্দ্র

ভাঙুরি ৬৩।২৬—ভঙ্গিমা, তুল. তাবত

ভাঙুরি পাড় নাহি ছাড় পাশে—

কবিশেষ্বরের গোপালবিজয়

ভাবুটি ১২৯।২৫—লোকদেখানো

ভাবাবেগ, তুল. ভাবুটি করিয়া কিছু

কুমন্ত্রণা কবে—মানিকরায়ের ধর্মমঙ্গল

ভেল ৬।১১—হৈল, তুল. সকলি

গরল ভেল—জ্ঞানদাস

ভোকে ৫০।১৮—স্বধায়, তুল. ভোখে

ভাত নাহি ষাও—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মলয়জ—মলয়; ইন্ডের দেহমল

থেকে উৎপন্ন।

মল্য ১৬।২৬—মলয়

মাগধে ৮।১৭—স্বতিপাঠক

মাগো ১৮।১২৫ মাগি

মালশাট ২০।২—মলের যত যুদ্ধোৎসোগ,

তুল. কদম্বে উঠিয়া হরি ঘন মালশাট

মারি ঝাঁপ দিলা কালীদহজলে

—পরশুরায়ের কৃষ্ণমঙ্গল

মুনিবর্ষ ২।১০—মুনিশ্রেষ্ঠ, তুল. তার

অধিষ্ঠাত্রী শক্তি মর্বশক্তিবধ

—চৈতন্যচরিতামৃত

মেনে ১২।২৩—কথার রাজা বা ধুরা

তুল. আজি মেনে কিরে মগি শব্দর।

ভিখারী—ভারতচন্দ্র

মেলানি ৩৫।২০—বিদায়, তুল. এবে

বেলানী দেহ আখারে—ত্রিকাকীর্তন  
মো ১৩১২—মোহ, তুল. না চাই  
হায়ের মুখ নাহি করে মো

—মুকুন্দরাম

বজের মেঘলা ৫১২—বজ্রকুণ্ডের

পরিধি

হাসি ১৬৩৮—হাস, তুল. মহরগমনে  
হাসি ভাগিনার ডহে—ত্রিকাকীর্তন  
বি ৭৩১২=বা

যোগপাটিনি ৫৫১৫—ছোট

যোগপাটা

রণছটি ১০২১৬—রণদীপ্ত

রঙল ১১১০—সন্তোষ, তুল. কত

হামিনী রতনে গোড়ায়হু—বিজাপতি  
রাউত ৩৩২৭—অখারোহী, তুল.

রাউত হাহত সঙ্গে তুরঙ্গ মাতঙ্গ  
—রামকৃষ্ণের শিবায়ন

রাখা ৮৫২৮—এখানে ‘কক’ অর্থে  
রাউতের খাতা ১৩২১৮—বিধবার

হিসাব

লংহির ৪১১৬—লজ্জিও

লো ১২১১২—অক্ষ, তুল. নেতের

আঁচলে মুছে লোচনের লো

—মুকুন্দরাম

শিঅলি ৫১১৩ শেওলা

স্বপনন্দন ২৬১১৩—চণ্ডালপুত্র

সঙ্কলে ৩৩১১৬—নিবারণ করে, তুল.

ক্রীড়া সঙ্কলিয়া কৃষ্ণ ঘরকে চলিল—  
ত্রিকাকীর্তন

সব্য ১৬৩১৭—বাম দক্ষিণ হুই

সঙ্ঘি ২০১২—কোশল ১

সংশিত ১৩৫১৮—নিপীত

সার্থি ১৮১৫=সাকী

সার্থে ২৩১৫—ঠোকে, আঘাত করে

সীমুড়া ৩৬১১৫—কোটা, তুল.

সীমুড়া ভিতর কর্তৃক তামূল—মুকুন্দ  
কবিরাজ

সারিয়ার ১১৩১১—প্রবেশ করে,  
তুল. হুয়ার বেন মোর না সাধায়  
কানে—ত্রিকাকীর্তন

সাত্তার ৩১২৪—প্রবেশ করে, তুল.  
মোর কানে না সাধাও তোর হুই  
বানী—ত্রিকাকীর্তন

সারিয়া ৪৮১২—বিস্তার করে

হুকর ৫১৮—হুকুয়ার

সেতে ৮১১=সেতুবন্ধে

সেহ ৬১১৬—সেও

সোমর ১০২১৮—সমতুল্য, তুল.

সেই লব্ধেই তার নাহিক সোমর  
—চৈতন্যভাগবত

স্রা—৭৮১০—এসে ( আকলিক  
প্রয়োগ ) তুল. ‘সিয়া’

হকু ৮২১১২ হোক

হঠ ৪০১১৮—বিবাহ, তুল. আমি সনে  
করে হঠ চরণে লজ্জয়েঘট—মুকুন্দরাম  
হরা ৫৫১২—হরের গৃহিণী

হাইবাসে ২০১২২—হতাশায়, তুল.

কান্দয়ে নকুল অত দারার হাবাসে  
—মুকুন্দরাম

হাড়িকানা ৮০১০—ভাঙ্গা হাড়ির  
কানা

হাপুতি ৪৬১২৩—গুজহীনা, তুল.

হাপুতির পুত্র যেন করিঙ্গের কড়ি  
—কাশীরাম

হামে [ হি. ] ৫২১৮—আমায়ক

হেটে ৬৫১২—নিরে

হেবে রে ২৬১৬—এই দেখ, তুল. হাব  
গো নন্দরাণী—পুরানো মান

হেলে ১৮০১২—হোয়ার

হোয় ১৮১২—এইখানে, তুল. হোয়  
সারিয়ার আইল মোসাদ

—ত্রিকাকীর্তন

